





















# বেদসংহিতা ।

দ্বিতীয় ভাগ ।

শ্রীযুক্ত যধুসূদন সরকার কর্তৃক

পঞ্চম অনুদিত

বাঙ্গালা টীকা সহ প্রকাশিত ।

কলিকাতা ।

২১০/৫ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, নবাবাবাদ থ্রেসে,

শ্রীভূতনাথ চন্দ্র পালিত দ্বারা মুদ্রিত ।

১৩১৪ ।

কাগজে বাঁধাই মূল্য - ১৫০।

কাগজে . . . . . ২১।







# উৎসর্গ।

কাশিমবাজারের মাননীয়

মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর

এবং

লালগোলা-নিবাসী

রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নারায়ণ রায়বাহাদুরের

করকমলে

গ্রন্থকারের কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ

বেদসংহিতার দ্বিতীয় ভাগ

অর্পিত হইল।

শ্রীমধুসূদন সরকার।







## উৎসর্গ-পত্র ।

মণীন্দ্র যোগেন্দ্র অঙ্গের ভূষণ  
 স্বদেশাত্মরক্ত স্বধর্মের রত ।  
 কত আছে দান কে করে গণন  
 হৃদয়ে নিহিত স্বদেশ-ব্রত ॥  
 কিন্তু আমাদের কিসের স্বদেশ,  
 কিসের স্বধর্ম, নৃপ-যুগল ।  
 বেদ-শূত্র দেশ লুপ্ত প্রত্যাদেশ  
 কর্ণ-শূত্র ধর্মকর্ম-সকল ॥  
 বিশৃঙ্খল হান্ন সমাজ-বন্ধন  
 নাহি প্রাণ, মাত্র কাঠাম সার ।  
 প্রাণ-শূত্র যথা ধর্ম-আচরণ  
 প্রাণ-শূত্র তথা সমাজ তার ॥  
 ছিন্ন-মূল সব ঘূর্ণিত আবর্তে,  
 কেননা বিচ্ছিন্ন ধর্মের মূল ।  
 যাহা করি মোরা প্রত্যেক মুহূর্তে  
 সকলি রাজানো জানহ ভুল ॥  
 তাই বেদ-মাথে লোক-হিতে রত  
 ছল পরিহরি হও এখন ।



সব হিন্দু তুল্য                      এই সাম্যব্রত  
 গ্রহণ করিয়া লভ জীবন ॥  
 যাহা চাও তাহা                      ইহার ভিতর,  
 ঋক্ ভিন্ন নাই উপায় আর ।  
 তাই নৃপদ্বয় !                      যুড়ি দুই কর  
 কিঞ্চিৎ তাহার দেই উপহার ॥  
 ফেঁটা মাত্রোষধে                      পারে করিবারে,  
 যদি সত্য হয়, ব্যাধির নাশ ।  
 যদি বেদ সত্য                      এর ব্যবহারে  
 .      নষ্ট হবে রোগ, এইত আশ ॥



## বিজ্ঞাপন ।

বেদসংহিতা দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রিত হইল। প্রথম ভাগে ৬৫৭টি মন্ত্রের সমূলানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এ ভাগে ১৬১২টি মন্ত্রের অনুবাদ ও ২টি সূচী প্রকাশিত হইল। উভয় ভাগে সাকল্যে ২২৬৯টি মন্ত্রের অনুবাদ হইয়াছে। তন্মধ্যে ২১৬৮টি মন্ত্র ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত। সামবেদের যে ৫০টি মন্ত্রের অনুবাদ হইয়াছে, তাহাও প্রায় সকলই ঋগ্বেদের মন্ত্র। সূত্ররাং ঋগ্বেদের দশ সহস্রাধিক মন্ত্রের মধ্যে প্রায় এক চতুর্থাংশ মন্ত্র এক্ষণে বাঙ্গালা পণ্ডে পড়িবার সুবিধা হইল। ইহার পূর্বে আর এরূপ সুবিধা হয় নাই।

যে মন্ত্রগুলি অনূদিত হইল, তাহাতেই ঋগ্বেদের জ্ঞাতব্য বিষয় বহুল পরিমাণে বাঙ্গালা পাঠকের আয়ত্তাধীন হইল। অনেকেই জানেন যে, একই দেবতার বহু স্তুতি আছে; সূত্ররাং এতদপেক্ষা অধিক সংখ্যক ঋক্ অনূদিত হইলে, অনুপাতক্রমে যে জ্ঞাতব্য বিষয় বাড়িয়া যাইত, তাহা নহে।

দুঃখ থাকিল, আমি সায়ণের টীকাসহ অনূদিত মন্ত্রগুলির মূল প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আমার অর্থ-



সামর্থ্যে যাহা হইল, তাহাই আমি করিলাম। যদি এই পুস্তকের ২য় সংস্করণ প্রকাশ করিতে পারি ও সুবিধা হয়, তবে তৎসঙ্গে সায়ণের টীকা প্রকাশ করা যাইবে। সায়ণের টীকা ভিন্ন মূল বুঝা অনেকের পক্ষেই কঠিন। এজন্ত ২য় ভাগে আপাততঃ মূল পরিত্যক্ত হইল। সায়ণের টীকা হাতে করিয়া বেদের মর্ম্ম বুঝা যে একটা কঠিন ব্যাপার নহে, তাহার পরীক্ষা হইতে এখনও বাকী থাকিল।

পরিশেষে প্রথমতঃ বক্তব্য এই যে, এই পুস্তকের প্রথম ভাগ পাঠ করিয়া মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কে-টি, ও শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্-এ, বি, এল, অগাধ বৈদান্তিক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ, প্রেসিডেন্সী-কলেজের সিনিয়র সংস্কৃত-ধ্যাপক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম্-এ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্,এ এবং রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্,এ ও শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম্,এ প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত ও সংস্কৃতজ্ঞ মহোদয়েরা আমাকে যেরূপ উৎসাহ বাক্যে উৎসাহিত করিয়াছেন, তাহাতে আমি তাঁহাদের নিকট চির-কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিলাম। দ্বিতীয়তঃ এই জিলাস্থ কাশিম-



স্বর্জারের স্বনামধন্য মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এবং লালগোলা রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুরের নিকটেও আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। বিশেষতঃ লালগোলা রাজা বাহাদুরের পুস্তকালয়ের পুস্তক গুলি না পাইলে আমি এই অনুবাদ করিয়া উঠিতে পারিতাম না। এজন্য এই পুস্তকের ২য় ভাগ আমার কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহাদের নামে উৎসর্গ করিলাম। আশা করি, তাঁহারা গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিবেন। আমি যদি বেদসংহিতার আর এক ভাগ বাহির করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগকে পৃথক পৃথক ভাবে উৎসর্গ করিতে পারিতাম। তাহা আমার হইয়া উঠিল না।

৮ ডাক্তার রামদাস সেনের লাইব্রেরী হইতেও আমি সময় সময় অনেক উপকার পাইয়াছি। এজন্য তৎপুত্র শ্রীযুক্ত বাবু মণিমোহন সেন মহাশয়ের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

..

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শীদাবাদ } শ্রীমধুসূদন সরকার।  
১লা শ্রাবণ, ১৩১৪







# সূচী ।

১। দেবগণ সম্বন্ধীয় ।

দেবদেবীগণ	১ম বা ২য় ভাগ	পৃষ্ঠা	টীকার সংখ্যা	বা স্বকের সংখ্যা
অগ্নি	১ম	১	১,২	—
অৰ্জুনী	২য়	২৮	২	—
অদিতি	২য়	৮	২	—
অৰ্য্যমা	২য়	৬০	২	—
অশ্ব	২য়	১১২	—	১৬৩ সূক্ত
অশ্বিন	১ম	৬	২	—
"	২য়	৬৭	১১	—
আদিত্যগণ	২য়	৭	২	—
আত্রী	১ম	৪৩	১	—
ইন্দ্র	১ম	৩	১	—
ইন্দ্রাণী	১ম	৮	—	১।২২।১২
ইলা	১ম	৪৩	১	—
"	২য়	১৭৫	৭	—
উবা	১ম	২৫	৩	—
"	২য়	৮৯	৭	—
কতুগণ	২য়	১৩	১	—



ষড়ুকা	২য়	২৩২	—	৪।৩৭।১
কপিঞ্জলরূপী	}	২য়	১৬৭	১
ইন্দ্র				
করুলভী	১ম	৫৭	—	৪।৩০।২৪
গাভী	২য়	৪২৯	—	১৯ সূক্ত
গো	২য়	৩১৪	—	২৮ ঐ
গুহু	১ম	৪২	১	—
জল	২য়	৪২৬	—	১৭
তনুনপাং	২য়	৪	২	—
তাক্য অরিষ্টনেমি	২য়	৫৭	৩	—
ত্রিত বা ত্রৈতন	২য়	৩৪	৫	—
তৃষ্টা	২য়	৬।১৫	১১।৩	—
দধিক্রা	১ম	৫৭	১	—
দেবো হোতাবো	২য়	৬	৯	—
দেবীদ্বার	২য়	৫	৭	—
দৈবজন	২য়	২৭	৭	—
জ্ঞাবা পৃথিবী	১ম	৩০	২	—
"	২য়	১৬৯	১	—
দ্রাসু	১ম	৩০	২	—
দ্রোপিতা	২য়	৩০	২	—
দ্রুবিণোদা	২য়	১৬০	১	—
মধু	২য়	১৫৮	—	৩৬ সূক্ত
মাধব	২য়	১৫৮	—	ঐ
মিষণা	১ম	৭	—	১।২২।১০.



ନକ୍ଷତ୍ରାବଳୀ	୨ୟ	୭	୮	
ନରାଶଂସ	୧ମ	୭	୧	—
"	୨ୟ	୮	୩	—
ନଭଃ	୨ୟ	୧୧୮	—	୩୭ ହୁକ୍ତ
ନଦୀଗୁଣ	୧ମ	୧୨୩	—	୧୧ ହୁକ୍ତ
ପର୍ଜ୍ବତ	୨ୟ	୩୭୩	—	୧୦୧ ହୁକ୍ତ
ପାଣି	୨ୟ	୮୧୧	୧	—
ପର୍ବତ	୨ୟ	୧୨୧	୧	—
ପରମାତ୍ମା	୧ମ	୧୮୧	—	୧୨୨ ହୁକ୍ତ
ପିତୃ	୨ୟ	୧୩୦	୧	—
ପିତୃଗୁଣ	୧ମ	୧୧୩	୧	—
ପୁରୁଷବା ଓ ଉର୍ବଶୀ	୨ୟ	୮୮୮/୮୧୦	୧/୨	—
ପୁରୀ	୧ମ	୧୦/୧୧	୧/୧	—
ପ୍ରଜାପତି	୧ମ	୧୩୨	—	୧୨୧ ହୁକ୍ତ
ପୁତ୍ର	୨ୟ	୩୩୧	୨	୬/୮୮/୧୨
ବନସ୍ପତି	୨ୟ	୭	୧	—
ବରୁଣ	୧ମ/୨ୟ	୧୧/୧୨	୧/୧	—
ବରୁଣାଳୀ	୧ମ	୮	—	୧/୧୨/୧୨
ବହୁଗୁଣ	୨ୟ	୧୮୧	୧	—
ବହି	୨ୟ	୧	୭	—
ବାମନେଶ୍ଵରୀ	୨ୟ	୮୭୧	୧	—
ବାଜ୍ର	୨ୟ	୧୨୮	୧	—
ବାୟୁ	୨ୟ	୧୭୧/୧୩୮	—	୮୧/୮୧ ହୁକ୍ତ



ବାହୋମ୍ପାତି	୨ୟ	୭୧୫	୧	
ବିଭା	୨ୟ	୨୬୧	୨	
ବିଷକର୍ମା	୨ୟ	୫୫୦—	୧	
ବିଷଦେବଗଣ	୧ମ।୨ୟ			ଅନେକ ଲୁକ୍ତ
ବିଷାବହ	୧ମ	୧୦୨	୧	
ବିଷ୍ଣୁ	୧ମ।୨ୟ	୮।୩୭୧	୨।୩	
ବୃହସ୍ପତି	୨ୟ	୫୧	୩	
ବ୍ରହ୍ମଗୋମ୍ପାତି	୧ମ	୧	୧	
ଭଗ	୧ମ	୧୧	—	୫।୩୦।୨୫
ଭାରତୀ	୧ମ	୧	—	୧।୨୨।୧୦
ବିଷ୍ଣୁ	୨ୟ	୫୫୫	୩	
ବିଷ୍ଣୁଗଣ	୧ମ।୨ୟ	—	—	ଅନେକ ଲୁକ୍ତ
"	୧ମ	୨୨	୧	—
ବିଷ୍ଣୁ	୨ୟ	୬	୧୦	
ବାହୋବିଷ୍ଣୁ	୨ୟ	୧୧	୫	
ବିଷ୍ଣୁ	୧ମ	୧୧	୨	
"	୨ୟ	୧୨	୧	
"	୨ୟ	୨୦୧	୧	
ବିଷ୍ଣୁ	୧ମ	୧୦୨	୧	
ବିଷ୍ଣୁ ଓ ବିଷ୍ଣୁ	୨ୟ	୫୨୬	୧	
ବାକା	୧ମ	୫୧	୧	
ବିଷ୍ଣୁ	୧ମ	୨୩	୧	
ବିଷ୍ଣୁଗଣ	୨ୟ	୨୫	୧	



রোদসী	২য়	২২৫/২৫৯	১২/২	
শুক্র	২য়	১৫৮		৩৬ নৃত্ত
শুচি	২য়	১৫৮	—	ঐ
শুন	১ম	৬১	১	
শ্বেন	২য়	২৩০	১	
সদম্পত্তি	১ম	৫	২	—
সরগা	২য়	৪২৬	—	১৭ নৃত্ত
সরস্বতী	১ম	৯৪	—	৯৫ নৃত্ত
সরস্বা	১ম	৯৪	—	ঐ
সরমা	২য়	৪৫৭	১	—
সংজ্ঞান বা ঐক্যমত(একতা) ১ম		১৪৩	২	—
সবিতা	১ম	৭	১	
সিনিবালী	১ম	১২	১	
সীতা	১ম	৬১	২	
সীর	১ম	৬১	১	
সিদ্ধু	২য়	২৪৩	২	
সূর্য্য	১ম	৭	১	
স্বাহা	২য়	৬	১২	
স্বস্তি	২য়	২৪৩	২	
সোম সূর্য্যার বিবাহ	২য়	১২৮	১	
সোম	১ম।২য়	—	—	অনেক নৃত্ত
হোত্রা	১ম	৭	—	১।২২।১০
কেন্দ্রপতি	১ম	৬৯	১	—
শ্রুগ্নন দেবতা	১ম	৯	১	



# সূচী ।

## ২। বিবিধ বিষয় ।

বিষয়	১ম বা ২য় ভাগ	পৃষ্ঠা	টীকার বা সংখ্যা	সংখ্যা
অগ্নিদাহ প্রথা	১ম	১১৬	২	
অগ্নিপূজার প্রবর্তকগণ	২য়	৪৮	৬।৭	
"	"	২৯১	২	
"	"	২৯২	৪	
"	"	২৯৮	৩	
অগ্নি বিপ্র ও ক্ষত্র	"	৩৯১	১	
অগ্নির এক নাম যম				
কেন ?	"	৪৩	৪	
অগ্নির :	২য়	১৬	১	
অগ্নির কল্যাণশতী	২য়	৩৭৫	২২	
অজি	২য়	৫৫।২৫	৩।১৪	



অশ্বেষ্টিক্রিয়ার মন্ত	১ম	১১৬	১
অস্থি সঞ্চয় প্রথা	১ম	১২২	১
অনার্য্যপ্রধানগণের			
নাম	১ম	৩১	১
"	১ম	৫৫	২
"	২য়	৪০	৪
"	২য়	৩০০/৩০১	৯/১০
অপ্সরাগণ	২য়	৪২১	১
অভ্যাবর্তী সত্রাটের			
ইতিবৃত্ত	২য়	৩১৩	৫
অরণিকার্ত্ত	২য়	১৭	১
অমৃতোপাখ্যানের মূল			
তত্ত্ব	২য়	৪১৩	১
অম্বর	১ম	১৩	১
"	২য়	৩৯২	২
অম্বর রাম	২য়	৪৪৭	২
আর্জাকিরা নদী	১ম	১০৬	১
আর্য্য মাহুয	২য়	১৯২	৩০
আর্য্যগণের সরযুতীর অতিক্রম			
করিয়া রাজ্য বিস্তার	১ম	৫৬	১



আর্য্য বর্ণ	২য়	১৯২	৫
আসঙ্গ রাজর্ষি	২য়	৩৭৪	১৮
ইন্দ্র অমুরগ্ন	২য়	৩০৬	২
ইন্দ্রবলের দুই জ্যোতি	১ম	২১	১
উশনা বা কাব্য	২য়	১০৯	১৯
ঋজিষ্ঠা রাজর্ষি	২য়	৯৯	২৬
ঋগদায়	১ম	৩৯	১
ঋষির যুদ্ধক্ষম পুত্র			
প্রার্থনা	১ম	৬২	১
এক ঈশ্বরের অমুভব	„	৪৬	১
	„	৭০	৪
	„	৯৭	২
	„	১১৪	১
	২য়	৪৩৩	১
কবর দেওয়া প্রথা	১ম	১২২	১
কুষ্টি	২য়	৩৬	৭
কক্ষীবানের উপাখ্যান	„	৯১।৪৫	১।১২
কৃত্য	১ম	১৩৪	১
“কুষাঙ্গিগক্ষে”	২য়	১৮৫	১৮
কুষের গর্ভবতী ভার্য্যা	১ম	১০১	১



গণের বধ	২য়	৭৪	১
কৃষ্ণবর্ণ ঋষি	২য়	৪৩৪	৩
কীকট	২য়	১৯৯	৫
কুকুরের ছায় শব্দকারী			
অনার্য্যগণ	২য়	১২৭	১
কথের চক্ষু দান	"	১০৭	১২
কুৎস ঋষির উপাখ্যান	"	২২১	৯
খেল, অগস্ত্য, বিশ্ণুপালা	"	৯৮	২৫
গন্ধর্ব্ব	১ম	৮	১
"	২য়	৩৭০।৪২৩	৯।৩
গায়ত্রী মন্ত্র	১ম	৫২	১
গুহ	২য়	৪৫	৬
গুৎসমদ সম্বন্ধীয়			
উপাখ্যান	১ম	৩৩	১
গৌতমের উপাখ্যান	২য়	৯৫	১৫
গোপবন ঋষি ও			
শ্রুতর্কন রাজা	২য়	৪৭২	৫
গোমতী নদী	১ম	৬৮	১
ঘটিচক্র	২য়	৪৪৭	১
ষোষানাগ্নী জী ঋষি	"	১০৭	১০



চাষের সময় যে ২ ঋক ১ম	৬০	১
পাঠ করা হইত		
চান্দ্রবৎসর সৌরবৎসর ১ম	১৪	২
চিত্র অর্থ সূর্য্য ২য়	৮০	১
চিত্র রাজা	৪০৫	১
চ্যবন ঋষি	৯৫	১৮
জহু, জাহ্নু, বশ ও সর	১০১১০২ ৩২১৩৪৩৪৩৬	
জহু কন্তা	২০৪	১
জাত কশ্বে ইঙ্গিত ২য়	৪৭০	১
জাতিভেদ হয় নাই ২য়	৫৪	১
" ২য়	২৯৭	১
" ২য়	৩৯৬	১
জুগ্রা ২য়	৯২	৭
তুর্কশহুদামের সাক্ষাৎ ২য়	৩৩৮	১
জ্যাকরণরাজা ও বশ পুরোহিত	২৪৫	১
দত্তক গ্রহণের ইঙ্গিত	৩৩৫	১
দধীচি	৯৭	২১
দশম মণ্ডলের কোন ২ } স্বস্তের আধুনিকত্ব }	৪৩৫	১
সন্ন্য ও আর্য্য ১ম	২৯	৩



দক্ষ	২২	৫৬	২
শ্রদ্ধ কত্তা	"	১৭৭	১
দাস ও আৰ্য্য	"	৩০৭	৭
	"	৭৩	৯
	"	৩১০	৪
	"	৪৩৯	১
দাস বর্ণ	১ম	৩৪	— ২/১২/৪
দিবোদাস	২২	১০০	৩০
দীর্ঘতমার উপভাস	"	১২১	৪
দেবশূত্র অনাৰ্য্য	"	১৮৪	১৮
দৌহিত্রের গৌত্রবৎ	}	১৭৯	২
ক্রিয়া করার অধিকার		১০০	৫
দেবপুণের অর্থ	"	১০	৫
ধনুজ্যাস, শর ইত্যাদি	১ম	৮০/৮১	১/১-২
ধান, যব, অশুপ	২২	১২৩	১
নরবলি ছিলনা	১ম	১০	১
মহুয	২২	২১	৩
মানাবিধ ব্যবসায়	"	৪২৫	১
নিযুৎ	"	১১৭	১
নিহ	"	১১৪	৪



	"	২৩৩	৩
নিষ্কৃতি	২য়	১০৬	৬
পঞ্চ শ্রেণী	১ম	৭৭	২
পঞ্চক্ষিতি	১ম	৪	১
পঞ্চাশ হাজার কৃষ্ণবধ	২য়	১২২	১১
পত্রগণ	"	১১৫	৭
পবিত্র	১ম	১৮৩	১৪
পনি	"	৭৫	১
পরলোক	"	৯৬	১
পরশু পুত্র তিরিদিরের			
দান	২য়	৩৮৫	—
পতিবরণ প্রথা	১ম	১০৩	১
প্রমগন্ধ	২য়	১৯৯	৭
পাঞ্চজন্ম	"	৭১	৭
"	"	১০৫	২
পঞ্জাব ও কাবুল প্রদেশের	"	৪১৮	৬
নদী	১ম	১২৪	১।২
পাঠপূর্বক বেদমন্ত্র রক্ষা	২য়	২৫৩	৫
পাপরোধ	১ম	৯১	১
পাপক্ষয়	"	৪০	১



”	২য়	২১৫	৬
পীড়া আরোগ্যের মন্ত্র	”	৩১	৬
পুত্র	”	৪২	২
পেছ	”	৯৩	৯
পৌরাণিক অমৃতো-			
পাখ্যান	১ম	১০৪	১
পৃথুশ্রবা রাজর্ষি	২য়	১০২	৩৫
বঙ্গদ অনার্য্যরাজ	২য়	৪০	৬
বর্তিকা	”	৯৮	২৪
বন্দন ঋষি	”	৯৬	১৯
বধিমতী	”	৯৭	২৩
বসিষ্ঠ অর্থ	”	৩৫০	১০
বসিষ্ঠের মন্ত্র-প্রভাব	”	৩৪৭	২
বসিষ্ঠের প্রতি অভিসম্পাত	”	২০২	১৩
বসিষ্ঠ পুত্র শক্তিকর্তৃক বংশামিত্রের বলাপহরণ }	”	২০০	১০
ব্রহ্মশব্দের অর্থ	১ম	৫	১
ব্রহ্মা	২য়	২৬৩	৪
ব্রাহ্মণ	১ম	৯৭	১
ব্যাক্র তত্ত্বাদির ভয়ে			



ভীতের জন্ত মন্ত্র	২য়	১২২	৫
ব্যক্তিচারিত্রী ও গুণ			
প্রসবিনী	২য়	১৪৮	১
ব্রজ বা অহি	১ম	১৬	১
বুবু সূত্রধারস্ব দান	২য়	২২৪	১৩
ব্রজ দেব	১ম	২০	১
বৃষ্টি পাতনের মন্ত্র	২য়	৩৬৫	১০
বৃসয়	১ম	৭৬	১
ব্রাতাস:	২য়	১২৪	৪
বামদেবের জন্ত কথা	"	২২৫/২৩০	১/১
বিধবা বিবাহ	১ম	১২১	২
বিপ্র	২য়	১০৯	৭
বিবাহকালীন আচার	১ম	১২৯/১৩৫	১,২/৩
বিষ্ণু অর্থ সূচ্য	২য়	৪০৭	১
বিষ্ণু ও বসিষ্ঠ	২য়	৩৬২	৬
বিমদ ঋষি	২য়	৯১	৪
বশ্	"	৩০	৩
"	"	৬০	৩
"	"	৩২৭	৬
বিশ্	"	১১০	১



"	"	৩০৮	১
"	"	৩৩২	১
বিশ্বকায় ও বিশ্বাপু	২য়	১০২	৩৯
বৈবস্বত মনু	"	১৮	৫
বৈদিককাল বিভাগ	"	৩০৩	২
ভরত ও তৃৎসুগণ	২য়	৩৪৯	৫
ভাবস্ববা	২য়	১১৫	১
ভিন্ন ভিন্ন কল্প ও সৃষ্টির			
কথা বৈদিক নহে	২য়	৩৩১	১৩
ভোজগণ	২য়	১৯৭	৪
মমতা নারী ব্রহ্মবাদিনী	"	২৮৮	২
মনু	১ম	৯৬	২
মনুস্মৃতির পরমায়ু শতবর্ষ	২য়	১৪৫	৯
"	"	২৮৯	৩
মৃত্যুর পর মানব দেহের			
কি হয় ?	১ম	১১৭	১ ..
মুক্তিবাদ	২য়	২৭৩	৩
মৃত্যু প্রচলিত ছিল	২য়	২৫৫	১
যজ্ঞ স্বর্গপ্রদ	"	২৫৪	৬
যম মাত্র জুখ বিধাতা	১ম	১০৯	১



যব্বাবতী	২য়	৩১২	৪
যমুনা নদী	"	২৭২/৩৪২	৬/১৩
যজ্ঞ, তুর্কশ, জহা, অজ্ঞ,			
পুরু,	২য়	৮১	৬
যজ্ঞ ও যাদ্ব	২য়	৩৪৫	৪
যজ্ঞগণকে দাসস্বরূপে			
দানের কথা	২য়	২৮৪	১
যুদ্ধকালে রাজপোষাক			
ও উচ্চাৰ্য্যক	১ম	৭৮	১
যুগ্ম দেবের স্তুতি	২য়	১১	১
রামভ অশ্বিদ্বয়ের বাহন	"	৯২	৫
রুশমগণ	"	২৬০	৫
শ্রেষ্ঠ ঋষি	"	১০৩	৪০
রাজকন্যাগণের সহিত			
ঋকিমারদের বিবাহ	১ম	৬৫	১
শচী অর্থ	১ম	৫৪	১
"	২য়	৩৫৮	২
শচীপতি	২য়	৩২০	৬
"	২য়	৩৫৮	২
শক্তিগণ	২য়	১৫২	৫



শর্যাণাবৎ সরোবর	১ম	১০৫	১
শিশুমার	২য়	১০১	৩১
ঋতুদ্র ও বিপাশসঙ্কমে			
বিশ্বামিত্র	২য়	১৮৫	১
মতোক্তি	২য়	৪৩৫	১
মতীদাহ প্রথা ছিল না	১ম	১২১	১
মপ্তনদী	১ম	৭৭	২
"	১ম	৮৩	১
"	২য়	৫১	১৪
মপ্তবধি, ঋষির উপাখ্যান			
	২য়	২৮০	৫
মপ্তরশ্মি	১ম	৩৬	১
মস্তান প্রসবের মন্ত্র	২য়	২৮২	৬
সমুদ্র গমন	১ম	৯২	১
দ্বী ঋষি	১ম	৬৩	১
স্বর্গধামের বর্ণনা	১ম	১০৭	১
স্রষ্টি	"	১২৫	১
স্রষ্টিতত্ত্ব অঙ্কেষ	"	১২৭	১
স্রষ্টির আদিকারণ	"	১৪১	১
সামবেদের মন্ত্র	২য়	৪৬৩	১



সুদাস রাজার শত্রু	"	৩৩৯/৩৪০	৫।৮
সুদাসাধিকৃত জনপদ	"	৩৪২	১৪
সুদাসের পিতা			
"    পিতামহ	২য়	৩৪৩	১৭
সুদাস ও দিবোদাস	"	৩৪৫	৪
সুদাসের আৰ্য্যানার্য্য-			
শত্রু	১ম	৮৫	১
সুশ্রবা	২য়	৪০	৪।৫
স্বর্ঘ্যের দ্রুত গমন	"	৫১	১৬
স্বর্ঘ্য গ্রহণ	"	২৬৩	২
সোম প্রস্তুতের প্রণালী	"	৪১৯	৭
হংসবতী ঋক	১ম	৫৯ <sup>০</sup>	১
হরিৎ	২য়	৯০	১
হরিমণ রোগ	"	৩২	৭
হরিশ্চপীয়া	"	৩১২	৩
অত্র ও সুক্ষত্র	১ম	৯৩	৪
"	২য়	২২	৪
"	২য়	৮৪	৩
"	২য়	২৫৬	৩
"	২য়	২৭৪	৩
"	২য়	৩৫৫	১।২



৪  
২৭৬

# ঋগ্বেদসংহিতা । দ্বিতীয় ভাগ ।

ঋগ্বেদসংহিতা ।

প্রথম মণ্ডল ।

৫ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । বিশ্বামিত্রের পুত্র মঃ  
ঋষি ।

এস এস শীঘ্র বসহ হেথায়,  
গাও গাও সবে ইন্দ্রকে গাথায়,  
স্তোমবহ বত হে সখাগণ !  
অনেক শত্রুর করিলা দমন,  
অনেক ধনের তিনি ঈশ হন,  
গাও মিলে, হ'লে সোম-সবন । ২



তিনি আমাদিগে পুরুষত্ব দি'ন, (১)

ধন দি'ন, দি'ন বুদ্ধি সমীচীন, (২)

আত্মন নিকটে অন্ন সহিত । ৩

রথে সংযোজিত যাঁর হরিদ্বয়

হেরি শত্রুগণ পলায়িত হয়,

সে ইন্দ্রের জন্ত গাও সঙ্গীত । ৪

এই সোমবস দধি সংমিশ্রিত

দশ পবিভ্রেতে হইয়া শোধিত (৩)

সোমপা-পানার্থে করে গমন । ৫

অভিষুত সোম পান করিবারে,

দেব মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ হইবারে,

জাতমাত্র বৃদ্ধ, মিত্র কৰ্ম্মনু ! ৬

হে ইন্দ্র ! স্তুতিভাজন তোমায়

(১) মূলে “যোগে আভুবৎ” আছে । “পুরুষার্থ সাধয়তু” ।  
সায়ণ ।

(২) মূলে পুরুষ শব্দের ব্যবহার আছে । “পুরুষবর্হিঃ” ।  
নিরুক্ত ৬।১৬ ।

(৩) মূলে “ওচয়ঃ” শব্দ আছে । সায়ণ অর্থ করিয়াছেন দশ-  
পবিভ্রের দ্বারা শোধিত ।



পশুক এ সোম ব্যোপে সৰ্ব্বকার, (৪)

করুক স্মৃথে তোমা চেতন । ৭

স্তোমেতে তোমাকে করয়ে বর্জন,

করে তথা উক্থ(৫) হে সিদ্ধকর্মন্ !

করুক মোদের বাক্যে বর্জন । ৮

ইন্দ্র, ধীর সদা অক্ষয় রক্ষণ,

এ সহস্র অগ্ন করুন গ্রহণ,

করে বাতে সৰ্ব্ব বল-বিধান । ৯

মর্ত্যগণ ঘেন না করে হনন

আমাদের তনু হে স্ততিভাজন !

বধ নিবারণ কর ঈশান । ১০

(৪) মূলে “আশবঃ” শব্দ আছে । “ব্যাপ্তিসম্বন্ধঃ” সারণ ।  
“ব্যাপনশীল (শীঘ্র মাদক)” রমেশ বাবু ।

(৫) এই ঋকে স্তোম ও উক্থ দুই শব্দেরই ব্যবহার আছে ।  
সারণ মনে করিয়াছেন “স্তোম” সামবেদের স্তোত্র, “উক্থ” ঋগ্বেদের  
স্তোত্র । কিন্তু একথার এই ঋক রচনার পূর্বে বেদ বিভাগ হইয়াছে  
বুঝায় । রমেশ বাবু বলেন, ঋগ্বেদের মন্ত্র রচনা হইলে পরে সেই  
ঋক ভাদ্রিয়া ও রূপান্তরিত করিয়া অগ্ন্যগ্নি বেদ রচিত হয় । ঋগ্বেদে  
অগ্নি বেদের মন্ত্র দেখা যায় না, সাম ও যজুর্বেদে ঋগ্বেদের মন্ত্রই  
অনেক ।



১৩ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা । (১) কণ্ণের পুত্র মেধাতিথি  
ঋষি ।

কর আনয়ন সুসমিদ্ধ অগ্নে !

যজমান কাছে যত দেবগণে,

যজ যজ দেব পাবক হোতা । ১

মধুমন্ত যজ হে তনুনপাৎ ! (২)

লয়ে চল কবে ! দেবতা সাক্ষাৎ,

সেবুন তাঁহারা যত দেবতা ॥ ২

এই যজ্ঞে আমি ডাকিছি হেথার

প্রিয় নরাশংস (৩) অগ্নি দেবতার,

মধুজিহ্বা তিনি যজ্ঞ-সাধক । ৩

(১) এটি আশ্রী সূক্ত । ১ম ভাগ ৩।৪।১ শ্লোকের টীকা দেখ ।  
ভিন্ন ভিন্ন ঋষি বংশের ভিন্ন ভিন্ন আশ্রীসূক্ত ছিল । এটি কণ্ণের  
আশ্রীসূক্ত ।

(২) তনুনপাৎ অগ্নির একটিরূপ । শব্দটির অর্থ এইরূপ ;  
তনু + উন = তনুন, অর্থ দুর্বল কলেবর,

তনুন + প = তনুনপ দুর্বল কলেবরের পালক অর্থাৎ যুত ।

তনুনপ + অৎ = তনুনপাৎ, যুতভোজী অর্থাৎ অগ্নি ।

(৩) নরাশংস অর্থ নরপ্রশংসিত । ইরাণীর আৰ্য্যগণের মধ্যে



১ম, মণ্ডল, ১৭ সূক্ত । বেদ সংহিতা ।

সুখতম রথে হে অগ্নে ঈলিত ! (৪)

দেবগণে হেথা কর সমানীত,

মহুর্হিত(৫) ওমি হোতা পাবক ॥

হে মনিষিগণ । বিস্তারিত কর

স্বতপ্ত বহি(৬) যুক্ত পরম্পর,

অমৃতের যাতে হয় দর্শন । ৫

উদ্ঘাটিত হ'ক এ যজ্ঞশালায়

জনশূত্র ছিল যেই দেবী দ্বার(৭),

এই নরাশংস নাম “নৈর্য্যো সজ্ব” রূপে লক্ষিত হয়। উহাদের মধ্যে অগ্নির একটি নাম অতর্। এই অতর্ দেবের একটি স্তুতি দিতেছি।

“আমরা অহর সজ্বের পুত্র অতরকে যজ্ঞ প্রদান করি, আমরা সকল অগ্নিকে যজ্ঞ প্রদান করি, রাজাদিগের নাভিতে যিনি বাস করেন, সেই নৈর্য্যো সজ্বকে যজ্ঞ প্রদান করি।” জেন্ন অবস্থ ২য় সিরোজা।  
(রমেশ বাবু ধৃত)

(৪) ঈলিত অর্থ স্তুত। অগ্নির একটি নাম ইল (৩।৪।৩)। সারণ বলেন, এই বিশেষণ বাক্যে সেই ইলরূপী অগ্নিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

(৫) “মহুনা মন্ত্রেণ মহুযোণ বা যজ্ঞমানাদিক্রমেণ দ্বিতোহজ্ঞ স্থাপিতঃ।” সারণ।

(৬) বহি অগ্নির একটি রূপ। (৭) দেবীদ্বারও তাহাই।



অদ্যই যজ্ঞের হবে সাধন ॥ ৬

রূপবতী রাত্রি উষা (৮) দেবীদ্বয়ে

আবাহন করি এই যজ্ঞালয়ে

বসিতে মোদের কুশের' পর ॥ ৭

আবাহন করি সেই দেব দ্বয়ে (৯)

কবি, হোতা, যঁরা সৃষ্টিহব উভয়ে,

করুন সম্পন্ন এই অধ্বর ॥ ৮

দেবীজয় মহী, সরস্বতী, ইলা, (১০)

সুখ উৎপাদিকা নহে ক্ষয়শীলা

কুশের উপরি তাঁরা বসুন । ৯

ত্বষ্টাকে (১১) এ যজ্ঞে করি আবাহন,

অগ্রগণ্য নানারূপে স্রুশোভন,

আমাদের মাত্র তিনি হউন ॥ ১০

দেব বনস্পতে (১২) ! হবি দেবগণে

সমর্পণ কর ; যজমান জনে

উদিত হউক পরম জ্ঞান । ১১

কজমানগৃহে ইন্দ্রের নিমিত্তে

(৮) মূলে “নক্তোষা” আছে । রাত্রি ও উষা অগ্নির দুটি রূপ ।

(৯) দৈব্যো হোতারো অগ্নির দুটি রূপ ।

(১০) মহী, সরস্বতী ও ইলা অগ্নির রূপ ।

(১১)১২) অগ্নির রূপ বিশেষ ।



স্বাহা(১০) দ্বারা যজ্ঞ কর তাঁর প্রীতে,  
দেবগণে তায় করি আহ্বান ॥ ১২

১৪ স্কন্ধ ।

বিশ্বদেবগণ দেবতা । কণ্ঠেরপুত্র মেধাতিথি  
ঋষি ।

এস অগ্নে ! হেথা সোমরস পানে,  
পরিচর্যা লও সহদেবগণে,  
শুন বাক্য, কর যজ্ঞ সম্পাদন । ১  
ডাকে তোমা বিপ্র(১) কণ্ঠপুত্রগণ,  
করে তাঁহা তব কণ্ঠের ঘোষণা,  
দেবগণ সহ কর আগমন ॥ ২  
ইন্দ্র, বায়ু, মিত্র, অগ্নি, বৃহস্পতি,  
পুষ্ণা, ভগ আদি আদিত্য সংহতি, (২)  
মরুগণে যজ্ঞ-ভাগ দান কর । ৩

(১০) স্বাহা । হ্র+আ+হ্র=স্বাহা । যজ্ঞে হব্য প্রদানের সময় এই শব্দ উচ্চারিত হয় । “স্বাহা শব্দো হবিঃ প্রদান বাচী সম্ভ্রতশ্চামকং অগ্নি বিশেষং লক্ষয়তি” । সায়ণ ।

(১) বিপ্র—মেধাবী ( সায়ণ ) ।

(২) আদিত্যগণ অদ্বিতীয় সন্তান । ২।২৭ স্কন্ধে ৩ জন আদি-



তোমাদের অন্ত হতেছে প্রস্তুত,  
 চমসে মধুর সোম অভিযুত,  
 বিন্দু বিন্দু, তৃপ্তিকর মদকর ॥ ৪  
 স্তব করে তোমা রক্ষার কারণে  
 ছিন্ন করি কুশ কণ্ পুত্রগণে,  
 অলঙ্কৃত হয়ে হব্য শোভায় । ৫  
 ইচ্ছা মাত্র রথে সংযোজিত বারা,

তোমার নাম পাওয়া যায় ; তদ্বাখ্য—মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ  
 এবং অংশ । ৯।১১৪ সূক্তে ৭ জন আদিত্যের উল্লেখ আছে, কিন্তু  
 তাতাদের নাম পাওয়া যায় না। ১০।৭২ সূক্তে অদিতির ৮ পুত্রের  
 কথা উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে তিনি মাতৃগুকে ত্যাগ করিয়া অপর  
 ৭ জনকে দেবগণের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন । তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে  
 ৮ আদিত্যের উল্লেখ আছে ; তদ্ বখ্য—ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ,  
 অংশ, ভগ, ইন্দ্র, ও বিবস্বান্ । শতপথ ব্রাহ্মণে দ্বাদশাদিত্যের কথা  
 আছে, কিন্তু সে দ্বাদশাদিত্যদ্বাদশ মাসের সূর্য্য মাত্র । “কতমে  
 আদিত্যাঃ ইতি। দ্বাদশমাসাঃ সৎসরস্ত এতে আদিত্যাঃ।”  
 শতপথ ব্রাহ্মণ ১১।৬।৩৮ । পরে মহাভারতে ও পুরাণে দ্বাদশাদিত্যের  
 বৈরূপ উল্লেখ আছে, তাহা ৪৫ সূক্তের টীকার দেখান হইল ।

কিন্তু অদिति কি? দ্বিত ধাতু খণ্ডনে বা ছেদনে। বাহা  
 অখণ্ড, অচ্ছিন্ন, অসীম, তাহাই অদिति। অতএব অদिति অর্থে



যুত পৃষ্ঠ বহ্নি(৩), বহে তোমা তারা ;

সোমশানে আন দেবগণে তার ॥ ৬

সেই যজনীয়, যজ্ঞ-বৃদ্ধিকর

দেবগণ সবে পত্নী-যুক্ত কর ;

পিয়াও অজিহ্ব ! তাঁহাদিগে মধু । ৭

যজনীয় ষাঁরা স্তবযোগ্য ষাঁরা,

পিউন তাঁহারা তব জিহ্বা ষাঁরা,

অনন্ত আকাশ বা অনন্ত প্রকৃতি, সুতরাং সকল দেবের অনরিজী এবং যাক তাঁহাকে “আদিদা দেবমাতা” বলিয়াছেন। অসীমতার প্রথম আৰ্য্য নাম “অদিতি” ।

“Aditi an ancient God or Goddess is, in reality, the earliest name invented to express the Infinite ; not the Infinite as the result of a long process of abstract reasoning, but the visible Infinite, visible by the naked eye, the endless expanse beyond the earth, beyond the clouds beyond the sky.” Max Muller's Rigveda (translation) Vol I (1869) P. 230. রমেশ বাবু দ্বিত ।

(৩) বহ্নি অর্থে বাহক । অগ্নির যে অব তাহার রথ বহন করিতেছে, তাহাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কীদূশ সে অব, যুতপৃষ্ঠ অর্থাৎ দীপ্তপৃষ্ঠ (সারণ)



বষট্ কাকরকালে(৪) সোমরস মধু ॥ ৮  
 সূর্য্য-দীপ্ত স্বর্গ হ'তে দেবগণে,  
 আগেন যাঁহার উষা আগমনে,  
 আনুন মেধাবী হেথা অগ্নি হোতা । ৯  
 সব দেব সহ, ইন্দ্র বায়ু সহ,  
 মিত্রতেজগুলি সহিত করহ  
 সোম মধু পান, অগ্নি ! দেব, হেথা ॥ ১০  
 মনুহীত ওমি অগ্নে দেব ! হোতা,  
 এসে এই যজ্ঞে বস তবে হেথা,  
 কর আমাদের যজ্ঞ সম্পাদন । ১১  
 লাল অগ্নিগণে রোহিত হরিত্ (৫)  
 কর দেব তব রথে সংযোজিত,  
 দেবগণে তাহে কর আনয়ন । ১২

(৪) যজ্ঞ শেষে বষট্কার শব্দ উচ্চারিত হয় ।

(৫) মূলে “অরুণী রোহিতঃ হরিতঃ” আছে । মোক্ষমূলর  
 “অরুণী” অর্থে লালবর্ণ অর্থ করিয়াছেন । আমরাও সেই অর্থ গ্রহণ  
 করিয়া রোহিত হরিত্কে বিশেষণ করিলাম ।

সূর্য্য ও উষার আলোক আকাশে ধাবিত হয়, এজন্য বৈদিক  
 কবিগণ এই আলোককে উপমা স্থলে অর্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ।



১২ সূক্ত।

অগ্নি ও মরুদগণ দেবতা (১)। কণ্ণের পুত্র  
মেধাতিথি ঋষি।

সেই(২) চাক্র যজ্ঞে সোমরস পানে  
আসিবারে তোমা সকলে আহ্বানে,  
মরুদগণ সহ এস হে অগ্নে। ১  
দেব কি মানব, কেহ নাহি পারে  
মহান্ তোমার (৩) কৰ্ম্ম লজ্জিবারে,  
মরুদগণ সহ এস হে অগ্নে। ২

অগ্নির আলোকক্ষেপেও সেইরূপ অনেক সময় অথ বলা হইয়াছে। এই আলোকরূপী অথগুলির বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়। যথা, সূর্য্যের অথের নাম হরিৎ, ইন্দ্রের অথের নাম হরি, অগ্নির অথের নাম রোহিত ইত্যাদি।

(১) বেদে অনেক স্থানে যুক্ত দেবের স্তুতি দেখা যায়। যথা মিত্রাবরুণ, ইন্দ্রাবরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নি ইত্যাদি। এই মন্ত্রে অগ্নি ও মরুদগণকে একত্রে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

(২) মূলে “ভ্যং” শব্দ আছে। “ভ্যং তথাবিধং” ভ্যংশব্দঃ সৰ্ব্বনাম তচ্ছব্দপৰ্য্যায়ঃ সারণ। যে যজ্ঞ চাক্র, সেই যজ্ঞে আইস এই অর্থ।

(৩) তুমি মহান্, তোমার কৰ্ম্ম লজ্জিবারে কেহ পারে না।



জানেন ষাঁহার। আকাশ মহান্

অহিংসিত ষাঁরা অতি দ্রুতিমান,

মরুদগণ সহ এস হে অগ্নে। ৩

উগ্র ষারা বলে অতীব প্রবল

বর্ষণ ষাঁহার। করিলেন জল ;

মরুদগণ সহ এস হে অগ্নে। ৪

ষাঁরা শুভ্র ষাঁরা ঘোররূপধারী

ষাঁহার। স্কন্ধ(৪) শক্রহিংসাকারী

মরুদগণ সহ এস হে অগ্নে। ৫

অস্তরীক'পর স্বর্গে দীপ্যমান,

আছেন ষাঁহার। অতি দ্রুতিমান্

মরুদগণ সহ এস হে অগ্নে। ৬

করেন ষাঁহার। মেঘ সঞ্চারিত

করেন জলধি সমুদ্র খুনিত ;

(৪) মূলে "স্কন্ধত্রাসঃ" আছে। রমেশ বাবু অর্থ করিয়াছেন, "প্রভূত বল সম্পন্ন" সারাগ অর্থ করিয়াছেন "শোভন ধনোপেতাঃ।" স্কন্ধ শব্দ জাত্যর্থ বেদে ব্যবহৃত হয় নাই। এই মরুদগণকে এস্থলে স্কন্ধ শব্দ দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে, আবার অনেক মন্ত্রে মরুদগণকে বিশ্ণু বলা হইয়াছে। সুতরাং স্কন্ধ ও বিশ্ণু শব্দে দুটি জাতীয় অস্তিত্বের অনুভব করাইতেছে না।



মরুদ্গণ সহ এস হে অগ্নে । ৭  
 রশ্মিগণ সহ বাঁরা বিস্তারিত  
 বলেতে বাঁদের, অন্ধি তিরকৃত,  
 মরুদ্গণ সহ এস হে অগ্নে । ৮  
 করিতেছি আমি প্রদান তোমার  
 অগ্নে পিরিবারে সোমমধু হার,  
 মরুদ্গণ সহ এস হে অগ্নে । ৯

২০ সূক্ত।

ঋভুগণ দেবতা । কণ্ঠের পুত্র মেধাতিথি ঋষি ।

লঙ্কজন্মা দেব এই ঋভুগণে(১)  
 রত্নপ্রদ স্তোম রচিয়া রসনে  
 মেধাবীগণ আহ্বান করেন । ১

---

(১) বাক বলেন (নিরুক্ত ১১।১৬) ঋভু, বিভু বাজ এই তিন হৃদবা নামক অন্ধিরার পুত্র । সারণ বলেন “ঋভবোহপি নমুখ্যাঃ সত্ত্বত্পর্গসা দেবতং প্রাপ্তাঃ” । কিন্তু সারণ ইহা বলেও “আদিত্যরশ্মিরোহপি ঋভব উচ্যন্তে ।” (১।১১.১৬) । এই লঙ্ক Wilson বলেন, ঋভুগণ হৃদ্যরশ্মি ; মোক্ষমূলর বলেন, ঋভুলব্দ অনেক স্থলে হৃদ্য বা ইজের নাম । এক্ষণে একটি প্রশ্ন এই যে, ঋভুর বহি আদি অর্থ হৃদ্য বা



বলামাত্র যুক্ত ইন্দ্র-রথে হয়  
গড়িলা মানসে ঘাঁরা হেন হয়,

সূর্য্য কিরণ হয়, তবে ঋভুগণ অস্ত্রাদি ও পাত্রাদি নির্মাণে নিপুণ,  
এ কথা আসিল কোথা হইতে ? মোক্ষমূলর বলেন "বুবু নামক এক  
সুত্বধর বংশ কৰ্ম্মগুণে বা ধৰ্ম্মগুণে ঋত্বিক সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়াছিল ।  
তাহাদের বিশেষ কোন উপাস্য দেব ছিল না । অতএব তাহারা  
ঋভুগণের উপাসনা করিতে লাগিল এবং কালক্রমে সেই বুবু বংশীয়-  
দিগের পাত্রাদি নির্মাণে নৈপুণ্য সেই বংশীয় উপাস্য দেব ঋভুগণে  
আরোপিত হইল । এই বুবু ( বুবু নাম পক্ষীনাং তণা-মায়ণ ) ভরষাজ  
ঋষির অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন । ভরষাজ ঋষিনামীর ৬ষ্ঠ  
মণ্ডলের ৪৫ সেক্তর ৩১ ৩২ ৩৩ ঋকে বুবুর প্রশংসা দেখিতে পাও-  
য়ায় । গ্রীকদিগের Orpheus ঋভু দেবতার নামান্তর মাত্র ।

গ্রীকদিগের মধ্যে Orpheus দেবতার গল্পটি এই,—Orpheus  
একজন গায়ক । তাহার স্ত্রীর কাল হইলে, তিনি গানের দ্বারা মৃত্যু-  
রাজকে সন্তুষ্ট করিয়া স্ত্রীকে ফিরিয়া পাইলেন । কিন্তু পথে তিনি  
স্ত্রীরদিকে ঔৎসুক্যের সহিত চাহাতে স্ত্রী অদৃশ্য হইলেন । মোক্ষমূলর  
বলেন, ইহার মূল তাৎপর্য্য এই যে, সূর্য্য উবার প্রতি চাহিলে অর্থাৎ  
সূর্য্যোদয় হইয়া গেলে উষা আর থাকেন না, অদৃশ্য হন । তিনি আরও  
বলেন বেদে ও অস্ত্রাষ্ট্র হিন্দু সাহিত্যে পুরুষবা ও উর্ব্বশীর যে গল্প  
আছে, তাহার ও মূল অর্থ সূর্য্য ( পুরুষবা ) উর্ব্বশী (উষার) প্রতি  
চাওয়াতে উর্ব্বশী অদৃশ্য হইয়াছিলেন ।



শমী (২) সহ যজ্ঞ ব্যোপে আছেন ॥ :

অশ্বিষয় জন্য রথ সুধকর

গড়িলেন কিবা গমন-সুন্দর !

ক্ষীরদোহনী দেখু দিলেন তাঁরা। ৩

ঋজুতার প্রিয় সর্ব্ব কর্মে ব্যাপ্ত

পিতাও মাতাকে যৌবন সংপ্রাপ্ত

করিলেন বঁারা ঘুচায়ে জরা ॥ ৪

মরুগদগযুক্ত ইন্দ্রের সহিত,

রাজাস্ত্র আদিত্য সহ একত্রিত,

তোমাদিগে লোকে সোমে মাতার।

নিঃশেষিত রূপে তৃষ্টদেবকৃত(৩)

সে নব চমস চর্ভধা বিভক্ত

ঋতুরা সকলে করিলা হার। ৬

(২) মূলে “শমীভিঃ” আছে। গ্রহচমসাদিনিষ্পাদনরূপৈঃ কর্মভিঃ  
সায়ণ “With their works, i.e. the ceremonial utensils.  
K. M. Banerjea.

(৩) তৃষ্টদেব, দেবতানিগের অস্ত্রাদি নির্মাতা, পুরাণের বিশ্বকর্মা।  
তিনি ইন্দ্রের বজ্র নির্মাতা; সায়ণ বলেন, ঋতুগণ তৃষ্টার শিষ্য ! কিন্তু  
তৃষ্টা নির্মিত একখানি চমস ৪ ভাগে বিভক্ত করিয়া তাঁহারা বিশেষ  
সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।



ত্রিসপ্তশ্লোকিত রত্ন একে একে  
 দাও যত সোমাভিষবকারীকে  
 তুষ্ট হয়ে তাঁদের স্তবে শোভন ! ৭  
 ধারণ করিয়া সে বহি সকলে (৪)  
 চিরায়ু,—আপন স্মৃতির ফলে  
 করেন বজ্রীয় ভাগ সেবন ॥ ৮

৩১ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা । অগ্নিরার পুত্র হিরণ্যস্তপ ঋষি ।  
 প্রথম অগ্নিরা ঋষি(১) ছিলে তুমি, ওহে অগ্নি !  
 দেব হয়ে শিব সখা হলে দেবগণে ।

---

(৪) “বাহু বশ্চরসারিসাধন মিল্পাদনেম বজ্রস্য বোঢ়ার ঋতবঃ ।

সারণ ।

(১) এই মন্ত্রে অগ্নিকে প্রথম অগ্নিরা ঋষি বলা হইরাছে । অর্থাৎ অগ্নিরাগণের মধ্যে অগ্নিই আদ্য অগ্নিরা । সান্ত বলেন “অগ্নিরা অগ্নরা” । (১।১।৩ টীকা দেখ । অগ্নির হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইরা দেব বা উজ্জ্বল হন, এই কি অগ্নিরা উপাখ্যানের মৌলিক অর্থ ? ঐতরের ব্রাহ্মণে আছে অগ্নিরা ঋষিগণ প্রথমে বজ্রাগ্নির অগ্নরা ছিলেন । ইহাতেও ত ঐ রূপক সমর্থন করে । সে বাহা হউক, অগ্নিরা নামে একটা ঋষি বংশ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই ।



তোমার কন্মেতে, কবি,                      জাতকর্ম, দীপ্তাবুধ

জনমিল অতঃপর যত যক্ষদগণে ॥ ১

ଅଜିରାଗଣେର ମଧ୍ୟ                      ତୁମି ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ, ଆମା,

কবি তুমি দেব-বাক্য কর বিভূষিত ।

সকল ভুবন-পতি                      দ্বিমাতা(২) মেধির অতি(৩)

नर हिंसे नानाकूपे आहूह शान्ति ॥ २

তুমি মাতরিখা আদ্য (৪)                      শোভন যজ্ঞের জন্য

হে অগ্নে পরিচারকে হও আবিভূত ;

(২) দুইখানি অন্নপিকাঠের সংঘর্ষে উৎপন্ন বলিয়া অগ্নিকে  
 দ্বিসাতা বলা হইয়াছে।

(৬) মেধির অতি—অতিশয় মেধাবাদ।

(৩) সারঙ্গ বলেন “মাতরি অন্তরীক্ষে বসিতি প্রাণিতি বর্ততে ইতি বাবং মাতরিবা বাবুঃ।” “অগ্নিবাহুদিত্য” ইত্যাদি বাক্যে অগ্নির পূর্বে উল্লেখ হওয়ার এই মন্ত্রে অগ্নিকে মাতরিবা আদ্য বলা হইয়াছে, ইহাই সারঙ্গের মত। কিন্তু ১৮০১-১২-২৩-২৪-২৫-২৬-২৭-২৮-২৯-৩০-৩১-৩২-৩৩-৩৪-৩৫-৩৬-৩৭-৩৮-৩৯-৪০-৪১-৪২-৪৩-৪৪-৪৫-৪৬-৪৭-৪৮-৪৯-৫০-৫১-৫২-৫৩-৫৪-৫৫-৫৬-৫৭-৫৮-৫৯-৬০-৬১-৬২-৬৩-৬৪-৬৫-৬৬-৬৭-৬৮-৬৯-৭০-৭১-৭২-৭৩-৭৪-৭৫-৭৬-৭৭-৭৮-৭৯-৮০-৮১-৮২-৮৩-৮৪-৮৫-৮৬-৮৭-৮৮-৮৯-৯০-৯১-৯২-৯৩-৯৪-৯৫-৯৬-৯৭-৯৮-৯৯-১০০-১০১-১০২-১০৩-১০৪-১০৫-১০৬-১০৭-১০৮-১০৯-১১০-১১১-১১২-১১৩-১১৪-১১৫-১১৬-১১৭-১১৮-১১৯-১২০-১২১-১২২-১২৩-১২৪-১২৫-১২৬-১২৭-১২৮-১২৯-১৩০-১৩১-১৩২-১৩৩-১৩৪-১৩৫-১৩৬-১৩৭-১৩৮-১৩৯-১৪০-১৪১-১৪২-১৪৩-১৪৪-১৪৫-১৪৬-১৪৭-১৪৮-১৪৯-১৫০-১৫১-১৫২-১৫৩-১৫৪-১৫৫-১৫৬-১৫৭-১৫৮-১৫৯-১৬০-১৬১-১৬২-১৬৩-১৬৪-১৬৫-১৬৬-১৬৭-১৬৮-১৬৯-১৭০-১৭১-১৭২-১৭৩-১৭৪-১৭৫-১৭৬-১৭৭-১৭৮-১৭৯-১৮০-১৮১-১৮২-১৮৩-১৮৪-১৮৫-১৮৬-১৮৭-১৮৮-১৮৯-১৯০-১৯১-১৯২-১৯৩-১৯৪-১৯৫-১৯৬-১৯৭-১৯৮-১৯৯-২০০-২০১-২০২-২০৩-২০৪-২০৫-২০৬-২০৭-২০৮-২০৯-২১০-২১১-২১২-২১৩-২১৪-২১৫-২১৬-২১৭-২১৮-২১৯-২২০-২২১-২২২-২২৩-২২৪-২২৫-২২৬-২২৭-২২৮-২২৯-২৩০-২৩১-২৩২-২৩৩-২৩৪-২৩৫-২৩৬-২৩৭-২৩৮-২৩৯-২৪০-২৪১-২৪২-২৪৩-২৪৪-২৪৫-২৪৬-২৪৭-২৪৮-২৪৯-২৫০-২৫১-২৫২-২৫৩-২৫৪-২৫৫-২৫৬-২৫৭-২৫৮-২৫৯-২৬০-২৬১-২৬২-২৬৩-২৬৪-২৬৫-২৬৬-২৬৭-২৬৮-২৬৯-২৭০-২৭১-২৭২-২৭৩-২৭৪-২৭৫-২৭৬-২৭৭-২৭৮-২৭৯-২৮০-২৮১-২৮২-২৮৩-২৮৪-২৮৫-২৮৬-২৮৭-২৮৮-২৮৯-২৯০-২৯১-২৯২-২৯৩-২৯৪-২৯৫-২৯৬-২৯৭-২৯৮-২৯৯-৩০০-৩০১-৩০২-৩০৩-৩০৪-৩০৫-৩০৬-৩০৭-৩০৮-৩০৯-৩১০-৩১১-৩১২-৩১৩-৩১৪-৩১৫-৩১৬-৩১৭-৩১৮-৩১৯-৩২০-৩২১-৩২২-৩২৩-৩২৪-৩২৫-৩২৬-৩২৭-৩২৮-৩২৯-৩৩০-৩৩১-৩৩২-৩৩৩-৩৩৪-৩৩৫-৩৩৬-৩৩৭-৩৩৮-৩৩৯-৩৪০-৩৪১-৩৪২-৩৪৩-৩৪৪-৩৪৫-৩৪৬-৩৪৭-৩৪৮-৩৪৯-৩৫০-৩৫১-৩৫২-৩৫৩-৩৫৪-৩৫৫-৩৫৬-৩৫৭-৩৫৮-৩৫৯-৩৬০-৩৬১-৩৬২-৩৬৩-৩৬৪-৩৬৫-৩৬৬-৩৬৭-৩৬৮-৩৬৯-৩৭০-৩৭১-৩৭২-৩৭৩-৩৭৪-৩৭৫-৩৭৬-৩৭৭-৩৭৮-৩৭৯-৩৮০-৩৮১-৩৮২-৩৮৩-৩৮৪-৩৮৫-৩৮৬-৩৮৭-৩৮৮-৩৮৯-৩৯০-৩৯১-৩৯২-৩৯৩-৩৯৪-৩৯৫-৩৯৬-৩৯৭-৩৯৮-৩৯৯-৪০০-৪০১-৪০২-৪০৩-৪০৪-৪০৫-৪০৬-৪০৭-৪০৮-৪০৯-৪১০-৪১১-৪১২-৪১৩-৪১৪-৪১৫-৪১৬-৪১৭-৪১৮-৪১৯-৪২০-৪২১-৪২২-৪২৩-৪২৪-৪২৫-৪২৬-৪২৭-৪২৮-৪২৯-৪৩০-৪৩১-৪৩২-৪৩৩-৪৩৪-৪৩৫-৪৩৬-৪৩৭-৪৩৮-৪৩৯-৪৪০-৪৪১-৪৪২-৪৪৩-৪৪৪-৪৪৫-৪৪৬-৪৪৭-৪৪৮-৪৪৯-৪৫০-৪৫১-৪৫২-৪৫৩-৪৫৪-৪৫৫-৪৫৬-৪৫৭-৪৫৮-৪৫৯-৪৬০-৪৬১-৪৬২-৪৬৩-৪৬৪-৪৬৫-৪৬৬-৪৬৭-৪৬৮-৪৬৯-৪৭০-৪৭১-৪৭২-৪৭৩-৪৭৪-৪৭৫-৪৭৬-৪৭৭-৪৭৮-৪৭৯-৪৮০-৪৮১-৪৮২-৪৮৩-৪৮৪-৪৮৫-৪৮৬-৪৮৭-৪৮৮-৪৮৯-৪৯০-৪৯১-৪৯২-৪৯৩-৪৯৪-৪৯৫-৪৯৬-৪৯৭-৪৯৮-৪৯৯-৫০০-৫০১-৫০২-৫০৩-৫০৪-৫০৫-৫০৬-৫০৭-৫০৮-৫০৯-৫১০-৫১১-৫১২-৫১৩-৫১৪-৫১৫-৫১৬-৫১৭-৫১৮-৫১৯-৫২০-৫২১-৫২২-৫২৩-৫২৪-৫২৫-৫২৬-৫২৭-৫২৮-৫২৯-৫৩০-৫৩১-৫৩২-৫৩৩-৫৩৪-৫৩৫-৫৩৬-৫৩৭-৫৩৮-৫৩৯-৫৪০-৫৪১-৫৪২-৫৪৩-৫৪৪-৫৪৫-৫৪৬-৫৪৭-৫৪৮-৫৪৯-৫৫০-৫৫১-৫৫২-৫৫৩-৫৫৪-৫৫৫-৫৫৬-৫৫৭-৫৫৮-৫৫৯-৫৬০-৫৬১-৫৬২-৫৬৩-৫৬৪-৫৬৫-৫৬৬-৫৬৭-৫৬৮-৫৬৯-৫৭০-৫৭১-৫৭২-৫৭৩-৫৭৪-৫৭৫-৫৭৬-৫৭৭-৫৭৮-৫৭৯-৫৮০-৫৮১-৫৮২-৫৮৩-৫৮৪-৫৮৫-৫৮৬-৫৮৭-৫৮৮-৫৮৯-৫৯০-৫৯১-৫৯২-৫৯৩-৫৯৪-৫৯৫-৫৯৬-৫৯৭-৫৯৮-৫৯৯-৬০০-৬০১-৬০২-৬০৩-৬০৪-৬০৫-৬০৬-৬০৭-৬০৮-৬০৯-৬১০-৬১১-



কম্পিতা দ্যাবা পৃথিবী ;                      করিয়াছ হোতৃ-কার্য্য

করিয়াছ পূজ্যগণ-যজ্ঞ সমাহিত ॥ ৩

তুমিই মনুকে অগ্নি (৫)                      বলেছিলে স্বর্গ-কথা

স্বকৃতি পুরুষবাকে কৈলে স্মৃকৃতর ;

হবামহে বৈশ্বানরং মাতরিশ্বানং উক্খ্যাম্ ।” বেদার্থরত্ন বলেন, মাতরিশ্বা বিদ্যুদগ্নি স্বর্গ হইতে ভূমিতে পতিত হইয়া পার্থিব অগ্নি উৎপন্ন করে । যদি মাতরিশ্বা অগ্নিরই একটা নাম হয়, তবে ঐকদিগের Prometheus ( সংস্কৃত প্রমথ ) দেবের গল্প ভৃগুদিগের নিকট মাতবিশ্বার অগ্নি আনয়নের গল্প হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলা যায় ।

(৫) যাক্স ঋগ্বেদ পূর্ব ৫ম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন । তিনি মনু সপ্তকে বাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি । “ভট্টার কল্পা সরণ্যর বিবস্থান্ বা সূর্য্যের দ্বারা যমজ সন্তান হয় । সরণ্য তাঁহার স্থানে তাঁহার স্তায় আর একজন দেবীকে রাখিয়া অধিনীরূপ ধরিয়া পলায়ন করেন । বিবস্থান্ ও অধরূপ ধরিয়া তাঁহার পশ্চাতে যান এবং তাঁহার সহিত সংসর্গ করেন । এইরূপে অধিবরের জন্ম হয় ।” তিনি আরও বলেন, অধরূপ ধারণের পূর্বে বিবস্থানের দ্বারা সরণ্যর যে যমজ সন্তান হইয়াছিল, তাঁহারী যম ও যমী, এবং সরণ্য নিজের পরিবর্তে যে দেবীকে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার নাম সর্বাণা, এবং বিবস্থানের দ্বারা তাঁহার যে পুত্র হয়, তিনিই বৈবস্বত মনু । কিন্তু মোক্ষ মূলর বলেন, মন্ত্রের মধ্যে মনুকে সর্বাণার পুত্র বলা হই-  
 রাহে, একথা দেখা যায় না । “The hymn does not allude



অগ্নিলে অরণিকার্ঠে                      নীত তুমি পূৰ্ণ দিকে  
 সমানীত পুনৰ্কার দিকেতে অগ্নয় (৬) ॥ ৪  
 তুমি কামবর্ষী অগ্নে পুষ্টি সর্জনকারী  
 সমুদ্যত ঋচে (৭) তুমি শ্রবণীর হও ।  
 যে বা সহ বষট্কৃতি (৮)                      প্রদান করে আহুতি  
 আগে তাঁকে, বিশ্গণে পরে আলে। দাও ॥ ৫

to Manu as the son of Sabarna. It only calls the second wife of Vivasvat by that name. The fable of Manu is probably of a later date. For some reason or other Manu, the mythic ancestor of the race of man, was called Sabarni meaning possibly the Manu of all colors i. e. of all tribes and castes." Science of Language, vol II, page 557. রমেশবাবু যুত ।

(৬) পুরুষ বা রাজা বর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন করিয়া তিন প্রকার যজ্ঞ-অগ্নি প্রস্তুত করিয়াছিলেন (বিকুপুরণ) । সায়ণ বলেন— "পূৰ্ণদেশমানয়ন্ আহবণীয়ত্বেন।" "পশ্চিম দেশ মানয়ন্ গার্হপত্য-রূপেণ।" "আহবণীয় কৰ্ম্মাগৃষ্ঠালাং উৰ্দ্ধং গার্হপত্যরূপেণ দ্বারিত-বস্তঃ" । অর্থাৎ পূৰ্ণে আহবণীয় অগ্নি, পশ্চিমে গার্হপত্য অগ্নি সেই গার্হপত্য অগ্নিই উৰ্দ্ধে যুত হয় ।

(৭) ঋচ—হাতা Ladle—Wilson.

(৮) বষট্কৃতি—অগ্নিতে যুতাহতি দেওয়ার সময় এই শব্দের উচ্চারণ হইয়া থাকে ।



তুমি অগ্নি বিচক্ষণ                      কুপথে করে গমন,  
যোগ্য কার্যে যুড়ি তাঁকে করহ পালন ।

শুরের আরাধ্য ধনে(৯)              চৌদিকে বিস্তৃত রণে  
অস্ত্রের সহিত কর বহলে হনন । ৬

সে নরে অস্ত্রের জন্যে              দিনে দিনে তুমি অগ্নে !  
অমর উত্তম পদে করহ ধারণ ।

অতিশয় তৃষাবুক্ত                      উভয় জন্মের জন্যে  
ময়গ্রন্থ (১০) সে সুরিকে কর বিতরণ ॥ ৭

তুমি অগ্নে ধন জন্যে                      স্তুরমান আমাদের  
পুত্র দাও যশস্বী যজ্ঞের সম্পাদক ।

পাইয়া নূতন পুত্র                      করিব বৃদ্ধি যজ্ঞের  
হে দ্যাবা পৃথিবী ! হও মোদের রক্ষক ॥ ৮

তুমি অগ্নি অনবদ্য                      জাগরুক দেবমধ্যে  
পিতৃমাতৃ (১১) কাছে থেকে পুত্র কর দান ।

অমুগ্ৰেহ করি দেব !                      প্রসন্ন হও কারুকে(১২)  
সর্ব বহু-উপা অগ্নে ! তুমিই কল্যাণ ॥ ৯

(৯) ধন—ধনবৎ প্রিয়তম বৃদ্ধ ।

(১০) মূলে ময় ও প্রম শব্দই আছে ; ময়-মুখ, প্রম-অর ।

(১১) দ্যাবা পৃথিবী ।

(১২) কারু—বলকর্তা তোতা ।



১ম মণ্ডল, ৩১ সূক্ত।

১৮৮ ২৮৫৬৮  
বেদসংহিতা। ৪৭/২৮/২৪২

তুমি হে প্রসন্নমতি                      তুমি আমাদের পিতা  
তুমি অগ্নে আয়ুকর্তা বহু আমাদের।  
তুমি হে অদাত্য অগ্নি                      ত্রতর্গা নৃবীরযুক্ত  
তুমিই প্রাপক শত সহস্র ধনের। ১০  
তোমাকে প্রথমে অগ্নে।                      আয়ুস্মান্ (১৩) নহবের  
আয়ুস্মান্ বিশ্ণুপতি, দেবেরা করিলা।  
ইলায়ে করিলা তারা                      উপদেষ্ঠী মনুস্বের (১৪)  
যখন পিতার মম, পুত্র জনমিলা ॥ ১১

(১৩) এই ঋকে আয়ুঃ শব্দ দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে ; ১ম, আরবে আরো (যষ্ঠার্থে চতুর্থী) নহবস্য ২য়, আয়ুঃ বিশ্ণুপতিঃ আমি উভয়তঃ আয়ুঃ শব্দ রাখিয়া অনুবাদ করিলাম। ঋকের অর্থ দেবতার। অগ্নিকে আয়ুস্মান্ নহবের আয়ুস্মান্ বিশ্ণুপতি করিয়া ছিলেন (বিশ্ণুপতি অর্থে সেনাপতি (সারণ))। কিন্তু বিশ্ণুপতি অর্থে প্রজাগণের অধিপতি হইলেও দোষ না। অর্থাৎ নহব রাজার বাবতীর প্রজা (বিশ্ণু)গণের অগ্নিই পতি ছিলেন ; সকল প্রজাগৃহেই অগ্নির পূজা হইত।

(১৪) এই ঋকে মনু অর্থে মনুষ্য শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। তদ্বৎ, “মনুষ্য শাসনীং” অর্থাৎ দেবতার। ইলাকে মনুষ্যের (মনুর) শাসনী (উপদেষ্ঠী) করিয়াছিলেন। তৈত্তিরীয়েয়া বলেন “ইজা বৈ মানবী বজ্রানুকামিন্যাসীদিতি ; রাজসেনেরীয়া বলেন “প্রবাজাসু



তুমি আমাদের অগ্নে !                      সধনে রক্ষহ দেব ।

১                      রক্ষা কর আমাদের পুত্রদের দেহ ।

আমার পুত্রের পুত্র                      সদা রত ব্রতে তব

পালন করহ তার গোযুথ সমূহ ॥ ১২

তুমি অগ্নে ! পালয়িতা                      থাকি বজ্র সন্নিকটে

চারি দিকে চক্ষু রাধি দীপ্যমান হও ।

তুমি পাতা অহিংসক                      তোমাকে যে হব্য দেয়

মনের সহিত তাঁর সেই মন্ত্র লও ॥ ১৩

তুমি অগ্নে চাও, যাতে                      ঋত্বিক স্তুতিবাদক

যে ধন পরম বাঞ্ছা, পায় সেই ধন ।

তুমি প্রতিপাল্য প্রতি                      পিতাও প্রসন্ন মতি

বিজ্ঞ তুমি শিশু (১৫) দিক্ (১৬) করহ শাসন ॥ ১৪

যাজ্ঞান্য মধ্যে মন্ত্রবক্তার মরা সর্বাণবাপ্‌স্যাসি কামানিতি সা  
মনুষ্যশাসিতি বৎ শাসিতি ।” সারণ । পুরাণে কথিত আছে, ইলা  
মহুর কন্যা । কিন্তু করাসী পণ্ডিত Burnouf বলেন, ঋগ্বেদের  
কুত্রাপি একথা নাই । তিনি ইলা অর্থে বাক্ এবং কোন কোন স্থলে  
পৃথিবী বলিয়াছেন ।

(১৫) মূলে পাক শব্দ আছে, অর্থ শিশু । এস্থলে বজ্রমানকে  
অগ্নি শিশুবৎ পালন করেন, এই কথা বলা হইতেছে ।

(১৬) অগ্নি দিক্ শাসন করেন, ক্রতির ইহাও মত । “দেবা বৈ  
দেবযজ্ঞন মধ্যবসার দিশো ন প্রজানয়িতি । সত্রমো দক্ষিণাধিগ্গ-  
। তোহ্মিণা নিবর্ত্ততে । সারণ ।



তুমি অগ্নি রক্ষা কর প্রদত্তদক্ষিণ নরে  
হ্যাত বর্ষ রক্ষা করে সমরে যেমন ।

স্বস্বাহু অগ্নিতে যে বা গৃহেতে অতিথি সেবা  
করে জীব-বাগে, সেত স্বর্গের মতন ॥ ১৫

আমাদের এই ভ্রম ক্ষম, অগ্নে আর ক্ষম  
বিপথে এসেছি চলে বহুদূর হ'তে ।

সোম্যাদের পিতা তুমি আগুা, সূত্রগর, ভ্রমি(১৭)  
ঋষিকৃৎ(১৮) তুমি দেব তাঁদের পক্ষেতে ॥ ১৬

শুচি অগ্নে ! মনুবৎ অদ্বির ! অদ্বিরবৎ  
যথাতি প্রভৃতি পূর্ব পুরুষের ন্যায় ।

যজ্ঞের বাণ সদনে আন তথা দেবগণে  
কুশেতে বসাত, দাত হব্য সমুদায় ॥ ১৭

বুদ্ধিপ্রাপ্ত হও অগ্নে ! এই সব ব্রহ্ম দ্বারা  
যথাশক্তি যথাবিদ্যা রচিলাম বাহা ।

আমাদিগে দাত ধন দাত বুদ্ধি সূশোভন  
প্রভূত অন্নদায়িকা হয় বেন তাহা ॥ ১৮

(১৭) ভ্রমি কর্তৃনির্বাহক । (১৮) ঋষিকৃৎ—বর্ষনিকারী । অহু-  
এই পূর্বক প্রত্যক হও এই অর্থ ।



৪৫ সূক্ত।

অগ্নিদেবতা। কণ্ণের পুত্র প্রক্ষণ ঋষি।

এই যজ্ঞে বহুগণে যজ তুমি অগ্নে !  
 আদিত্য সকলে যজ, যজ রুদ্রগণে।  
 অশোভন যজযুক্ত মনুজাতজনে (১)

(১) এই ঋকে বহু, রুদ্র ও আদিত্যগণের উল্লেখ আছে। পুরাণে বহুর সংখ্যা আট। এই ভাগে ৪র্থ মণ্ডলে ৪৫ সূক্তের টীকায় বহু-গণের নাম দেওয়া হইয়াছে। পৌরাণিক একাদশ রুদ্র যথা ;—

মৃগব্যাধস্ত সর্পশ্চ নিক্কিতিশ্চ মহাবশাঃ ।  
 অজৈকলাদহিক্শুধুঃ পিনাকী চ পরন্তপঃ ॥  
 দহনোহথেষ্বরশ্চৈব কপালীচ বিশাম্পতি ।  
 স্বাগুর্ভগশ্চ ভগবান্ রুদ্রাস্তত্রাবতস্থিরে ॥

মহাভারত আদিপর্ব ১২১ অধ্যায়।

যাশদ আদিত্য সম্বন্ধে ১৪ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা দেখ। পৌরা-  
 দিক দ্বাদশ আদিত্য যথা,—

ধাতার্যামাচমিত্রশ্চ বরুণোহংশো ভগন্তথা ।  
 ইন্দ্রোবিবস্বান্ পুষ্টিচ ত্বষ্টা চ সবিতা তথা ।  
 পর্জন্যশ্চৈব বিষ্ণুশ্চ আদিত্যা দ্বাবশাঃ স্তুতাঃ ।

মহাভারত আদিপর্ব ১২১ অধ্যায়।



যজ্ঞহ, আছেন যিনি ঘৃতেয় সিঞ্চে । ১  
 হে অগ্নে ! সকল দেব অতি প্রজ্ঞাবান্  
 যজ্ঞমানে তাঁহারা করেন ফল দান,  
 রোহিতাশ্ব তুমি দেব স্ততির ভাজন,  
 সেই ত্রয়ত্রিংশদেবে(২) কর আনয়ন । ২  
 হে সর্বভূতজ দেব প্রভূত কৰ্ম্মন্  
 প্রিয়মেধা বিরূপ ও অত্রির ঘেমন,  
 অগ্নিরার আবাহন করিলে শ্রবণ,  
 প্রস্রবণের শুন তথা এই আবাহন(৩) । ৩

তত্রবিকৃশ্চ শত্রুশ্চ জজ্ঞাতে পুনরেবহি ।

বিবস্বান্ সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এব চ ।

অংশোভগচ্চাতিতেজা আদিত্যা দাদশাঃ সূতাঃ ॥

বিকৃ পুরাণ ১।১৫।১০

(২) এই ঋকে ও অস্তান্ত স্থলে ৩৩ দেবের উল্লেখ দেখা যায় ।  
 তৈত্তিরীয় সংহিতায় বলা হইরাছে আকাশে ১১, অন্তরীক্ষে ১১ এবং  
 পৃথিবীতে ১১ জন দেবতা আছেন । শতপথব্রাহ্মণ বলে ৮ বহু,  
 ১১ রুদ্র, ১২ আদিত্য এবং দ্বা ও পৃথিবী ৩৩ দেবতা । ঐত্তরীয়  
 ব্রাহ্মণসূত্রায় ১১ প্রবালদেব, ১১ অম্বুবাজ দেব এবং ১১ উপবাজ  
 দেব । বিকৃ পুরাণে ১১ রুদ্র, ১২ আদিত্য ৮ বহু এবং প্রজাপতি ও  
 বশটকার এই ৩৩ দেবতা । রবেশবাবু পুত টীকা ।

(৩) এই ঋকে প্রস্রবণি তৎপূর্ববর্তী প্রিয়মেধি, বিরূপ, অত্রি



মহাকর্শ্মশীল সেই প্রিয়মেধাগণ  
 করিয়াছিলেন অগ্নি দেবে আবাহন ;  
 বিত্ত্বজ্ঞ আলোকে হয়ে যজ্ঞে দীপ্যমান  
 করিবেন তাহাদের রক্ষার বিধান । ৪  
 ফলপ্রদ অগ্নি তুমি দ্বিতে হুয়মান,  
 ভালমতে শ্রবণ করহ এ আহ্বান ;  
 রক্ষা পাইবার আশে কণুপুত্রগণ  
 যে আহ্বানে তোমাকে করিছে আবাহন । ৫  
 তুমি অগ্নি ! বিচিত্র অস্ত্রের শ্রেষ্ঠ পতি  
 বিশোৎপন্ন জন(৪) তোমা দিতেছে আহুতি  
 দেবতা সমীপে হব্য করিতে বহন,  
 হে শোচিকেশিন্ ! তুমি বহুপ্রিয়জন । ৬  
 তুমি হোতা, ঋত্বিক ও শ্রেষ্ঠ বসুদাতা  
 সর্বত্র বিস্তৃত তব প্রাণসার কথা ;

৩ অঙ্গিরা এই ৪ জন ঋষির উল্লেখ করিয়াছেন । তন্মধ্যে পুরাণানু-  
 সারে বৈবস্বত মনুর পুত্র বিরূপ । অঙ্গিরা সম্বন্ধে (৩১ সূক্তের টীকা)  
 এবং অত্রি সম্বন্ধে (১১৬ সূক্তের ৮ ঋকের টীকা দেখ) ।

(৪) মূল্যে “বিত্ত্বজ্ঞত্বঃ” আছে। “প্রজাহ উৎপন্ন্য বজ্রযাণা  
 হবন্তে” । সারণ ।



সতত শ্রবণ করে তোমার শ্রবণ,  
 স্থাপিলেন তাই বজ্জ তোমা বিপ্রগণ । ৭  
 সোম অভিষব কার্য্য করি সম্পাদন  
 অন্ন অভিযুখে তোমা ডাকে বিপ্রগণ,  
 হবাদাতা জন্য হবি করিয়া ধারণ,  
 তুমিই মহান্ অগ্নি প্রভানিকেতন । ৮  
 বলোৎপন্ন(৫) ফলদাতা, বাসহেতুভূত(৬)  
 যে সকল দেব প্রাতে হন সমাগত ;  
 তাহাদিগে অদ্য হেথা, অন্য দেবজনে  
 সোম পানে কুশেতে বসাত আনি অগ্নে ! ৯  
 সন্মুখের দৈবজনে, (৭) সহ দেবগণ,  
 সমান হবনে অগ্নে ! করহ যজন ;  
 কল্য হইয়াছে সেই সোম অভিযুত  
 পান কর তাহা অদ্য দাতা দেব যত । ১০

(৫) মূল "সহস্কৃত" শব্দ আছে । অর্থ "বলেন সখিত । কাঠে কাঠে  
 বর্ধনে অগ্নি উৎপন্ন হয়, এজন্য তাহাকে সহস্কৃত বলা হইয়াছে । সহঃ  
 শব্দ বলবাচক ।

(৬) "বসো" আছে । অর্থ নিবাসের হেতু ।

(৭) ১ম, ২য় ও ১০ম শ্লোকে মনুজাত ও দৈবজন শব্দের উল্লেখ  
 আছে । তিনই মনুজাত ও অজাত দেবতার জ্ঞান পূজ্য । ইনি কে ?



৪৯ সূক্ত ।

উষা দেবতা । প্রস্কণ ঋষি ।

ক্ষতির আকাশ'পর হইতে হেথায়  
 আগমন কর উষে ! শোভনীর রথে ;  
 অরুণপ্ সূর্য্যগ (১) দেবি বহক তোমার,  
 আনুক তাহার তোমা সোমীর গৃহেতে । ১  
 সূর্য্যর ও সূর্য্যকর রথে অধিষ্ঠান  
 কর দেবি ! উষে তুমি স্বরগ হুহিতে !  
 শোভন-হব্য-সহিত এই যজমান,—  
 এস সেই রথে অন্য তার সন্নিহিতে । ২  
 পতঙ্গী বিহঙ্গগণ তব আগমনে  
 দ্বিপদ কি চতুষ্পদ আদি জন্তুগণ,  
 আকাশ প্রান্তেতে রত সকলে গমনে,  
 হে উষে ! অর্জুনি ! (২) করি তবানুসরণ । ৩

(১) মূলে 'অরুণঙ্গরঃ' আছে । 'অরুণবর্ণা গাযঃ (সারণ)

(২) অর্জুনি—শুভবর্ণ (সারণ) এই অর্জুনি হইতে গ্রীকদিগের  
 Aphrodite Arjyunis এবং এগামেমননের ঐর Argēnos  
 উৎপন্ন হইরাছে । রমেশবাবুর টীকা ।



ভমোবিনাশিনী দেবি ! রশ্মিতে তোমার  
রুচির অগৎ এই হর প্রকাশিত,  
ধনপ্রার্থী হইবে তাই কণ্ঠের কুমার  
স্তব বাক্যে তোমাকেই করিছে আহুত। ৪

৫০ সূক্ত।

সূর্য্যদেবতা প্রস্কণ্ড ঋষি।

সেই জাতবেদা দেবে কেতুগণ(১)  
করিছে সূর্য্যকে উদ্ধৃতিতে বহন  
বিশ্ব অগতের দর্শন তরে। ১

বিশ্বপ্রকাশক সূর আগমনে  
চৌরগণ যথা তথা রাত্রিসনে

তারারাজি অপগমন করে(২) ॥ ২

(১) কেতুগণ "সূর্য্যায় যথা সূর্য্যরশ্ময়ঃ" সারণ। ঋষেদে কিরণা-  
বলীকে অনেক সময় অবের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

(২) মূলে "অপবন্তি" শব্দ আছে। সারণ অর্থ করিয়াছেন "অপগচ্ছতি  
গলারন্তে।"



ইহার জ্ঞাপক কিরণ নিচর

একে একে দেখে লোক সমুদর

দেখে যথা দীপ্ত আগ্নেয় প্রভা । ৩

মহাপথ সূর্য্য! করহ ভ্রমণ

বিশ্বদর্শনীর জ্যোতির কারণ

বিস্তেতে সূন্দর প্রকাশ বিভা । ৪

দেববিশ্ (৩) সম্মুখে উদর তোমার

মানুষ সম্মুখে উঠ সে প্রকার

দেখে বিশ্ব স্বর্গ তোমার শোভা । ৫

যে আলো প্রকাশে বরুণ পাবক (৪)

হইরে প্রত্যেক জনের পোষক

কর তুমি বিশ্ব অবলোকন । ৬

দিবা রাত্রি তাহে করি উৎপাদন

বিস্তৃত ছালোক করহ ভ্রমণ

সকলের জন্ম করি দর্শন । ৭

(৩). মূলে "দেবানাং বিশঃ ।" সারণ অর্থ করিয়াছেন, মরুদগণ  
কিন্তু অর্থ বোধ হয় দেব সাধারণ । (৪) এখানে সূর্য্যকে পাবক  
ও বরুণ দুই বলা হইয়াছে । সারণ অর্থ করিয়াছেন, সকলের পোষক  
ও অনিষ্ট নিবারণক ।



করে তোমা সপ্ত হরিতে বহন •

ওহে সূর্য্যদেব ওহে বিচক্ষণ (৫)

কিরণের রাজি কেশ তোমার । ৮

রথের বাহিকা সপ্ত ঘোটকীকে

যুড়িলেন স্বর, মোদের অভিকে

সে বাজিনী রথে গমন তাঁর । ৯

অঁধার উপরি হেরি অত্যাশ্রম জ্যোতি,

দেবগণ মধ্যে যিনি দ্যোতমান্ অতি,

সেই সূর্য্য সন্নিকটে করিব গমন

আমরা সকলে, তিনি জ্যোতীশ্বর হন । ১০

মিজতেজা সূর্য্যদেব ! উদয় হইয়া

উন্নত আকাশ পথে অদ্য আরোহিরা,

আমার হুজোগ তুমি করহ বিনাশ

হরিমাণ রোগ দেব কর মম নাশ (৬) ।

(৫) বিচক্ষণ “সর্ব্বস্য প্রকাশয়িতঃ” সাধারণ । ..

(৬) ১১, ১২, ১৩ বাক্য তিনটি একটি তুচ্ছ, ”পীড়া আরোগ্যের  
জন্ত এই ঋক্‌গুলি পড়িতে হয় । শৌনক বলেন ;—

উদয়দ্যোতি মরোহরজসোরঃ পাপ প্রণাশনঃ ।

রোগব্রশ্চ বিষব্রশ্চ ভুক্তিমুক্তি ফলপ্রদঃ ।

কথিত আছে, প্রকণ, ঋষি এই তুচ্ছ, দ্বারা সূর্য্যের স্তব করিয়া যেতি  
রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন ।



শুকশারিকার মম রোগ হরিমাণ (৭)  
 আমরা স্থাপন করি ওহে জ্যোতিষ্মান !  
 হরিদ্রা দ্রব্যতে (৮) মম রোগ হরিমাণ  
 স্থাপিতেছি কর তার আরোগ্য বিধান । ১২  
 এইত আদিত্য বিশ্বভেকের সহিত  
 হতেছেন আকাশ উপরে সমুখিত  
 করেছেন আমার সে রোগ বিনাশন,  
 আমি সে শত্রুর নাহি করিহু হিংসন । ১৩

ইন্দ্রদেবতা । অগ্নিরার পুত্র সব্য ঋষি

৫২ সূক্ত ।

একেবারে শতশ্রোতা বীর স্তুতি গায়  
 অর্চহ সে মেঘে (১) সেই স্বর্গবেদিতার ;  
 অশ্ববৎ বেগে তাঁর রথ-বজ্রে ধায়,  
 সে রথে চড়িতে স্তব করিছি তাঁহার । ১

(৭) হরিমাণ "yellowness of my body" Wilson.

(৮) মূলে "হারিদং" আছে, রমেশবাবু অর্থ করিয়াছেন হরিদ্রা ।

(১) মূলে "মেনং" শব্দ আছে । "শত্রুভিঃ সহ স্পর্ধমানঃ সারিণঃ ।



অটল, উদক মধ্যে, পর্বতের প্রায়  
 বাড়িলা সহস্ররূপে রক্ষিয়া সবার,  
 যজ্ঞায়ে হর্ষিত হয়ে করি বরিষণ,  
 নদী আবরিভাবুজ্রে হানিলা যখন (২) । ২  
 আবরক-আবরীতা জলেতে বিস্তৃত,  
 হ্রাদ-কর মনকর সোমেতে বর্জিত ;—  
 এহেন ইন্দ্রকে ডাকি সহ ঋষিগণে—  
 অন্নদাতা তাঁহাকে—স্বকর্ষ যোগ্যমনে (৩) । ৩  
 সমুদ্রকে পূর্ণ করে স্বীয় নদ বধা,  
 স্বর্গেতে ইন্দ্রকে করে সোমরস (৪) তপ্তা ;  
 বৃত্ত-বধে কাছে তার ছিল মক্‌দগণ  
 শোবয়িতা, হিতাকাজী, শোভনদর্শন । ৪

(২) সবা ঋষির পূর্বপুরুষ অগ্নিরাগণ সোমপান করাইয়া ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। তখন জলাবরক মেঘরূপ বৃত্তকে তিনি নিহত করেন। বৃত্ত জল মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া ইন্দ্রকে নিহত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন ফল হয় নাই। ইন্দ্র পর্বতের জায় অটলভাবে জল মধ্যে দণ্ডায়মান ছিলেন। বেদার্থ বহু ।

(৩) মূলে “অগ্নস্যরাধিরা” আছে। “শোভন কর্ম যোগ্যতা বুঝায়।”

(৪) “সদ্যবর্হিবঃ” আছে। সদ্য সদনং হানং বর্হিঃ শব্দোপলক্ষিতঃ যজ্ঞঃ যেবাং সোমানাং তে সোমাঃ সায়ণ। “কুশস্থিত সোমরস” ব্রহ্মেশ বাবু।



গতিশীল জল যথা নিম্নদিকে ধায়,  
 ধাইলা মরুদ্গণ ইন্দ্রের সহায় ;  
 স্ববৃষ্টি বৃত্তের দিকে সোমে মত্ত হয়ে ;  
 ত্রিত (৫) যথা ভেদিলেন পরিধি সমূহে,

(৫) সাধারণ তৈত্তিরীয় সংহিতা হইতে ত্রিত সম্বন্ধে এইরূপ লিখি-  
 রাছেন। দেবগণের হব্যচিহ্ন বিমোচনার্থ অগ্নি জল হইতে একত,  
 দ্বিত ও ত্রিত নামে তিন জন পুরুষ সৃষ্টি করেন। \* \* ত্রিত উদ্-  
 কপান করিতে গিয়া কূপে পড়িয়াছিলেন। অহুরেরা তাহাকে প্রতি-  
 রুদ্ধ করিবার জন্য পরিধি অর্থাৎ কূপের আচ্ছাদন সৃষ্টি করিয়াছিল।  
 ত্রিত তাহা ভেদ করিয়াছিলেন। (রমেশ)

ইন্দ্র যেরূপ অহি বা বৃত্তের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ত্রৈতন বা  
 ত্রিতও সেইরূপ করিয়াছিলেন। ইহা ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে আছে।  
 ত্রৈতন বা ত্রিত যে আৰ্য্যদিগের প্রাচীন দেব, ‘অবস্থা’ গ্রন্থ হইতে  
 তাহা প্রতিপন্ন হয়। ঋগ্বেদে অহিহস্তা ইন্দ্র যেরূপ উপাস্য, ইরাণীয়  
 “অবস্থা” গ্রন্থে “অজি” হস্তা “থ্রেতন” তেমন উপাস্য। ঋগ্বেদের ত্রিত  
 “আপ্ত্য বংশীয় (১১১০৫১২) অবস্থা গ্রন্থের থ্রেতন ও “(আথ্য)” বংশীয়।  
 গ্রীকদিগের প্রধান দেব Zeus কে কখন ত্রিত বলিত কিনা জানা  
 যায় না, কিন্তু Zeus কথ্য Athini (সংস্কৃত অহনা) কখন কখন  
 ত্রিত কথ্য (Tritogenia) নামে বর্ণিত হইতেন। আবার Triton  
 নামে গ্রীকদিগের জনৈক জলদেব বা সমুদ্রদেব ছিলেন। ইনিই কি  
 আপ্ত্য ত্রিতের অনুরূপ? সাধারণ বলেন জল হইতে উৎপন্ন বলিয়া ত্রিত



ইন্দ্র তথা ষজ্জ-অগ্নে হয়ে উৎসাহিত,  
 বলকে ভেদিয়া বজ্রী করিলা পাতিত । ৫  
 নভে আবরিয়া জল বধনশায়িত  
 প্রকাণ্ড বৃত্তের তনু করিলে ঘাতিত ;  
 শত্রু-বিজয়িনী দীপ্তি পাইল প্রকাশ,  
 হে ইন্দ্র ! বলের তব হইল বিকাশ । ৬  
 ব্রহ্মেতে বাড়ায় তোমা, ব্রহ্ম তোমা পার,  
 হৃদ পার যে প্রকারে উর্ধ্ব সমুদার ।  
 তব যোগ্যবল দেব তুষ্টা বাড়াইলা,  
 শত্রুঘাতি বজ্র তুষ্টা গড়াইয়া দিলা । ৭  
 অশ্ব চড়ি সিদ্ধ কর্মন্ ! বৃত্তকে বধিলে,  
 যখন মনুষ্য মাঝে আসিতে চাহিলে ।  
 বৃষ্টি হ'ল ; লৌহ বজ্র করিলে ধারণ ।  
 দেখিতে আকাশে সূর্য্যে করিলে স্থাপন । ৮  
 ভয়ে ভয়ে হলাদকর স্বর্গের প্রাপক  
 রচিলা স্তোতারা স্তোত্র বলবিধায়ক ;

"আপ্য"। অতএব অহিহস্তা ত্রিত বা ত্রৈতন আর্ষাদিগের অতি প্রাচীন  
 দেব সম্বোধন নাই ; কিন্তু হিন্দুগণ যখন ইন্দ্রকেই অহিহস্তা বলিয়া পূজা  
 করিতে লাগিলেন, তখন ত্রিত ক্রমশঃ মনুষ্য মাধ্য পরিগণিত হইয়া  
 গেলেন। তখন "একত" ও "দ্বিত" দুইটা নূতন নাম সৃষ্ট হইয়া  
 আখ্যান করিত হইল।



স্বৰ্গ রক্ষাকারী, নর হিতকর রূপে  
 ইন্দ্রে উৎসাহিলা যুটি সব মরুদগুণে । ৯  
 পৃথক্ হ'ল ভয়ে দ্যৌ এত বলবান্  
 সে অহির শব্দে, যেই বজ্রের সন্ধান  
 করিয়া ছেদিলে মন্ত ইন্দ্র ! বৃজশির,—  
 বাধানাতা (৬) ছিল যেই দ্যাবা পৃথিবীর । ১০  
 দশগুণ হ'ত যদি হে ইন্দ্র ! পৃথিবী  
 কৃষ্টিগণ (৭) চিরদিন বাঁচিত বদ্যপি ;  
 তবেই তোমার কীৰ্ত্তি প্রসিদ্ধ হইত,  
 তোমার বলের কার্য্য দ্যৌবৎ মহত । ১১  
 ব্যাপ্ত রজসের পারে থাকি নিজ বলে  
 ভূলোক করিলে সৃষ্টি রক্ষিতে সকলে ;  
 ধুবান্না ! সকল বলের প্রতিমান (৮)  
 স্বৰ্গ অন্তরীক্ষ ব্যাপি তব অবস্থান । ১২  
 পৃথ্বীর প্রতিভূ তুমি, বিস্তৃত স্বর্গের  
 পতি তুমি, যেই স্থান দেবতাবর্গের ;

---

(৬) মূল “বদ্যধানস্য বৃজস্য” আছে । সারণ অর্থ করিয়াছেন  
 “বাধনশীলস্য বৃজস্য” । যে বৃজ স্বৰ্গ পৃথিবীর যুটি অবরোধ করিয়া  
 ব্যাপ্ত ছিল ।

(৭) মূল “কৃষ্টিয়ঃ” শব্দ আছে । অর্থ “সমূহা” সারণ ।

(৮) প্রতিমান—প্রতিভূ ।



ব্যাণিরাহ অন্তরীক্ষ মহত্বে তুমিই  
 তোমার সমান আর অন্য কেহ নাই। ১৩  
 আকাশ পৃথিবী যার ব্যাপ্তি নাহি পায়,  
 আকাশের সিদ্ধ যার অন্তে নাহি যায়;  
 সৃষ্টার্থে মাতিলে রণে অতুল্য প্রবল,  
 একাকী সে তুমি বশ করেছ সকল। ১৪  
 এই বুকে মরুদগণ অর্চিল তোমার  
 বধিলে বৃদ্ধকে যদা বজ্রের দ্বারায়,  
 আঘাত করিয়া তার আননের প্রতি;  
 হইলা দেবতা সবে আনন্দিত অতি। ১৫

১ম মণ্ডল, ৫৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অগ্নিরার পুত্র সব্য ঋষি।  
 মহাত্মা ইন্দ্রকে দেই                      স্তবর বাক্যের ডালি  
 যজমান গৃহে তাঁকে করিতেছি স্তুতি;  
 স্তবের ধনের মত                      তিনি রত্ন অবগত,  
 মন্দ স্তুতি নাহি বাজে ধনদাতা প্রতি। ১  
 ইন্দ্র তুমি অখদাতা                      গোদাতা স্ববাহি দাতা  
 তুমি বহুগতি, তব প্রতিপাল্য সব;



দান নেতা, পুরাতন,                      নহে আশাবিনাশন  
 সখি মধ্যে সখা, তাঁকে করিতেছি স্তব । ২  
 বহু কৰ্ম্মা শচীবান্                      তুমি ইচ্ছ হ্যাতিমান্  
 চৌদিকের ধন, জানি, সকলি তোমার ;  
 এনে কর বিতরণ                      আমাদিগে সেই ধন  
 কাম্য বার্থ করিও না তোমার স্তোতার । ৩  
 এই হব্য দৌপ্তিমান্                      এই সোম-রস পান  
 করিয়া প্রসন্ন হও, অশ্ব গাতী দিয়ে ;  
 সোমে হৃষ্ট ইচ্ছ সনে                      দলি যত শত্রুগণে  
 নিরাপদে থাকি অন্নভোগ সুখ পেয়ে । ৪  
 হে ইচ্ছ ! অন্ন ও ধন                      সকলের বিনোদন  
 হ্যাতিমান্ অশ্বগণ যেন মোরা পাই ;  
 তোমার প্রসন্নমতি                      বীরঘাতী অশ্ববতী  
 গোপূৰ্ব্বা, লভিয়া যেন সুখে থেকে যাই । ৫  
 সে মত্ত মরুদগণ,                      বলপ্রদ হব্য, (১) সোম  
 মাতাইল তোমা বদা বৃত্ত-বধে গেলে ;

(১) মূলে "বৃক্যা" শব্দ আছে। "বৃকঃ সেনসমর্থস্যতব সখ  
 কীনি চরুপুরোডাশাদীনি হবীংবি।" অর্থাৎ মরুদগণ, চরুপুরোডাশাদি  
 হব্য, সোম—সকলেই তোমাকে প্রমত্ত করিয়াছিল।



যখন ওহে সংপতি ! তুষ্ট হয়ে দাতা প্রতি  
 দশ সহস্রক বৃত্তে (২) সংহার করিলে । ৬  
 যুদ্ধ হ'তে যুদ্ধান্তরে যাও শত্রু হত করে  
 পুর হতে পুরান্তর তুমি ধ্বংস কর ।  
 নম্রী ঋষি সাহায্যেতে বধিলে দূর দেশেতে  
 মারামারী নম্রুটীকে ইন্দ্র বজ্রধর । ৭  
 অতিথিথের নিমিত্ত করঞ্জে পর্ণয়ে হত  
 তেজস্বিনী বর্তনীতে (৩) তুমি করিয়াছ ।  
 হয়ে শূন্য-অমুচর বজ্র-শত-নগর  
 ঋজিষ্ঠা রাজাবরুদ্ধ, তুমি ভেদিয়াছ । ৮  
 অবন্ধু সূত্রবা (৪) সাথে এসেছিল যুদ্ধ-অর্থে  
 যে বিংশতি জন-পদ-অধিপ তা সবে ;

(২) মূলে “দশসহস্রাণি বৃত্তাণি” আছে। “বৃত্তাণি আবরকাণি  
 উপ্রজবজাতানি” সায়ণ। রমেশবাবু উপপ্রব শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন।  
 আমি কৃত্র শব্দই রাখিলাম।

(৩) ‘বর্তনী’ শব্দ মূলে আছে। “শত্রু প্রেরণ কুশলরা শক্ত্যা”  
 সায়ণ। ‘Gleaming spear’ Wilson. এই ঋকে যে ‘অতিথিথ  
 রাজার উল্লেখ আছে, তিনি আর কেহই নন, দিবোদাস। “অতিথি  
 ভির্গন্তব্যায় দিবোদাসায়” ( ১।৫১।৬ )

(৪) সূত্রবা সম্বন্ধে সায়ণ নির্বাক। রমেশবাবু বলেন, বায়ু  
 পুরাণে সূত্রবা একজন অজ্ঞাপতি।



ষষ্টি সহস্রকং নব                      নবতি পদাতি সব  
 জলজ্বা চক্রেতে জয় করিলে আহবে । ৯  
 তোমার পালন-বশে                      বাঁচাইলে স্রবসে  
 জ্ঞান কর পালনে রক্ষিলে ভুবান ;  
 এই যুবা রাজাধীনে (৫)                      আনিলে নৃপতি তিনে  
 কুৎস, অতিথিথ, আয়ু বাদেয় আখ্যান । ১০  
 তব যজ্ঞ উদ্যাপনে                      মোর্য যারা সখাগণে  
 তব প্রিয় হয়ে আছি দেবের পালনে ।  
 তোমাকে করিব স্তব,                      দিবে বীর পুত্র সব,  
 স্মৃতে কাটিব দিন সুদীর্ঘ জীবনে (৬) । ১১

৬০ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা । গোতমের পুত্র নোখা ঋষি ।

যশস্বী যজ্ঞের কেতু,                      রক্ষয়িতা, দূত, বহি  
 সদ্যই যজ্ঞের দ্রব্য করেন বহন ।

(৫) স্রব বা রাজার অধীনে কুৎস, অতিথি ও আয়ু নামক তিনজন নৃপতিক আনা হইরাছিল ।

(৬) এই সূক্তে করগ্র, গর্গ ও বঙ্গদের উল্লেখ আছে ; তাহাদের সম্বন্ধে সারণ কিছুই বলেন নাই । শত পুরাণিগতি বঙ্গদের নাম হইতে কি বঙ্গ নামের উৎপত্তি হইরাছে ?



বিজয়া (১), ধনের স্তায়                      প্রশংসিত মিত্র তাঁকে,  
 মাতরিখা (২) তৃপ্তকে করিলা আনয়ন ॥ ১  
 হবিষ্যান্ কাম্যবান্                                      দেব ও মানবগণ  
 এই শাসিতায় সেবা করেন উভয়ে ।  
 আদিত্যের পূর্বে স্থিত                      ছিলেন এ পূজ্য হোতা  
 বিশ্বপতি বিশ্বগণের বিধাতা হইলে ॥ ২  
 হৃদয়ান্ত মধুজিহব                                      অগ্নিদেবে আমাদের  
 নব স্তুতি করুক বেষ্টিত পুরোভাগে ।  
 মনুষ্য ঋত্বিকগণ                                      বস্ত্র অন্ন নিবেদন  
 করিয়া জন্মায় তাঁকে সংগ্রামের আগে ॥ ৩  
 অগ্নি কামনার পাত্র,                                      পাবক, বরেন্দ্র, বহু (৩)  
 হোতা হয়ে বস্ত্রের বিশ্বে মধ্যে সংস্থাপিত ।  
 শত্রুর দমনে মন,                                      গৃহপতি বস্ত্রগৃহে  
 রয়িপতি(৪) রয়িদের হউন সতত ॥ ৪  
 ধনপতি ওহে অগ্নে !                                      আমরা গৌতম সবে  
 তোমাকে প্রশংসা করি মননীয় স্তবে । ..

(১) ছুইখানি অরশি কাঠে উৎপন্ন একক অগ্নি বিজয়া ।

(২) মাতরিখা সম্বন্ধের ১।৩।১৩ ঋকের টীকা দেখ ।

(৩) বহু—নিবাস হেতু, বাসস্থিতা ।

(৪) রয়ি অথবা রে ( ইরেজি ray) অর্থ কিরণ ।



আরোহী অশ্বকে যথা মাজে তোমা মেজে (৫) তথা ;  
অন্নকর্তা প্রজাবনু (৬) এস প্রাতে তবে ॥ ৫

৬৬ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা । শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি ।

বিচিত্র ধনের ত্রায় দর্শক সূর্য্যের প্রায়  
আয়ুবৎ প্রাণ, হিতকারী পুত্রবৎ ;

অশ্ববৎ ধারয়িতা ধেনুবৎ প্রণীয়িতা  
বনদগ্ধকারী অগ্নি শুচি ও ভাস্কর । ১

গৃহবৎ রমণীয় ধনরক্ষক স্থানীয় (১)

সুপক যবের ত্রায় জনগণ-জ্ঞেতা ;

ঋষিবৎ স্তোতা অগ্নি বিশেষেতে প্রশস্ত ষিনি,  
বাজীবৎ হৃষ্ট হউন অগ্নের প্রদাতা । ২

হুপ্রাপ্যতেজা সে অগ্নি ক্রতুবৎ নিত্য ষিনি,  
গৃহেতে জারায় ত্রায় সবের ভূষণ !

(৫) মূলে “মর্জয়ন্তঃ” শব্দ আছে । “অগ্নে হবির্বহন প্রদেশং  
মর্জয়ন্তঃ” অগ্নির হবির্বহন স্থানটি মার্জ্জন করিয়া ( মাজিয়া ) ।

(৬) “মূলে ষিয়াবনু” আছে প্রজাবনু ( রমেশবাবু )

(১) মূলে “ক্ষেম” শব্দ আছে ; লক্ষ্যনকে ক্ষেম বলে ।



প্রজ্জলিত হইলে হার দৃষ্ট চিত্র খেত (২) প্রায়  
বিশে রথ প্রায় দীপ্ত, সমরে দাহন । ৩  
প্রেরিত সেনার স্থায় দীপ্ত ক্ষেপ্তৃ ইষু প্রায়  
অগ্নি শত্রুগণে ভয় করেন সঞ্চার ।

হইরাছে ধাহা জাত অথবা হবে সজাত  
সকলই অগ্নি (৩), অগ্নি কুমারীর জার (৪) ।

আবার অগ্নিই পতি সকল জারার ॥ ৪

গাভী গৃহে যায় যথা অগ্নি কাছে যাব তথা  
লয়ে মোরা উপহার অঙ্গমে স্থাবরে ;  
জল যথা নীচে যায় অগ্নি জ্বালাসমুদার  
প্রেরণ করেন তথা দিগ্‌দিগন্তরে ;  
সুদৃশ্য অগ্নির যোগ হয় সে অঘরে । ৫

(২) মূলে “চিত্রো বদভাট্‌ খেতোন” আছে । যখন প্রজ্জলিত  
হন, তখন চিত্র খেত (সূর্য্যের) স্থায় । খেত অর্থ সূর্য্য (সায়ণ) ।

(৩) মূলে ‘বম’ শব্দ আছে । অগ্নি ইন্দ্রের সঙ্গে সহজাত বলিয়া  
ইহার এক নাম বম । সায়ণ ।

(৪) লাজাবি জব্যের দ্বারা হোম করিলে কন্যা আর কস্তা  
থাকে না, বিবাহিতা হয় ; এ অন্য অগ্নিকে কন্যার জার বলি হইরাছে ।  
সায়ণ ।

(৫) বিবাহিতা স্ত্রী (জার) অগ্নির অর্চনা বা সহায়তা করেন, এ  
অন্য অগ্নি জারার পতি ।



৬৭ হুক্ত।

অগ্নি দেবতা। শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি।

মর্ত্য মিত্র, বনে ভাত,                      বজমান পালয়িতা  
 রাজা যথা কার্য্য ক্রমে (১) করেন পালন ;  
 ক্ষেমবৎ সাধু অগ্নি                      ভদ্র যথা কৰ্ম্মকর্ত্তা (২)।  
 কল্পন হব্যাবাট্ হোতা কৰ্ম্মের শোভন ! ১  
 ধারণ করিয়া অগ্নি                      হস্তেতে সমস্ত ধন  
 গুহা প্রবেশিলে (৩) ভীত সমস্ত দেবতা ;  
 হৃদয়ের কৃত মন্ত্রে                      করিয়া স্তব তখন  
 পাইলেন তাঁকে যত নেতা কৰ্ম্মধাতা । ২  
 পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ                      ধরিলা অজের (৪) প্রায়  
 সত্য মন্ত্রে আকাশের করিলা স্তম্ভন ;

(১) মূলে 'অজুর্ধ্যা' শব্দ আছে। জরারহিতং দৃঢ়াঙ্গং সৰ্ব্বকার্য্যে  
 শক্তং। সারণ।

(২) মূলে "ক্ষেমো ন সাধুঃ ক্রতুর্ভদ্রঃ" আছে। ক্ষেম-রক্ষক,  
 সাধু সাধয়িতা, ক্রতু কৰ্ম্মকর্ত্তা এবং ন শব্দ ভুল্যার্থে।

(৩) অগ্নি গিরিগহ্বরে, অথবা বৃক্ষের কোটরে এবং জলে প্রবেশ  
 করিয়াছিলেন ইত্যাদি প্রবাদ সারণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(৪) অজ-সূর্য্য।



হে বিশ্বায়ু! (৫) রক্ষ প্রিয় পুত্র-পদ সমুদায়,  
 গৃহা হ'তে কর অগ্নে! গৃহেতে (৬) গমন। ৩  
 যে জানে গৃহাস্থ তাঁকে, যে বা যজ্ঞ-ধারণিতা  
 অগ্নিদেব নিকটেতে করে আগমন;  
 বাঁহারা করিয়া যজ্ঞ . হয় সে অগ্নির স্তোতা,  
 বলে দেন তাঁহাদিগে কোথা আছে ধন। ৪  
 নিহিত যে ওষধীতে করিলা মহৎ গুণ,  
 মাতৃভূতা ওষধীতে প্রজার নিধান;  
 চেতরিতা অপস্থিত সে . বিশ্বায়ুকে ধীরগণ  
 গৃহবৎ পূজি, যজ্ঞ করেন বিধান। ৫

৬৮ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি।

হিত হব্যবাহ অগ্নি আকাশে মিশায়ে হব্য,  
 প্রকাশ করেন রাত্রি অঙ্গন স্থাবরে।

(৫) বিশ্বায়ু-বিশ্বায়।

(৬) মূলে 'গৃহা' শব্দ আছে। অর্থ গৃহ।



স্বাবর জজম মাঝে থাকি, দেবগণশ্রেষ্ঠ,

হ্যুতিমান্ অগ্নিদেব বিখচরাচরে ॥ ১

শুধ কাষ্ঠ হতে দেব ! প্রজ্জলিত হয়ে তুমি

জনমিলে সবে তব কৰ্ম্মে হয় রত ।

অমর তোমাকে অগ্নি ! স্তবে তুষ্ট করি সবে

প্রাপ্তবান্ হয় তারা দেবত্ব প্রকৃত ॥ ২

আগত হইলে অগ্নি, কৃত তাঁর যজ্ঞ স্তুতি,

রিখায়ু তাঁহাকে লোকে যজ্ঞ করে দান ।

যে তোমাকে করে দান(১) কিম্বা কৰ্ম্ম শিক্ষা করে

ধন দাও তাকে জানি তাঁর অনুষ্ঠান ॥ ৩

মমুর অপত্য মাঝে তুমি দেবগণ হোতা

তুমি তাণাদর বত ধনঅধিপতি ,

স্বতনুতে পেয়ে পুত্র বেঁচে থাকে তারা সবে

অমুচ হইয়া স্ব স্ব পুত্রের সংহতি ॥ ৪

পুত্র (২) যথা পিতৃ বাক্য, সত্ত্বর শাসন তাঁর

শুনে যারা, কৰ্ম্ম তারা করয়ে তাঁহার ।

(১) মূলে 'দাশাৎ' শব্দ আছে । চরপুরোজশাদি হব্যের দান  
বশতঃ । সাধারণ ।

(২) মূলে 'পুত্র' শব্দ আছে । বেদে 'পুত্র' শব্দ "পুত্র" ভাবে কখন  
লিখিত হয় নাই । 'পুত্রঃ পুরু ত্রায়তে নিপরণাৎ বা পুঃ নরকং তত-



দেন প্রভূতান্ন অগ্নি যজ্ঞদ্বারভূতধন, .  
দমাগ্নি (৩) করেন নাকে নক্ষত্র (৪) বিস্তার ॥ ৫

৭১ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা । শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি ।

প্রীত করে যথা জাগা নিত্য পতি দেবে,  
সেক্রপে ভগিনীগণ (১) আকাজ্জ্বল্য পূর্ণ মন  
কামে পূর্ণ অগ্নিদেবে হব্য দিয়া সেবে ;  
অথবা শ্রামবরণা গয়েতে উজ্জলরঙা (২)  
বিকশিতা হলে উষা গগনৈর গায়,

স্বায়তে ইতি বা (নিরুক্ত ২, ১১) । সূক্তরাং পুণ্যম নরক হইতে 'পুত্র' ত্রাণ করে, যাক্ষ এ অর্থ নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই ।

(৩) মূলে 'দমুনা' আছে । দম অর্থঃ বজ্র গৃহ, তাহাতে আসক্ত অগ্নি ।

(৪) মূলে "ভৃভিঃ" আছে । "ভৃভিঃ নক্ষত্রৈঃ" (সায়ণ) . এই শ্রু শব্দ হইতে ইংরেজি ষ্টার (Star) ও বাঙ্গলা তারা শব্দ উৎপন্ন হই-  
য়াছে ।

(১) মূলে 'বসারঃ' আছে । অঙ্গুলিক্রুপিণী ভগিনীগণ (সায়ণ)

(২) মূলে "জ্রাবী মরুবাঃ" আছে । "উষা প্রথমে কৃষ্ণবর্ণ পরে  
শুভ্রবর্ণ হয়" (রমেশ) কিন্তু অরুণী শব্দে লালবর্ণও বুঝায় ।



. . . তাঁহাকে সেবয়ে বধা রশ্মি সমুদায় । ১  
 আমাদের পিতৃগণ উকৃথ করি উচ্চারণ  
 বলবান্ দৃঢ় অস্ত্রি (৩) করিলা হনন,  
 স্তবের প্রভাব ছিল তাঁদের এমন ।  
 মহত দ্যুলোক পথ হ'ল তাতে আবিষ্কৃত  
 স্নুথের দিবস আর স্নুথের কেতন (৪)  
 পশি অপহৃত ধন লভিলা তখন । ২  
 ধারণ করিয়া ঋত (৫) . কশ্ম তাঁর ধনায়িত  
 করিয়া আর্যোরা পরে ধরিলা তাঁহারে (৬)  
 নিরত থাকিলা তাঁর সেবা করিবারে (৭) ।

(৩) মূলে "অস্ত্রিং" আছে । "পশিনামানসস্বরং" সারণ ।

(৪) মূলে "কেতুং" আছে । অহাং কেতয়িতারং জ্ঞাপয়িতারং  
 আদিত্যং" সারণ ।

(৫) মূলে 'ঋতং' আছে । দেবযজ্ঞনং দেশং প্রাপ্তং অর্থাৎ দেব-  
 যজ্ঞন দেশপ্রাপ্ত অগ্নিকে গাহ'পত্যাবিক্রমে ধারণ করিয়া (সারণ) ।  
 বজ্ররূপ অগ্নিকে ধারণ করিয়া (রমেশ) ।

(৬।৭) পরে তাঁহারা অনুষ্ঠানগুলিকে ধনায়িত করিয়া ধারণ  
 করেন অর্থাৎ কৃত্যান্নাধান হন, তৎপরে অগ্নিহোতাদিকর্মে বিহার  
 করেন অর্থাৎ রত থাকেন (সারণ) । This and the preceding  
 stanza are corroborative of the share borne by the



কর্মে যুক্ত হয়ে তাঁর                      স্পৃহাশূন্য হয়ে আর  
 হব্যদানে দেবনরে শ্রেয় সম্পাদিয়া,  
 অর্চনা করিলা তাঁকে সম্মুখে যাইয়া ॥ ৩  
 গৃহে গৃহে প্রাদুর্ভূত,                      ধরি অগ্নি বর্ণ শ্বেত,  
 হন, মাতরিখ্য তাঁকে করিলে মথিত,  
 বিতস্ত হইয়া যিনি প্রাণে অবাস্তিত (৮) ।  
 মহান্ রাজার কাছে                      যথা করে অস্ত্র রাজে,  
 অগ্নিকে করেন তথা ভৃগবান্ যত,  
 দৌত্যোতে প্রেরণ স্বীয় সখ্যতা বশত ॥ ৪

Angirasas in the organisation, if not in the origination of the worship of fire. That priestly family or school (Angirasas) either introduced worship with fire or extended or organised it in various forms in which it came alternately to be observed. Wilson এবং Muir ও বিবেচনা করেন যে, যমু. অঙ্গিরা, ভৃগু, অথর্বা, দধীচি প্রভৃতি করেকটি ঋষিবংশ দ্বারা ভারতবর্ষে অগ্নিহোমাদি অনেকটা বিস্তৃত হইয়াছিল। (রমেশ)

(৮) মূলে “বিত্তঃ” আছে। প্রাণিষু প্রাণাপানাদিগণকৃত্বক্তি-  
 রূপেণ বিহতো বিতজ্য স্থিতঃ । সারণ ।



মহান্ দিবপিতায়                      যখন ষাস্ত্রিক দেহ

এই রস (৯) সরে যায় স্পর্শকুশলীরা, (১০)

হব্যবাহী জানি অগ্নে তোমাকে তাহার।

নাশক ধনুক ধরি                      অগ্নি ইষু ক্ষেপকারী

দীপ্ত ইষু তাহাদিগে করেন ক্ষেপণ,

হুহিতায় (১১) করেন দীপ্তির সংস্থাপন ॥ ৫

বজ্র-গৃহে আপনার,                      হ'তে তোমা চারিধার,

প্রজলিত করে যেবা করিয়া কামনা,

অনুদিন অন্ন দিয়া করে আরাধনা ;

দ্বিবর্হা (১২) বরঃ (১৩) তাহার      বৃদ্ধি কর বারংবার,

যুদ্ধে বায়ে রথ সহ করহ প্রেরণ,

প্রাপ্ত হ'ক যে যুদ্ধার্থী তব দত্ত ধন ॥ ৬

(৯) রস—হবিঃ।

(১০) স্পর্শ কুশলীরা-রাক্ষসেরা।

(১১) হুহিতা উবা ; রাত্রির পর উবা আইসে, এ জন্য রাত্রির  
হুহিতা উবা। সায়ণ।

(১২) দ্বিবর্হা মধ্যম ও উত্তম স্থানের মধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত, এ জন্য  
অগ্নি দ্বিবর্হা।

(১৩) বরঃ—অন্ন।



মহতী সরিৎ সপ্ত (১৪) সমুদ্রকে যথা প্রাপ্ত  
 হয়, তথা এ সমস্ত অন্ন প্রাপ্ত হয়  
 অগ্নিকে, ইহাতে কিছু নাহিক সংশয় ।  
 জ্ঞাতিবর্গ আমাদের না পায় ভাগ অন্নের,  
 আমাদের বস্তুতঃ নাহিক এত ধন,  
 জেনে দেবগণে স্তোত্র কর নিবেদন ॥ ৭  
 অন্ন পাইবার আশে নৃপতিতে (১৫) বাহা পশে,  
 সেই দীপ্ত শুচি ভেজে নিষিক্ত গর্ভেতে  
 করি রেতঃ, অগ্নিদেব সেই রেতঃ হ'তে,  
 উৎপন্ন করুন স্রুত, অনবদ্য, বলযুত,  
 যুবক, শোভন কর্ম্মী, গুণেতে মণ্ডিত ;  
 করুন তাহাকে যজ্ঞকর্মেতে প্রেরিত । ৮  
 মনের জ্ঞান ঋতি (১৬) একাকী করেন গতি  
 স্বর্গীয় মার্গেতে সেই সৌর দিবাকর,  
 পেয়ে যুগপৎ কত ঐশ্বর্য বিস্তর ;

---

(১৪) সপ্তনদী। বেদসংহিতা ১ম ভাগ, ৭।৩৬।৬ দেখ ।

(১৫) মূলে “নৃপতিং” আছে । ‘নৃণাম্ স্বভিজ্যাম্ পালকং যজমানং’  
 সায়ণ ।

(১৬) সূর্য্যের দ্রুত গমন সম্বন্ধে সায়ণ একটি শ্লোক উদ্ধৃত  
 করিয়াছেন ; তদ্যথা



সূপাণি বরুণ মিত্র                      শোভায় বিরাজে তত্র,  
 গাভীতে নিহিত আছে যে গ্রিহ অমৃত,  
 সে অমৃত রক্ষা করি তারা অবিরত ॥ ৯  
 পৈতৃক সখ্যতা অগ্নে !                      ভূলিও না কদাচনে  
 আমাদের পিতৃগণ করিলেন যাহা,  
 তুমি কবি সর্বজ্ঞ অবশ্য জান তাহা ;  
 রূপ (১৭) যথা নভঃ নাশে              আমাকে জরা বিনাশে  
 সেইরূপ, অতএব দয়্যার প্রকাশে,  
 কর হেন জরা যেন নাশিতে না আসে ॥ ১০

৭৮ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা । রত্নগণের পুত্র গৌতম ঋষি ।  
 জাতবেদা সর্বদর্শিন্ ! গৌতমেরা  
 পূজিলেন তোমা পুরা স্তোত্র দ্বারা,  
 দ্ব্যম স্তোমে মোরা পূজি এখন । ১

বোজনানাং সহস্রে যে যে শতে যে চ বোজনে ।

একেন নিমিষার্দ্ধেন ক্রমমাণ নমোস্তুতে ॥

(১৭) মূলে “নভোন রূপং” আছে । “যথাত্তরীকং রূপবতঃ  
 সূর্য্যাক্ষর আচ্ছাদয়ন্তি তৎ” সারণ । ১



ধন কামনার তোমাকে গোতম

করিলেন সেবা প্রদানিয়া স্তোম,

হ্রায় স্তোমে মোরা পূজি এখন । ২

আবাহন করি আমরা তোমায়,

তুমি ধনদাতা অগ্নিরার ত্রায়,

হ্রায় স্তোমে তোমা পূজি এখন । ৩

স্থানভ্রষ্ট কর তুমি দক্ষাগণে

তুমি বৃত্তহস্তা, বলি তে কারণে ;

হ্রায় স্তোমে তোমা পূজি এখন । ৪

অগ্নির উদ্দেশ্যে মোরা রহুগণ

উচ্চারণ করি মধুর বচন,

হ্রায় স্তোমে তোমা (১) পূজি এখন । ৫

৮৬ স্তম্ভ ।

মরুদ্গণ দেবতা । রহুগণের পুত্র গোতম ঋষি ।

সমুজ্জল মরুদ্গণ ! অন্তরীক্ষ হ'তে

এসে সোম পান কর বাঁহায় গৃহেতে,

স্বরূপসম্পন্ন তিনি । ১

---

(১) মূল "দ্বৈঃ" আছে । "দ্বীঃ" ৩য় অক্ষরটিকে বর্জিত  
সারণ ।



যজ্ঞবাহি মরুদগণ ! করহ শ্রবণ  
আবাহন তাঁর, যজ্ঞে নিরত যে জন,  
যজ্ঞেতে মেধাবী যিনি । ২

কিহা তীক্ষ্ণ করে বিপ্র মরুদগণে (১) যাঁর  
হব্য দানেন ঋত্বিকেরা (২), হয় তার তাঁর  
গোযুক্ত ব্রহ্মেতে (৩) গতি । ৩

যজ্ঞীয় দিনে যজ্ঞে সোম অভিবৃত্ত  
হয় এ বীরের (৪) অস্ত্র, হর্ষের সহিত  
উচ্চারিত হয় গীতি ॥ ৪

(১) এস্থলে মরুদগণকে “বিপ্র” বলা হইয়াছে । ১।১।২১।৫ ঋকে মরুদগণকে “সুক্ষত্র” বলা হইয়াছে। অনেক স্থানে মরুদগণই অর্গের বিশ্। যদি বৈদিক সময়ে বিপ্র, ক্ষত্র, বিশ্ শব্দ জাতিবাচক হইত, অথবা দেবতাগণের মধ্যে একটা জাতিভেদের কল্পনা করা ঋষিদের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে উক্ত ত্রিবিধ শব্দ দ্বারা এক দেবতাকে বিশেষিত করা হইত না।

(২) মূলে “বাজিনঃ” আছে “ঋত্বিকগণ” (সায়ণ)।

(৩) মূলে “ব্রহ্ম” শব্দ আছে, অর্থ গোট ।

(৪) মূলে “অস্য বীরস্য” আছে। সকল মরুৎকে একত্রে বলাতে এক বচনের ব্যবহার হইয়াছে।



শত্রু-অভিভবকারী এই মরুদগণ  
শ্রোতার এ স্তব বাক্য করুন শ্রবণ,  
অন্ন-তিনি হ'ন প্রাপ্ত। ৫

পূর্ব পূর্ব শরতে হইয়ে সুরক্ষিত,  
সর্বত্র মরুদগণ! তব রক্ষোপেত,  
দিয়াছি হব্যাদি কত ॥ ৬

বজনীর মরুদগণ! তোমরা বাঁহার  
গ্রহণ করহ হব্য, হউক তাঁহার  
মোতাগোর অভ্যাদায়। ৭

হে সত্য-বল-সম্পন্ন নেতা মরুদগণ!  
স্তবেতে ঘর্ষাক্ত কায় স্তুতিপরায়ণ  
তোমাদিগে কামনা করেন যেই জন  
জান তাঁর অভিপ্রায় ॥ ৮

হে সত্যবলসম্পন্ন মরুৎ সকল!  
প্রকাশ করহ সেই মাহাত্ম্য উজ্জল,  
কর তাহে রক্ষ: নাশ। ৯

গৃহ (৫) তম: নাশ কর, কর বিদূরিত  
সমস্ত অত্রিকে (৬), কর যে জ্যোতি বাহিত,  
ধরায় তার প্রকাশ ॥ ১০

(৫) মূল “গৃহতা গৃহংতমঃ” আছে। “গৃহং গৃহায়াং হিতং  
সর্বত্র ব্যাপ্য বর্তমানং তমোহন্ধকারং গৃহত সমুত্তং কুর্ত \*  
বিনাশয় ইত্যর্থঃ।” সারণ।

(৬) মূলে “অত্রিণং” আছে। “অত্রিণং রাক্ষসাদিকং” সারণ।



৮৯ সূক্ত ।

বিশ্ব দেবগণ দেবতা । রহুগণের পুত্র  
গোতম ঋষি ।

সর্বদিক্ হ'তে অত্র আনুক বজ্র সকল,  
অদক্, অপ্রতিরুদ্ধ—দেয় যাতে শুভফল ;  
দেবগণ, আমাদিগে না করেন ত্যাগ যাঁরা,  
প্রতাহ পালেন, সদা মঙ্গল করুন তাঁরা । ১

হ'ক ঋজু দেবগণ-অনুগ্রহ শুভকর,  
হউক তাঁদের দান বর্ষণ মোদের' পয় ;  
তাঁদের সধিত্ব যেন আমরা সকলে পাই,  
বাঁচিবার জন্ত আয়ু তাঁদের নিকটে চাই । ২

পূর্বের বাক্যেতে করি তাঁহাদিগে আবাহন,—  
অদিতি, অশ্বিন (১) দক্ষ (২), ভগ, মিত্র, অর্য্যমন্,

Tusky spirit—*Max-muller*. Atrin which stands for Attrin is one of the many names assigned to the powers of darkness and mischief. Atri is derived from Atra which means tooth or jaw. *Max-muller*.

(১) শোষণ রহিত ও সর্বদা একরূপে বর্তমান মহাদেব । সায়ণ ।

(২) দক্ষ প্রজাপতি অথবা ঐশ । সায়ণ ।



বরুণ ও অশ্বিনয়ে, গোমে আবাহন করি ;  
হউন স্তভগা দেবী সরস্বতী স্তব্ধকরী । ৩

এনে দিন আমাদিগে স্তব্ধ ভেবজ বাত ;  
আমুন পৃথিবী মাতা আমুন আকাশ ভাত ;  
প্রস্তর সোমপীড়ক, করুন তা আনয়ন ;  
ধ্যান-গম্য অশ্বিনয় ! করহ যাচঞা শ্রবণ । ৪

আবাহন করি ইন্দ্রে স্থাবর অঙ্গমপতি,  
পালুন ঈশান, যাঁর যজ্ঞে হয় এত প্রীতি ;  
ধনের বৃদ্ধির জন্ত পুষা যথা রক্ষয়িতা  
হউন সে পুষা তথা আমাদের স্বস্তিদাতা । ৫

স্বস্তি করুন আমাদের ইন্দ্রে বৃদ্ধশ্রবা,  
স্বস্তি করুন আমাদের পুষা বিশ্ববেদা ।  
স্বস্তি করুন আমাদের তাক্ষ্যারিষ্ট নেমি, (৩)  
স্বস্তি করুন আমাদের দেব বৃহস্পতি । ৬

“দক্ষং সর্বস্য অগতো নির্দ্রাণে সমর্থং প্রজাপতিং  
যবা প্রাণ ক্লপেণ সর্বৈব ব্যাপ্য বর্তমানং হিরণ্যগর্ভং ।  
প্রাণো বৈ দক্ষ ইতি ক্রতেঃ । সায়ণ ।

(৩) তাক্ষর্প অরিষ্টেনেমি শব্দে তৃক্ষেরপুত্র অরিষ্টেনেমিকে বুঝাইতেছে।  
সায়ণ অর্থ করিয়াছেন, তৃক্ষের পুত্র “ওরুদ্রান” বা গরুড় । রমেশ



পুত্রিপুত্র খেতবিন্দু অশ্বযুক্ত মরুদগণ,  
করেন শোভনগতি যজ্ঞভূমে আগমন ;  
অগ্নিজিহ্ব, বুদ্ধিমন্ত সুরচক্ষা দেবগণ,  
এসে হেথা আমাদেরি সবে করেন পালন । ৭

কর্ণে যেন শুনি মোরা ভদ্রবাক্ দেবগণ  
চক্ষু যেন করি মোরা ভদ্রবস্ত সন্দর্শন ;  
দৃঢ়াঙ্গ শরীরে যেন তোমাদের স্তব গাই ।  
দেবতা বিহিত আয়ু আমরা সকলে পাই । ৮

শতেক শরৎ আয়ু মানুষ-জন্তু করিত  
যখন তোমরা দেহে লগ্না কর উৎপাদিত ;  
পুত্র বধা পিতা হন, থাকিতে সে মন্ত আয়ু,  
হিংসিত না দেবগণ ! আমাদের পরমায়ু । ৯

অদিতি আকাশ হন, অদিতিই অন্তরীক্ষ,  
অদিতিই মাতাপিতা অদিতিই হন পুত্র ।

যাবু মনে করেন যে, পুরাণে কোন কোন স্থানে কাশ্যপ প্রজাপতিকে  
অরিষ্টনেমি বলা হইয়াছে ; এই মন্ত্রে সেই কাশ্যপ প্রজাপতিকে  
লক্ষ্য করা হইয়াছে । এই ৬ষ্ঠ বকটি আন্ত্যমিলের প্রতি দৃষ্টি না  
করিয়া, আমি যথাবৎ অনুবাদ করিলাম । কেন না, ইহা বজ্রকোঁদি



অদিতি সকল দেব অদিতিই পঞ্চজন,  
অদিতিই জন্ম আর অদিতি জন্ম-কারণ । ১০

৯০ সূক্ত ।

বহু দেবতা । রত্নগণের পুত্র গৌতম ঋষি ।

জানিয়া সবল পথ মিত্র ও বরুণ  
আমাদিগে ঋতুভাবে লইয়া চলুন ;  
সদেব অর্ঘ্যমা প্রীত তদ্রূপ করুন (১) । ১

নিশ্চয় তাঁহারা সবে ধনের প্রদাতা  
সতেজে করিয়া ছিন্ন স্ব স্ব বিমূঢ়তা,  
স্বীয় কার্য সাধি তাঁরা চির পালয়িতা । ২

তাঁরা আমাদিগে শর্ম প্রদান করেন ;  
মর্ত্য মোরা, মৃত্যু তাঁরা কতু না জানেন ;  
আমাদের শত্রুগণে তাঁহারা নাশেন । ৩

দিগের স্বস্তিবাচনের মন্ত্র । বৃদ্ধপ্রবা অর্থ প্রভূত স্তুতিভাজন । বিশ্ববেদা  
বহুল ধনের ঈশ্বর ।

(১) এই মন্ত্রে মিত্র, বরুণ ও অর্ঘ্যমা দেবের উল্লেখ আছে ।



বননীয় ইন্দ্র, পুষা, আর মরুদগণ ।

উৎকৃষ্ট ফলের জন্য, ভগদেবগণ ;

আমাদিগে সুপথ করুন প্রদর্শন । ৪

হে পুষণ ! হে বিষ্ণো ! ওহে মরুদগণ আর

পশুলাভ-যোগ্য কর আমাসবাকার

এই যজ্ঞ, 'স্বস্তি হ'ক প্রার্থনা সবার । ৫

যজমান জন্য বাত হ'ক মধুময় ;

মধুময় হ'ক তথা সিন্ধু সমুদয় ;

মধুর মোদের হ'ক ওষধীনিচয় । ৬

মধুর হউন রাত্রি উষা আমাদের ;

মধুর এ জনপদ, পার্থিব লোকের ;

পিতাকাশ (২) মধুর হউন সকলের । ৭

হউক মাধুরীময় যত বনস্পতি ;

হউন মাধুরীময় দিবা অধিপতি ;

আমাদের ধেনু সব হ'ক মধুমতী ! ৮

"অহরতিমানী দেবো বিত্রো বরুণো রাজ্যতিমানী \* \* \*

অর্ধ্যমাহোরাত্র বিভাগস্যকর্তা সূর্য্যঃ ।" সারণ ।

(২) মূল "দ্যৌঃপিতা" আছে । ঐকদিনের Jupiter ঠিক  
এই দ্যৌঃপিতা শব্দমাত্র ।



সুধকর আমাদের মিত্র ও বরুণ ;  
 সুধকর আমাদের অর্থ্যমা হউন ;  
 সুধকর হউন ইন্দ্র আর বৃহস্পতি  
 উক্তক্ৰম (৩) বিষ্ণু হউন সুধকর অতি । ৯

৯২ সূক্ত ।

উষা ও শেষতৃচে অশ্বিনয় দেবতা ।  
 রত্নগণের পুত্র গৌতম ঋষি ।

এই সেই উষাগণ (১) আলো বিজ্ঞাপিতা  
 আকাশের পূর্বদিকে ভানুকে ব্যঞ্জিয়া,  
 ঘোড়ার করেন বথা অজ্ঞের সংস্কার,  
 সংস্কার করি তথা অগত সংসার,

(৩) উক্তক্ৰম—বিশীর্ণ গাদবিক্ষেপী ।

(১) মূলে "উষসঃ" অর্থাৎ বহুবচনান্ত শব্দ আছে। "প্রভাত  
 কালান্তিমামিন্তো দেবতাঃ। সায়ণ। কিন্তু বাক্য বলেন, উষাদেবীর  
 সম্মানার্থে একবচন স্থানে বহুবচনের প্রয়োগ হইয়াছে। "একস্যা এব  
 পুত্র্যার্থে বহুবচনং ত্রাৎ" নিরুক্ত ১২।৭ ।



গমন স্বভাবা দীপ্তপ্রভা মাতৃগণ (২)  
করেন সকলে তাঁরা প্রত্যহ গমন । ১

উদিল সহজে তাম্র অরুণ কিরণ,  
যুড়িলেন রথে যোগ্যা শুভ্রা গাভীগণ  
রুচির বরণা সেই উষা দেবীগণ,  
করিলেন পূর্ববৎ সকলে চেতন ;  
অতঃপর শুভ্রবর্ণ তাম্রর আশ্রয়  
লইলেন উষাগণ শোভার নিলয় । ২

আদ্রপ্রদেশ এক সমান যোজনে  
উষাদেবীগণ সবে আপন কিরণে,  
উজ্জল আয়ুধধারী যোদ্ধার সমান,  
করেন সে নেত্রীগণ বোপে অবস্থান ;  
যাঁহার। স্নাকৃতি, দাতা, সোমেতে বজন  
করেন, তাঁদের অন্ন করেন বহন । ৩

নর্তকীর ত্যায় উষা রূপের বিকাশ  
করেন, আপন বন্ধ করেন প্রকাশ,

(২) সূর্য্য প্রকাশস্ত নির্দ্ব্যজ্ঞো জগজ্জনন্তোবা । সায়ণ । তামো  
নির্মাতাঃ । নিরুক্ত ১২, ৭ ।



করেন দোহন কালে করয়ে বেমন  
 গাভী আপনার উধঃ করেন তেমন,—  
 গাভী যথা গোষ্ঠ মুখে করয়ে গমন  
 'গমন করিয়া পূর্বদিকেতে তেমন,  
 বিশ্বভুবনেতে জ্যোতি করেন প্রকাশ,—  
 উষা দেবী জগতের তম করি নাশ । ৪

উষার উজ্জ্বল তেজ পূর্বে দেখা যায়  
 পরে মহাতম হরি, সর্বদিকে ধায় ;  
 যজ্ঞে যুপকাষ্ঠে যথা করয়ে অঞ্জন  
 করেন সেক্ষেপে উষা রূপের ব্যঞ্জন ।  
 স্বর্গের দুহিতা উষাদেবী অতঃপর,  
 চিত্রভানু সেবার করেন তৎপর । ৫

নৈশ অন্ধকার পায়ে এসেছি আমরা  
 চেতন দিলেন সবে উষা তমোহরা ;  
 উপহৃদয়িতা যথা আচোর নিকটে  
 হাসে, তথা হাসিছেন উষা স্বীয়রূপে ;  
 আলো বিকশিত অঙ্গে শোভন শরীরে  
 করেন হর্ষিত মন হরিয়া তিমিরে । ৬



গোতম বংশীয়গণ করিতেছে স্তুতি  
 সে দিবকঙ্কার যিনি দীপ্তিমতী অতি ;  
 হৃদ্য বাক্যের যাঁকে নেত্রী বলা যায়,  
 তাঁহার করিছে স্তুতি অমের আশায়,  
 প্রজায়ুক্ত দাসযুক্ত, গো-অশ্ব সংযুক্ত  
 দান কর অন্ন উষে ! হয়ে কৃপায়ুক্ত । ৭  
 তোমার কৃপায় উষে ! পাই যেন ধন  
 যে ধনেতে যশ দেয়, দেয় লোকজন (৩)  
 দেয় বীর পুত্র পৌত্র দেয় অশ্বগণ ;  
 হে স্তুভগে ! করিতেছি তোমার স্তবন,  
 শ্রোতব্য এ সব স্তবে, যজ্ঞে তুষ্ট হয়ে,  
 দাও অন্ন, দাও ধন প্রভূত, সদয়ে । ৮  
 সমস্ত ভুবন দেবী করি প্রকাশিত,  
 প্রভীতীমুখিনী চক্ষু করি উন্মিলিত,  
 বিস্তীর্ণ আলোকে ক্রমে প্রকাশ পাইয়া  
 কার্য্যার্থে সমস্ত জীবে জাগ্রত করিয়া,  
 যে সকল জীব করে মানস ধারণ,  
 তাহাদের বাক্য সব করেন শ্রবণ । ৯

---

৩) মূলে “দাস অশ্বগণ” আছে। অনেকে ভূতৈরূপেতং সারণ ।



পুনঃ পুনঃ জন্ম লাভি দেবী চিরন্তনী  
শোভমানা উষা এক বরণ-ধারিনী ;  
চলন্ত বিহঙ্গ পক্ষ করিয়া ছেদন  
শয়ী যথা বিহঙ্গমে করয়ে হনন,  
সে রূপে জগতে আছে যত প্রাণিজাত  
সকলের আয়ু হ্রাস করেন নিয়ত । ১০

আকাশের প্রাপ্ত করি তমোবিয়োজিত,  
ভগিনী নিশাকে করি ক্রমে অন্তর্হিত,  
মাগুষের আয়ু হ্রাস করি জার-ঘোষা (৪)  
সুন্দর প্রকাশমানা প্রতিদিন উষা । ১১

পশুপাল করে যথা পশুর বিস্তার  
চিত্রা (৫) ও স্তভগা উষা করি সে প্রকার  
ভেজের বিস্তার, দেবী ধাবিতা মহতী,  
নিম্নদিকে প্রধাবিতা যথা স্রোতস্বতী,

(৪) জার ঘোষা, সূর্য্য উষার জার ; এরূপ কথা ঋগ্বেদে অনেক  
হলে আছে ।

(৫) মূলে চিত্রা আছে । অর্থ "বাচনীয়া পূজনীয়া"সারণ ।



বাবতীর দেবব্রত করি উত্তেজিত (৬)  
স্বর্ঘ্যায়শ্বি সহকারে সর্বত্র লক্ষিত । ১২

হে বাজিনীবতি উষে ! কর আহারণ  
আমাদের জন্ত তব সেই চিত্রধন,  
পারিব প্রভাবে বার পালিতে আমরা  
তোক ও তনয় (৭) যত পুত্র পরম্পরা । ১৩

হে গোমতী অশ্ববতী উষে বিভাবরী  
স্নাত্ত বাক্যের তুমি দেবী অধীশ্বরী,  
অন্ত এই স্থানে তুমি হইয়া রেবতী (৮)  
প্রকাশিতা হও উষে আমাদের প্রতি । ১৪

অরুণ বরণ অশ্ব সংযুক্ত করহ,  
অতঃপর আমাদের জন্তেতে আনহ  
বিবিধ সৌভাগ্য উষে ! হে বাজিনীবতি !  
তব কাছে আমাদের এইত মিনতি । ১৫

---

(৬) "মূলে অমিনতী" আছে অর্থ "অহিংসতী" । দর্শপূর্ণমাসাদি  
কর্ণামূর্তান হিংসা না করিয়া বরঞ্চ উত্তেজিত করিয়া ।

(৭) তোক-পুত্র ; তনয় পৌত্র (সাম্রাণ) ।

(৮) রেবতী-ধনবতী ।



আমাদের গৃহ যাতে দস্য (৯) অশ্বিদ্বয় !

গাভীপূর্ণ হয় আর হয় হিরণ্ময়,

সেক্ষেপে সমান মনে রথ তোমাদের

চালাও গৃহাভিমুখে এবি আমাদের ।১৬

তোমরাই অশ্বিদ্বয় ! আকাশ হইতে

শ্লোক (১০) জ্যোতি আনিয়াছ জগজ্জনেতে ;

আমাদের জন্তে উভে কর আনয়ন

বলকর অন্ন, করি দয়া বিতরণ (১১) ।১৭

উষাকালে জাগরিত হয়ে অশ্বগণ

এই যজ্ঞে অশ্বিদ্বয়ে করুক বহন ;

স্বর্ণ-রথ, দ্রাতিমান্, আরোগ্য নিদান .

দস্য উভে আসিয়া করুন সোমপান ।১৮

(৯) মূলে "দস্য" আছে। "শক্রণামুপকরিতারৌ" সায়াণ।

(১০) মূলে 'শ্লোক' শব্দ আছে। সায়াণ অর্থ করিয়াছেন 'উপ-  
শ্লোকনীয়ং প্রশংসনীয়ং' ।

(১১) এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাকালে সায়াণ যাক্ষের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা  
উদ্ধৃত করিয়াছেন ;

'তৎকাবচিনৌ দ্যাবাপৃথিব্যাভিত্যেকৈ নৃষ্যচন্দ্রমসাভিত্যেক ইতি  
অর্থ্যাৎ অশ্বিদ্বয় কাহারো ? কাহার মতে দ্যাবা পৃথিবী কাহার মতে  
নৃষ্যচন্দ্রমা ইতি ।



৯৯ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা । মরীচির পুত্র কাশ্যপ ঋষি ।

করিব সোমান্ত্রিষব জাতবেদানলে ;  
 শত্রুতাকারীর ধন (১) করুন দাহন ;  
 নৌকা যথা করে সিদ্ধ, দুর্গতি সকলে  
 ছারিতেও তিনি পার করুন তেমন ।১

১০০ সূক্ত ।

ইন্দ্রদেবতা । ঋজ্রাশ্ব, অশ্বরীষ, সহদেব ভয়মান  
 ও সুরাধা নামক বুধাগিরের পুত্রগণ ঋষি ।(১)

অভীষ্ট বর্ষক সেই ইন্দ্রবীৰ্য্যবান্  
 ছালোকে ভুলোকে যিনি সত্ত্বাট্ মহান্,  
 বৃষ্টিবাতা, যুদ্ধে যাকে করে আবাচন,  
 রক্ষক হউন তিনি সহ মরুদগণ । (১)  
 প্রাপনীর নহে গতি সূর্য্যাবৎ বীর,  
 ব্রত্ৰহা সংগ্রামে শত্রু করেন সংহার ;

(১) মূলে 'বেদঃ শব্দ' আছে। অর্থ ধন। জাতবেদা শব্দের অর্থ সর্গভূতজ্ঞ ।

(১) বুধাগির নামক রাজার পঞ্চপুত্র এই স্তোত্রের ঋষি ।





যিনি ইষ্টপ্রদ সহ স্বীয় সখাগণ,—  
রক্ষক হউন তিনি সহ মরুদ্গণ । ২

সূর্য্যের কিরণ মত স্বাঁহার কিরণ  
প্রভাবিত হয় করি বৃষ্টির দোহন ;  
করেন সবলে যিনি বিজয় সাধন,  
রক্ষক হউন তিনি সহ মরুদ্গণ । ৩

অগ্নিরাগণের মধ্যে অগ্নিরা প্রধান,  
অভিষ্টবর্ষীর মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠস্থান,  
সখাগণ মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বিধেয়,  
অর্চনা ভাজন মধ্যে তিনি অর্চনীয়,  
তিনি শ্রেষ্ঠ,—আছে যত স্তুতির ভাজন,—  
রক্ষক হউন তিনি সহ মরুদ্গণ । ৪

পুত্রবৎ রুদ্ৰগণে করিয়া সহায়  
বধিরা সংগ্রামে তিনি শত্রু সমুদায় ;  
সহবাসী সহ (২) বৃষ্টি করিয়া প্রেরণ,  
রক্ষক হউন তিনি সহ মরুদ্গণ । ৫

---

(২) মূলে 'সদীলোতিঃ' আছে। 'সমানমিলনৈর্ধ্বকতিঃ' সায়ণ।



শত্রুহন্তা রণকর্ত্তা আমাদেব প্রতি  
 প্রকাশ করুন সূর্য্যে অস্ত্র সংপতি (৩)  
 বহুলোক দ্বারা যিনি সমাদৃত হন,  
 রক্ষক হউন তিনি সহ মরুদগণ (৪) । ৬

মরুদগণ রণে তাঁরে উত্তেজিত করে,  
 ক্ষতিগণ (৫) তাঁরে ধন-রক্ষয়িতা ধরে ;  
 সকল সফল কর্ণে তিনি ঙ্গে হন,  
 রক্ষক হউন তিনি সহ মরুদগণ । ৭

রক্ষার আশায় আর ধনের আশায়,  
 নেতারা রণেতে তাঁর আহুগতা চায়,  
 করেন আধারে যিনি আলো বিতরণ,  
 রক্ষক হউন তিনি সহ মরুদগণ । ৮

বাম হস্তে করিয়া শত্রুর নিবারণ,  
 তুলে লন রক্ষ হস্তে জয়লক্ষ ধন ;

(৩) অর্থাৎ ইন্দ্র আমাদিগের লোকসমূহকে আলোক দান করুন,  
 এবং শত্রুদিগের চক্ষে অন্ধকার নিক্ষেপ করুন ।

(৪) সারণ বলেন, শত্রু কর্ত্তৃক গো অপহৃত হইলে, মহারাজা  
 বৃষাগিরের পুত্র গজাধারি ঋষিগণ যুদ্ধে গমন করিয়া এই শত্রু দ্বারা  
 ইন্দ্রের পুত্র করিয়াছিলেন ।

(৫) মূলে "ক্ষিতঃ" আছে । "মদুব্যাগণ" সারণ ।



স্তত হরে করেন ধনের বিতরণ,  
রক্ষক হউন তিনি সহ মরুদগণ । ৯  
ধনদাতা তিনি মরুদগণের সহিত ;  
সংকুষ্টি (৬) কাছে অগ্নি রথে পরিচিত ;  
পৌংস সহ করেন শত্রুর বিনাশন,  
রক্ষক হউন তিনি সহ মরুদগণ । ১০

বহু বা অবজ্ঞাগণে হইয়া মিলিত  
রণে বহির্গত হন ইন্দ্র পুরুহুত ;  
শরণাগতের পুত্র পোলে জর দেন !  
রক্ষক হউন তিনি সহ মরুদগণ । ১১

বজ্রধারী, দম্ভাহা, ভীমোগ্র, বহুজ্ঞানী,  
বহুস্তত, মহান্—পালেন পঞ্চশ্রেণী (৭),  
বল প্রদানিয়া সোমরসের মতন,  
রক্ষক হউন তিনি সহ মরুদগণ । ১২

কাঁদে তাঁর বজ্র অতি, সূৰ্য্যজল-দাতা,  
সূর্য্যাবৎ দীপ্ত, কৰ্ম্মকর্তা, শত্রুহিতা ;

(৬) কুষ্টি অর্থ মনুষ্য ।

(৭) মূলে 'পাঞ্চজন্ম' শব্দ আছে । পঞ্চজন, পঞ্চকিতি ও পঞ্চকুটি  
শব্দে পঞ্চাব দেশীয় পঞ্চ নদতীরস্থ পঞ্চজাতি (tribes) বুঝাইত।



ধনদান সেবে তাঁকে, সেবে তাঁকে ধন,

রক্ষক হউন তিনি সহ মরুদগ্গণ। ১৩

মান-ভূত বল যার জ্ঞাপাশ্বিনীকে,

অভ্যুপাশন করে, করে সর্বদিকে ;

পার করুন যজ্ঞেতে হইয়ে তুষ্টমন,

রক্ষক হউন তিনি সহ মরুদগ্গণ। ১৪

যাঁহার বলের অন্ত না পায় কখন

নরগণ দেবগণ কিম্বা জলগণ ;

বলে যিনি পৃথাকাল হতে শ্রেষ্ঠ জন,

রক্ষক হউন তিনি সহ মরুদগ্গণ। ১৫

ধন প্রদানিতে ঋষি ঋজ্রাথ রাজার

স্বর্গীয়, ভূষিত, লালশ্রাম দীর্ঘকায়

অশ্বদ্বয়, ঐন্দ্ররথ করি অগ্রে ধৃত,

নাহব বিশের কাছে (৮) হয় পরিচিত। ১৬

করিবারে তব ইন্দ্র ! প্রীতি উৎপাদন

এই সব স্তব গায় বার্ষগিরগণ ;

আমরা এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। অর্জুনের যে পাকজ্ঞান শংখের  
উল্লেখ পরবর্তী সাহিত্যে পাওয়া যায়, তাহার কি উৎপত্তি এই মন্ত্রে ?

(৮) মূলে “নাহবীষু বিক্ষু” আছে। অর্থ নহব সন্ধার প্রজা।

সায়ণ অর্থ করিয়াছেন “নহবাঃ মনুষ্যাঃ বিক্ষু সেনা-সক্ষণাঃ প্রজাতাঃ।”



ঋজ্বাণ্ড ও অম্বরীষ গায় ভবমান  
সহদেব সুরাধা সকলে করে গান। ১৭

গতিশীল মরুদগণ সহ পুরুহুত  
করিলেন পৃথিবীতে বজ্রেতে নিহত  
শিষ্যাগণে দক্ষাগণে, (৯) ক্ষেত্র ভাগ করে  
লইলেন খেত মিত্রগণ সহ পরে,  
তমোবৃত ছিল সূর্য্য, অবরুদ্ধ জল,  
লাভ করিলেন তিনি ক্রমে সে সকল। ১৮

হউন ঈশ্বর অধিবক্তা। আমাদের পক্ষে সন।

আমরাও অন্ন সবে করিব ভূঞ্জিত।

বরুণ মিত্র অদিতি সিদ্ধ, দ্বাস, বশুমতী

ককন মোদের এই স্তব সম্পূজিত ॥ ১৯

(৯) শিষ্যাগণ বাক্সগণ (সায়ণ) কিন্তু দক্ষ্য শিষ্যাগণ অর্থে যে  
অনার্য্য কৃকবর্ণের লোক এবং খেতমিত্রগণ অর্থে খেত আর্য্যবর্ণের  
লোক বুঝাইতেছে, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

..



১০১ সূক্ত ।

ইন্দ্রদেবতা । অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি ।

গর্তুবতী ভাৰ্য্যাগণে (১) কৃষ্ণের প্রহুটে মনে,  
 ঋজিষন্ রাজসমে করিলা হনন,  
 অন্নদানে কর সেই ইন্দ্রকে অর্চন ।

আমরা রক্ষাভিলাষী ইন্দ্র ও অতিটবর্ষী  
 দক্ষ-হস্তে বজ্র-ধরে করি আবাহন,  
 মরুদগণ সহ যাতে সখা তিনি হন ।১

প্রবুদ্ধ ক্রোধ-উপেত অংস শূন্য করি হত  
 করিলা যে ইন্দ্র বৃষে বধিলা শব্দরে,  
 বধিলা পিণ্ডকে যেই ব্রত নাহি করে ;  
 করিলা সমূলে হত শুককে, অপ্রতিহত  
 প্রভাব যাঁহার, তাঁকে করি আবাহন,  
 মরুদগণ সহ যাতে সখা তিনি হন ।২

১) সাধারণের মতে ইন্দ্র কৃষ্ণ নামক অশুরকে হত করিয়া তাহার ভাৰ্য্যাগণের সাহায্যে সন্তান না হয়, একমুখ গর্তুবতী অবস্থায় তাহাদিগকে ঋজিষন্ রাজার সহযোগে বধ করিয়াছিলেন ।



পৃথিবী আকাশ বায়                      মহান্ পুরুষকার  
 অহুসারে অনিবার করেন গমন,  
 করেন বরুণ সূর্য্য নিয়ম পালন ;  
 বহে বায় সিন্ধুগণ                      করি নিয়ম পালন  
 যে ইন্দ্রের, মোরা তাঁকে করি আবাহন,  
 মরুদগণ সহ বাতে সখা তিনি হন । ৩

যিনি অ-অধিপতি,                      গোপতি, গোগণপতি  
 বশী, (২) যিনি সকলের কাছে স্তোম পান,  
 সকল কণ্ঠেতে বায় স্থির অধিষ্ঠান ;  
 অতিষব শূন্য বত                      আছে শত্রু দৃঢ়ব্রত  
 তাহাদের হস্তা যিনি, করি আবাহন—  
 মরুদগণ সহ বাতে সখা তিনি হন । ৪

বারা আছে গতিমান্                      বারা আছে প্রাণবান্  
 তাহাদের সকলের যিনি অধিপতি,  
 দিলেন স্তোতার (৩) অগ্রে গাভীর সংহতি ;

(২) মূলে “বশী” শব্দই আছে । “অপরাধীন” “বতন্ত্র” (সায়ণ)

(৩) মূলে “ব্রহ্মণে” শব্দ আছে । সায়ণ অর্থ করিয়াছেন  
 ‘ব্রহ্মণে ব্রাহ্মণজাতিভ্যঃ অগ্নিরোভ্যঃ কিত্ত এহলে ব্রাহ্মণ শব্দের ব্যব-  
 হার নাই, ব্রহ্মণ শব্দের ব্যবহার আছে ; ব্রহ্ম অর্থে তব ব্রাহ্মণ তব-



নিকৃষ্ট করিয়া যত                      দম্বাকে করিয়া হত  
 যে ইন্দ্র, তাঁহাকে মোরা করি আবাহন,  
 মরুদ্গণ সহ যাতে সখা তিনি হন । ৫

যাঁকে করে আবাহন                      শূরগণ, ভীরুগণ,  
 পলায়ন-পর যাঁকে করে আবাহন,  
 আবাহন করেন যাঁহাকে জেতৃগণ ;  
 সকল ভুবন যাঁকে                      আপন সম্মুখে রাখে  
 কার্যকালে মোরা তাঁকে করি আবাহন,  
 মরুদ্গণ সহ যাতে সখা তিনি হন । ৬

সঙ্গে লয়ে রুদ্রগণ (৪)                      উদ্ভিত যে বিচক্ষণ (৫)  
 রুদ্রগণ প্রসাদেই বাক্ জয়বতী,  
 তাঁদেরি প্রসাদে হয় বাক্যের বিস্তৃতি ;  
 সে বিস্তৃত ইন্দ্রদেবে                      যাঁহাকে সকলে মেবে  
 স্তববাক্যে, মোরা তাঁকে করি আবাহন,  
 মরুদ্গণ সহ যাতে সখা তিনি হন । ৭

কারীর জন্ত এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ একটি আভি ইহা  
 ঋগ্বেদের কুত্রাপি নাই। ঋগ্বেদে “আর্য্যবর্ণ” দ্বাসবর্ণ এই দুটি লোক  
 বিভাগ দেখা যায়। ব্রাহ্মণ উভয়ো স্তবকারক সম্প্রদায় মাত্র।

(৪) “রুদ্রগণ” রুদ্রপুর মরুদ্গণ। (৫) বিচক্ষণ ইন্দ্রাস্তক সূর্য্য।



যে গৃহেতে হও ছুট্ট,            হউক তা অত্যাংকুট্ট,  
 অথবা সে গৃহ হউক অতি সাধারণ,  
 ওহে মরুদ্বান্ ইন্দ্র ওহে মঘবন্ !  
 এস যজ্ঞে আমাদের,            অতিশয় আগ্রহের  
 সহ করিতেছি এই হবোর অর্পণ,  
 যজ্ঞ অভিমুখে এস ওহে সত্যধন (৬) ! ৮

হে ইন্দ্র ! আমরা সব            সোম করি অভিষব  
 হবির অর্পণ করি, তব কামনায়,  
 হে স্তদক্ষ ! স্তবেই তোমাকে পাওয়া যায় ;  
 তুমি দেব অশ্ববান্            হমে তুমি মরুদ্বান্  
 এ সব কুশের পরি সগণ সহিত  
 করিয়া উপবেশন হও আমোদিত । ৯

হে ইন্দ্র ! অশ্ব সহিত            হও তুমি আমোদিত,  
 খোল শিশু দুটি বাহা আচরে তোমার,..  
 খোল তব জিহ্বা তব উপজিহ্বা আর ;

---

(৬) মূলে "সত্যাবঃ" শব্দ আছে। রমেশবাবু সায়াণাস্থসারে  
 অর্থ করিয়াছেন সত্যধন ।



হে সুশিখ্র ! অশ্বগণ            হেথা তোমা আনয়ন  
করুক হইরে তুষ্ট আমাদের প্রীতি,  
প্রতাপ করহ এই চর্য্যের আত্মা । ১০

মরুৎগণ সহ স্তম্ভ            শত্রুকে করেন হত  
অন্ন যেন পাই হয়ে তাঁর পুষ্কিত ;  
বরুণ, মিত্র, অদিতি            সিদ্ধ, দ্রুস, বৃহস্পতি  
করুন মোদের এই স্তব সম্প্রদিত । ১১

১০৮ যুক্ত ।

ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা । অগ্নিরার পুত্র  
কুৎস ঋষি ।

উজ্জল করি অগ্নি            আছে যে রথ ভাস্কর  
তোমাদের সেই চিত্র-রথে ইন্দ্র-অগ্নে !  
কর যজ্ঞে আগমন            হয়ে উভে একাসন  
বসে অভিষুত সোম পির দুই জনে ॥ ১

এই যে ব্যাপ্ত শরীর            বিশ্ব ভুবন গভীর  
হউক গভীর সোম সেই পরিমাণে ।



হে ইন্দ্র অগ্নে উভয়                      এই রস সোমময়  
পৰ্যাপ্ত হউক তাহা তোমাদের পানে ॥ ২

তোমাদের শিবময়                      করিয়াছ নামঘর  
একত্র, একত্রে বৃত্তে গেলে বধিবারে (১) ।  
ইষ্ট বধি ইন্দ্র অগ্নে !                      বসি উভে একাসনে  
অভিষিক্ত সোম ঢাল স্বকীয় উদরে ॥ ৩

অগ্নি হ'লে প্রজ্জ্বলিত                      সিঞ্চন করিয়া ঘৃত  
ক্ষক হস্তে বর্হি'পরে করিছে বিস্তার (২) ।  
ভীত সোমে পরিষিক্ত                      হইয়া ইন্দ্রাগ্নি অত্র  
অনুগ্রহ প্রকাশার্থ কর অভিসার ॥ ৪

করেছ যে বীরকার্য                      গড়েছ বৈরূপ রাজ্য (৩)  
করেছ যে উপকার বৃষ্টির বর্ষণে ।

(১) ইন্দ্রই বৃত্তকে বধ করেন ; কিন্তু যখন উভয়েরই একত্রে  
স্তব করা হইয়াছে, তখন উভয়েতেই একরূপ গুণের আরোপ করা  
হইয়াছে ।

(২) মূলে ও কর্জুগদ অধ্বর্জুঘর উহ্য আছে ।

(৩) মূলে "রূপাণি" আছে । "নিরূপ্যমাণানি গবাবানীনি ভূত



শিবময় পুরাতন                      লয়ে সেই সখাধন  
এসে অভিযুত সোম পিয় ঢুইজনে ॥ ৫

যা বলিছু ছুই জনে,                      প্রথমে বরিষু মনে,  
(অশ্বর কর্তৃক হব্য সোম) (৪) ইন্দ্র অগ্নে !  
সে সত্য প্রজ্জের কথা                      লক্ষ্য করি এস হেথা,  
এসে অভিযুত সোম পিয় ঢুইজনে ॥ ৬

যদি তুষ্ট নিজ গেহে                      যষ্টব্য ইন্দ্রাগ্নি দোহে  
যদি তুষ্ট হয়ে থাক রাজার ব্রহ্মণে ।  
এই সব স্থান হ'তে                      ইষ্টবসী উভদ্বৈতে  
এসে অভিযুত সোম পিয় ঢুইজনে ॥ ৭

জাতানি।" ইন্দ্রাগ্নিভ্যাং হি সর্বং জগৎসৃজ্যতে । ইন্দ্রঃ সূর্য্যায়না  
বৃষ্টিং সৃজতি । বৃষ্টেঃ সকাশাং সর্বো প্রাণিন উৎপদ্যন্তে ।" সারণ ।

(৪) মূলে "সোনো অশ্বরৈর্নে" বিহব্যঃ" আছে । "অশ্বরৈর্বিহব্যঃ  
প্রক্ষেপঠৈক ঋত্বিগ্ভিরয়ং নোহশ্বকং সোমো বিহব্যো বিশেষণ  
ভোক্তব্যো ভবতি । হবি নিক্ষেপক ঋত্বিকগণের কর্তৃক সোমের  
আহুতি দেওয়া হইতেছে ; তোমাদের উভয়কে যে বলিয়াছিলাম,  
সোমের দ্বারা প্রীত করিব, এক্ষণে সেই সত্য ও প্রজ্জের কথা স্মরণ  
করিয়া আসিয়া এই অভিযুত সোম পান কর । ইহাই এই ঋকের অর্থ ।



যদি যজুগণ মাঝে তুর্কশ ঙ্গহা সমাজে

ধাক অনুগণ মাঝে, মাঝে পুরুগণে (৬)।

এ সব স্থান হইতে ইষ্টবর্ষী উভয়েতে

এসে অভিবৃত্ত সোম পির দুইজনে ॥ ৮

এ অধম পৃথিবীতে অথবা মধ্যাপৃথীতে

কিহা যদি ধাক পর পৃথী নিকেতনে।

(৬) মূলে “যজুর্ভূত্বশেষু ঙ্গহাষু অনুষু পুরুষু” আছে। সায়ণ এই সকল শব্দের ধাত্বর্থ গ্রহণ করিয়া এইরূপ অর্থ করিয়াছেন;—যজুর্ভূত্ব উপরমে। নিরতেষু পরেষামহিংসকেষু মনুষ্যেষু। তুর্কশেযু তুর্কী হিংসার্থঃ। হিংসকেষু মনুষ্যেযু। ঙ্গহাষু। ঙ্গহ জিবাংসারাম্। পরেষামুপজবমিচ্ছৎসু মনুষ্যেযু। অনুষু। অন প্রাণনে। প্রাণৎসু সকলৈঃ প্রাণৈর্ঘৃক্তেযু জাতৃষু অনুযাতৃষু মনুষ্যেযু।

পুরুষু। পুরী আপ্যায়নে। কামং পুরয়িতব্যেযু অন্যেযু ত্রোতৃ জনেযু মনুষ্যেযু।

সে বাহা হউক, যজুগণ, তবর্শগণ, ঙ্গহাগণ অনুগণ ও পুরুগণ যে পঞ্চবিধলোক (tribes) এবং তাহারা যে ইন্দ্রাণি প্রভৃতি আর্ধ্যদেবগণের উপাসক ছিলেন, তাহা এই ষক হইতে বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়; কেননা ষবি বলিতেছেন, তোমরা যদি ইহাদের মধ্যে উপস্থিত থাক, তাহা হইলে চলিয়া আসিয়া আমাদের সঙ্গে সোম পান কর।



ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ହ'ତେ                      ଇଷ୍ଟବର୍ଷା ଉଭୟେତେ  
ଏସେ ଅଭିଷୁତ ସୋମ ମିଶ୍ର ହୁଇଜନେ ॥ ୯

ସଦି ପର ପୃଥିବୀତେ                      ଅଥବା ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀତେ  
ଥାକ କିଷା ଅଧମ ପାର୍ଥିବ ନିକେତନେ ।

ଏ ସବୁ ସ୍ଥାନ ହୁଇତେ                      ଇଷ୍ଟବର୍ଷା ଉଭୟେତେ  
ଏସେ ଅଭିଷୁତ ସୋମ ମିଶ୍ର ହୁଇଜନେ ॥ ୧୦

ଆକାଶେ ବା ପୃଥିବୀତେ                      ପର୍ବତେ ବା ଓଷଧୀତେ  
କିଷା ସଦି ଜଳେ ଥାକ ଓହେ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ନେ !

ଏ ସବୁ ସ୍ଥାନ ହୁଇତେ                      ଇଷ୍ଟବର୍ଷା ଉଭୟେତେ  
ଏସେ ଅଭିଷୁତ ସୋମ ମିଶ୍ର ହୁଇଜନେ ॥ ୧୧

ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଦୟ ହଲେ                      ସ୍ବକୀୟ ତେଜସ୍ବ ବଳେ  
ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ ସଦି ଛଟ ହଓ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ନେ !

ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ହ'ତେ                      ଇଷ୍ଟବର୍ଷା ଉଭୟେତେ  
ଏସେ ଅଭିଷୁତ ସୋମ ମିଶ୍ର ହୁଇଜନେ ॥ ୧୨

ଏହିରୂପେ ଅଭିଷୁତ                      ସୋମମିଶ୍ରେ ହସେ ଚୂଷ୍ମ  
ଇନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ନେ ଧନରାଜି କର ବିତରନ୍ତି ।

ବରୁଣ ମିତ୍ର ଅଦିତି                      ସିନ୍ଧୁ ଘ୍ରାସ୍ ବହୁମତୀ  
କରୁନ ମୋଦେଇ ଏହି ଶ୍ରବ ମମ୍ପୁଜିତ ॥ ୧୩



১১৩ সূক্ত ।

ঊষাদেবতা । অঙ্গিরার পুত্র কুৎসঋষি ।

আসিলেন জ্যোতী এই জ্যোতীর ঈশ্বরী যেই  
চিত্র প্রকাশক রশ্মি বোপে প্রাহুর্ভূত ।(১)  
সবিতা হইতে যথা জাতা রাত্রি, ঠিক তথা  
রাত্রি হ'তে ঊষাষোনি হ'ল বিকলিত ॥ ১

সূর্য্যবৎসা দীপ্তিমতী শুভ্রবর্ণা ঊষা-সতী  
আসিলেন কৃষ্ণারাত্রি গেলেন স্বস্থানে ।  
তুল্যবন্ধু (২) একে অশ্রে অমুষাট, নাশি বর্ণে  
অমৃতা আকাশে তারা আছেন ভ্রমণে ॥ ২

(১) মূলে "চিত্র প্রকেতো অজনিষ্টে বিভ্দ্ৰা" আছে । "চিত্রচার-  
নীঃ প্রকেতোহঙ্কারস্ত সর্বস্য পদার্থস্য প্রজাপক শুদীয়ো রশ্মিঃ"  
সারণ । অর্থাৎ বিষের চিত্র প্রকাশক বশ্মি ব্যাপ্ত হইয়া প্রাহুর্ভূত  
হইতেছেন । মূলে মাত্র চিত্র প্রকাশ (চিত্রঃ প্রকেতঃ) আছে ।  
পরবর্তী ঋকে ঊষাকে সূর্য্যবৎসা বলা হইয়াছে । সুতরাং সূর্য্য প্রস-  
বের পূর্বে ঊষা যে বিচিত্র ভ্রমোনাশকরূপ প্রকাশ করেন, তাহাই  
উক্ত "চিত্রঃ প্রকেতঃ" শব্দদ্বয় দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে ।

(২) মূলে "সমান বন্ধু" আছে । রাত্রি ও ঊষা উভয়ের সূর্য্যের সহিত  
সম্বন্ধ আছে ; এজন্য তাহারা সূর্য্যের সমান বা তুল্যবন্ধু, সারণ ।



ভগিনী দ্বয়ের পথ                      অনন্ত ও একমত  
 দেবাদেশে একের পরেতে অন্তে যায় ।  
 ভিন্ন ও বিচিত্র কায়                      একমনা চলে যায়,  
 রাত্রি উষা কেহ করে বাধা নাহি দেয় ॥৩

হনুত শব্দের নেত্রী                      চিত্রিতা দেবী ভান্বতী  
 দিয়াছেন আমাদের জ্ঞান দ্বার খুলে ।  
 করি বিশ্ব উদ্বোধন                      প্রকাশ করিয়া ধন  
 উদ্‌গীর্ণ করিলা বিশ্ব ভুবন সকলে ॥ ৪

বক্রতঃ শাস্রিতগণে                      ভোগ যজ্ঞ ধন জন্তে  
 উঠাইলা জাগৃত করিয়া ধনবতী ।  
 অন্নদৃষ্টি ছিল যার                      স্পষ্ট দৃষ্টি হল তার  
 উদ্‌গীর্ণিলা বিশ্ব সব সে উষা মহতী ॥ ৫

কারে বা কত্রের জন্তে (৩) অন্নার্থের জন্তে অন্তে  
 মহাবজ্ঞ জন্তে বা করিলে উদ্বোধিত ।  
 বিভিন্ন জীবনোপায়                      প্রকাশ পাইল তার  
 করিলা ভুবন সব উষা উদ্‌গীর্ণিত ॥ ৬

(৩) মূলে "কত্রায়" শব্দই আছে । "ধনার্থে" সারণ্য ।



এই দৃষ্টা দেবকৃত্তা চির-যৌবন-সম্পন্ন  
বিশদবসনা আসি হলেন উদয় ।

যে সব পার্থিব ধন, ঈশানী তাহার হন ;  
হে সুভগে ! কর অস্ত্র তিমির বিলয় ॥ ৭

পূর্ব পূর্ব উষাগণ করিলা যজ্ঞ গমন  
বাবেন যে পথে উষা অনন্ত ভাবিনী ।  
তম করি বিদূরিত জীবে করি জাগরিত  
মৃতে করি উদ্বোধিত সে পথেগামিনী ॥ ৮

যে অগ্নি জালিলে উষে করিলে নাশ তমসে  
প্রকাশ করিয়া যেরা সূর্য্যের আলোক ।  
যজ্ঞরত নরে কত করিলে যে তমোমুক্ত  
দেবের এ ভদ্র কার্য্য জানে সৰ্ব্বলোক ॥ ৯

আজ কত কাল হ'তে উষা জাতা এ জগতে  
কতকাল আরো উষা হযেন সজ্জাতা ।  
পূর্বেতে যে উষা গতা এ উষা তার অমুগতা  
ভবিষ্যতী হবে পুনঃ এর অমুজাতা ॥ ১০

গত—দেখিয়াছে বারা আলো প্রকাশিতে পুরা  
উষাকে সে মর্ত্যগণ গত এবে সবে ।



সম্প্রতি দেখিছি মোরা, পরেতে দেখিবে যারা  
উষাকে, আসিছে তারা ক্রমশঃ এভাবে ॥১১

ঘোষণা গণে বিদূরিত করি, সাধি যজ্ঞহিত,  
স্বনৃতা স্বধদা উষা যজ্ঞে প্রাহুভূত ।

হে উষে কল্যাণ দাত্রী দেব যজ্ঞধারয়িত্রী,  
অত্র অদ্য ভাল মত হও প্রকাশিত ॥ ১২

পূৰ্ব্বকালে নিত্য নিত্য উঠিতেন এবেও ত  
অন্ধকার বিনিমুক্ত করেন জগৎ ।

প্রতিদিন ভাবিয়াতে উঠিবেন এই মতে (৪)  
অজরা অমরা উষা তেজেতে ভাস্বৎ ॥ ১৩

স্বর্গের বিস্তীর্ণ পথ তেজেতে করি ভাস্বৎ  
তাজিলা সে উষা দেবী অসিত বসন ।

জগৎ প্রবুদ্ধ করি অরুণাশ্ব রথে চড়ি  
এই দেখ উষার হাতেছে আগমন ॥ ১৪

আনি বরণীয় ধন জীবে করি উদোধন  
করেন প্রকাশ তিনি বিচিত্র কেতন ।

পূৰ্বে যত উষাগতা তার উপমান-ভূতা  
ভাবিণী উষার ইনি চাক্র নিদর্শন ॥ ১৫

---

(৪) মূলে “বধাতি” আছে । “আত্মীয়ৈশ্বেনোতিঃ” সারণ ।



উঠ ভবে জনগণ                      আগত হ'ল জীবন  
 গত তম, সমাগত হইল আলোক।  
 করিয়া দিলেন ব্যক্ত                      সুপথ সূর্য্য-নিমিত্ত  
 যাব তথা আয়ু (৫) যথা লাভ করে লোক। ১৬

উষা-দেবী প্রভাবতী                      স্তোতা তাঁকে করে স্তুতি  
 সুগ্রথিত বাক্যে স্তব করিয়া বহন।  
 ধনবতী ওহে উষে !                      হরণ করি তমসে  
 স্তোতায় সন্ততি সহ দান কর ধন ॥ ১৭

গোমতী সমূহ বীরা                      বায়ুর সমান ত্বরা  
 স্নুত বাক্যের স্তুতি হলে অবশেষ।  
 বজ্রমানে ভ্রমোহরি                      তাঁহাকে আশ্রয় করি  
 প্রসন্ন অশ্বদা উষা হউন বিশেষ। ১৮

হে উষে ! দেব জননি ! (৬) অদিতি দেবীস্পর্ধিনী  
 যজ্ঞ কেতু, বিস্তীর্ণা হইয়া আলো দাও।

(৫) মূলে "আয়ুঃ" শব্দ আছে। "অন্নং" সারণ।

(৬) উষাকালে সকল দেবগণ স্তুতি দ্বারা আগরিত হয়েন, অতএব উষাকে তাঁহাদের জননী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এজন্যই আবার উষা অদিতির প্রতি স্পর্ধিনী। সারণ।



এ যজ্ঞ প্রাশংসা করি      উদিয়া শির উপরি  
বরদে এ জনপদে প্রাহুভূতা হও ॥ ১১

প্রাপ্তব্য যে চিত্রগন      আনি দেন উষাগণ  
করুক তাহাতে স্তোতৃ মঙ্গল বিহিত ।  
বরুণ মিত্র অদিতি      সিদ্ধু, দ্যাস্, বসুমতী  
করুন মোদের এই স্তব সম্পূজিত ॥ ১২

—  
১১৫ সূক্ত ।

সূর্য্য দেবতা অগ্নিরার পুত্র কুৎসধাষি ।

দেবগণতেজোরূপী চিত্র সমুদিত, (১)

মিত্র, অগ্নি, বরুণের নয়ন স্বরূপ ;

আকাশ পৃথিবী অন্তরীক্ষ ব্যাপি স্থিত

সূর্য্যদেব স্থাবর জঙ্গম-আত্মারূপ ।১

---

(১) মূলে "চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং আছে। "দেবানাং দীপ্য  
ভীতি দেবারশ্রয়ঃ তেবাং দেবজনানামেববা অনীকং তেজঃ সমূহরূপং  
চিত্রং আশ্চর্য্যাকরং সূর্য্যমণ্ডলং উদগাং উদরাচলং প্রাপ্তমাসীৎ।"  
সুতরাং উপরিউক্ত মন্ত্রে চিত্র শব্দ সূর্য্যার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সারণ  
চিত্রকেই আশ্চর্য্যকর সূর্য্যমণ্ডল বলিয়াছেন।



আসিছেন সূর্য্যদেব পশ্চাদে উবার, (২)  
 বোবার পশ্চাদে যথা আসরে পুরুষ ;  
 যুগপ্রচলিত যজ্ঞ করিল বিস্তার  
 মঙ্গলার্থে দেবভক্ত সকল মানুষ । ২

ভদ্রচিত্র সূর্য্যের এসব হরিদম্ব  
 বাইতেছে এই পথে প্রার্থনাভাজন ;  
 পঁছছিল স্বর্গপৃষ্ঠে তাহার নমস্ত,  
 আকাশ পৃথিবী ব্যাপ্ত হইল কিরণ । ৩

সূর্য্যের দেবত্ব হেন, মাহাত্ম্য এমন,  
 কর্তার না হ'তে কৰ্ম্ম রশ্মি অন্তমিত ;  
 বিমুক্ত করেন যদা হরিদম্বগণ,  
 রাত্রি আসি সর্বলোকে করে আবরিত । ৪

আকাশের মাঝে মিত্র বরুণ দর্শনে,  
 জ্যোতির্ম্মর রূপ সূর্য্য করেন ধারণ ;

(৩) গ্রীকদিগের মধ্যে আছে—Daphne ( অহনা বা উবা )  
 Apollo ( সূর্য্যের ) কর্তৃক অনুধাবিতা হইরাছিলেন এবং বেই  
 তৎকর্তৃক স্পৃষ্ট হইলেন, অমনি প্রাণত্যাগ করিলেন। এই একেও  
 উবার পশ্চাদে সূর্য্যেরই অনুধাবন দেখা বাইতেছে।



তীর দিব্যানন্ত বল ধরে হরিদগণে, (৩)  
করে তণা অত্র দিকে তম আনয়ন। ৫

অত্র ওহে দেবগণ                      আমাদিগকে পালন  
করহ পাশের পাশ করি বিমোচিত।  
বরুণ মিত্র অদিতি                      সিদ্ধু হ্যাস্ বসুমতী  
করুন মোদের এই স্তব সম্পূজিত ॥ ৬

(৩) মূলে “হরিতঃ” আছে। “হরিতোরসহরণশীলা রশ্ময়ঃ” সায়ণ। সূর্য্যাব হরিৎ যে সূর্য্যের কিরণমাত্র তাহা এই মন্ত্র হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এই মন্ত্রে বলা হইতেছে, হরিদগণ একদিকে সূর্য্যের দিব্য অনন্ত বল ধারণ করে, অপর দিকে তম আনয়ন করে, অর্থাৎ বেদিকে হরিৎগণ গমন করে না, সেদিক্ অন্ধকারময় থাকে। ঐর্ষ স্বকেও ঠিক এই কথা বলা হইয়াছে; হরিদগণ যখন রথবিমুক্ত হয়, তখন রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হয়।

(৪) মূলে “দেবাঃ” আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন “দ্যোতমানাঃ সূর্য্যরশ্ময়ঃ।”



১১৬ সূক্ত ।

(১) অশ্বিধ্বয় দেবতা । দীর্ঘতমার পুত্র  
কক্ষীবান্ ঋষি ।

নাসত্য্য দ্বয়কে (২) আমি করিছি প্রেরণ স্তব  
বর্হিবৎ (৩), বাত কিস্বা মেঘকে যেমন ,  
যাঁরা যুবা বিমদকে (৪) আনিয়া দিলেন জায়া  
রথে তুলি, ফেলি পাছে শত্রু সেনাগণ । ১

সজ্ঞোরে লক্ষ্মণশীল আশুগতিশীল অশ্বে  
দেবের প্রেরণে হ'লে তোমরা প্রেরিত ;

(১) মহাভারতে, মৎস্যপুরাণে, ও বায়ুপুরাণে কক্ষীবানে গল্প আছে । কলিঙ্গরাজ সম্ভানাকাজ্জায় তাঁহার রাজ্যকে দীর্ঘতমা মুনির সহিত সহবাসের আদেশ করেন । রাজ্যী স্বয়ং না বাইয়া দাসী উশিজ্জকে পাঠাইয়া দিলেন । মুনি ইহা বুঝিতে পারিলেন এবং উশিজের দ্বারার কক্ষীবান্ নামক সম্ভান উৎপাদন করিলেন । কক্ষীবান্ কালে ঋষি হইলেন । এই মণ্ডলের ১১৬ হইতে ১২১ সূক্তের ঐষ্টা কক্ষীবান্ । ১৮ সূক্তে ও কক্ষীবনের উল্লেখ আছে ।

(২) সৎসুভবো সত্যো নসত্যো অসত্যো ন অসত্যো নাসত্যো (সারণ) ।

(৩) যজমান যেমন বর্হি (কুশ) বিস্তার করে, তজ্জপ ।

(৪) সারণ বলেন বিমদ নামক রাজর্ষি স্বয়ং কস্তা লাভ



মহত্ব, না সত্য বর !      বর-প্রীতিপ্রদ আজি  
তোমাদের রাসভ (৫) করিল বিজয়িত । ২

বধা কোন ভ্রিয়মান      কষ্টে করে ধনত্যাগ  
তাজিলেন তথা তুগ্র ভূজ্যকে সাগরে ;  
গতিশীল অন্তরীক্ষে      অপোদক স্বনৌবক্ষে (৬)  
চড়াইয়া অশ্বিদয় । আনিলে তাঁহারে (৭) । ৩

করিলে, পশ্চিমধ্যে তাঁহাকে অন্ত্যায় রাজারা আক্রমণ করিয়া-  
ছিলেন । অশ্বিদয় বিমদের স্ত্রীকে রথে তুলিয়া লইলেন এবং শত্রু  
সেনাকে পশ্চাৎ কেলিয়া তাঁহাকে বিমদের গৃহে পহঁছিয়া দিলেন ।

(৫) অশ্বিদয়ের বাহক রাসভ (নিরুক্ত ১।১৪) ।

(৬) মূলে “নৌভিরাস্ত্রবতীভিরস্তরিক্ষ প্রভিরপোদকাভিঃ” আছে ।  
সাম্রণ অর্থ করিয়াছেন, অন্তরিক্ষে গমনশীল স্বীয় অগ্রবিষ্টোদক নৌকা  
সমূহ দ্বারা, বচ্ছতা বশতঃ অন্তরিক্ষে অর্থে জল অর্থাৎ জলে গমন-  
শীল অথচ জল প্রবেশ করে না এমন স্বীয় নৌকার তুলিয়া লইয়া ।

(৭) তুগ্র তনৈক রাজর্ষি । তিনি স্বীপাশ্বরবাসিগণের দ্বারা  
উষ্জিত হইয়া তাহাদের দমনার্থ স্বীয় পুত্র ভূজ্যকে নৌকার পাঠাইয়া  
দেন । সমুদ্রের মধ্যে অনেক দূর গিয়া নৌকা ভাঙ্গিয়া যায় । ভূজ্য  
অশ্বিদয়ের স্তব করিলে তাঁহারা তাহাকে স্বীয় নৌকার আরোহণ  
করাইয়া তিন দিন তিন রাত্রিতে তুগ্রের নিকটে পহঁছিয়া দিয়া  
হিলেন ।



তিন রাত্রি তিন দিবা      শীঘ্রগামী রথে কিবা  
 বহিলে ভোমরা তাঁকে, নামত্যাগল !  
 বড়খ ত্রিরথে তাঁর      শত চক্র যুক্ত যার  
 সমুজের পারে যথা নাহি ছিল জল ।৪

যাহার আরম্ভ নাই,      যেখানেতে নাহি স্থান,  
 গ্রহণীয় বস্তু নাই সমুজ্রে এমন,  
 করিলে সে বীর কন্ধ      তুলি শতরিজ্র নৌতে (৮)  
 ভুজুকে আনিয়া দিয়া স্বকীয় ভবন ।৫

অবধ্যাশ্ব পেছায়া (৯)      তাঁহাকে যে খেত অশ্ব  
 দিয়াছিলে সেই অশ্ব স্বস্তি হ'ল সদা ;  
 \* তোমাদের সেই দান      মহৎ ও কীর্তনীয়  
 পেছর যে অর্থ (১০) বাজী পূজার্ন সর্বদা । ৬

(৮) শতরিজ্র নৌ শত দাঁড়বিশিষ্ট নৌকা । অরিজ Oar. Wilson.

(৯) পেছ নামক অনেক রাজবির স্তবে তুট হইয়া অশ্বিষয়  
 তাঁহাকে একটি খেত অশ্ব প্রদান করিয়াছিলেন । সেই অশ্ব তাঁহার  
 অনেক জয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল ।

(১০) মূলে "অর্থ" শব্দই আছে । "শক্রগাং প্রেরয়িতা যুদ্ধেবু  
 প্রেরয়িতব্য বা" সারণ । "উৎকৃষ্ট" রমেশ ।



তোমরা উভয়ে নেতা পজ্জকুলে জাত(১১) স্তোতা

কক্ষিবানে বুদ্ধিমান্ করিলে প্রভূত (১২)

কারোত্তর(১৩) হ'তে যথা বৃঞ্চ অশ্বশফে তথা

সিঞ্চিত করিলে উভে স্মরাকুস্ত শত ॥ ৭

নিবারিলে দীপ্ত অগ্নি হিমেতে তোমরা উভে

অন্নযুক্ত বলপ্রদ খাদ্য প্রদানিলে ।

ছিলেন অঁধার গৃহে অবনত মুখে অত্রি,

সগণ সহিত তাঁকে স্নেহে উঠাইলে (১৩) ॥৮

আনিলে না সত্যদ্রব দেশান্তর হ'তে কূপ

অধোমুখ, তল উদ্ধ করিয়া রাখিলে ।

(১১) মূলে “পজ্জিরায়” আছে। “পজ্জা ইত্যঙ্গিরসামাখ্যা  
পজ্জা বা অঙ্গিরস ইত্যায়াতত্বাৎ” সারণ ।

(১২) সারণ কক্ষীবান্ সম্বন্ধে এই আখ্যায়িকা উদ্ধৃত করিয়া-  
ছেন—কক্ষীবান্ পুরাকালে তমসচ্ছন্ন হইয়া রহিতজ্ঞান হইয়া-  
ছিলেন ; জ্ঞানার্থে তিনি অগ্নিবয়ের স্তব করিলে তাঁহারা তাঁহাকে  
প্রভূত ধীশক্তি-সম্পন্ন করিয়াছিলেন ।

(১৩) “কারত্তরো নাম বৈদলশ্চৰ্মবেষ্টিত ভাজন বিশেষঃ” সারণ ।  
‘স্মরাধার’ রমেশ ।



তৃষিত গৌতম ঋষি, তাঁহার পানের জন্ত  
সহস্র ধনের জন্ত জল বহাইলে (১৫) । ৯

চ্যবনের তোমরা নাসত্যস্বয়  
থুলেছিলে দ্রাপিবৎ (১৬) তম্বুস্বজরায় ;  
জহিত (১৭) ঋষির আয়ু করেছিলে সম্বর্দ্ধন  
কন্তাগণ পতি পরে করেছিল তাঁর (১৮) । ১০

(১৫) সায়ণ বলেন, অম্বুরেরা অত্রিঋষিকে শতবার পীড়াবস্ত  
গৃহে প্রবেশ করাইয়া তুষের আগুণ জালিইয়া দিয়াছিল । অত্রি  
তখন অখিবয়ের স্তব করিলে অখিবর হিম (জল) দ্বারা সেই অগ্নি  
নির্ব্বাণ করত তাঁহাকে অবিকলেন্দ্রিয় বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন ।

(১৬) একদা মরুভূমির মধ্যে গৌতম ঋষি তৃষিত হইয়াছেন ।  
অখিবর দূরবর্তী অগ্ন এক দেশ হইতে একটি কুপ উঠাইয়া আনিয়া  
তাঁহার নিকট এমন ভাবে রাখিলেন যে, উহার তলদেশে উর্দ্ধ ও  
উর্দ্ধদিক নিম্নে থাকিল । তাহাতেই গৌতমের স্নান পানাদি কার্য  
নির্ব্বাহ হইয়াছিল । সায়ণ ।

(১৬) দ্রাপি কবচ ।

(১৭) জহিত পুত্রাদি দ্বারা পরিত্যক্ত ।

(১৮) বলিপলিত জীর্ণ ও পুত্রাদি পরিত্যক্ত চ্যবন ঋষি অখি-  
বরের স্তব করিয়া পুনর্ব্বার যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । সায়ণ । মহা-  
ভারতের বনপর্বে গল্প আছে যে, ভৃগুর পুত্র চ্যবন মর্দ্দানাতীরে তপঃ



সেই কার্য্য তোমাদের                      ইষ্ট-প্রদ বরগীর,  
 আরাধ্য, প্রশংসাযোগ্য হে না সত্যদয় ;  
 জেনে গুপ্ত নিধিবৎ      লুকায়িত বন্দনেরে (১৯)  
 পাস্ব দৃষ্টে (২০) কুপ হ'তে তুলিলে উভয় । ১১

করিভেছিলেন এবং বন্দীক কীট তাঁহার শরীরের উপর গৃহ নির্মাণ  
 করিয়াছিল মাত্র তাঁহার চক্ষু দুটি দেখা বাইত । শর্যাতি রাজার  
 মুকতা নারী দ্রুহিতা বন্দীকের মধ্যস্থিত উজ্জল পদার্থ দেখিয়া একটি  
 কাটি দিয়া খোঁচা দিয়াছিলেন । তাহাতে ঋষি ক্লিষ্ট ও ক্রুদ্ধ হইলে,  
 রাজা তাঁহাকে উক্ত কস্তা সম্প্রদান করিয়া তাঁহার ক্রোধাপনয়ন  
 করেন । অতঃপর অধিষ্ঠ্য তাঁহার আশ্রমে আসিয়া এমন জীর্ণ স্বামীর  
 সহিত মুকতার বিবাহ হইয়াছে দেখিয়া তাঁহাকে যৌবন পুনঃ প্রদান  
 করিয়া যান । Kuhn Max Muller এবং Benfey প্রভৃতি  
 পণ্ডিতেরা বলেন যে, বার্ক্কেয়র পর এতাদৃশ যৌবন প্রাপ্তি সূর্য্যের  
 অস্ত গমনের পর তাহার পুনরুদয়ের উপমা মাত্র । সেইরূপ য়েভ,  
 বন্দন, পরাবৃত, ভূজ্য প্রভৃতি বাঁহাকে বাঁহাকে অধিষ্ঠ্য উদ্ধার  
 করিয়াছেন, তাহাও প্রাকৃতিক দৃশ্যের উপমা যাত্র । কিন্তু Muir  
 এই মত সমর্থন করেন না । (রমেশ)

(১৯) বন্দন ঋষি অমর কতৃক কুপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন ;  
 অধিরের গুপ্ত করাতে তাঁহার তাঁহাকে কুপ হইতে উঠাইয়াছিলেন ।  
 (সারণ)

(২০) “মূলে দর্শতাৎ” আছে । “অধগৈঃ পিপাহতিঃ ত্রৈভ্যাং  
 কুপাৎ সারণ ।



যেবের গর্জন বধা করে বৃষ্টি আমি তথা  
করি তোমাদের সেই ধর্ম প্রকটন ;  
অধর্মার পুত্র দধাও (২১) পরিয়া অধের মাথা  
তোমাধিগে করেছিল মধু (২২) অধ্যাপন । ১২  
বুদ্ধিমতী বদ্রিমতী (২৩) পুনঃ পুনঃ আবাহন  
করিলে মহৎস্তবে হে নাসত্যধর !  
পুরুত্বজ কর্তৃবর ! শিষ্যবৎ শুনি তাহা  
হিরণ্যহস্তকে দিলে তাঁহাকে তনয় । ১৩

(২১) সারণ বলেন, যে ইন্দ্র দধীটিকে প্রবর্গা বিদ্যা ও মধুবিদ্যা শিক্ষা দিয়া বলিরাছিলেন যে, যদি ইহা অস্ত্র কাহাকে শিক্ষা দেও, তোমার শিরচ্ছেদ করিব। অধিবর দধীটির মস্তক ছেদন করিয়া তাহা অস্ত্র স্থানে রাখিয়া দিয়া তাঁহাকে অধের মস্তক পরাইরা দিলেন। এই প্রকারে অধিবর তাহার নিকট হইতে প্রবর্গাবিদ্যা অর্থাৎ ঋক্, সাম, যজুঃ এবং মধুবিদ্যা অর্থাৎ প্রতিপাদক ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহার সেই অধের মাথা বজ্র দ্বারা কাটিরা ফেলিলেন। অধিবর তাঁহাকে তাঁহার নিজের মাসুকের মাথা পরাইরা দিলেন। সারণ।

(২২) মূলে “মধু” শব্দই আছে অর্থ মধুবিদ্যা।

(২৩) বদ্রিমতী এক রাক্ষার পুত্রী। তাঁহার মাতী রত্নমস্ত ছিলেন। বদ্রিমতী পুত্রলোকের রত্ন অধিবরকে আবাহন করিয়া-



হইতে বৃকের মুখ                      বৃকবর্তিকার মুখে  
 বর্তিকার (২৪) তোমরা করিলে উভে মুক্ত ;  
 তোমারই স্তোত্রকারী              কবিকে বিবিধ জ্ঞানী  
 করেছিলে, নেতৃদয় বহুভূজযুক্ত ! ১৪

পক্ষীর পর্ণের জ্বায়              খেলজারা বিশ্‌পলার (২৫)  
 হইল যখন রণে বিচ্ছিন্ন চরণ ;

ছিলেন । অবিষয় সেই আহ্বান শুনিয়া আসিয়া তাহাকে হিরণ্যহস্ত  
 নানক পুত্র প্রদান করেন । সারণ ।

(২৪) বর্তিকা চড়াইপাখী (চটক) সদৃশ পাখীর স্ত্রী । পুরাকালে  
 একটি আরণ্য কুকুর (বৃক) সেই বর্তিকাকে ধরিয়াছিল ; অবিষয়  
 তাহাকে ছাড়াইয়া দিয়াছিলেন । সারণ । যাক বলেন, পুনঃ পুনঃ  
 প্রত্যাবর্তন করে, এই অর্থে "বর্তিকা" উবার নামান্তর মাত্র । মোক্ষ-  
 মূলরও এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন ।

"The quail in Sanscrit is called vartika i. e., the  
 returning bird, one of the first birds that return with  
 the return of spring. The same name is given in the  
 Veda to one of the many beings delivered or revived by  
 the Asvins i. e. by day and night, and I believe Vartika,  
 the returning, is again one of the many names of the  
 dawn." Science of Language (1882) vol II page 553.

(২৫) খেল নামে এক রাজা ছিলেন ; তাহার পুরোহিত ছিলেন



রাত্রে সদ্য অগ্নি তাঁর পরাইলে গৌহ জজ্বা  
চলিলেন তিনি লয়ে শক্রহিতধন । ১৫

খাওয়ারাইলে শত মেঘ বৃকীকে ঋজ্রাধ দেধি  
করিলেন অন্ধ তাঁকে তাঁহার জনক ।

নেত্রাভাবে দৃষ্টিহীন দিলে ঋজ্রাধকে অঁাধি (২৬)  
তোমরা নাসত্যদশ যুগল ভিষক্ (২৭) ॥ ১৬

অগস্ত্য । খেলের স্ত্রীর নাম বিশ্ণুলা ; কোন এক যুদ্ধে বিশ্ণুলায়  
পা ছিন্ন হইয়াছিল । অগস্ত্য অগ্নির স্তুতি করতে অগ্নির রাত্রিতে  
আসিয়া বিশ্ণুলায় পা লৌহময় করিয়া দিয়াছিলেন । সায়ণ ।

(২৬) বৃষাগিরের পুত্র ঋজ্রাধনামক এক রাজর্ষি ছিলেন । অগ্নি-  
ব্রহ্মের বাহন রাসভ, তাঁহার নিকটে বৃকী (নেকড়ে বাঘিনী) হইয়াছিল ।  
ঋজ্রাধ সেই বৃকীকে ১০১ পৌরজনের মেঘ খণ্ড খণ্ড করিয়া খাওয়ারাইয়া  
দিয়াছিলেন । পৌরজনের এরূপ অনিষ্ট করতে ঋজ্রাধের পিতা তাঁহা-  
কে নেত্রহীন করিলেন । তিনি অগ্নিব্রহ্মের স্তুতি করিতে লাগিলেন ।  
অগ্নিব্রহ্ম নিজের বাহনের জন্য ঋজ্রাধের চক্ষুর হানি হইল জানিয়া  
তাঁহাকে পুনর্বার চক্ষুযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন । সায়ণ ।

(২৭) দশ অর্থ বর্শনীর ; এই মন্ত্রে অগ্নিব্রহ্মকে ভিষক্ বলা  
হইয়াছে । অগ্নিনো ঐ দেবানাম্ ভিষক্কাবিত্তি ক্রতেঃ তৈত্তীরীয়  
সংহিতা (২, ৬, ১১)



সূর্য্যোঃ হুহিতা জিতা (২৮) শীত্ৰগামী অশ্বগুণে

কার্ঘ্যবৎ (২৯) তোমাদের রথে আরোহিলা ।

সকল দেবতা হুদে আনন্দ লভিলা তার

শ্রীবৃক্ক হইয়া উভে একত্র চলিলা ॥ ১৭

আহুত হইয়ে বদা গিয়াছিলে অশ্বিদয়,

অগ্নহস্ত দিবোদাস রাজর্ষির গৃহে (৩০)

(২৮) সবিতা স্বীয় হুহিতা সূর্য্যাকে সোমরাজাকে দান করিবেন ইচ্ছা করিয়াছিলেন । সকল দেবই সেই সূর্য্যাকে পাইতে অভিলাষ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার। পরম্পর বলিয়াছিলেন, আমরা আদিত্য পর্য্যন্ত দৌড়াইব । আমাদের মধ্যে যে জয়লাভ করিবেন, সূর্য্য। তাঁহারই হইবেন । অশ্বিদয় জয়ী হইলেন এবং সূর্য্যাকে রথে তুলিয়া লইয়া গেলেন । সারণ । বেদে সোম অর্থে সোমরস । ১৯১৬ বৃকে “পুণ্যতি তে পরিক্রমঃ সোমঃ সূর্য্যঃ হুহিতা” আছে । অর্থাৎ সূর্য্যোঃ হুহিতা পরিক্রমঃ সোমকে বিত্ত্ব করেন । সূর্য্যাক্রমে সোম-রস বাদকতা প্রাপ্ত হয় । ইহা হইতে সূর্য্য। সোমের বিবাহাঙ্কানের উৎপত্তি হইতে পারে । ১০ মণ্ডল ৮৫ হুক্তে সূর্য্যার বিবাহের বিবৃত বর্ণনা আছে ।

(২৯) কার্ঘ্যবৎ “কার্ঘ্য শব্দ “কাট বাচী” সারণ । ঘোড়বোড়ের সময় যে নির্দিষ্ট কাটখণ্ড সমীপে পহুছিলে জর হয়, সেই কাটখণ্ডের নাম কার্ঘ্য ।

(৩০) দিবোদাস নামে একজন অতিথিবৎসল রাজর্ষি ছিলেন । ১৫৩৮ দেখ ।



তোমাদের লোক রথ বহিল, মধন অন্ন

যুড়েছিলে বেই রথে রাসভ ও গ্রাহে (৩১) । ১৮

তোমরা অক্ষত্র ধন স্বপতা সুবীৰ্য্য অন্ন

সমান হইয়া প্রীত, হে নাসত্যধর !

আনিলে জহু-সস্তানে (৩২) যাহারা হওয়ার দানে

করিলা ধারণ দৈন্যবনের ত্রয় ॥ ১৯

চৌদিকে শত্রু-বেষ্টিত জাহ্নবে (৩৩) অগম পথে

শত্রুভেদকারী রথে, হে নাসত্যধর !

বহন করিয়াছিলে, শত্রু-ছারোহ-শৈলে

আরোহিলে চিরযুবা তোমরা উত্তর । ২০

একদা বন্ধিলে বশে (৩৪) তোমরা হে অশ্বিধর !

সহস্র সুরমাধন লাভের কারণ ।

(৩১) মূলে "শিশুমার" শব্দ আছে। সারণ অর্থ করিয়াছেন "গ্রাহঃ" কিন্তু Wilson বলেন শিশুমার অর্থ শুণ্ডক "The Gangetic porpoise" রাসভ ও গ্রাহ পরস্পর বিরোধী হইলেও অশ্বিধর ! নিজগুণে তাহাদিগকে একত্রে বৃত্ত করিয়াছিলেন। সারণ ।

(৩২) জহু—জৈনিক ধর্ম। পুরাণে এক জহু আছেন ।

(৩৩) জাহ্নব—এক রাজার নাম ।

(৩৪) বশ—একজন অশ্বির নাম ।



ইন্দ্রের সহিত যোগে ক্রেশনারী শত্রুদিগে  
পৃথু শ্রবসের, (৩৫) পরে করিলে নিধন ॥ ২১

ঋচৎকের পুত্র শর, (৩৬) তাঁহার পানের অন্ন  
কূপের নীচের তল উর্দ্ধে তুলে ছিলে ।  
ক্রেশিত শর্য্যুর তরে আপন শচীর বলে (৩৭)  
ভোমরা স্তরীকে (৩৮) হৃদ্যবতী করেছিলে ॥ ২২

শরণ লইতে স্তব করিলে কৃষ্ণের পুত্র (৩৯)  
অজ্ঞতাব বিশ্বকার, হে নাসত্যধর !

(৩৫) পৃথুশ্রবা একজন কানীন রাজা ছিলেন (সারণ) পুরাণেও  
একজন পৃথুশ্রবার উল্লেখ আছে ।

(৩৬) শর—সারণ বলেন ঋচৎকের পুত্র শর একজন স্তোত্রী বা  
কবি ।

(৩৭) মূলে “শচীতিঃ” শব্দ আছে । “কর্ম্মতিঃ” । সারণ ।

(৩৮) মূলে “স্তবঃ” আছে । “স্তবঃ নিবৃত্তপ্রসঙ্গংগাং” সারণ ।

(৩৯) মূলে “কৃষ্ণির আছে” “কৃষ্ণো নান কশ্চিৎ তন্ত পুত্রায়”  
সারণ । “এ কৃষ্ণ ও তৎপুত্র বিশ্বকার ও তাহার পুত্র বিধাপু কে,  
তাঁহার চাকর কোন বিবরণ নাই । কেবল তাঁহারা কবি ছিলেন, এই  
টুকু জানা যায় ।” রমেশ ।



তোমরা শতীর বলে ' দেখিতে দিইলে তারে  
পশুবৎ নষ্ট তার বিশ্বাপুতনয় ॥ ২৩  
দশ রাত্রি নব দিবা অশিব দামেতে বহু  
জল মধ্যে ছিলা রৈত (৪০) অরাতি হিংসিত ।

বিপ্লুত ব্যথিত ভাবে সমুখিত করেছিলে  
ক্রবে যথা সোমরস করে সমুখিত (৪১) ॥ ২৪  
তোমানের কর্ম সব বলিলাম অশিষয় !  
সুগো ও সুরীর সহ পতি হই এর (৪২)

(৪০) পূর্বকালে অহুরেরা রৈত ঋষিকে পাশবদ্ধ করিয়া কুপে  
নিকিপ্ত করিয়াছিলেন । সেই অবস্থায় তিনি দশরাত্রি ও নবদিবা  
অশিষয়ের তব করিয়াছিলেন । অতঃপর দশম দিন প্রাতে অশিষয়  
তাঁহাকে কুপ হইতে উঠাইয়া দিলেন । সারণ ।

(৪১) মূলে "সোমশিবক্রবেণ" আছে । যথাঅগ্নিহোত্র  
হোমার্থে অভিযুতং সোমরসং কুপসদৃশে অগ্নিহোত্রস্থানীমযো বর্তমানং  
ক্রবেণাঞ্চবুকন্নরতি তথৎ । সারণ । রমেশ বাবু ক্রব অর্থে "হাতা"  
করিয়াছেন ।

(৪২) মূলে বস্তু 'অন্ত পতি', আছে । 'অন্ত রাষ্ট্রস্য পতিরনিপতি ।'  
সারণ ।



নয়নে দেখিতে পাই,      পাই আর দীর্ঘ আয়ু  
প্রাপ্ত হই অস্ত্র প্রায় (৪৩) সৌম্য বার্তিকোর ॥ ২৫

(৪৩) মূল "অস্ত্রমিবেৎ" আছে । "বথা গৃহং বাসী নিকটকং  
প্রবিশতি" । সারণ ।



# অশ্বিনয় দেবতা। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষিবান্, ঋষি।

মধুর সোমেতে হর্ষ করিবারে উৎপাদন  
চিরন্তন হোতা এই করিছে অর্চন।

কুশেতে স্থাপিত রাতি (১) প্রস্তুত হয়েছে স্তুতি,  
অন্ন বল ল'য়ে এস নাসত্য ছজন ॥ ১

মন হ'তে বেগবান্, শোভনীর অশ্বযুক্ত,  
যে রথে বিট্‌গণ কাছে বাও অশ্বিনয়!  
যে রথে স্রুতি গৃহে বাও, সেই রথে চড়ি,  
এস আমাদের গৃহে, হে নেতৃ-উত্তর ॥ ২

সসন্তানে, নেতৃবর! পাপ তুহানল হ'তে  
পাকজন্ত (২) অত্রিকে করিলা বিমোচন।

(১) 'ঋত্বিকব্যাং হরিঃ' (সারণ)

(২) মূল "পাকজন্তাং ঋষিঃ" আছে। সারণ অর্থ 'করিয়াজন্ত',  
পাকজন্তে অর্থাৎ বিবাদশব্দ চতুর্ধর্মে সনুংগর অত্রি ঋষিকে। কিন্তু ৩৭  
সদ্যে বেদ সংহিতা ১৮ ভাগ ১৭১৯ ঋকের টীকা দেখা। আর অত্রি  
সদ্যে এই ভাগে ১১৬ সূক্তের ৮ ঋকের টীকা দেখ।



হিংসা করি শত্রুগণে,                      অশিব শত্রুর মারা  
হে বৃষগছর (৩) ! সদা করি নিবারণ ॥ ৩

ছাপ্রাপগণের দ্বারা                      মলিলে নিগূঢ় রেতে (৪)  
তুলি তাঁর অশ্ববৎ বিশ্লিষ্টা-বহর ।  
নিজ কর্মে সংযুক্ত (৫)                      করিলে হে অশ্বিধর !  
জীর্ণ হইবার নর সেই কর্ম সব ॥ ৪

নির্জাতির (৬) কোলে স্থপ্ত                      পুরুষ সদৃশ কিম্বা,  
ভ্রমোমধ্যে যথা সূর্য্য তথা দম্রঘর !  
মাটিতে স্তবর্ণ প্রায় (৭)                      নিপতিত, দর্শনীর  
তুলে ছিলে বন্দনকে তোমরা উত্তর ॥ ৫

(৩) মূলে "বৃষগা" আছে। অতীষ্টবর্ষিধর; বাঁহারা অতীষ্ট প্রদান করেন।

(৪) রেত ঋষি সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ২৪ ঋকের টীকা দেখ।

(৫) মূলে "সংরিগীধঃ" আছে। "সমযুক্তম্ সর্কীরবরবৈরপেতম্ কুরতম্"। সারণ। অর্থাৎ নিজের ঔষধগুণে সর্কীর সংযুক্ত করিয়াছিলে অর্থাৎ পুনঃ সংস্কার করিয়াছিলে।

(৬) নির্জাতি পৃথিবী (সারণ)। বেবার্ধবর অর্ধ করিয়াছেন "death." বেবার্ধ বহু। বন্দন সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ১১ ঋকের টীকা দেখ।

(৭) "Like brilliant gold buried under earth."



অভীষ্ট প্রাপ্তির জন্য গঙ্গী ককিবাণু আনি

তোমাদের-সেই কৰ্ম করিব কীৰ্ত্তন ।

বাহাতে অশ্বের শক (৮) উপস্থিত জনগণে

দিলে শতকুন্ত মধু করিয়া পূরণ ॥ ৬

তোমরা হে অশ্বিষ ! কৃষ্ণির বিষকে দিলে

স্তবে বশীভূত হয়ে বিধাপু তনয় (৯) ॥

গৃহে পিতৃ সন্নিকটে অগ্নাগ্রস্তা ছিল। ঘোষা

প্রদানিলে পতি তাঁকে হে অশ্বি-উত্তর (১০) ॥ ৭

স্বশতী রমণী দিলে শ্রাবকে (১১) হে অশ্বিষ !

চলিতে অশক্ত অন্ধ কণ্ঠকে নয়ন (১২)

(৮) 'শক' ধূর । অশ্বের শক হইতে মধুকরণ করিয়া শত কুন্ত পূরণ সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ৭ শ্লোকের টীকা দেখ ।

(৯) কৃষ্ণের পুত্র বিষককে বিধাপু নামক বিনষ্টপুত্র প্রদান বিষয়ে ১১৬ সূক্তের ২৩ শ্লোকের টীকা দেখ ।

(১০) ঘোষানারী ব্রহ্মবাদিনী ককিবাণের হুহিতা ছিলেন ; কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত থাকার উহার বিবাহ হয় নাই । অশ্বিষর উহার কুষ্ঠ দূর করিয়া দেন, এবং তিনি পতিলাভ করেন । সারণ ।

(১১) মূলে "শ্রাবার" আছে । "কুষ্ঠরোগেণ শ্রামবর্ণার স্ববরে" । সারণ । অশ্বিষর উহার কুষ্ঠ আরোগ্য করিয়া দিলে তিনি কলন্তী অর্জার দীপ্তিস্বতী রমণী লাভ করিয়াছিলেন ।

(১২) ১১১৮৭ শ্লোকে লিখিত আছে, অশ্বিষর কণ্ঠকে চক্ষু দিয়াছিলেন ।



প্রশংসার কথা বটে      তোমরা হে কুবাহিনী !  
 দিলে সে নৃবদ পুত্র বধিরে অবশ (১৩) ॥ ৮

।      দিলে আন্তগামী অব  
 আনিয়া তোমরা পেছ নামক স্তোতার (১৪) ।  
 সহস্র ধনদ, বলী,      শত্রুহা, অপ্রতিহত,  
 বিপদে তরিতা, তার কেনা গুণগার ॥ ৯

ভোমাদের এই সব      প্রতিযোগ্য নাজুঘর !  
 এসন্নতা হেতুভূত বন্ধ স্তবনী ॥  
 তোমরা যোদ্ধসীকণী (১৫)      ডাকিতেছে পঞ্জগণ  
 এনে অন্ন দাত শুনি প্রশংসা মদীর ॥ ১০  
 কুন্ত পুত্র (১৬) দ্বারা জুত      হইয়া হে অশ্বধর  
 মেধাবীকে (১৭) অন্ন দিয়া হে মাসত্যধর ।

- (১৩) নৃবদপুত্র একজন বধির কবি ছিলেন ।  
 (১৪) ১১৩৬ বকের টীকা দেখ ।  
 (১৫) "তৎকৌ অধিনৌ দ্যাবাপৃথিবৌ ইতি একে । বিরক্ত" ১২, ১৪  
 (১৬) মূল "দুনোঃ" আছে । "কুন্তাং প্রত্নতন্য অসত্যাত্ত বেদ  
 পুরোহিতস্য" ইত্যং খেলের পুরোহিত অসত্যাই কুন্ত পুত্র ।



বর্ধিত অগত্যায়ত্রে হইয়া বিশ্ণুপলাকে  
 করিলে আরোগ্য দান তোমরা উত্তর (১৮) ॥১১  
 আকাশের পুত্রবর শুনিতে কাব্যের (১৯) স্তুতি,  
 অতীত বর্ষিতে কোথা করিছ গমন ?  
 হিরণ্য কলস মত কূপেতে পতিত রেতে  
 করিলে নশন দিনে উর্দ্ধে উল্লেখন ॥১২  
 জরাজীর্ণ চাবনকে (২০) তোমরা যৌবন দান  
 নিজ কর্ণশ্রুণে করেছিল পুনরায় ।  
 তোমাদের রথোপরি সূর্য্যের হৃহিতা দেবী (২১)  
 আবাহন ক্রীসহ করিলা একদার ॥ ১৩

(১৭) মূলে “বিপ্রায়” আছে। “যেথাবিনে ভরদ্বাজায়” । সারণ ।

(১৮) খেলের স্ত্রী বিশ্ণুপলার হিরণ্যজ্ঞা অবিদ্যার দ্বারা সংযুক্ত হইরাছিল । ১১৬ হুত ১৪ বকের টীকা দেখ ।

(১৯) মূলে কাব্য শব্দই আছে, অর্থ উপমা । পূর্ব্বকালে উপকার স্তুতি শুনিতে বাইবার সময়ে অবিদ্যার পথে কূপে নিপতিত রেতে দেখিয়া তাঁহাকে কূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন । ১১৬ হুত ২৪ বক দেখ ।

(২০) ১১৬ হুত ১৭ বকের টীকা (২১) ১১৬ হুত ১২ বকের টীকা দেখ ।



তোমানিগে অখিবর      পূর্ব৭৭ তোত্তে উগ্র

ମରେଓ ଅଚିତ୍ତ, ଓହ୍ଲେ ହୁଏ ବିନାଶନ !

ଭୁବ୍ଧାକେ (୨୦) ମୟୁଜ୍ଜ ହ'ତେ      ଫୁତଗତିନୋତ୍ତେ ଅସେ

ভোগরাই দিলে তাঁকে করি আনয়ন ॥ ১৪

করিল। পিতাকে পেয়ে                    আবাহন তোমাদিগে

নির্বিঘ্নে আসিয়া পারে তুণের তনয় ।

**উৎকৃষ্ট তুরঙ্গ রথে                      অশ্বিহর ! নিরাপনে**

এনেছিলে তাঁকে দ্রুত তোমরা উত্তর ॥ ১৫

ହହିତେ ବ୍ରହ୍ମେନ ସୁଧ      ବାଞ୍ଛାଳେ ବର୍ତ୍ତିକା ସଦା (୨୫)

ডাকিল সে পাখী তোমান্নগকে অস্থির।

নিলে জয়শীল রথে      জাহ্নবে পর্বত শৃঙ্গে (২৫)

করিলে বিবেচ্যে হত বিষাণ্ড-তনয় (২৬) ॥ ১৬

• (২২) মূলে 'ত্রিমা' আছে। "কক্ স্হত্রঙ্গরাসম্পদা কাষ্ঠ্যা বা  
সহ" সাধারণ। রসেশবাব কান্তিশক গ্রহণ করিয়াছেন।

(২৩) ১১৬ শ্রুত ওষধের টীকা দেখ।

(২৪) ১১৬ সূক্ত ১৪ ঋকের টীকা দেখ।

(২৫) ১১৬ শ্রুত ২০ স্বকল্প জিকা দেখ।

(২৬) “বিষাচৌবিবিধপতিযুক্তঃ এতৎসংজ্ঞাতঃ হ্রতকাত্মসুংগম  
ব্রহ্মত্বাৎ ।” সাধারণ ।



বৃককে শতেক মেবে পূজিলে, ক্রোধান্তপি৷

করিল ঋজাংগুত্রে নয়ন-বিযুক্ত ।

তোমরা হে অশ্বিষর ! দিলে তাঁরে অন্ধি দর

দর্শনার্থে অন্ধকে করিলে নেত্রযুক্ত । (২৭) ॥ ১৭

অন্ধকে নয়ন সুখ প্রদান মানসে বৃকী

ডাকিল হে অশ্বি-নেতা-বৃষণ-বৃগল !

কানীন জারের মত ঋজাংগু মেব শতেক

খণ্ড খণ্ড করে দিলে লভিল এ কল ! ১৮

তোমাদের রক্ষাকার্য্য মহৎ সুখের হেতু

ব্যথিতকে সঙ্গতাক করেছ তোমরা ।

অভেব পুরষ্কি (২৮) হেন করিল আহ্বান, এস

অভীষ্ট পূরণ কর রক্ষাকার্য্য দ্বারা ॥ ১৯

অধোহু কৃশাদী স্তরী শবুর জন্তেতে হ'ল

হৃদ্যবতী, অশ্বিষর ! তো'দের কৃপার ।

(২৭) ১১৬ নং, ১৬৭কের টীকা দেখ ।

(২৮) ব্রহ্মবানিনী ঘোষার কথা বলা হইতেছে, এই সূক্তের ৭৬কের  
টীকা দেখ ।



তোমাদের কর্মপুণে      মিলিল বিমদে জায়া  
 পুরুষিঅ কুমারীকে (২৯) অর্শিলে স্তাহার ॥২০  
 বপিলে লাললে যব      আর্ধ্য মনুষ্যের এক (৩০)  
 হুহিলে তোমরা অন্ন দর্শনীর ঘর !  
 বজ্রেতে ঘাতিলে দনুয়া,      প্রকাশ করিলে জ্যোতি,  
 সুবিস্তীর্ণ নেতৃদয় তোমরা উভয় ॥২১॥  
 আধর্ষণ দধীচিকে (৩১)      ছিন্নমস্ত করি তথা  
 অশ্বশির, অশ্বদয় ! করিলে বোজন ।  
 তিনিও দিলেন শিক্ষা      তৃষ্টলক মধুবিদ্যা  
 হয়েছিল বাহা অপিকক্ষ্যের মতন (৩৩) ॥২২॥

(২৯) ১১৬।১ একের টীকা দেখ ।

(৩০) মূলে “আর্ধ্যায় মনুষ্যায়” আছে । সারণ অর্থ করিয়াছেন  
 বিদ্যান্ মনুষ্যকে । কিন্তু রমেশ বাবু এবং Wilson প্রকৃতি পান্ডিত্য  
 পণ্ডিতগণ দনু্য বিরোধী আর্ধ্য সম্প্রদায়ের লোক অর্থ করিয়াছেন ।

(৩১) ১১৬।১২ একের টীকা দেখ ।

(৩২) মূলে অপিকক্ষ্য আছে । সারণ অর্থ করিয়াছেন “ছিন্নস্ত  
 বজ্রশিরসঃ কক্ষপ্রবেশেন পুনঃ সন্ধানতুতং এবর্গ্যবিদ্যাধ্যায় ব্রহ্মণ্য” ।  
 কিন্তু এবর্গ্যবিদ্যার কথা মূলে এ একেও নাই, ১১৬ সুক্তের ১২  
 একেও নাই । Wilson অর্থ করিয়াছেন “Ligature of the waist”.



হে কবিশুগল ! বাচি সদা তোমাদের কৃপা

অমর সৰ্বল কৰ্ম রক্ষ অশিষয়।

দাও আমাদিগে ধন মহৎ অগত্যোপেক্ষ

প্রাণসমর উপযুক্ত মাগত্যা উত্তর ॥ ২০ ॥

হিরণ্যহস্ত নামক দিলে পুত্র (৩৩) দানশীল

তোমরা বঞ্চিতকীকে হে অশিষয় !

ত্রিবাছির ছিলো শ্রাব (৩৪) তাঁহাকে হে অশিষয় !

উজ্জীবন করেছিলে দয়ার কেবল ॥ ২৪ ॥

এই সব বীর কৰ্ম তোমাদের পুরাতন

বলেছেন মানবেরা (৩৫) ওহে অশিষয় !

আমরাও প্রজ্ঞা করি তোমাদের বৃষাধর !

ঈশুত্রক যজ্ঞমন্ত্র বলি সমুদর ॥ ২৫ ॥

(৩৩) ১১৩।৩৪ ধকের টাকা দেখ।

(৩৪) অল্পত কর্তৃক তিন ভাগে বিভক্ত শ্রাব কবিকে যুক্ত করিয়া ভুলিয়াছিলেন (সারণ)।

(৩৫) "আরবেঃ সমুদ্রাঃ সমীরাঃ শিখাধরঃ" (সারণ)



১২৬ সূক্ত ।

১—৫ ককীবান্ ঋষি । রাজা ভাবযব্যোর উপলক্ষে ।  
 ৬ ভাবযব্য ঋষি । তাঁহার জ্যৈষ্ঠ লোমশার উপলক্ষে ।  
 ৭ লোমশা ঋষি । তাঁহার স্বামীর উপলক্ষে ।  
 নিজ বুদ্ধি বলে আমি বহু স্তোম সম্পাদন  
 করি সিদ্ধুবাণী ভাবযব্যোর (১) নিমিত্ত ।  
 মদর্থে অতুর্ভ রাজা (২) কীর্তিলাভ কামনার  
 করেছেন সহস্র সবন (৩) অমুষ্ঠিত ॥ ১ ॥

আমাকে বলিবা মাত্র গ্রহণ করিহু আমি  
 সে অমুর রাজার নিকটে নিক (৪) শত ।  
 অশ্ব-শতক প্রবৃত্ত গেহু বলীবর্দ শত,  
 স্বর্গেতে রাজার কীর্তি হইবে অক্ষত ॥ ২ ॥

স্বনয়-প্রদত্ত (৫) শ্যাব বধুমন্ত দশরথ  
 আমার নিকটে গরে হ'ল উপস্থিত ।  
 এল সহস্রক বাটি গাভী, গেছে ককীবান্  
 পরদিন পিতাকে করিলা সমর্পিত ॥ ৩ ॥

---

(১) ভাবযব্য সিদ্ধুপ্রদেশের রাজা । (২) অতুর্ভ অহিংসিত ।  
 (৩) সবন সোমবাগ । (৪) মূলোক্ত "নিক" শব্দই আছে; নিক  
 একপ্রকার মুক্তা । কিন্তু সারণ অর্থ করিয়াছেন আভরণ বা সুবর্ণ ।



সহস্র গাতীর অগ্রে দশরথে সংযোজিত  
চল্লিশ তুরঙ্গ শোণ শ্রেণীতে চলিল।  
ভূষিত বর্ণাভরণে মদপ্রাবী অধরণে  
তার প্রভাগবে (৬) পথে যাজিতে লাগিল ॥৪॥

সইরাহি তোমাদের জন্ত, পূর্বমত দান,—  
এগার অশ্বের রথ, গাতী বহু মূল্য।  
কীৰ্ত্তি-চেষ্টা, পঞ্জগণ (৭) করুক শকটবানু,  
বহুগণ ! অমুরক্ত হয়ে বিশৃঙ্খল্য ॥ ৫ ॥

মিলিত হইয়া কিবা হয়ে সম্মিলিত।  
কশিকার (৮) মত্ত যিনি করেন রমণ।  
দিলেন আমাকে যিনি রেতঃ সম্বিভা  
শত শত বার কত ভোগ্য আলিঙ্গন ॥ ৬ ॥

(৫) বলর, ভাবরথের অন্তর্ভাব। (৬) প্রভাগণ অমুরগণ।

(৭) পঞ্জগণ অধিরোগণ। বিশৃঙ্খল্য প্রভাগণ বৈষ্ণব গুরুগণ অমুরক্ত হইয়া চেষ্টা করে, সেইরূপ অধিরোগণ শকটবানু হইয়া গুরুগণ অমুরক্তভাবে কীৰ্ত্তিলাভের চেষ্টা করুক।

(৮) কশিকার মকুলী।



আশাকে করহ স্পর্শ আসিরা নিকটে  
 মনে করিওনা মম লোম অন্ন হয় ।  
 যেমন পাকারী মেঘী পূর্ণ-অন্না বটে  
 যেসেবা আশাকে জান তেমন নিশ্চয় ॥ ৭ ॥

১৩৪ সূক্ত ।

বায়ু দেবতা । দিবোদাসের পুত্র পরুচ্ছেপ ঋষি ।

করুক হে বায়ু ! তোমা আনিয়ন  
 হরিত বলিত তুরঙ্গমগণ,  
 করিবারে যজ্ঞে অগ্নের গ্রহণ,  
 সূর্য পানানায় সোমপানানায় ।

তোমার মনের মত হউক এ ভারতী ;  
 সত্য সন্মুখতা—বাহে করি তব স্তুতি ;  
 নিযুৎ যোজিত রথেতে চড়িয়া,  
 যজ্ঞের হবিষ্য উদ্দেশ্য করিয়া ।

এস, আশাদিগে ইষ্টপানানায় ॥ ১ ॥



এমত করক (১) উজ্জল বাদক

তোমা ইন্দুসব হৃদ উৎপাদক,

কণ পৰিভ্রমেতে প্রস্তুত সনাক্,

গিরে অভিসুখে হরে মত্তে হুরদান্ ।

তাই বত নিবুৎ (১) তোমাকে বজ্র পাণে

আনিবারে বাইতেছে মিলিয়া সকলে,

সুকর্ণ কুশল, নিত্য সহচর,

তোমারি উৎসাহে সোৎসাহ অন্তর ;

করেন মানস ব্যক্ত যতেক ধীমান ॥২॥

যোড়েন সে বায়ু তুরঙ্গ লোহিত,

অকণ তুরঙ্গ করেন যোজিত,

অজিরাখে (২) তথা রঞ্জেতে বরিত

ধুরির বহনে দৃঢ় ধুরির বহিনী ।

প্রাক্ত বজ্রমানে কর প্রবেশিত,

জাহ্নবী নিম্নিতাকে করে অগরিত ;

(১) নিবুৎ বায়ু, সন্দের মান ।

(২) “অজিরা অজিরো গমন শীলো বর্ণাধিপেব বৃত্তো” সারণী



প্রকাশ করহ আকাশ পৃথিবী,

স্থাপন করহ আনি উষা ঘেরী,

উষাকে স্থাপন কর হব্যের গ্রহণে ॥৩॥

তুচ্চি উষা গবে অতি দূর দেশে

গৃহ আচ্ছাদক রশ্মি সমাবেশে

পাতেন তোমার অস্ত্র ভদ্রবাসে,—

কিবা চিত্র বাসে, বারো ! নবরশ্মিকালে ।

সুখা নিগ্যান্ধিনী বস্ত গাভীগণ,

তব অন্য বস্তু করেন দোহন ;

মরুত সকলে তুমি জন্মাইলে

অস্ত্ররীক্ষে হ'তে হেথার আনিলে,

উৎপাদন করিবারে নদী বুড়ি জলে ॥৪॥

তব অস্ত্র তব আনন্দ কারণ,

দীপ্ত, তুচ্চি, উগ্র, অতিপ্রবহণ,—

আহ্বানীর অগ্নি নিকটে গমন

করিতেছে সৌম, বারো ! মেধাকাজল করি ।

পূজে তোমা বজমান ভীত কীণ কার

তব্বর বাহাতে সব অস্ত্র পলায় ;

(৩) বুলে "অনুর্বাণ" আছে। The fear of evil spirits.  
Wilson.



তুত জাত হ'তে হয় বত তর  
রক্ষ তাহা হতে আনা সমুদর,  
ধর্ম হেতু, অহুধ্য (৩) হইতে তর হয়ি । ৫৭

তব পূর্বে কেহ নাহি করে পান,  
পানের সময়ে তব আদ্য হান,  
অন্তেব অগ্রেতে কর সোমপান,  
অভিযুত সোম, বারো ! করহ গ্রহণ ।

বিবর্জিত-পাণ দ্বারা আর সোমবান্  
হেন বিশ্গণ-সোম কর তুমি পান ;  
তোমার অভ্যেতে করয়ে দোহন  
হুগ্ন দেখু সবে, করয়ে অর্পণ  
তোমার অভ্যেতে হুত বত দেখুগণ । ৬৭

১৫৮ সূক্ত ।

অশ্বিনয় দেবতা উচ্যোয় পুত্র দীর্ঘতম্য ঋষি।

বহু, রক্ষ, পুরজানী, তবেবর্জমান উতে  
পুজিতে অতীষ্টবর্ষিহু ! দাত কাম্য কল ।



উচ্যো প্রার্থয়ে ধনং হস্তধরঃ তোমাদিগে (১)

কেহ ত আশ্রয় চেয়ে না হয় বিকল ॥ ১৪ ॥

তোমাদের স্তুতির কে পারে করিতে দান

বেদিপদে বাহা দিতে করহ মনন ।

পুরাইতে বাঞ্ছা যেন হইয়া কৃতলংকর

পুষ্টিকরী, শঙ্ককরী দাতা দেখুগণ ॥ ২৪ ॥

তোমাদের যুক্ত পের (২) হয়েছিল সংস্থাপিত

বলেতে তোঁদের লভ্য অর্ঘ্য তিতরে ।

তোমাদের কৃপা লভি হইব চুঃখের পার

শীত্ৰগামী অবে জরী বধা করে যবে ॥ ৩ ॥

উচ্যো কক্কক রক্ষা তোমাদের উপজ্জতি (৩)

নাহি যেন ক্লশ করে দিবস রজনী ।

(১) এই মন্ত্রে অধিষ্ঠারকে বহু ও রক্ত বলা হইয়াছে। সারণ বহু অর্থে বাসনিতা ও ধনবান্ হই অর্ঘ্যই করিয়াছেন। রবেশ বাবু অর্ঘ্য করিয়াছেন দিবাসপ্রদ। রক্ত শব্দেরও হই অর্ঘ্যই সারণে দুই হয়, পাপনাশক ও ভয়কর শঙ্ককরী।

(২) অব্যক্ত পারদমর্য। ১১০ স্কন্ধের ৩৭৬তম শ্লোকে দেখ।

(৩) সমুখে উপস্থিত হইয়া যে জতি করা হইয়াছে (সারণ)।



দশ বার প্রজলিত অনলে না দহে বেন,  
তবাপ্রিত বন্ধ হয়ে লোটায় ধরণী (৪) ॥ ৪ ॥

মাতৃ সমা নদী সব না গিলে আমার বেন  
কেলেছে দাসেরা নিয়ে কুজাদি আমারে ।  
এই মন শিরচ্ছেদ করেছে ত্রৈতন দাস  
স্বয়ং সে হেনেছে বন্ধঃ অংসবর পরে (৫) ॥৫॥

(৪) এই বাক্য সম্বন্ধে সারণ বে আখ্যায়িকা দিয়াছেন, তাহা আমি রমেশ বাবুর ভাবার উদ্ধৃত করিতেছি। “অরাজীর্ণ অন্নাক, সমতা পুত্র দীর্ঘতমাকে সিন্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া গর্ভদাসেরা অগ্নিতে নিক্ষেপ করে। দীর্ঘতমার শুবে তুট হইয়া অবিদ্যর তাঁহাকে রক্ষা করেন। গর্ভদাসেরা পরে তাঁহাকে জলে নিক্ষেপ করিল, অবিদ্যর জল হইতেও তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। তখন ত্রৈতন নামক এক দাস তাঁহার মৃতক ও বন্ধঃ ছেদন করিল, তাহাতেও অবিদ্যর তাঁহাকে রক্ষা করিলেন।

(৫) মূলে “দাস” শব্দের ব্যবহার আছে, যেমন অস্ত্র, তেমন এই বাক্যেও দাস অনার্থ্য বস্তু অর্থে ব্যবহৃত হইরাছে, সন্দেহ নাই। ত্রৈতন সম্বন্ধে ৫২ সূক্তের ৫৬কের টীকা দেখ। শৌনক বলেন ব্যাস, বৃক, তদ্বাদির উপাস্য হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত এই পঞ্চদশ বাক্য রচনা কর্তব্য।



বশম যুগেতে জীর্ণবান্ দীর্ঘতম ।

কর্মাধার পক্ষে তিনি সারথি ও ব্রহ্মা (৬) ॥ ৬ ॥

১৬৩ সূক্ত ।

অথ দেবতা । উচ্যেত্ব্যর অপত্য-দীর্ঘতমা ঋষি ।

পুরায়ে কামনা সব

প্রথমে হরে উক্তব

সমুদ্র (১) হইতে শব্দ করিলে হ্রেষণ ।

পক্ষ, শ্যোনপক্ষ প্রায়

বাহু হরিণের ভার

তব জগ্ন স্ততি-যোগ্য, মহৎ অর্কন (২) ॥ ১ ॥

আততায়িনমারভঃ সৃষ্টে। ব্যাভ্র মথব্ধকঃ ।

সমাপরমিতি অপং তেভ্য এব প্রমুচ্যতে ।

ত্রিরাত্রোপবিতো রাত্রৌ অপেদাহুর্ধ্বানর্শনাং ।

আরুত্য এবতঃ সূর্য্য যুগতিষ্ঠেদ্বিবাকরঃ ।

পত্ততি তস্মরা বৈনত্বাভে পাপবুদ্ধয়ঃ ।

একঃ শতানি ত্রায়েত তস্ময়েত্যশ্বন পথি ।

(৬) রমেশ বাবু অর্থ করিয়াছেন নেতা । সারণ অর্থ করিয়াছেন  
“ব্রহ্ম সমুদ্রঃ পরিবৃত্তো ভবতি” ।

(১) সারণ সমুদ্র অর্থে অন্তরীক্ষ ও সমুদ্র দুই করিয়াছেন ।

(২) অর্কন হে অশ্ব ।



এ অর্ধেক বসন্তে                      রথে বুদ্ধিলেন দ্বিত

প্রথমেই তত্পরি ইচ্ছা আরোহিণী।

গুরুর্বাধরি বশনা                      করিলা রথচালনা

সূর্য্য হ'তে সে অর্ধেক বহুলা পৃথিলা ॥ ২ ॥

তুমি অশ্ব বস হও                      তুমি কি আদিত্য নও

গৃহব্রত বলে তুমি দ্বিত হে অর্কন।

সোমের সহিত যুক্ত                      আছে এই কথা ব্যক্ত

বরণে তোমার আছে তিনটা বন্ধন ॥ ৩ ॥

আছে বর্গে দ্বিবন্ধন                      জলে তিন হে অর্কন,

সদুজ্জ্বল জিবন্ধন আছেরে তোমার।

বরণ তুমি, আবার                      পরম অশ্ব কোথার

তোমার বলিছ, বাহা বলে এ সংগার (৩) ॥ ৪ ॥

দেখিয়াছি হে বাজিন্                      এ তব বার্কন-হানি

বজ্র ভোক্তা তোমার শকর হানি এই।

(৩) বর্গে তিন বন্ধন বহুলা, আদিত্য ও হুঃহান ; জলে অর্ধাৎ পৃথিবীতে তিন বন্ধন অশ্ব, হানি, বীজ ; সদুজ্জ্বল অর্ধাৎ অস্তরীক্ষে তিন বন্ধন সোম, বিদ্যাত্ত্ব ও তনিত। বরণানি উৎসর্গি কার্য্যানি সারণ।



এখানি প্রশনা তর করে বজ্র সুবিধান . . .

দেখেছি ত্রাহাণ্ড, হর কলপ্রদা যেই ॥ ৫ ॥

দূর হতেই মানসেতে পেরেছি তোমা চিনিতে

নির হৃদে অন্তরীক্ষে উঠিছ তাকরে ।

অরেণু স্তম্ভম পথে . . . দেখেছি শির উঠিতে

তোমার হে অশ্ববর! ক্রমশঃ উপরে ॥ ৬ ॥

তোমার উৎকৃষ্ট রূপ আমি দেখিতেছি হেথা

অনার্যে পৃথিবী-পদে চারিদিকে আসে ।

আসিলেই কাছে লোক লয়ে তব ভোগ শুধা,

খাও সে ওষধি তুমি অত্যাৎকৃষ্ট গ্রহিন ॥ ৭ ॥

ভব অস্থ রথ চলে গো মর্ত্য চলে সকলে \*

স্বা-লৌভাগ্য তব অস্থ করয়ে গমন ।

ক্রবাস্তু কহি রমন . . . সখ্য লভ্যে ত্রাহাণ্ডপন (৪)

দেবগণ তব বীরা কবেন কীর্তন ॥ ৮ ॥

(৪) মূল "ত্রাহাণ্ড" শব্দ আছে । 'ত্রাহাণ্ডে ত্রাহাণ্ডঃ সন্ধ্যাকৃতঃ' ইত্যে অসংখ্যঃ বস্তুনি দেবগণা ইতি সংগ্ৰহঃ । অর্থাৎ সন্ধ্যাকৃত অসংখ্য বস্তু বা বহু আদি অসংখ্য দেবগণকে ত্রাহ বলা হইয়াছে ।



শূন্য-বার হিতধরঃ (৫) : অরঃ শব্দ শুভট্ট

মনোজব ইত্য-বার কাহে কুচ্ছ (৬) ছিল।

বার অদ্য (৭) ব্যব্যশনে : সমাগত লেনগণে—

ইত্যই প্রথমে ঘেরে তাহে আরোহিতা ॥ ৯ ॥

সংলগ্ন সমাধি স্থান : নিবিড় অশ্বন-দেব

বিজ্ঞপ্তি শূন্যের স্তম্ভ দিয়া ক্ষুণ্ণগামী ।

শ্রেণীবদ্ধ করে চলে : বধ্য হংস সমাবেশ

স্বর্গপথে অশ্বগণ বদা অভিগামী ॥ ১০ ॥

শরীর তব অর্কনু : করয়ে শীঘ্র গমন

চিহ্নে তব বাসুবৎ করয়ে গমন ।

তোমার কেশর চর : নানা ভাবে স্থিত রর

অরণ্যে বহুল স্থানে করে বিচরণ ॥ ১১ ॥

এই ক্ষুণ্ণ গামী হরি : দেবাগস্ত চিহ্নে করি

ধ্যান, বাইভেছে স্বীয় বিশৃঙ্খল স্থানে (৮) ।

(৫) মূল-ই "হিতধর শূন্য" শব্দ আছে। "উত্তরতমিরকঃ হৃদয়-  
রমণ শূন্যস্থানীয় শিরোমহোবা" মারণ।

(৬) মূল- "অরঃ" শব্দ আছে। অর্থ নিকট।

(৭) মূল- "অদ্য" আছে। "অদ্যনযোগ্য" মারণ।

(৮) বধ্য স্থানে।



পুরো ভাগে বহুভূত                      হইতেহে অজ নীত  
পাছে পাছে চলিছেন তোতা কবিগণে ॥ ১২ ॥

পাইতে পিতা মাতার                      উৎকৃষ্ট সখ্যে (৯)হার !  
এই ক্রতগামী অশ্ব করিছে গমন ।  
অদ্য হরে ঐতি অতি                      দেবগণে কর গতি  
অশ্ব ! দাতা পান যেন বরণীয় ধন ॥

১৮২ সূক্ত ।

অশ্বিষয় দেবতা । অগস্ত্য ঋষি ।

বোধ হইতেহে হেন                      অশ্বিষয় রথ যেন  
অভিষ্টে বর্ষণ অস্ত্র হেথা উপস্থিত ।  
অগ্রে গিরা তাহাদিগে কর আনোদিত ॥  
কর্মকর্তা স্মৃতিয়                      উপযুক্ত স্মৃতিয়  
বিশ্বলার উপকার তাঁরা করিলেন ।  
বর্গ নষ্টা শুচিত্ত তঁাহারা করেন ॥ ১ ॥

---

(৯) মূলে “পরমং সখ্যং” আছে । পরম উৎকৃষ্ট এবং সখ্য  
একত্রে নিবাসযোগ্য হান (সারণ) ।



জ্ঞতি-যোগ্য ইত্থতম শ্রুতবানী মনুজম

উৎকৃষ্ট কর্মের বর্তা তোমরা উত্তর।

রথবান্ রথীতম তোমরা নিশ্চয় ॥

তোমরা কর বহন

মধুতে করি পূরণ

সর্বত্র সন্নকরথ, এস হে তাহার।

হে অশ্বিযুগল এই হব্য প্রদাতার ॥ ২ ॥

কি কর হেথা উত্তর

কেন আহ দ্রব্ধর

হব্য শ্রুত বেই ব্যক্তি হয়েছে পূজিত।

কর তাকে তোমরা সত্তর পরাজিত ॥

পণির হরহ প্রাণ

আমাকে করহ দান

জ্যোতি, আমি বিপ্র, করি জ্ঞতি অতিলাব।

কর মম প্রতি এই দয়ার প্রকাশ ॥ ৩ ॥

স্বগদৃশ শত্রু করি

সম্মুখে আসে বে অরি

অশ্বিঘর ! তাহাদিগে বিনাশ করহ।

জান, তাই যুদ্ধার্থীকে সংগ্রামে বধহ ॥

তোতা বত করে জ্ঞতি

কর তাহা রত্নবতী

প্রত্যেক বাক্যেতে বেন ফলরে সুফল।

মম স্তব রক্ষা কর, নাসত্য যুগল (১) ॥৪॥

(১) ৩য় ও ৪র্থ ঋকে যজুর্বিষেবী কুরুনের জ্ঞান শব্দকারী  
অনার্য জাতির কথা বলা হইয়াছে।



ভোমরা ভোঁগের ভরে করিলে সে কিছু'পরে  
দৃঢ় পক্ষযুক্ত সেই প্লবের সৃজন ।

অখিঘর ! তোমাদের উদ্ধার শোভন ॥

অনুগ্রহ করি যার তুলিয়া আনিলে তাঁর  
দেবগণ মধ্যে আনি করিলে স্থাপন ।  
মহাজল হতে তাঁকে করি উত্তোলন ॥৫৥

জল মধ্যে অধোমুখে নিপতিত সে উগ্রকে  
অককার মধ্যে কত কষ্ট পেতে হ'ল ।

অবলম্ব মাত্র তাঁর কিছু নাহি ছিল ॥

তখন সে অখিঘর স্বীয় তারি চতুর্দর

ভলের অঁঠর মধ্যে প্রেরণ করিল ।

তাহাতেই ভোঁগ আসি পারেতে পৌঁছিল ॥৬

কি সে বৃক্ষ (২) জল মাঝে নিষ্টিত (৩) বাহা বিরাজে

ব্যগ্র হয়ে ভোঁগে বাহা কৈলা আলিঙ্গন ।

আলিঙ্গন করে যথা যুগ ভীত মন ॥

(২) সারণ বলেন বৃক্ষ অর্থে রথ বুঝিতে হইবে । “বৃক্ষবিকারে  
প্রকৃতি শয়” ।

(৩) নিষ্টিত নিশ্চল ।



পর্ণাবলী আলম্বনে                      হিংসকের ভয়ে বনে,  
 উদ্ধারিলে অশ্বিদ্বয় ! তৌগ্রকে এমন ।  
 অগৎ করিছে তব কীর্তির ঘোষণ ॥৭  
 হে নর নাসত্য ছর !                      মনেতে করি আশ্রয়  
 তোমানিগে যেই সব করা হয় শুভ ।  
 অনুগ্রহে গ্রহণ করহ তাহা সব ॥  
 অন্য অশ্বদমুষ্ঠিত                      এই সোম-বাগে প্রীত  
 হও অশ্বিদ্বয় ! মোরা লভি অন্নবল ।  
 দীর্ঘ আয়ু লাভ করি আমরা সকল ॥ ৮



১৮৭ হুক্ত ।

পিতৃ (১) দেবতা । অগস্ত্য ঋষি ।

স্তব করিতেছি আমি হয়ে স্বরাষিত

বলদ খারক মহা পিতৃ দেবতার ;

ঠাহার প্রভাবে পক্ষি ছেদ করি দ্রিত

বিমর্দিত করিলেন বৃদ্ধ হুয়াস্মার । ১

মধুর স্নানাহ পিতো আমরা তোমার

সেবিতেছি রক্ষা কর আমা সবাচার । ২

এসহ নিকটে হে পিতৃ মঙ্গলময়,

শিবময় আশ্রয় প্রদানে সুখী কর ;

(১) পিতৃ-অন্ন । "পিতৃং পালকং অন্নং" সায়ণ ।

শোনক বলেন—পিতৃং নিত্যাগতিষ্ঠেত নিত্যমন্নমুপস্থিতং ।

পূজয়েদন্নং নিত্যং ভুংকীদাদবিকুৎসয়ন্ ॥১

নাস্ত্যাদন্নজোব্যাদিবিষমণ্যমুত্তং ভবেৎ ।

বিষক গিহৈতৎসুতং অপেৎ বিবিধানাশনং ॥২

নাবাগ্যতস্ত ভূজীত নাশুচিন্ভুগুপিতং ।

দদ্যাচ্চ পূজয়েচ্চৈব জুহ্বাচ্চ হবিঃসদা ॥৩

সুতং নাস্তিকিকিংস্তান্নান্নজংব্যাদিমাধুমাৎ । ইতি"



তব রস যেন আমাদের গ্রিহ হয়,  
তুমি সখা অধিতীয় হও সুধকর। ৩  
অন্তরীক্ষে বধা যাত হে পিতো তেমন,  
আছে তব রস ব্যোমে এ বিশ্বভুবন। ৪

স্বাহুতম পিতো ! তব প্রার্থনা সাহারা  
করে, ভোক্তা হয় পিতো ! তোমার তাহার্য ;  
তব অহুগ্রহে দান, করয়ে তোমার,  
তব রসাস্বাদী চলে উন্নত গ্রীবার। ৫

করেছেন নিহিত তোমাতে দেবগণ  
ওহে পিতো ! তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় মন ;  
তব চারু প্রজ্ঞা বলে আশ্রয়ে তোমার  
করেছেন পিতো ! তাঁরা অহির সংহার। ৬

পর্জ্বত হইতে বদা করে আগমন  
প্রসিদ্ধ উদক সব হে পিতো তখন,  
ভালমতে আমাদের ভোজনের হেতু  
সম্মিহিত হও তুমি হে মধুর পিতৃ ! ৭

অলৌষধি করিতেছি বধন ভক্ষিত,  
অন্তেষ শরীর ! তুমি হও আপ্যায়িত ! ৮



সোম ! গব্য বধ্য বধা করিছি ভঙ্কিত,  
অতেব শরীর ! তুমি হও আপ্যায়িত । ৯

করন্তু ওষধি ! তুমি হোলা বিধায়ক  
রোগ নিবারক তুমি হৈন্দ্ৰিয়োকীপক,  
করিতেছি সে ওষধি যখন সেবিত  
অতেব শরীর ! তুমি হও আপ্যায়িত (১) । ১০

আমরা হে পিতো তোমা-হ'তে স্তুতি স্তবে,  
ধেনু হতে গব্য বধা, হব্য লব সবে ;  
এই রস দেবগণে করিবে মাদিত,  
মোদিগেও করিবেক অতীব হর্ষিত । ১১

(১) ৮৯:১০ ঋকের শেষে “বাতাপে গীব ইদভব” আছে।  
রমেশ বাবু অর্থ করিয়াছেন “হে শরীর। তুমি স্থল হও।” সায়ণ  
অর্থ করিয়াছেন “হে শরীর তুং গীব ইং আপ্যায়িত এব ভব” ।



## দ্বিতীয় মণ্ডল ।

২ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা । সৃৎসমদ ঋষি ।

জাতবেদা অগ্নিদেবে যজ্ঞে কর সম্বর্দ্ধিত,  
হবি দ্বারা বজ্র তাঁকে বাক্যে অতি বিস্তারিত ;  
উদ্দীপ্ত সমিধ্যমান তিনি দেব স্বর্গনেতা,  
তাঁহার অগ্ন শোভন, তিনি হোতা বলদাতা । ১

ধেহুগণ গোষ্ঠে বৎসে আকাজ্জক করে বেমন  
হে অগ্নে ! তোমাকে করে তথা রাত্রি উবাগণ ;  
লংঘত হইরে তুমি ছালোকের জ্বার ব্যাপ্ত  
লকল মানব যজ্ঞে (১), রাত্রিতেও আহ দীপ্ত । ২

স্থাপিলেন দেবগণ অগ্নতের মূল দেশে  
অন্নর্শন সে অগ্নিকে দ্বাবা পৃথিবীর ভ্রীশে ;—

---

(১) মূলে "মাহুবা যুগা" আছে । মাহুবা মাহুবাণাং বজ্রমানাং  
সম্বর্দ্ধীনি যুগাযুগানি যুগশব্দঃ কালোপলক্ষকঃ প্রাচরাহি সমনানি  
সর্বৈবু সবনেহু' গায়ত্রী ।



রথবৎ বেদিতব্য্য দীপ্ত মিত্রবৎ দেবে  
যজ্ঞভূমে যাঁকে সবে প্রশংসার বাক্যে সেবে । ৩

জলের সেচনকারী, কৃচির চক্ষের জ্বার  
রাখিলেন বেদি'পরে তাঁরে স্বযজ্ঞ শালায় ;  
শিখাতে হ্যালোকগামী সবে করি সচেতন,  
জলবৎ পাতা ব্যাপ্ত হ্যাপৃথীতে অমুকণ । ৪

করুন সমস্ত যজ্ঞ ব্যাপ্ত তিনি হোতা হয়ে,  
লোকে তাঁকে অলঙ্কৃত করে হব্য বাক্যচরে ;  
হিরিশিপ্র (২) বর্জমানা ওবধির মাঝে জলে,  
করেন হ্যাপৃথী দীপ্ত তারা বধা নভস্তলে । ৫

আমাদের স্বত্তি জন্ত দিগে ধন বর্জমান  
প্রজলিত হয়ে সমাকৃ হও তুমি দীপ্যমান,  
আমাদিগে ফল-প্রদ কর দ্যাবা পৃথিবীতে,  
হে অগ্নে মাহুযীহব্য নীত হ'ক দেবশ্রীতে । ৬

দাঁও অগ্নে ! বহুধন, সহস্র পুত্রাদি আর,  
কীর্ত্তি জন্ত দাঁও অগ্ন, অগ্ন জন্ত খোল দার ;



ব্রহ্ম (৩) দ্বারা অনুকূল কর দান পৃথিবীকে  
স্বর্ণতুল্য উবাগণ দীপ্ত করিছে তোমাকে । ৭

রমণীয় উবা কালে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে  
শোভেন সূর্য্যের মত সমুজ্জ্বল ভেজোময়ে ;  
বজ্রোপেত,—মামুষের স্তোত্রে হয়ে তুঙ্গমান  
আগত অতিথি চাক্ৰে বিন্ধ্য মধ্যে রাজমান । ৮

বৃহৎ দেবতাগণ মধ্যে অগ্নি পূর্বে স্থিত,  
আমাদের স্তুতি তোমা করিতেছে আপ্যায়িত ;  
আপনা আপনি হ'তে বধা ধেনু হৃদ্ববতী,  
বাজিক স্তোতার ধন দেয় বহু এই স্তুতি । ৯

অথ বা ব্রহ্মের (৪) ভেজে আমরা সকলে অগ্নি !  
সবীর্ঘ্য করিব অতিক্রম সর্ষজনগণে ;

(৩) মূলে "ব্রহ্মণা" শব্দ আছে; অনুবাদেও তাহাই থাকিল।  
"ব্রহ্মণা পরিবৃক্ষেন কর্মণা" সাধারণ। "উৎকৃষ্ট বজ্রদ্বারা" রবেন।

(৪) "ব্রহ্মণা" শব্দ মূলে আছে। "অগ্নেন" সাধারণ। ব্রহ্মণ্যের  
অর্থ তব। সে অর্থও অসম্ভব নয়।



প্রভূত, হুপ্রাণ্য অতি আমাদের ধনরাশি,  
দীপ্যমান হইবেক পঞ্চ কুণ্ডিকে (৫) উদ্ভাসি । ২০

শক্রজয়ী স্তব-যোগ্য অগ্নিদেব ! তুমি স্তব  
তোমাকেই করে স্তব সূক্তাত এ স্তোতা সব ;  
ঔরস পুত্রের জন্ত হবিযুক্ত যজমান  
বাঁহাকে অর্চনা করে যজ্ঞালয়ে দীপ্যমান । ১১

ওহে জাতবেদা অগ্নি ! উভয়ে স্তোতা ও সুরি (৬)  
আমরা তোমারি হব, সুখলাভ আশা করি ;  
আমাদের বাস-হেতু হ্লাদকর অতিশয়  
নাও তুমি বহু প্রজা স্পৃহাদি ধনচর । ১২

যে সকল সুরি উৎসর্গ করেন স্তোতৃগণে  
গো-প্রহুধ অশ্বরূপে গণ্য (৭) নানাবিধ ধনে,  
তাহাদিগে আমাদেরিগে লয়ে চল শ্রেষ্ঠ স্থানে,  
পুত্রাদি সহিত থাকি যজ্ঞে মগ্ন উচ্চারণে । ১৩

(৫) কুব বাতু কর্ণণে পঞ্চকুণ্ডি অর্থে পাঁচটি কর্ণিত জনপদ ।

(৬) সুরি মেধাবী যজমান ।

(৭) মূল অর্থপেশসং আছে । “অথেন নিরূপণীরঃ” সারণ ।



২৩ সূক্ত ।

ব্রহ্মণস্পতি দেবতা । গৃৎসমদ ঋষি ।

গণ মধ্যে গণপতি                      কবি মধ্যে কবি অতি  
হে ব্রহ্মণস্পতে ! অগ্ন শ্রেষ্ঠতম তব ।  
জ্যেষ্ঠগণ রাজা তুমি                      ময় সমূহের স্বামী  
পাল এসে যজ্ঞে বসে শুনি সব স্তব ॥ ১

হে অসূর্য্য (১) জ্ঞানবান                      জেবগণ প্রাপ্তবান্  
হয়েছেন তব যজ্ঞ-ভাগ বৃহস্পতি ।  
জ্যোতি দ্বারা সূর্য্য যথা                      সৃজেন কিরণ তথা  
তোমা দ্বারা হয় সব যজ্ঞের উৎপত্তি ॥ ২

দূর কর বৃহস্পতি                      তম ও নিন্দ সংহতি  
যজ্ঞের জ্যোতিক রথে কর অধিষ্ঠান ।  
সে রথ কি স্তরানক                      হিংসক রক্ষোনাশক  
মেঘ ভেদ করি করে স্বর্গের প্রদান ॥ ৩

(১) সারণ এখানে অসূর্য্য অর্থে অসুরহতা করিয়াছেন, কিন্তু ১।১৩৪।৫-কে ঐ শব্দে অসুরের ভর এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। আমরা এমন “অসূর্য্য” অবিকল রাখিলাম। রমেশ বাবুও তাহাই করিয়াছেন ।



যে দেয় হব্য তোমাকে      সৎপথে নেও তাহাকে  
 পাপে নাহি স্পর্শে তাকে রক্ষ বৃহস্পতি ।  
 যজ্ঞদেবি সস্তাপক      তুমি হে ক্রোধ হিংসক  
 মাহাত্ম্য এমন বহু আছয়ে তোমাতে ॥৪

কষ্ট দিতে নায়ে তাকে      তুমি রক্ষা কর থাকে  
 পাপ বা দূরিত কিম্বা অশান্তি সকলে ।  
 প্রবঞ্চনা করে বীর্য      তারেও না বঞ্চে তারি,  
 তাড়াও ব্রহ্মণস্পতে হিংসকের দলে ॥৫

তুমি গোপা বিচক্ষণ      কর পথ প্রদর্শন  
 করিতেছি স্তব, জন্তে তোমার ব্রতের ।  
 কোটিল্য মোদের প্রতি      যে করে হে বৃহস্পতি,  
 নাস্তক সত্ত্বর তাকে ছর্কু দ্বি নিজের ॥৬

যে গর্কিত সর্কগ্রাসী      মোদের সম্মুখে আসি  
 পাপশূন্ত আমাদিগে হিংসা করে মর্ত্য ।  
 সে যেন না থাকে পথে      দূর কর বৃহস্পতে !  
 যজ্ঞার্থে স্নগম কর আমাদেয় পথ ॥ ৭



পুত্রাদির পালয়িতা                      উপদ্রব পারয়িতা  
 আমাদের অধিবক্তা ডাকিহে তোমার ।  
 নাশ দেবনিন্দগণে                      হুর্কু ছিগণ কখনে  
 নাহি যেন বৃহস্পতি শ্রেষ্ঠমুখ পার ॥ ৮

বুদ্ধি গেয়ে তব দ্বারা                      ব্রহ্মণস্পতি আমরা  
 মানব হইতে যেন পাই ইষ্টধন ।  
 দূরের বা নিকটের                      শত্রু যেনা আমাদের  
 অতিতব করে, তারে করহ নিধন ॥ ৯

বরপ্রদ শুদ্ধমতি                      তোমা দ্বারা বৃহস্পতি  
 উৎকৃষ্ট ধনের লাভ আমরা করিব ।  
 করিবারে অতিতব                      যারা আসে তারা সব  
 জৈবর না হয়, তোমারে শ্রেষ্ঠত্ব লভিব ॥ ১০

যুবত ব্রহ্মণস্পতি                      তব দান শ্রেষ্ঠ অতি  
 বুঝে গিরে পরন্তপ শত্রু কর নাশ ।  
 তব পরাক্রম সত্য                      যারা উগ্র মদোন্মত্ত  
 দম তাহাদিগে, ছিন্ন কর ঋণপাশ ॥ ১১



অঙ্গের মনেতে করে হিংসা যেবা স্তোত্র করে  
 যে উগ্র আত্মাভিমানী চার বধিবারে ।  
 না স্পর্শে তাদের ঘেন অত্র, বৃহস্পতি ! হেন  
 কর, যেন পারি ছুট-ক্রোধ নাশিবারে ॥ ১২

রণে সবে ডাকে ঘাঁরে পূজা করে নমস্কারে  
 দেন বহু ধন যিনি প্রবেশিয়া রণে ।  
 করেন বিধ্বস্ত হত শত্রুসেনা রথ মত্ত  
 সেই আর্য্য বৃহস্পতি অতিদীপ্সীগণে (২) ॥ ১৩

সস্তাপিত রক্ষোগণে কর তীক্ষ্ণ প্রহরণে  
 নিম্নিল বাহারা তোমা জেনে পরাক্রান্ত ।  
 পূর্বেতে যে ছিল উকণা কর তাহা পুনর্বাক্ত  
 নিম্নগণে বৃহস্পতি কর পরিক্রান্ত ॥ ১৪

যজ্ঞে জাত বৃহস্পতি আর্ঘ্যে বাহা পূজে অতি  
 বাহা দীপ্ত তেজোযুক্ত হয়ে শোভা পায় ।  
 নিজ ভেজে দীপ্তিমান্ সে ধন করহ দান  
 সেই চিত্রধন দাও আমা সবাচার ॥ ১৫

(২) মূলে “অতিদীপ্ঃ” আছে। “অতিভবনে ইচ্ছাবতীঃ” সারণ ।



জোহকার্যে হরষিত      পর অন্ন আকাজিত

করে যাত্রা সেই রিপু চৌরগণ হাতে ।

হৃদে দেব নাহি মানে      সামন্ততি নাহি জানে

আমাদিগে অর্পণ না কর বৃহস্পতে ॥ ১৬

সকল ভুবন'পরি

ঘৃষ্টা তোমা শ্রেষ্ঠ করি

স্বজিলেন তাই সব সাম উচ্চারণক ।

আরন্তিলে মহাঋত

করিয়া ঋণ স্বীকৃত

শোধেন ব্রহ্মণস্পতি জোহ বিনাশক ॥ ১৭

তোমার শ্রীর নিমিত্ত

উন্মোচিত গিরিগাত্র

অঙ্গিরা আবৃত গাভী মোচিলে যখন ।

তখন হে বৃহস্পতে

যুক্ত হয়ে ইন্দ্রসাথে

বুত্রাবৃত জলের করিলে বিমোচন ॥ ১৮

বিষের নিরস্তা পতি

স্বকৃত করি অবগতি

হে ব্রহ্মণস্পতি প্রীত কর পুত্রগণে ।

দেবতা রক্ষেন যাকে

কি আশব হয় তাকে

ধাকিব সবীর যজ্ঞে প্রভূত স্তবনে ॥ ১৯

---

(৩) এই সূক্তে ৩ হইতে ১৭ বক পর্য্যন্ত অনার্য্য শত্রুর উল্লেখ দেখা যায়। সমুদয় সূক্তপাঠে বৃহস্পতি ও ব্রহ্মণস্পতি যে এক দেবতা, তাহাও বুঝা যায় ।



২৭ সূক্ত ।

আদিত্যগণ দেবতা । গৃৎসমদ বা  
তৎপুত্র কূর্ম্ম ঋষি ।

শোভন আদিত্যগণে স্বতন্ত্রাণী স্তবাপ্যে  
জুহু (১) দ্বারা করিতেছি সদা আবাহন ।  
ব্যাপক বরুণ মিত্র অর্ধ্যমাদি এসে অত্র  
ভগ, দক্ষ, অংশ সবে করুন শ্রবণ (২) ॥ ১

আমার এ স্তোত্র অদ্য অহিংসিত অনবদ্য  
সর্ব্বাঙ্কগ্রাহক, পুত্র, স্নাত বৃষ্টি জলে ।  
সমকর্ম্মা দীপ্যমান মিত্র বরুণার্য্যমান্  
করুন আগিষ্মা সেবা সদয়ে সকলে ॥ ২

(১) মূলে 'জুহু' আছে । 'জুহু' বাহ্যামিতৎ বাগিল্লিগেণ ।

(২) এই মন্ত্রে বরুণ, মিত্র, ভগ, অর্ধ্যমা, দক্ষ ও অংশ নামে ছয়  
আদিত্যের নাম পাওয়া যায় । ১।১১৪ সূক্তে এবং ১০।৭২ সূক্তে ৭জন  
আদিত্যের উল্লেখ আছে । শতপথব্রাহ্মণ ও পুরাণাদিতে ১২ জন  
আদিত্যের উল্লেখ আছে ।



আদিত্যগণ মহান্                      অদক্ গান্ধীৰ্য্য-বান্  
শত্রু দমনেচ্ছু বহুলোচন বিশিষ্ট ।  
হৃদে পশি পাপপুণ্য                      দেখেন তারা রাজত্ব  
দূরের বস্ত্রও তাঁহাদের সন্নিকট ॥ ৩

সে আদিত্যগণ দেব                      স্থাবর জঙ্গম সব  
স্থাপিরা ভুবন সব করেন পালন ।  
বহু যজ্ঞ সমন্বিত                      অশ্বৰ্য্য (৩) করি রক্ষিত  
সত্যবান্ তাঁরা ঋণ করেন মোচন ॥ ৪

আশ্রয় আদিত্যগণ                      লভিতে পারি যেমন  
তোমাদের, অর্থ্যামন্ তরে দাও মর (৪)  
তোমাদের অমুখাই                      হে মিত্র বরুণ তাই  
গর্ভ মত পরিহারি পাপ সমুদয় ॥ ৫

(৩) অশ্বৰ্য্য শব্দের তিন তিন হানে তিন তিন অর্থ দেওয়া হইয়াছে । এহলে সারণ বলেন, অহ অর্থে প্রাণ, তচ্চেতুভূত জল উপলব্ধিত হইয়াছে । আমরা মূলের শব্দই রাখিতেছি ।

(৪) মর শব্দের অর্থ মৃত্যু । মূলেও মর শব্দের ব্যবহার আছে । রমেশ বাবু অর্থ করিয়াছেন 'আশ্রয় মৃত্যু' ।



অৰ্য্যমা বরুণ মিত্র !                      কণ্টক রহিত বর্জ  
 সুগম সুন্দর তোমাদের অতিশয় ।  
 লয়ে যাও সেই পথে                      মিষ্টবাক্য বল তাতে  
 প্রদান করহ সুখ যা হয় অক্ষর ॥ ৬

অতিক্রমি হেৰিগণে                      লয়ে যাউন অস্ত্র স্থানে  
 রাজমাতা অদিতি, অৰ্য্যমা সুগ পথে ।  
 বহুবীর সমন্বিত                      হইয়া হিংসা রহিত  
 বরুণ মিত্রের সুখ লাভিব যেমতে ॥ ৭

- ত্রিভূমি ধারণ করি(৫)    তথা ত্রিছালোক ধরি(৬)
- যজ্ঞে ইহাদের আছে ব্রত ত্রিপ্রকার (৭) ।
- বেড়েছে ঋতে মৰ্হমা                      বরুণ মিত্র অৰ্য্যমা !  
                     হে আদিত্যগণ ! তাহা কিবা চমৎকার ॥ ৮

(৫) পৃথিবী, অস্থগীজ, বর্গ ।

(৬) মহালোক, জনলোক ও সত্যলোক অথবা অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য ।

(৭) যজ্ঞের সৰ্বনজ্ঞের অথবা আদিত্যগণের রসাদান, জলধারণ ও বৃষ্টিবর্ষণরূপ তিনটি কার্য্য । সারণ ।



ত্রিবিধ তেজোধারণ (৮) করিলা দিব্য রোচন

হিরণ্ময় দীপ্তিমান্ নাত সমুজ্জল।

অনিমিষ অনিদ্রিত

বহুস্তত অহিংসিত

সরল লোকের অন্ত আদিত্য সকল ॥ ৯

যেবা হয় দেব কিম্বা যেবা মর্ত্য হয়

অম্লর বরুণ ভূমি রাজা সকলের।

দেখিবারে দাও শত শারদ সময়,

পাই যেন আয়ু মোরা প্রাচীনগণের (৯) ॥ ১০ ॥

না জানি আদিত্যগণ! কি বা বাস কি দক্ষিণ

নাহি জানি পুরোভাগ অথবা পশ্চাৎ।

(৮) অগ্নি প্রভৃতি তিনটি তেজঃ। “The three bright heavenly regions for the sake of the upright man.” Wilson.

(৯) কষেদের ঋষিগণ এই স্থানে ও অন্তান্ত স্থানে একশত বৎসবই মনুষ্যের পরমানুর সীমা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সহস্র-বৎসরজীবী ঋষি ও সত্যযুগের লোক সবকে গৌরবগণিক উপাখ্যান ভুলি তখনও হুট হুট হয় নাই। (রমেশ)







উভে (১২) যুক্ত হয়ে তাঁর পূর্ণ করে কামনার  
ভাগ্যবান্ স্বর্গীয় জলেতে বৃদ্ধি পান ।

রণে শত্রু করি জয় লভেন বাস (১৩) উভয়  
উভয়দিক্ করে তাঁর মঙ্গল বিধান ॥১৫

বিদ্রোহীর জন্ত মারা, পাশ, শত্রু জন্ত বাহা,  
বাজ্যাদিত্যগণ ! তোমাদের সুবিস্তৃত ।

অশ্বারোহীর তার অতিক্রম করি তার  
মহাস্থখে বাস করি যেন অহিংসিত ॥১৬॥

ধনী কিম্বা দাতার নিকটে কদাচন  
জ্ঞাতির দারিদ্র্য যেন বলিতে না হয় ;  
থাকে যেন নিয়মিত ধন হে রাজন্ !

পারি যেন হে বরুণ যজ্ঞের সময়,  
বীরপুত্র পৌত্রগণে হয়ে সমবেত,  
তোমার প্রভূত স্তুতি করিতে নিয়ত ॥১৭॥

---

(১২) উভে দ্যাবাপৃথিবী (১৩) উভয় বাস আপনার বাসস্থান ও  
শত্রুর বাসস্থান । সারণ ।



২৯ সূক্ত ।

বিশ্বদেবগণ দেবতা । কূৰ্ম বা গৃৎসমদ ঋষি ।

ধৃতব্রতাদিত্যগণ !                      করহ দূরে ক্লেপণ  
 রহস্যর মত (১) আমি হ'তে আগ বৃত ।  
 হে মিত্র বরুণধর !                      ডাকি শুন অহুনর  
 তোমাদের ভদ্রকার্য্য আছি অবগত ॥১

তোমরা প্রমত্তি সবে (২)              তোমরাই হও বল,  
 পৃথক্ করহ, হয় বিধেবী বাহারা ।  
 হিংসা কর শত্রুগণে,                      বিক্রম কর বিকল,  
 এবে পরে থাকি যেন স্মৃতে আমরা ॥২

এবে কি করিতে পারি              পরে বা কি বল করি  
 আশ্রয়কার্য্য দ্বারা তোমাদের বসুগণ !  
 অদিতি ! মিত্রবরুণ !                      হে ইন্দ্র মরুতগণ !  
 কর নিজে আমাদের মঙ্গল সাধন ॥৩

(১) মূল "রহস্যঃ ইব" আছে । "রহসি অস্তৈরজাতে এদেশে  
 স্মরণে ইতি রহস্যঃ ব্যাভিচারিণী । সা বখা গর্তং পাতয়িত্বা দূরদেশে  
 পরিত্যজতি তদ্বৎ ।" সারণ । [২] প্রমত্তি অসুগ্রহকারী ।



তোমরাই দেবগণ বন্ধু, করি নিবেদন,  
সদয় আমার প্রতি হও হে তোমরা ।

আসিতে রথ যজ্ঞেতে আসে যেন অতি ক্রতে,  
তোমাদের মৈত্রে থাকি অশ্রান্ত আমরা ॥৪

হরে তোমাদের এক নাশিরাছি কত আগ (৩)  
পিতা যথা পুত্রে তথা বলিরাছি কত ।

তোমাদের পাপ পাপ দূরেতে কক্কক বাস  
ব্যাধবৎ করিও না আমাকে নিহত ॥৫

এস পূজ্য দেবগণ আমাদের অস্তিস্থে  
সহদয় আশ্রয় চাহিছি হরে ভীত ।

বিগদে যে ফেলে যায় অথবা বৃকের মুখে  
রক্ষ তাহা হ'তে এই প্রার্থনা বিনীত ॥৬

ধনী কিবা দাতার নিকটে কদাচন ..  
জ্ঞাতির দারিদ্র্য যেন বলিতে না হয় ;  
থাকে যেন নিরক্ষিত ধন হে রাজন্  
পারি যেন হে বরুণ যজ্ঞের সময়,



বীরপুত্র পৌত্রগণে হয়ে সমবেত,  
তোমার প্রভূত স্তুতি করিতে নিরত ৷ ৭ ॥

৩০ সূক্ত ।

১—৫ ইন্দ্র ; ৬ সোম ও ইন্দ্র ; ৭ ইন্দ্র ; ৮ সরস্বতী  
ও ইন্দ্র ; ৯ বৃহস্পতি ; ১০ ইন্দ্র ; ১১ মরুৎগণ ।

গৃৎসমদ ঋষি ।

বৃষ্টিকারী, সৃষ্টিকারী, দেব, অহিধ্বংসকারী  
ইন্দ্রের অন্তেতে জল বিরত না হয় ;  
প্রত্যহ সে জলপ্রোতঃ বহিতেছে, প্রথমতঃ  
সৃজিত হইল তাহা বল কোন্ সময় ? ১

যে অত্র (১) বৃজের অন্ত প্রদান করিল অন্ন  
জননী তাহার কথা বলিলা বিদ্বানে, (২)

(১) “অত্র গাকস্থানে” । সারণ্য-

(২) মূলে “অনিজী বিদ্বৎ উবাচ” আছে । “অনিজী জনপিত্র  
ইন্দ্রস্ত মাতা অনিতি বিদ্ববে অভিজ্ঞায় ইন্দ্রায় ধোবাচ প্রোক্তবতী  
প্রবচনস্ত হননাবিধাৎ তৎবৃজং হতবান্ ইতি শেষ” । সারণ্য ।



তার ইচ্ছা অনুসারে                      স্বীয় স্বীয় পথ খুঁড়ে  
নদীগণ চলে নিত্য সমুদ্রাভিষানে । ২

সকল করি আবৃত                      অন্তরীক্ষে অধিষ্ঠিত  
বৃত্রকে দেখিয়া ইন্দ্র বজ্র হানিলেন ;  
বৃষ্টিপ্রদ মেঘাবৃত                      হইল বৃত্র ধাবিত,  
তীক্ষ্ণায়ুধে ইন্দ্র তাকে জয় করিলেন । ৩

হানি অশনির স্তায়                      প্রদীপ্ত অস্ত্রের দ্বার  
বৃকধর (৩) অনুরের বত পুত্রগণে ।  
পুরাকালে যথা বলে                      জরিলে শত্রু সকলে ;  
আমাদের শত্রুগণে বধহ তেমনে ;  
বধ বৃহস্পতি ইন্দ্র বধ শত্রুগণে (৪) । ৪

উর্দ্ধে হয়ে অবস্থিত                      স্তোভগণে হয়ে স্তম্ভ  
বাহে শত্রু বধিলে সে বজ্র ক্ষেপ কর ।

(৩) "বৃকধরসঃ অহরতঃ" অর্থাৎ "সমুদ্রতীরস্থ অহরসঃ"।

সারণ

(৪) এই বাক্যে বৃহস্পতি ও ইন্দ্র দুটিই সম্বোধন পদ। সারণ  
বৃহস্পতি শব্দকে বিশেষণ করিয়া অর্থ করিয়াছেন "হে বৃহস্পতি  
বৃহত্তাৎ পরিবৃত্তাং পালয়িত বিন্দ্র।"



তোক ও তনয় পেয়ে      পাইয়া গোধনচরে  
স্থখে থাকি বাতে হেন সমৃদ্ধি আহর ॥ ৫

ইন্দ্রসোম ! হিংস যারে      উন্মূলিত কর তারে  
শত্রুগণ বিরুদ্ধে পাঠাও বজ্রমানে ;  
এই স্থান ভয়যুক্ত,      কর তা ভয় নির্মুক্ত,  
আমাদিগে রক্ষহ তোমরা দুইজনে ॥ ৬

আমাকে শ্রান্ত, ক্লেশিত      না করেন বা তন্ত্রিত  
নাহি যেন বলি সোম করিব না স্তুত ;—  
যিনি আশা পূর্ণকারী      জ্ঞাতা ইষ্ট দানকারী  
অভিব্যবকারী কাছে গোসহ আগত । ৭

আমাদিগে সরস্বতী      রক্ষ হয়ে মরুভূমী  
দৃঢ়তা সহিত কর শত্রুর নিধন ;  
শতিকাশিপের মাঝে (৫) : স্পর্ধী বে প্রধান রাজে  
ইন্দ্র সেই বলবানে করিলা হনন । ৮

(৫) শতিকাশ্ব কাহার? রমেশ বাবু অনুমান করেন, তাহার  
আর্য্যগণের শত্রু কোন অসার্য্য জাতি । পরবর্তী দুটি বাক্যেও অসার্য্য



অন্তর্হিতে নুকারিত (৬) জিহ্বাংস্থ অরাতি বত  
 খুঁজে তাহাদিগে অন্ত্রে করহ নিধন ;  
 হে রাজন্ বৃহস্পতে ! নাশ শত্রু অস্ত্রাঘাতে  
 দ্রোহি-প্রতি তীক্ষ্ণ বজ্র করহ ফেণণ । ৯

আমাদের শত্রুঘাতী শূরগণে হয়ে সাধী  
 শূর ! ভব করণীয় বীরকাণ্ড্য কর ;  
 গর্ক-পূর্ণ চিরকাল আছে বত শত্রুজাল  
 বধি তাহাদের ধন মোদিগে আহর ।

বাক্যে নমস্কারে স্তব করি হে মরুৎসব !  
 তোমাদের একীভূত দৈবজন বলে (৭) ;  
 বীর পুত্র পৌত্রগণে সমন্বিত হয়ে ধনে,  
 স্নুখে থাকি দিনে দিনে আমরা সকলে । ১১

---

শত্রুদিগের উল্লেখ দেখা যায়। (৬) শ্লোকে “সমুত্যাঃ” আছে।  
 “অন্তর্হিত দেশে ভব স্তৌরঃ” সারণ। (৭) শ্লোকে “দৈব্যাং জনং অীহে।”  
 “দৈববল”। রমেশ।



৩০ সূক্ত ।

রুদ্রদেবতা । গৃৎসমদ ঋষি ।

আম্বুক মরুৎপিতঃ ! অথ আমাদিগে, রুদ্র !

স্বর্ঘ্যের দর্শন হ'তে ক'র না বঞ্চিত ;

করুক শত্রুকে জয় মোদের বীর তনয়

আমরা বহুণী হই প্রজা সমন্বিত । ১

তব দত্ত অথ-কর ভেষজে শত বৎসর

ধাকি যেন ওহে রুদ্র ! আমরা জীবিত ;

দেবিগণে কর নাশ করহ পাপ বিনাশ

শরীর ব্যাপক রোগ কর বিদূষিত । ২

ঐশ্বর্ঘ্যে সবের শ্রেষ্ঠ রুদ্র তুমি বজ্রবাহ

তুমিই প্রবৃদ্ধ হও প্রবৃদ্ধগণের ;

পাপ হ'তে পর পারে লয়ে চল আমাদের

নিকটে না আসে যেন পাপ আমাদের । ৩

অবধা নয়নকারে, ছুটুতির সহকারে,

বিসদৃশ দেব সহ করিরা আহুত,

নাহি যেন করি রুদ্র ! দেবী কোথাষিত ;



ভেদজ্ঞের বিত্তরণে

গুপ্ত কর গুহ্যগণে

তুনেছি ভিষক্ মধ্যে তুমি প্রশংসিত । ৩

সহ্য আহ্বানে ষাঁকে, যে রুদ্রে সকলে ডাকে,

স্তোত্রে তাঁকে ক্রোধ শূন্য করিবারে চাই,

বক্রবর্ণ সুদূদর (১)

অহব অশিগ্রধর

যেন তাঁর হিংসা মধ্যে আমরা না বাই । ৫

বৃষভ মরুদ বৃক্ক

রুদ্র অন্ন দিবে দীপ্ত,

বাচিতেছি আমি, তৃপ্ত করুন আমার ;

রৌদ্র তপ্ত ব্যক্তি যথা

ছায়া লভে আমি তথা

নিপ্পাপ লভিব অর্থ, লেবিব তাঁহার । ৬

কোথা এবে অর্থপ্রদ

সে হস্ত তোমার রুদ্র !

ভেদজ্ঞ প্রস্তুত করি বাহে অর্থী কর ;

অভীষ্ট বর্ষণ কারী

দৈব পাপ অপ-হরি

কমা কর রুদ্রদেব ! আমাকে সত্তর । ৭

ইষ্টবর্ষী, বক্র, যেত

রুদ্র দেবে অমহৎ

শোভন স্তুতির সবে কর উচ্চারণ ;

---

(১) মূলে "সুদূদর" শব্দ আছে। বাক্য অর্থ করিয়াছেন  
"সুদূদর"।



জলন্ত সে দেবতারে                      পূজা কর নমস্কারে  
তাহার উজ্জল নাম কর সংকীৰ্ত্তন । ৮

বহুৰূপ, হির-অঙ্গ,                      উগ্র রুদ্র বক্রবর্ণ  
প্রদীপ্ত হিরণ্যময় ভূষণে ভূষিত ;  
ঈশান সব ভুবনের,                      ভৰ্ত্তা তথা, সে রুদ্রের  
অহর্য (২) কখন নাহি হয় পৃথক্কৃত । ৯

তুমিই ধারণ কর                      হে যোগ্য ! ধনুক শর,  
যে তুমি নিক (৩) বিশ্বরূপ যজ্ঞদীপ ;  
এই বিশ্ব সৰ্ব্ব-অঙ্গ                      রক্ষা করিতেছ অর্হ ! (৪)  
তোমা হ'তে বলবানু আর কেহ নয় । ১০

শত্রু হস্তা সে বিপ্রত                      উগ্র, যুবা, রথস্থিত,  
যুগবৎ ভীম রুদ্রে করহ স্তবন ;  
হে রুদ্র ! হইয়া স্তম্ভ                      আমাদিগে অধিবৃত  
করহ, করুক সেনা শত্রুর নিধন । ১১

বন্দমানু তাতে যথা                      নত হয় পূজা, তথা  
সমাগত রুদ্র ! তোমা নমস্কার করি ;

---

(২) অহর্য-বল । (৩) নিক-হার । (৪) অর্হন্ হে যোগ্য !



তুমি বহু ধন দাতা।                      স্তুত হয়ে সংগীতা  
ঐবধ প্রদান কর করুণা বিতরি। ১২

মরুদ্গণ ! তোমাদের              যে স্তুতি ভেবজ আছে  
শিবপ্রদ, সুধপ্রদ,—কামবর্ষিগণ !  
মহু পিতা আমাদের                      করিলেন যে ভেবজ  
সে রুদ্র-ভেবজ মোরা করি আকিঞ্চন। ১৩

রুদ্রের আবুধ বা'ক                      বা'ক দীপ্ত সে রুদ্রের  
বহতী হুর্ষতি সব তাজি আমাদিগে ;  
সেচন-সমর্থ রুদ্র !                      শিথিল করহ জা  
ধনুর, করহ সুখী পুত্র-পৌত্রাদিকে। ১৪

বক্রবর্ণ দীপ্তিমান                      ইষ্টবর্ষী চেকিতান (৫)  
আহ্বান শ্রবণকারী রুদ্র ! কর হেন;—  
না কর জ্যোষ একাশ                      না কর কখন নাশ,  
যজ্ঞে পুত্র পৌত্র লয়ে স্তুতি করি যেন। ১৫

---

(৫) চেকিতান সর্কজ। 'সর্কজান্' সারণ।



৩৬ সূক্ত ।

১ ইন্দ্র ও মধু ; ২ মরুদগণ ও ঋষব ; ৩ বৃষ্টা ও  
শুক্র ; ৪ অগ্নি ও শুচি ; ৫ ইন্দ্র ও নভঃ , ৬ মিত্রাবরুণ  
ও নভঃ ।

গৃৎসমদ ঋষি ।

তোমাতে প্রেরিত সোম গব্যজল সংমিশ্রিত,  
করিছে নেতারা তাহা অঙ্গিগোমে সমন্বিত ; (১)  
তুমি ইন্দ্র ঈশ অগ্রে, স্বাহা সহকারে হৈত,  
হোতা হ'তে পির সোম দত্ত বষট্ সহকৃত । ১

যজ্ঞের সহিত যুক্ত, পৃথকী ঘোজিত যথে  
হিত, স্ব-আয়ুধ শুভ্র, ওহে আভরণ প্রৈর,  
ভরতের পুত্রগণ, অন্তরীক্ষ নেতা সবে !  
পোতার নিকট হ'তে কুশে বসি সোম পির । ২

(১) অঙ্গি অর্থাৎ প্রস্তুতকৃত এবং যেরূপের দ্বারা সোমরস  
শোধিত হইত। মূলে “অবিত্রিরত্রিভিঃ” আছে। অবিত্রিঃ অর্থে  
বালমর্মে দশাপবিভ্রৈঃ অত্রিভিঃ এবিভ্রিঃ অমুক্করকারয়ন্ এবিভ্রি-  
ভিষুঃ দশাপবিভ্রৈঃ পুনস্তি ।” সারণ ।



হে স্নহব দেবগণ ! আমাদের সহ এসে  
কুশেতে বসিয়া সবে বিহার করহ স্নহে ;  
অভঃপর দৃষ্টা তুমি দেব দেবপত্নী সহ,  
তৃপ্তি লাভ কর সবে অন্ন তুলি দিবে মুখে । ৩

আন বিশ্ব হেথা ডেকে বজ্র সব দেবভায়,  
হে হোতা ! হব্যান্তিলাষী হসে, বস স্থানজরে ;  
সেব সোমরস মধু আনীত বাহা হেথায়,  
স্বীয় ভাগে তৃপ্ত হও, অগ্নীধের সোম পিবে । ৪

এই সেই সোমরস তব তনু-বল-প্রদ  
পূৰ্ণ হ'তে তব হস্তে যাতে বল উপচিহ্নিত ;  
তোমার ক্ষত্রেতে ইহা অভিযুত, সমাহত,  
ব্রাহ্মণের হস্ত হ'তে পিবে হও পরিতৃপ্ত ! ৫

হে মিত্র বরুণ উভে এই যজ্ঞ সেবা কর,  
তন হোতা গাইতেছে চিরন্তন স্তুতি গান ;  
রাজন্ আবৃত অন্ন বাইতেছে অভিযুখে,  
প্রশান্তার হস্ত হ'তে সোম মধু কর পান (১) । ৬

---

(১) এই সূক্তের ১, ২, ৪, ৫, ৬ থেকে ক্রমান্বয়ে পাঁচটির স্তুতি-  
কের নাম পাওয়া যায় ।



৩৭ সূক্ত ।

১-৪ দ্রবিণোদা ; ৫ অশ্বিৱয় ; ৬ অগ্নি ।  
গৃৎসমদ ঋষি ।

দ্রবিণোদঃ (১) হোতৃকৃত অন্ন সেবি হও প্রীত  
হর্ষ প্রাপ্ত হও, তিনি হে অধ্বর্যুগণ !  
পূর্ণাহুতি পাইবারে করেছেন মন ;  
অতএব কর দান এই সোম, করি পান,  
হইবেন দাতা (২) তিনি ; ঋতুগণ লয়ে  
হোতা হ'তে দ্রবিণোদঃ খাও সোম পিরে । ১

আবাহন পূর্বে যাকে করিয়াছি করি তাঁকে  
আবাহন আমরা সকলে পুনর্বার ।  
তিনি হবা (৩) ইষ্টদাতা, পতি সবাভার ;  
মিলিরা অধ্বর্যুগণে প্রস্তুত তাঁহার ভক্তে  
করেছেন সোমমধু ; ঋতুগণ লয়ে  
পোতা হ'তে দ্রবিণোদঃ খাও সোম পিরে । ২

(১) দ্রবিণোদা "ধনপ্রস্তুত অগ্নিঃ ।" সারণ ।

(২) মূলে "দতিঃ" শব্দ আছে । সারণ অর্থ করিরাছেন, "দাতা"  
অর্থাৎ ভোমাদেবের অতীষ্ট কলদাতা হইবেন ।

(৩) মূলে "হব্যঃ" শব্দ আছে । "হ্যাতব্যঃ" সারণ । আহ্বান  
যোগ্য" । বসেশ ।



চক্ষি বেবে বাহনেতে      আহ নিত্য বাতায়ণে  
 পরিভূত ৩উঃ তাহার। তবে অতি,  
 না হিংসিবা দৃষ্ট হও ওহে বনস্পতি !  
 আসিয়া ধ্বংসকারী      অগ্রেতে গমন করি  
 এক অসুস্থিত বস্ত্রে ; পরুগণ লয়ে  
 নেটো হ'তে ত্রিবিণোদঃ খাও সোম পিরে । ৩

হোতা হ'তে সোম পিরে,      পোতা হ'তে মত্ত হয়ে,  
 নেটো হ'তে দত্ত অন্ন করিয়া ভক্ষণ,  
 হয়েছেন যে দেবতা আহ্লাদিত মন ;  
 ত্রিবিণোদা নৃগদাতা      ঐ'ত্বক হইতে হেথা  
 সে দেবতা মুক্তাভর-হর, অনোধিত,  
 সোমপান করুন চতুর্থ পাত্রস্থিত । ৪

শীত্ৰগামী নৃবাহন      করে যতে বিবোচন  
 তোমাদিগে, সেই ব্রহ্ম অম্বা অবিরহ !  
 আমাদের অতিমুখে বোড় হে উত্তর !  
 হব্য কর মধুসর      এস তোমরা উত্তর  
 হে বাজিনীবন্ত উত্তে কর সোমপান,  
 আমাদের এই বস্ত্রে করি অবিষ্ঠান । ৫



হে অগ্নে সন্নিধে তুষ্টে      আহুতিতে হুও হুষ্টে  
লোকহিত-কর স্তোত্রে হও পরিতুষ্টে,  
অন্যর স্তুতিতে হও হে দেব ! সন্তুষ্টে ;  
করি হব্য অভিলাষ,      যাঁরা হব্য করে আপ  
সে সমস্ত মহাদেবে ঋতুর সহিত,  
বিশ্বদেব সহ সোম পিয়াও স্বরিত । ৬

৪১ সূক্ত ।

(১, ২, ৩) ঋকের দেবতা বায়ু ও ইন্দ্র ; (৪, ৫, ৬)  
মিত্র বরুণ ; (৭, ৮, ৯) অশ্বিনয় ; (১০, ১১, ১২) ইন্দ্র ;  
(১৩, ১৪, ১৫) বিশ্বদেবগণ (১৬, ১৭, ১৮) সরস্বতী ; (১৯,  
২০, ২১) ঋতাবা পৃথিবী ।

গৃৎসমদ ঋষি ।

হে বায়ু ! তোমার আছে যে সহস্র রথ,  
তাহাতে চড়িয়া হেথা কর আগমন ;  
সোমরস পানে এস সহ নিযুৎগণ । ১

হে বায়ু আগহ বৃদ্ধ হয়ে নিযুৎগণে,  
এই সোম দীপ্তমান গৃহীত তোমার,  
এস তুমি অতিথি করীর আগার । ২



ইন্দ্র বায়ু নেতৃবর ! নিযুৎগণ সহ  
সোমরসপানে স্নান্য কর আগমন ;  
পির সোম, আছে বাতে গব্যের মিশ্রণ । ৩

তোমাদের অস্ত্র ওহে সত্যের বর্ধক !  
অভিযুক্ত এই সোম হে মিত্র বরুণ !  
সদীর আহ্বান উত্তে শ্রবণ করন । ৪

সহস্র শুভের গৃহে, (১) উৎকৃষ্ট ও স্থির,  
জ্যোৎস্না রাণী বসি মিত্র ও বরুণ ;  
আমাদের এই স্থানে উত্তরে আস্থন । ৫

সত্রাট্, দ্বতানভোজী, আদিত্য ও দাতা  
মিত্র ও বরুণ উত্তে সেবেন তাঁহাকে,  
অকুটিল আচরণ দেখেন বাঁহাকে । ৬

নেতৃপের সোম কর ধেনু-লবযুক্ত  
অশ্বিষর, রুদ্রবর, হে নাগত্যাঘর !  
রথে আরোহণ করি এস বজ্রালয় । ৭

---

(১) সহস্র শুভ বিশিষ্ট গৃহের উল্লেখ দেখা যায় ।



দূরের বা নিকটের মর্ত্য মন্দভাবী  
 রিপু নারে করিতে যে ধনাগ্ৰহণ ;  
 ধনবর্ষী তোমরা বিতর হেন ধন । ৮

দ্বিঘণাহঁ অধিষ্ঠয় ! তোমরা উঠয়ে  
 ধনের প্রাপক ররি কর আনয়ন ;  
 আমাদিগে দাতু সেই নানারূপ ধন । ৯

যে ভর মহৎ, বাতে করে অভিশ্রব,  
 বিদূরিত ইন্দ্রদেব করুন সে ভর ;  
 তিনি স্থির, প্রজ্ঞাবান্ তিনিই নিশ্চয় । ১০

পৃথী বর্ষি আমাদিগে করেন সে উল্ল  
 আমাদের গাছে লাগ আসিবে না আর ;  
 সন্মুখে আসিবে তজ্জ আমা সবাচার । ১১  
 সর্কদিক্ হতে ইন্দ্র অভয় প্রদান  
 করুন, সে শত্রু-ভেতা চিরপ্রজ্ঞাবান্ । ১২  
 বিশ্বদেবগণ ! হেথা কর আগমন,  
 কুলোপরি বল, তব মন আবাহন । ১৩



তীর্থ ও মধুর কাষ্য সোম বহু-কর

তনহোত্রগণের (২) মিকটে গাম কর। ১৪

বে মরুদগণের জ্যেষ্ঠ হন ইন্দ্রদেব

পুত্রা বাঁহাঘের দাতা, সেই দেবগণ

সম আবাহন সবে করুন শ্রবণ। ১৫

মাতৃ-গণেশ্বরী তুমি নদীগণেশ্বরী

দেবীগণেশ্বরী তুমি অরি সরস্বতি !

আমরা অপ্রশস্তার মত বাস করি,

আমাদিগে অহ ! দান করহ প্রশস্তি (৩)। ১৬

ওহে দেবি ! সরস্বতি ! তোমাকে আশ্রয়

করিয়া সংস্থিত আছে অন্ন সমুদয় ;

কৃপ্ত হয়ে সোম-পানে তনহোত্র-বস্ত,

প্রদান করহ দেবি ! আমাদিগে পুত্র। ১৭

(২) তনহোত্র সম্বন্ধে ১ম ভাগ বেদসংহিতায় ২য় বক্তনের ১২ পৃষ্ঠের টিকা দেখ।

(৩) প্রশস্তি সরস্বতি।



এই ব্রহ্ম (৪) সরস্বতি ! হে রজিনীবতি !  
 স্বীকার করহ তুমি হে উদকবতি !  
 প্রিয় মননীর হৈহা জাবে দেবগণ,  
 গৃৎসমদগণ তোমা করিছে অর্পণ । ১৮  
 যজ্ঞ-স্থল সম্পাদিকে ! হে দ্যাভা পৃথিবী !  
 এসহ, আমরা তব করি অভ্যর্থন ;  
 অগ্নিকেও করি, যিনি হব্যের বাহন । ১৯  
 দ্যাভা ও পৃথিবী উভে করুন বহন  
 অর্গের সাধন-ভূত যজ্ঞ আমাদের;  
 যার যাতা অভিমুখে দেবভাগ্যের । ২০  
 শক্রতা বর্জিতে ! অদ্য হে দ্যাভাপৃথিবী !  
 বহুন আলিয়া তোমাদের সন্নিধানে  
 যজ্ঞের দেবতা সব যজ্ঞে সোমপানে ।' ২১

---

(৪) মূলে ব্রহ্ম শব্দই আছে, সারণ অর্থ করিয়াছেন হব্য । কিন্তু  
 ব্রহ্ম শব্দের স্তুতি অর্থ করিলেও যোব হয় না ।



৪৩ শ্লোক ।

কপিঞ্জলরূপী ইন্দ্র দেবতা (১) । গৃৎসমদ ঋষি ।

শকুনি সকল করি অন্ন অধেষণ  
কালে কালে কারু প্রাণ প্রদক্ষিণ করি,  
করুক তাহার সবে শব্দ উচ্চারণ ;—  
গায়ত্রী জৈষ্ট্রুত যথা সামগানকারী  
গায় তথা তারা সবে উভয় বচন (২)  
বলি অমুরক্ত করে স্তোতৃবৃন্দমন । ১

গাও হে শকুনে । সাম উদ্গাতা যেমন,  
ব্রহ্মপুত্রবৎ (৩) বজ্রে কর শ্রোতবর ;  
কর শব্দ, করে যথা করিয়া গমন  
অশ্বী কাছে, সেচন সমর্থ অশ্ববর ;

(১) অমুরূপিকানুসারে এই শ্লোকের দেবতা কপিঞ্জলরূপী ইন্দ্র ।  
কিন্তু শ্লোক পাঠে বেদে যার কপিঞ্জল শব্দের উল্লেখ নাই । কপিঞ্জল  
পক্ষি বিশেষ (Francoline Partridge—Wilson). কিন্ত শকুনি  
শব্দের উল্লেখ আছে । সারণ বলেন পক্ষিদিগের অন্তরঙ্গ ঋষি জ্ঞান  
করিলে এই ৪৩ ও ইহার পূর্ববর্তী ৪২ শ্লোক ভগ্ন করিতে হয় ।

(২) “উভেবাচৌ ।” “দ্বন্দ্বক শ্রোতক” সারণ ।



আমাদের ভদ্র তুমি সর্বত্র বলহ,  
সর্বত্র শকুনে । আমাদের পূণ্য কহ । ২

করহ যখন তুমি শব্দ হে শকুনে ।  
আমাদের মঙ্গলের করহ সূচনা ;  
তক্ষীভাব্যে থাক যদা, হইও তখনে  
আমাদের প্রতি তুমি সুপ্রদয় মনা ;  
গগনে উড়োন হ'লে কর্করির (৪) মত  
কর শব্দ ; বীরপুত্র পৌত্রগণ লয়ে  
এই যজ্ঞে প্রভূত স্তবনে বেন রত  
আমরা সকলে থাকি হরষিত হরে । ৩

- (৩) মূলে “ব্রহ্ম পুত্র ইব” আছে । “যথা ব্রাহ্মণাচ্ছংসী সবসেনু  
অস্থানি অংসতি তথা ত্বং কালেষু অংসসি শ্রৌতস্বরং করোষি ।”  
সারণ । ব্রাহ্মণাচ্ছংসী যজ্ঞের ১৬ জন ঋত্বিকের মধ্যে এক জন ।  
(৪) কর্করি বাণ্যবস্ত্র বিশেষ ।



## তৃতীয় মণ্ডল ।

৭সূক্ত ।

অগ্নিদেবতা । বিশ্বামিত্র ঋষি ।

নীল পৃষ্ঠ ষাতার যে রশ্মি সব উজ্জ্বল ধায়,  
মাতৃঘরে সপ্তনন্দে সর্বতঃ প্রবেশে তারা ।

চতুর্দিকে পিতৃঘর হয়েন প্রসৃত তার,  
ঋজুতে সুদীর্ঘ আয়ু প্রদান করেন যারা (১) ॥ ১

অভীষ্ট বর্ষীর অশ্ব দ্বিবাসী খেয়গগণ,  
মধুর বাহিনী দেবগণেতে আছেন তিনি;  
ঋতের সদনে বাস জালা করি প্রবর্তন,  
একটি গো পরিচর্যা তোমাকে করে হে অগ্নি ! ২

ধনমধ্যে ধনীশ্রেষ্ঠ অধিপতি জ্ঞানবান্  
সুখে আরোহিলা বত ধমনীর বাড়বার ।

(১) এই মন্ত্রে “মাতৃঘর” ও “পিতৃঘর” বলিয়া যেহুটি শব্দের ব্যবহার হইরাছে, তাহার মূলে “মাতরা” ও “পিতরা” শব্দ আছে। সারণ অর্থ কবিরাজেন “মাতরৌ” ও “পিতরৌ” অর্থাৎ দ্ব্যাবা পৃথিবী ।



নীলপৃষ্ঠ অগ্নি পরে চতুর্দিকে ধাবমান্  
ছাড়িলা সে অখগণে সত্তত চলিতে হার ॥ ৩

মহান্, অজর, স্বাষ্ট্র, লোকের স্তম্ভরমান (২)  
অগ্নিকে ধরেন বলকারিনী বাহিনীগণ (৩) ।  
যথা একা জ্বীর কাছে, তথা হরে গতিবান্  
জলের নিকটে অগ্নি রোদনী প্রবিষ্ট হন ॥ ৪

হিংসামুগ্ধ ইষ্টদাতা অগ্নির আশ্রয় স্থধ  
জানে লোকে, থাকে রত মহান্ সে অগ্নিগণে ;  
মহতী-স্ততি-স্বরূপ গণা বাঁহাদের বাক্,  
বিরাজে সুদীপ্ত তাঁরা দীপ্ত হয়ে দীপ্তাকাশে । ৫

মহান্ হ'তেও হয় পিতা মাতা (৪) মহত্তর  
তাঁহাদের স্ততিসুধ অগ্নির নিকটে নীত ;  
রজনীর চতুর্দিকে জলের নিসেক-কর  
সে অগ্নি বহেন স্বীয় ভেজ স্তোতৃ-সম্বিহিত । ৬

(২) স্তম্ভরমানঃ লোকানাম্ স্তম্ভং ধারণমিচ্ছন্তঃ । সারণ ।  
লোক সকলকে ধারণ করিতে অভিলাষী । (বিশেষ) ।

(৩) বহীগণ ।

(৪) দ্যাও পৃথিবী ।



পঞ্চ অক্ষর্যুয় সহ বিপ্র সাতজন হোতা  
 রঞ্জন গয়নশীল অনলের প্রিয় স্থান ;  
 আমোদিত পূর্ববুধী জরাশূত্র বত তোতা ;  
 হয়েছিল দেবযজ্ঞে দেবগণ পতিবান্ । ৭

মুখ্য দৈব্য হোতৃবরে করিতেছি অলঙ্কৃত,  
 হতেছেন সোমপানে দৃষ্ট হোতা সপ্তজন ;  
 ঋতবাদী দীপ্তিশালী ব্রতপাতা হোতা বত,  
 “স্মৃতই কেবল সত্য” বলিছেন এবচন । ৮

মহান্, অতীষ্টবর্ষী, চিত্র, শ্রেষ্ঠ, দেবহোতা,  
 প্রভুতা বিজ্ঞতা আলা তোমাকে বুঝের জ্ঞান  
 আচরে (৫), হে জ্ঞানী অগ্নি ! তুমি দেবমাদরিতা,  
 রোদনী ও দেবপণে আন এ বজ্রশালায় । ৯

(৫) তুত্যাং তদর্থাং পূর্বাঃ প্রভুতাঃ হব্যাসাঃ অতিশয়েন বিজ্ঞতাঃ  
 রশ্ময়ঃ সর্বতোব্যাপ্তা আলাঃ হব্যবস্তে হব্যোচরতি সেচকাইব ভরতি  
 হোতারঃ আলাতিঃ সমিদ্ধমগ্নিংদৃষ্টে। সোমাজ্যপয়ঃ প্রভুতীনি হব্যোংবি  
 তত্র একিপতি ইতি আলামান্ বুধৎ । সারণ ।



হে দ্রবিণ ! (৬) উষাকালে অগ্নে যজ্ঞারম্ভ হয়,  
উষায় সুন্দর বাক্য সূক্তেতু প্রকাশ পায় ;  
ধনযুক্ত হয়ে হেন হতেছে উষা-উদয়,  
কুপাপ নাশ কর তব তেজে মহিমায় । ১০

যজ্ঞমানে ওহে অগ্নে ! বহুকর্ম্ম মূলীভূতা  
গবাদি প্রদাত্রী ভূমি দান কর নিরন্তর ;  
স্মৃত ও তনয় হ'ক ; স্মৃতি স্মৃকলযুতা (৭)  
হ'ক আমাদের প্রতি তব দেব বৈশ্বানর । ১১

২২ সূক্ত ।

অগ্নিদেবতা । গাথী ঋষি ।  
এই সেই অগ্নি যাতে ঈন্দ্র সোমকামী  
অভিবুত সোমরস ধরিলে কঠরে ;  
নানাক্রপ হব্য অশ্ববৎ বেগগামী,  
সেব আহবেদা ! তোমা লোকে স্তব করে । ১  
যজ্ঞনীর অগ্নি ! তব-ষে তেজ আকাশে,  
পৃথিবী, ওষধিচরে কিবা আছে জলে ;

---

(৬) সূক্তত পক্ষমণীল অগ্নি । (৭) অসকলযুতা স্মৃতি কলকল  
অনুগ্রহ ।



অন্তরীক্ষ ব্যাপিয়াছ যে তেজ প্রকাশে  
দেখে মহোজ্জ্বল তাহা মানব সকলে (১) । ২

দ্যালোকে অণাতিবুধে করিছ গমন  
করিতেছ একত্র প্রাপাধ্য (২) দেবগণে,  
রোচনে সূর্য্যের'পরি সূর্য্য নিয়ন্ত্রানে,  
আছে বেই জল তাহা করিছ প্রেরণ । ৩

পুরীষ্য অগ্নিরা সবে প্রাবণের (৩) সহ  
সম্মিলিত হয়ে যজ্ঞ করুন সেবন ;  
রোগ-শূল মহা-অন্ন বিরহিত-জ্যোহ,  
আমানিগে তাঁহার্য্য করুন বিতরণ । ৪

(১) দ্যালোকে আদিত্য, ভুলোকে আহবনীর অগ্নি, ওষধিতে  
পূত অগ্নি, সমুদ্রে বাড়মানল, সকলই অগ্নির রূপান্তর মাত্র । অন্তরীক্ষে  
বায়ু ও অগ্নিরূপ । সারণ ।

(২) মূলে "বিষ্য" আছে । ধিরং বুদ্ধ্যুপহিতং দেহং উকন্তি উকী-  
কুর্ন্তি ইতি বিষ্য । অণাতিমানিনো দেবতাঃ । সারণ । "Vital airs"  
Wilson,

(৩) মূলে "পুরীষ্যাসঃ" আছে । "সিকতা সংমিশ্রা অগ্ন্যনুশিতা  
অগ্ন্যঃ" সারণ । "শণ্ডভ্যোহিতাঃ" মহীধর । (৪) মূলে "প্রাবণেতি"  
আছে । "সুং ধনন সাধন ভূতে রম্যাদিতিঃ" । সারণ ।



নাও অগ্নে তাহাকে যে হয় হবমান  
সর্বকর্ষ মূলীভূত ধেমুদাত্রী ভূমি ;  
সম্ভতি বর্দ্ধক এক পুত্র কর দান ;  
আমাদিগে অমুগ্রহ কর অগ্নি তুমি । ৫

২৩ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা । ভরতের অপত্য  
দেবশ্রবা ও দেববাত ঋষি ।

নির্দ্ভিষিত (১) হয়ে অগ্নি গৃহেতে স্থিতি, (২)  
প্রত্যহ তরুণ, কবি, যজ্ঞের প্রণেতা ;  
অরা প্রাপ্ত বনেতেও (৩) অরার অতীত,  
জাতবেদা তিনি যজ্ঞে অমৃতের ধাতা । ১

তিনি দক্ষ ধনবান্, তাঁহাকে মহন  
করেন ভারত দেবশ্রবা দেববাত ;

- (১) অগ্নিষ্টোমাদি কর্ষস্থ অরণ্যোনিতির্যং স্ধিতঃ সন্ ।  
(২) গার্হপত্যাদিষু কুণ্ডেষু জিষু নিহিতঃ ।  
(৩) মূলে "জ্বৰ্ণংহ বনেষু" আছে । দাবাগ্নি সৰ্বকাং জ্বৰ্ণবানেষু  
অরাঃ শাশং প্রাপ্নুৰ্ণবশি । সামগ



ধনযুক্ত হয়ে অগ্নে ফিরাও নয়ন  
 আন অন্ন প্রতি দিন মোদের সাক্ষাৎ । ২  
 দশাজুলি উৎপাদিল অগ্নি পুরাতন  
 মাতৃগণ মধোতে (৪) স্নাত্ত প্রিয় অতি ;  
 দেবশ্রবা ! দৈববাত (৫) অগ্নিকে স্তবন  
 করহ, আছেন তিনি লোক বশবর্তী । ৩

সুদিনার্থে (৬) অগ্নে ! ইলারূপী পৃথিবীর  
 করিতেছি শ্রেষ্ঠস্থানে (৭) তোমাকে স্থাপন ;  
 দৃষতী, সরসতী, আপসার তীর  
 তোমার ধনেতে কর প্রদীপ্ত-বরণ । ৫

নাও অগ্নে তাঁহাকে, বে হরঃ হবমান,  
 সর্বকর্ষ মূলীভূত ধেনদাজীভূমি ;

(৪) অরণিরূপমাতৃগণ ।

(৫) মূলে “দৈববাতঃ অগ্নিঃ” আছে । “দেববাতেন বসত্রাজা  
 মধিত মেনমগ্নিঃ” সারণ ।

(৬) সুদিনার্থে সুদিন লাভের জন্য ; যে সকল দিবসে ইজাদি  
 প্রধান প্রধান দেবগণের পূজা হয়. তাহার নাম সুদিন । - সারণ ।

(৭) ইলারূপীভূমির শ্রেষ্ঠস্থানে অর্থাৎ উত্তরবেদিকে । সারণ ।



সমুত্তি বর্দ্ধক এক পুত্র কর দান,  
আমাদিগে অমুগ্ৰহ কর অগ্নে ! তুমি । ৫

২৭ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা । কেবল ১ম ঋক্‌টীর ঋতু  
অথবা অগ্নি দেবতা । বিশ্বামিত্র ঋষি ।

সুখকামনার তোমাদের স্বত,  
বাজিগণ যুতস্পষ্ট হবিবুজ্জ,  
দেবার্থে স্বরগমুখেতে ধার । ১  
অগ্নি মেধাবান, যজ্ঞের সাধন,  
ধনবান্ যার বেগেতে গমন,—  
পূজি তাঁ'কে আমি স্তবমাগার । ২  
অগ্নে হব্য দিবে আমরা সকলে  
রাধিতে পারিব তোমা অত্রস্থলে,  
আশা—পাপ হ'তে উত্তীর্ণ হব । ৩  
যজ্ঞে প্রজ্জলিত, পুত, পূজনীয়,  
জালা সব যার কেশের স্থানীয়,  
তাঁর কাছে এই বাচনা সব । ৪



যুক্তা-শূল অগ্নি পৃথু-তেজোধারী  
 সমাক পূজিত দ্বত শুদ্ধকারী,  
 বহেন যজ্ঞেতে যজ্ঞীয় হব । ৫  
 যজ্ঞ-বিন-হর হব্য সহ যুক্ত,  
 ঋত্বিকেরা ঋক্ করিয়া সংযত,  
 তুবে অভিমুখী করিলা তাঁর । ৬  
 অমর ও হোতা সে অগ্নি দেবতা,  
 যজ্ঞকার্য্যে সবে উৎসাহ-প্রদাতা,  
 আসিছেন অগ্রে স্বীয় মাঝার । ৭  
 যুদ্ধে অগ্নি অগ্রভাগে সংস্থাপিত,  
 যজ্ঞকালে যথাস্থানেতে নিহিত,  
 তিনি বিপ্র, তিনি যজ্ঞ-সাধন । ৮  
 কৰ্ম্মধারা জাত তাই বরগীর,  
 ভূতগৰ্ভধারী, পিতারস্থানীর,  
 দক্ষতনা (১) তাঁকে কৈলা ধারণ । ৯  
 তুমি অগ্নি দীপ্ত হব্য অতিলাবী  
 বলে সমুৎপন্ন বরেণ্য ত্বরগী  
 দক্ষ কন্তা ইলা তোমা ধরেন । ১০

(১) দক্ষতনা দক্ষতনয়া বা বেদিকগা তুমি । সারণ ।



নিরস্ত্রা জলের প্রেরক অনলে  
 অগ্নিতে মেধাবী ভক্তের সকলে  
 বজ্রার্থে সমাক্ দীপ্ত করেন ॥ ১১  
 অন্তরীক সন্নিহিতে দীপ্যমান্  
 অগ্ন-নপ্তা, কবি, অগ্নি জ্ঞানবান্  
 এই বস্ত্রে স্তব করিছি তাঁয় । ১২  
 তিমির হরণকারী পূজনীয়  
 নমস্কার-যোগ্য, অতি দর্শনীয়,  
 হতেছেন তিনি জালিত হায় ॥ ১৩  
 অতীষ্ট প্রদাতা, অশ্বের সমান  
 দেবতাবাহন, অগ্নি দীপ্তিমান্,  
 হবিষ্মান্ প্রজা পূজয়ে তাঁয় । ১৪  
 ইষ্টবর্ষী অগ্নি স্নাত সেক করি,  
 জল-সেক কর, তোমা দীপ্ত করি,  
 দীপ্তিমান্ তুমি বৃহত্কার ॥ ১৫



৩১ হুত ।

ইন্দ্র দেবতা । ইষীরথের পুত্র কুশিক বা  
বিশ্বামিত্র ঋষি ।

সম্মানিত করি বহ্নি (১) রেতোধারী জামাতার

হৃহিত পুত্রের কাছে বার শাস্ত্রমত ।

প্রসন্ন মনেতে করে শরীর-ধারণ পিতা

হৃহিতার গর্ভ হবে বিশ্বাস করন্ত (২) ॥ ১

না দেয় তমুজ পুত্র (৩) ভগিনীকে পিতৃ-ধন

করে তাঁকে সনিতার (৪) সেকের নিধান ।

(১) অপুত্রো যঃ পিতা কস্তাং অন্তকুলং প্রাপয়তি স বহ্নিঃ । সারণ ।

(২) পূর্বকালে পুত্র না হইলে কস্তাকে বিবাহ দিবার সময় জামাতার সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করা হইত যে ঐ কস্তার পুত্র কস্তার পিতার হইবে । কস্তার পুত্র দোহিত্র হইয়াও গৌত্রের কার্য্য করিবে ।

“অভ্রাতৃকাং প্রদাস্তামি তুভ্যং কস্তামলকৃত্যং ।

অস্তাম্ বো জারতে পুত্রঃ স মে পুত্রোভঃবহ্নিতি ॥”

(৩) তমুজপুত্র-ঔরসপুত্র । (৪) সনিতা ভর্তা ।



যদি পিতা মাতা করে পুত্র কন্তা উৎপাদন  
একে কর্তা স্মৃতি, অস্ত্রোত্তে পায় মান (৫) ॥ ২

রোচমান ইন্দ্র যজ্ঞে জালা দ্বারা কম্পমান  
উৎপন্ন করিলা অগ্নি বহু মহাপুত্র (৬) ।  
তাহাদের গৰ্ভ মহৎ তাহাদের জন্ম মহৎ  
মহতী প্রবৃতি, ইন্দ্র-যজ্ঞের বশতঃ ॥ ৩

সম্ভূত বিজ্ঞেতৃগণ (৭) হয়ে স্পর্ধী ইন্দ্র সহ  
জ্ঞাত হইলেন তমোজ্ঞাত মহাজ্যোতি ।  
উবাগণ জানি তাঁকে হইলেন প্রত্যাগতা  
হইরাছিলেন ইন্দ্র একাই গোপতি (৮) ॥ ৪

(৫) এই ঋকে বলা হইয়াছে যে পুত্র কন্তা উত্তর থাকিলে কন্তা  
সম্পত্তি পান না ; পুত্র ক্রিয়ার অধিকারী, কন্তা সম্প্রদায়িতা হন ।

(৬) এই সকল পুত্র অগ্নিরগ্নি । এই সকল রশ্মির গৰ্ভ জলাঙ্ক  
এবং জন্ম ওষধ্যাঙ্ক ( সারণ ) ।

(৭) বিজ্ঞেতৃগণ শব্দে সম্ভূতগণকে লক্ষ্য করিতেছে ।

(৮) এষ্ট যন্ত্রে বৃজ ( ভষঃ ) হত হইলে জ্যোতিঃ (সূর্য্য) উদিত  
হইতেছেন দেখিয়া উবাগণ প্রত্যাগমন করিলেন এবং ইন্দ্রই গো  
(রশ্মি) সকলের একমাত্র পতি হইরাছিলেন বুঝাইতেছে । সারণ ।



জেনে ধীর বিপ্র সপ্ত গাতী যত বিলু-তপ্ত  
অপাবৃত করি পূৰ্ব-পথে ফিরিলেন ।  
লভিলেন তারা সবে গভী বজ্র-পথে, তবে  
ইলু জেনে নমস্কারে গিরি পশিলেন ॥ ৫

পৰ্বতের তগ্র বদা, পৌছিল সরমা তদা  
তাহাকে প্রচুর অন্ন দিলা প্রতিজ্ঞাত ।  
অভিমুখে অমুভব করিয়া স্থপদী (৯) রব  
অক্ষয় গোবন্দ কাছে হৈলা সমারাত ॥ ৬

ইলু বিপ্র অতিশয়, চলিলা সখ্যাভিলাষে, (১০)  
অঙ্গিও গৰ্ভস্থ গাতী বের করে দিলা ।  
যুবগণ সহ (১১) ইলু, পাইলেন তাহাদিগে,  
অগ্নিরা তখন তাঁরে অর্চন করিলা । ৭

উৎকৃষ্টের প্রতিনিধি বুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রবর্তী,  
জাতজ, শুককে যিনি করিলা নিধন ।  
সেই ইলু দূরদর্শী, গোধনের অতিলাষী  
স্বর্গ হতে এসে, পাণে করুন মোচন ॥ ৮

(৯) স্থপদী শোভনপদা সরমা ।

(১০) অগ্নিরাগণের সখ্যাভিলাষে (১১) যুবাকরুণ্যগণের সহিত ।



গৌ কামনা করি মনে,      স্তোত্রে অমরত্ব ধনে,  
অগ্নিরা সকলে যজ্ঞে আসীন হইলা ।  
সদন তাহে প্রভূত,      সেই যজ্ঞ সারভূত,  
সংভুক্ত যদ্বারা মাস করিতে চাহিলা ॥ ৯

সম্মুখে দর্শন করি,      স্বকীর গোধন চর,  
পুরাজাত পূজার্থে ছহিলা হৃদ্ধ হর্ষে ;  
আকাশ পৃথিবী ব্যাপি,      উঠিলেক স্তবধ্বনি  
নিয়োগিলা গোরক্ষণে সুবীর পুরুষে ॥ ১০

হোমযুক্ত অর্চনীর,      জাত মরুদগণ সহ  
বৃদ্ধহা যজ্ঞার্থে দান করিলা গোধন ।  
প্রশস্তা ক্ষীরধারিণী,      গাভী হব্য প্রদায়িনী  
মধু স্বাহ্ হব্য তাঁকে করিলা দোহন ॥ ১১

সুকৃত অগ্নিরাগণ,      মহৎ তাস্বৎ স্থান,  
দেখাইরা ইন্দ্রজন্ত সংস্কার করিলা ।  
আসীন হইরা যজ্ঞে, স্তুতি রোদসীকে স্তম্ভে (১২)  
বেগবান্ ইন্দ্রদেবে অর্গেতে স্থাপিলা ॥ ১২



রোদনী বিল্লিষ্ট হলে,      যদি এ মহতী জ্ঞতি  
 বুদ্ধি প্রাপ্ত ইন্দ্রে করে ধারণ সক্ষম ।  
 বুরিতে হইবে জ্ঞতি,      হইয়াছে বখারীতি  
 ইন্দ্রের সমস্ত বল স্বতই উত্তম ॥ ১৩

মহৎ বন্ধুত্ব তব,      যাচি তব শক্তি আমি  
 বৃত্তহস্তা তব কাছে আসে অশ্বগণ ।  
 গব্য দেই স্তোত্র দেই,      হে বিদ্বন্ মঘবন্,  
 তুমি গোপা আমাদের, করহ স্বরণ ॥ ১৪

জেনে মহাক্ষত্র বত,      প্রভূত হিরণ্য কত,  
 সখাগণে দিয়াছেন গবাদি সহিত ।  
 তিনি ইন্দ্র দাপ্তিমান্      সহ নেতৃ মরুদগণ,  
 সূর্য্যান্নি গো (১৩) উবা করেছেন উৎপাদিত ॥ ১৫।

জল বিশ্বক্লাদকর,      অসঙ্গত পরস্পর  
 সেই দাস্তমনা বিশ্বব্যাপ্ত স্থজিলেন ।  
 পবিত্রে(১৪)কবি-কর্তৃক শোধিত মাধুর্য্যোপেত(১৫)  
 তাহারে জগত্কে সদা কার্য্যে রাখিলেন ॥ ১৬

(১৩) গো পৃথিবী ।

(১৪) পবিত্র-জল পরিকারক (filter). (১৫) 'সৌন্দ উহ' আছে ।



সূর্যাদেব মহিমার ঘরি বাগী সমুদার (১৬)

বজ্রাহ উত্তরকৃষ্ণ (১৭) করে আবর্তন ।

কাম্য সখা ঋজুগতি অমুসরি তব শক্তি .

চলে মরুদগণ, শত্রুবর্জন কারণ ॥ ১৭

হে বৃত্রহা অবিনাশী, অন্নদাতাভীষ্টবর্ষী

পতি হও আমাদের হনুত বাক্যের ।

মহতী রক্ষা প্রদানে কিম্বা শিব সখ্যাদানে

ইচ্ছা করে, অভিযুগে এস এ বজ্রের । ১৮

অগ্নিরাগণের হ্রাস পূজি হে ইন্দ্র তোমার

নবীভূত করি তোমা ভজম আশার ।

দেবশূত্র জ্রোহকারী (১৮) বিনাশ করহ অরি

উপভোগ্য ধন দাও আমা সবাচার ॥ ১৯

সর্বত্র পবিত্র জল, হয়েছে গ্রহুত এবে

আমাদের মঙ্গলার্থে পরিপূর্ণ কর ।

তুমি রথবান্ ইন্দ্র, রক্ষা কর শত্রু হ'তে

আমাদিগে গাভী-জ্যেতা করহ সত্ত্বর ॥ ২০

(১৬) মূলে "বহুধিতী" আছে । বক্তব্যপদার্থধারণোপেতে সাধারণ ।

(১৭) মূলে "উত্তে কৃকে" আছে "অহোরাত্রৈ" । সাধারণ ।

(১৮) দেবশূত্র জ্রোহকারী দেবদেবী বিজ্রোহী অনার্য্যগণ ।



গোপতি বৃত্ত্বা ইন্দ্র প্রদান করুন গাভী  
 কৃষ্ণমিগে (১৮) দীপ্তভেজে করুন সংহার ।  
 দিগে প্রিয়ত্তম গাভী করিয়াছিলেন রুদ্ধ,  
 তিনিই সত্যের বাক্যে, সমুদায় ঘার ॥ ২১  
 বর্দ্ধমান্, মঘবান্ যুদ্ধে অন্ন লাভবান্  
 স্তোত্রের শ্রবণকারী নেতার প্রধান ।  
 সংগ্রামে শত্রুর হস্তা ইন্দ্র বহু ধনদাতা  
 করি তাই আশ্রমার্থে তাঁহাকে আহ্বান ॥ ২২

৩৩ সূক্ত ।

ইন্দ্রদেবতা । ৪, ৬, ৮, ১০ ঋকের নদী ঋষি ।  
 অবশিষ্ট ঋকের বিশ্বামিত্র ঋষি ।

বিমুক্তা বড়বাঘর যথা স্পর্দ্ধমানা  
 গর্জত উৎসঙ্গ হ'তে গোবৎ শোভনা,  
 বিপাশ শুভুদ্রী নদী সমুদ্রগামিনী (১)  
 ধেমু যথা ধায় দ্রুত বৎসান্তিলাষিনী । ১

---

(১৮) মূলে “কৃষ্ণান্” আছে। “কর্ষবিঘ্নকারিনোহরান্”  
 সায়ণ। “কৃষ্ণবর্ণ আদির জাতি” রমেশ।

(১) পুরাকালে বিশ্বামিত্র ঋষি পিঙ্গবনের পুত্র হুদাস স্বাকার



ইন্দ্র প্রণোদিতো ! তাঁর অনুজ্ঞা প্রার্থিনি !

রথীঘরবৎ কর সমুদ্রে গমন ;

ভরজে বর্জিতা এক সঙ্গে প্রবাহিণী

পরস্পর কাছে এসে শোভিছে কেমন ! ২

আসিয়াছি আমি সিন্ধুমাতা (২) সন্নিধানে

মহতী সোভাগ্যবতী কাছে বিপাশার,

ধেমু যথা ধার দ্রুত বৎসের লেহনে,

সমান ঘোনিতে (৩) তথা গতি উভয়ার । ৩

এই জলে পূর্ণ হয়ে করি বিচরণ,

আমরা করিয়া লক্ষ্য দেব-কৃত স্থান ;

গমন উদ্যোগ নাহি হইবে বারণ,

কি জন্য এ বিপ্র করে নদীকে আহ্বান । ৪

পুরোহিত হইরাছিলেন । তিনি পুরোহিত্য করিয়া বহন লইয়া আগমন কালে গর্ভিমধ্যে বিপাশ শুভ্রী নদীর সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইলেন । উক্ত নদীঘর উত্তীর্ণ হইবার জন্য তিনি ১ম তিনটি ঝুকে ভাহাদের গুণ করিয়াছিলেন । তৎপর নদীঘর ভাহাকে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন এবং পার হইতে অনুমতি দিয়াছিলেন । সারণ ।

(২) সারণ এই স্থলে মাতৃবৎ শুভ্রী নদী করিয়াছেন । কিন্তু মূলে “সিন্ধুং মাতৃমাতং” পদই আছে । (৩) “সমানমেকং ঘোনিং স্থানং সমুদ্রং” সারণ ।



বিখ্যামিত্র ।

কণেকের তরে জল-বতী নদীগণ !  
 আমার এ সোম্য বাক্যে হও উপরত ;  
 আমি কুশিকের পুত্র লভিতে শরণ  
 সিদ্ধকে মহান্ শুবে করি সমাহৃত (৪) ।

নদীধ্বয় ।

আমাদিগে বজ্র বাহু করিলা ধনন,  
 নদীর পরিধি বৃত্তে হনন করিয়া ;  
 সবিভা (৫) সুপাণি দেব কৈলা আনয়ন,  
 চলিছি আজ্ঞার তাঁর প্রভূতা হইয়া । ৬

বিখ্যামিত্র ।

যে বীরত্ব সহ ইন্দ্র অহি বিদারিলা  
 কর্তব্য সত্তত সেই বীর্য্যের কীৰ্ত্তন ;  
 বজ্রে চতুর্দ্দিগে স্থিত অহিকে বধিলা,  
 স্থানাপার আসিলা বভেক জলগণ । ৭

[৪] সিদ্ধং শুভ্রজীং দ্ব্যমিচ্ছামি মুখোন গ্রাহে প্রকর্ষণাহ্নয়ামি”  
 সায়ণ ।

(৫) সায়ণ সবিভা অর্থে ইন্দ্র করিয়াছেন ।



নদীধর ।

হে স্তোতা ! বা বল তাহা তুল না কখন,  
ভাবি বজ্র দিনে উক্কে সেব সেই বাকে ;  
আমানিকে প্রগল্ভিত পুরুষ মতন  
করিও না, মনস্কর করিছি তোমাকে । ৮

বিশ্বামিত্র ।

করিতেছি স্তব শুন ভগিনীষুগল !  
আসিয়াছি রথ অথ আমি দূর হ'তে ;  
অবনত হও বাই পার হয়ে জল,  
বাও শ্রোত জল সহ অক্ষের নিরেতে । ৯

নদীধর ।

আসিয়াছি দূর হ'তে শুনিলাম কথা,  
হে স্তোতা ! লইয়া বাও রথ ও শকট  
মাতা স্তন্যদানে, কন্যা আলিঙ্গনে যথা,  
অবনত হইতেছি তোমার নিকট । ১০

বিশ্বামিত্র ।

ইন্দ্র-জুত (৬) ভরতেরা বাইবেক পারে,  
আজ্ঞা পেলে তোমাদের পারে যার তারী,



প্রবৃত্ত হতেছে পারে, আনি তোমাদেরে  
সর্বত্র করিব স্তব, বজাহঁ তোমরা । ১১

উত্তীর্ণ হলেন গোধনেচ্ছু ভরতেরা  
বিপ্র করিলেন স্তুতি অতীব-মুন্দর ;  
কৃত্রিম সরিৎগণে করি জল-তরা  
গমন কর তোমরা সত্বর সত্বর । ১২

তোমাদের উর্দ্ধিমালা হ'ক প্রবাহিতা  
হেন, যেন যুগকৌল উর্দ্ধে থাকে তার ;  
কল্যাণকারিণী অহুঙ্কতা অনিন্দিতা  
বিপাশ স্তুতুর্জ যেন নাহি বাড়ে আর । ১৩

৩৪ স্তব ।

ইন্দ্র দেবতা । বিশ্বামিত্র ঋষি ।

পুরোভেদী জাত-বন্থ ইন্দ্র, চির শত্রু হিংস্র,  
অর্চনীর ভেজে দাসে করিলেন জর ।  
ব্রহ্মাকৃষ্ট ভূরিদাত্ত প্রবর্দ্ধিত ধীর গাজ,  
পূরিত বাঁহার দ্বারা রোদনী উভর ॥ ১



হে ইন্দ্র ! বলিন্ ! পূজিত ! তোমাকে করি ভূষিত  
অগ্নাশয়ে তবন্ততি করি উচ্চারণ ।

মহুজাত মানুষের অথবা দৈব বিশেষ  
সকলের অগ্রে তুমি করহ গমন (১) ॥ ২

রোধিলা প্রবৃদ্ধ নীতি বৃত্তে ইন্দ্র বর্পনীতি (২)

সকল মাত্ৰাবীদগে করিলা সংহার ।

বনে ক্ষুদ্রহীন করি বিনাশ করিলা অগ্নি,

রাম্যগণ গোগণ (৩) করিলা আবিষ্কার ॥ ৩

দিব্যেগ সৃজন করি যুদ্ধার্থীর সহচর,

অর্গপ্রদ ইন্দ্র সেনা করিলেন জয় ।

(১) "ক্ষিতীনাংসি মানুষীনাং বিশাং দেবীনামৃত পূর্ব্বাবা" মূলে এইরূপ আছে। সাধারণ অর্থ করিয়াছেন মানুষীনাং ক্ষিতীনাং মনোজ্ঞাতানাং মহুবাণাং উতাপিচ দেবীনাং দেব সংবন্ধিনীনাং বিশাং প্রজানাং পূর্ব্বাবা অগ্রতোগন্তাস্বমসি। অর্থাৎ মানুষ সম্বন্ধীর ক্ষিত্য-দিগেরও দেব সম্বন্ধীর বিশ্ অর্থাৎ প্রজাদিগের অগ্রে অগ্রে তুমি গমন করিয়া থাক ।

(২) মূলে "বর্পনীতি" শব্দই আছে। "যুদ্ধে পরপ্রহারিণাং নিবারণকৰ্ম্মা ইন্দ্র"। সাধারণ । "শত্রুদিগের আক্রমণ নিবারণক" রমেশ ।

(৩) মূলে "রাম্যাণাম্" আছে। সাধারণ অর্থ করিয়াছেন, রাজি ।



দিবসের কেতু দীপ্ত করিলা মনু-নিমিত্ত  
হইল রণের অন্ত জ্যোতির উদয় ॥ ৪

রণ-যোগ্য বহুধন করিয়া ইন্দ্র গ্রহণ  
প্রবল শত্রুর সেনা করিলা প্রবেশ ।  
এই সব উষা হার্য জাগ্রত হ'ল স্তোতার  
তাঁহাদের শুভবর্ণে বৃদ্ধি পেল তেজ ॥ ৫

মহনীর কর্ম তাঁর স্মৃকৃত অনেক আর,  
মহান, তাঁহাকে করে সকলে স্তবন ।  
বলিগণে বল দ্বারা চূর্ণ করিলেন পুরা,  
শত্রুহা মারায় দক্ষ্য করিলা নিধন ॥ ৬

দেবপতি, নরে বিনি বরপ্রদ ইন্দ্র তিনি,  
মহাযুদ্ধে দেবগণে দিলা বহু ধন ।  
তাই বিপ্র কবিগণে বিবস্থানের সঙ্গনে (৪)  
উদ্ধৃৎ দ্বারা করিতেছে তাঁহার স্তবন ॥ ৭

(৪) মূলে “বিবস্থতঃ সঙ্গনে” আছে। “বিশেষণ অগ্নিহোজাদি  
কর্ম্মার্থে বসন্তো যজমানস্তসঙ্গনে গৃহে।” সাধারণ ।



সকলের বরগীর                      বলপ্রদ সে স্বর্গীয়  
জলাধিপ, স্বর্গাধিপ, জেতা সে ইন্দ্রের ;  
পৃথ্বী অন্তরীক্ষ স্বর্গ                      যার দান, স্তোতৃবর্গ  
হৈলা আনন্দিত সহ তাঁর আনন্দের । ৮

তিনি দিয়াছেন অশ্ব,                      দিয়াছেন হরিদশ্ব,  
বহু লোক উপভোগ্য তাঁহার গোধন ;  
দিয়ে হিরণ্ময় ধন,                      করিয়ে দম্ভ্য হনন  
করেছেন আৰ্য্যবর্ণে তিনিই পালন (৫) ॥ ৯

ঔষধি ও বনস্পতি                      তাঁর দান দিবাভাতি  
প্রদত্ত এ অন্তরীক্ষ কর্তৃক তাঁহার ।  
তিনি করি যেদ-ভেদ                      বিপক্ষ করি উচ্ছেদ  
করেছেন অগ্রগামী শত্রুর সংহার ॥ ১০

যুদ্ধোৎসাহে বলীমান্                      অন্নবান্ ধনবান্  
যশবান্ যুদ্ধে শত্রু করেন হনন ।  
আমরা যে করি স্তব,                      শ্রবণ করেন সব,  
আশ্রয় পাইতে করি তাঁরে আবাহন ॥ ১১

---

(৫) এই বাক্যে মূল "আৰ্য্যবর্ণ" আছে । অর্থ বেতৃবর্ণ আৰ্য্যগণ ।



৫২ সূক্ত ।

ইন্দ্রদেবতা । বিশ্বামিত্রে ঋষি ।

ধানাবন্ত করন্তী অপূগবন্ত মোম

উক্থয়ন্তু,—প্রাতে ইন্দ্র ! করহ গ্রহণ (১) । ১

পক পুরোডাশ খেতে করহ উদ্যম,

তোমার অন্যেতে হব্য করিছে গমন ॥ ২

ঋগ পুরোডাশ, সেব বাক্য আমাদের,

বধুযু (২) যোষার সেবা করয়ে যেমন । ৩

পুরোডাশ সেব এই প্রাতঃ সবনের

সনশ্রুত ইন্দ্র ! (৩) তব মহৎ করণ ॥ ৪

মাধ্যম্নিন সবনের

ধান পুরোডাশ চাক

এই যজ্ঞে এসে খেয়ে করহ সংস্কৃত ।

(১) ধান ভূষ্ট ঘবান্তবন্তং করন্তীং করন্তো বধিমিত্রা সত্যবঃ ভবন্তং  
অপূগবন্তং সবনীর পুরোডাশোপেতং । সায়ণ । সূত্রায় এই মন্ত্রে বে ধান  
শব্দ আছে তাহার অর্থ ভূষ্টবব, করন্ত অর্থ বধিমিত্রিত ছাতু এবং  
অপূগ অর্থ-পিষ্টক । পুরোডাশ অর্থও পিষ্টক ।

(২) বধুযুঃ ত্রীকামঃ (সায়ণ) ।

(৩) সনশ্রুত পুরণতয়া প্রসিদ্ধ (সায়ণ) ।

(৪) মূল “ব্ধারমণঃ” আছে বৃষ ইব আচরণ, (সায়ণ) বৃষের জ্ঞান  
আচরণকারী (ব্রহ্মেশ বাবু)



বধন তোমার স্তোতা                      পরিচর্যাকারী তূর্ণ  
বৃষবৎ (৪) স্তবে তোমা করে প্রশংসিত ॥ ৫

তৃতীয় সবনে হত                      ভৃষ্ট ষব পুরোডাশ  
আমাদের সেবা করি কর সম্মানিত ।  
ঋতুমন্ত বাজবন্ত (৫)              হয়ে মোরা পুরুষ্টুত !  
স্তবে পরিচর্যা কবে ! করিব প্রভুত ॥ ৬

সপুষা (৬) তোমার জন্ত              প্রস্তুত করন্ত এই  
অশ্বযুক্ত তব জন্ত প্রস্তুত এ ধান ।  
মরুগদগ সহ ইন্দ্র !                      খাও এ অপূপ সব  
সোম পান কর শূর ! বৃহহা বিধান্ ॥ ৭

সত্তর ইহাকে দাও (৭)              ভৃষ্ট ষব, পুরোডাশ  
নেতৃগণ মধ্যে ইনি শ্রেষ্ঠ অনিবার ।

(৫) মূলে “ঋতুমন্তং বাজবন্তং” আছে । স্তোত্রবো যে কেচন দেবাঃ  
তবন্তং বাজবন্তং স্বধ্বনঃ পুত্রঃ তবন্তং (সারণ)

(৬) মূলে “পুরুষ্টুতে তে” আছে । পুত্রানাম কচ্চিদেবঃ অবন্তকঃ  
তবন্তে তে ভুত্বাং (সারণ) ।

(৭) এটি বজ্রমানের অশ্বযুগ্ম প্রতি উক্তি । সারণ



তোমার উদ্দেশ্যে ইন্দ্র ! দিন দিন করি স্তব  
সোমপানে হ'ক তার উৎসাহ তোমার ॥ ৮

৫৩ সূক্ত।

১ ঋকের ইন্দ্র ও পর্বত দেবতা। ১৫।১৬

ঋকের বাগ্‌দেবতা। ১৭, ১৮, ১৯, ২০

ঋকের থরাস্‌দেবতা। অবশিষ্টের  
ইন্দ্রদেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

হে ইন্দ্র পর্বত (১) উভে বৃহৎ রথেতে চড়ি  
সুন্দর সুবীর অগ্ন করহ বহন।

হে যুগল দেব ! যজ্ঞে হব্যের উৎকর্ষণ করি  
ইলা-মত্ত (২) হয়ে স্তবে বাড় অহুর্কণ ॥ ১

সুখে থাক কিছু কাল হেথা দেব মদ্যবন্  
অস্ত্র না বাও, সোমে যজিব তোমার।

পুত্র যথা মিষ্ট বাক্য পিতার ধরে বসন  
তব বস্ত্র ধরি তথা রাখিব হেথায় ॥ ২

(১) পর্বত শব্দের অস্ত্র অর্থপর্জন্ত দেব। (১।১১২।৩)।

এখানেও পর্বত শব্দের সে অর্থ হইতে পারে।

(২) মূলে "ইলানাসত্ত্বা" আছে। "হবিষা মদ্যো হব্যন্তো",



আমরা করিব স্তব                      হে অধরম্বা ! হইজন,  
 কি বল ? ইন্দ্রের অস্ত্র স্তব মনোহর ।  
 যজমান কুশোপরি                      বসহ ইন্দ্রের অস্ত্রে,  
 প্রশস্ত হউক এই উদ্ধ মনোহর ॥ ৩

আরাই ত গৃহ.(৩) ইন্দ্র              আরা যোনি মধবন্  
 যুক্ত হরিদ্র তথা বহুক তোমার ।  
 যখন আমরা সোম                      করিব স্তুত তখন  
 দূত অগ্নি যেন তব নিকটেতে যায় ॥ ৪

যাও কিম্বা থাক, আছে              উভয়ত্র প্রয়োজন  
 তথা আরা হেথা সোম, জাতঃ মধবন্ !  
 চড়ে মহারথে যাও,                      রাসভকে বিমোচন  
 করে কিম্বা লাগ হেথা যজপ্রয়োজন ॥ ৫

পিও সোম. যাও গৃহে              আছেন কল্যাণী আরা  
 আছেন স্তম্ভর ধনি গৃহেতে তোমার ।

সারণ । অর্থাৎ হবি দ্বারা হুটে হইয়া ইন্দ্র ও পর্বত উভয় দেব বৃদ্ধি-  
 লাভ হউন ।

(৩) "ন গৃহং গৃহমিত্যাহ গৃহিণী গৃহ মূচ্যতে ইতি স্মৃতেঃ ।"  
 সারণ



যাহেতে যাইতে হলে      মহারথে চড়ে যাওয়া  
অথবা খুলিয়া অথ থাক যজ্ঞাগার ॥ ৬

এই সব ভোজগণ      বিরূপ অগ্নিরাগণ  
অহুর আকাশ পুত্র বীর অভিযয় ।  
সহস্রাশ্বমেধ যজ্ঞে      বিশ্বামিত্রে বহু ধন  
দিয়ে তাঁর জীবন করিল। অন্নময় (৪) । ৭

মঘবা মায়ার স্বীয়      তহু হ'তে রূপ নানা  
ধরেন, করেন পান সোম অশ্বতুতে ।  
ঋতবা হলেও শুনি      স্বকীয় স্তব-অর্চনা  
ত্রিসবনে স্বর্গ হ'তে আসেন মুহূর্তে ॥ ৮

(৪) এই মধ্যে ভোজদিগকে বিরূপ অগ্নিরূপ বলা হইয়াছে এবং ভাহাদিগকে অহুর আকাশের পুত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । ইহারা অত্যন্ত বীর ছিলেন, এরূপও বলা হইয়াছে । ভোজগণ তবে কি অগ্নিরাবংশোদ্ভব ? কিন্তু সারণ ঠিক এরূপ অর্থ করেন নাই । সারণের মতে "ভোজাঃ সৌদাসাঃ কত্রিয়া" তিনি"দিবঃ অহরত অর্থে দেবগণ অপেক্ষাও অধিক বলবান্ রূপে করিয়াছেন । বীর অর্থে রত্নহুজ মত কল্পিয়াছেন । সহস্রাশ্বমে "অশ্বমেধে" সাধারণ



দেবতার জননিতা                      সিদ্ধবেগ ধামনিতা  
নেতৃ-উপদেষ্টা মহাঋষি দেবারুণ ।  
যখন সে বিশ্বামিত্র                      করিলা স্তুতাস-সজ  
কুশিকগণের প্রতি ইন্দ্র হৈলা তুষ্ট ॥ ৯

হে বিপ্র কুশিকগণ                      নেতৃগণ চক্ষু ঋষি  
অদ্রি স্তুত হলে সোম তুষ্টি দেবগণে ;  
হংসবৎ শ্লোক কও,                      দেবগণ সহ বসি,  
সোমমধু পান কর আনন্দিত মনে । ১০

যাও কাছে উত্তেজিত                      করহ কুশিকগণ  
ধনার্থে ছাড়িয়া যাও স্তুতাসের হর ;  
উত্তরেতে পূর্বাগরে                      করিলা রাজা হনন  
ব্রত্রে, পৃথী-শ্রেষ্ঠ-স্থানে যজুন্ এসময় ॥ ১১

আমি ভাবা পৃথিবীর দ্বারা ইন্দ্রদেবে  
সম্ভট করেছি কত স্তব উচ্চারণে ;  
ভরত বংশীয়গণে আমার সে স্তবে  
গালন করুক এবে রক্ষা বিতরণে ॥ ১২

করেছেন স্তুতি ইন্দ্রে বিশ্বামিত্রগণ ।  
করিবেন বজ্রী আমাদিগকে সধন ॥ ১৩



কীকটের (৫) মধ্যে তব      কি করিবে খেচুগণ  
 আশির (৬) না দেয়, পাত্র নাহি করে দীপ্ত ;  
 আন প্রমগন্দ ধন (৭)      আমাদিগে মববন্ !  
 নৈচশাখ (৮) ধন দিবে কর পরিতৃপ্ত ॥ ১৪

(৫) মূলে “কীকটেহু” আছে। “অনার্ধ্য জনপদেষু” সারণ ।  
 Kikata is usually identified with South Behar. Wilson.  
 In the Kik Sanhita when the kikatas the ancient name  
 of the people of Maghadha and their king Pramaganda  
 are mentiened as hostile, we have to think of probably  
 the aborigines of the country \* \* \* It seems not impos-  
 sible that the native inhabitants being particularly  
 vigorous retained more influence in Magadha than  
 elsewhere even after the country had been Brahmani-  
 sed \* \* and that is how we have to account for the  
 special sympathy and success which Buddhism met with  
 in Magadha. Weber's Indian literature ( translation )  
 P. 79.

(৬) সোমের সহিত মিশ্রিত করার উপযুক্ত হুত্ব ।

(৭) প্রমগন্দ কীকটদিগের রাজা (Weber) সারণ বলেন, মগন্দ যে  
 হুত্ব লইয়া টাকা ধরি দেয় ; প্রমগন্দ তাহার অগত্য ।

(৮) নৈচশাখ আৰ্য্যোত্তর বংশের সংগ্রহে বাহারি উৎপন্ন, তাহার  
 নীচশাখা তত্ত্বার্থে নৈচশাখ ।



অজ্ঞান-নাশিনী, করে বিয়তে বৃহৎ ধ্বনি, (৯)

জমদগ্নি দত্তা বাক্ নামে সসর্পরী ;

সূর্য্যের হৃহিতা তিনি দেবগণ ক্ষুদ্র যিনি (১০)

রাধেন অমৃত অন্ন বিস্তারিত করি ॥ ১৫

পঞ্চ শ্রেণী লোক মাঝে সত্তরে যে অন্ন আছে

সসর্পরী আমাদিগে করুন প্রদান ।

বৃদ্ধ জমদগ্নি-দত্তা পক্ষ্যা সে সূর্য্য-হৃহিতা (১১)

করুন আমার অন্তে নবান্ন বিধান ॥ ১৬

গোধর হউক স্থির

অক্ষ হক দৃঢ়তর

দণ্ড নষ্ট না হয়, বিশীর্ণ যেন যুগ ।

(৯) সসর্পরী শব্দরূপ বাক্ (সারণ)

(১০) কথিত আছে, সূর্য্যাসের যজ্ঞে বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি বিধা-

মিত্রের বল ও বাক্য গ্রহণ করেন, জমদগ্নিগণ বাক্-দেবতাকে আনয়ন করিয়া বিধিমিত্রকে প্রদান করেন। সসর্পরীর্থে প্রাহরিতীহাসং পুরাব্দঃ সৌদাস নৃপবজ্জৈবৈ বশিষ্ঠাক্ষজশক্তিনাং বিধামিত্রস্তাভিভূতং বলংবাক্চ সমং তত । বশিষ্ঠেনাভিভূতসঃ সূবাসীদখধগাধিজঃ । তন্মৈ ব্রাহ্মীং তু সৌরীং বা নান্না বাচং সসর্পরীং । সূর্য্য বৈশ্বনরাজাত্য দহুবৈ জমদগ্নয়ঃ । কুশিকানাং মতিং সাবাগমতিং তামগাশুদধত্ ।

(১১) “পক্ষ্যাপক্স পক্ষাদি নির্বাহকত্বসূর্য্যস্ত হৃহিতা সাবাক্” সারণ ।



কীলক না হতে শীর্ণ      ধারণ করুন ইন্দ্র ;  
নেমিস্কৃত রথ ! এস অশ্বদতিমুখ ॥ ১৭

দেহে কর বল দান      বলীবর্দে বলবান্  
কর ইন্দ্র ! তুমি হও চির বলপ্রদ ।  
ঘাতে চিরজীবী পুত্র      হয় চিরজীবী গৌত্র  
হেন বল তাহাদিগে দেও আয়ুপ্রদ ॥ ১৮

রথের খদির সার      শিশুপার কাট কিরা  
দৃঢ় কর, কর তাতে বল সংযোজন ।  
ওহে দৃঢ় দৃঢ়ীকৃত      অক্ষ ! আর দৃঢ় হও,  
রথ হ'তে আমাদিগে কর না পাতন ॥ ১৯

বনস্পতে ফেলে দিবে      কষ্ট নাহি দেয় ঘেন  
আমাদিগে এই রথ গৃহাভিগমনে ।  
আগৃহ মঙ্গল হ'ক      যে পর্য্যন্ত থামে রথ  
স্বস্তি হ'ক রথের অশ্বের আমোচনে ॥ ২০

ইন্দ্র শূর মদ্যবান্      প্রভূত আশ্রয় দান  
করিয়া করহ ভূমি আমাদিগে প্রীত ।  
বাহাকে বা ঘেষ করি      বেবা হয় ঘেবী অরি  
সে নিকৃষ্ট পতিত হউক প্রাণচ্যুত ॥ ২১



কুঠারে বেরূপ বৃক্ষ                      তাপ প্রাপ্ত হয়, তথা,  
 অক্লেশে শিমূল পুষ্প যথা চ্যুত হয় ।  
 জলস্রাবী পাকস্থলী                      উগরে হয়ে প্রহত  
 ফেন যথা, ঘেষ্ঠার তা হ'ক সমুদয় ॥ ২২

জান না হে জনগণ ! সারক (১২) সে বিখ্যামিত্রে  
 পশুবৎ মনে করি নিতেছ লুপ্তকে ।  
 প্রাক্ত মূর্খে না হাসায়,                      কে বল লইয়া যায়  
 অশ্ব সমূহের অগ্রভাগে গর্দভকে ॥ ২৩

এ সব ভরত পুত্র (১৩)                      বশিষ্ঠগণের সহ  
 পার্থক্যই জানে, নাহি জানরে একতা ।  
 সহস্র শত্রুর ভায়                      সংগ্রামে পাঠায় অশ্ব (১৪)  
 ধর্মূবাণ ধরি করে প্রকাশ্য শত্রুতা ॥ ২৪

(১২) মূলে "সারকন্ত" আছে । "অবসান কারিণঃ" সারণ ।

(১৩) ভরতবংশীয় ও বিখ্যামিত্রগণ । (১৪) ২১ হইতে ২৪ গ্লক  
 বশিষ্ঠগণের প্রতি অভিসম্পাত । এজন্ত নিরুক্তের টীকাকার যিনি  
 কাপিহল বশিষ্ঠ ছিলেন, তিনি এই গ্লকগুলির টীকা লেখেন নাই ।  
 সেন্সুলর ও রথ বলেন, অনেক হস্তলিপিতে এই গ্লকগুলি নাই ।



৫৮ স্কন্ধ ।

অশ্বিদ্বয় দেবতা । বিশ্বামিত্র ঋষি ।

পুরাতন অগ্নি জন্তু হুহিছেন কম পর  
 ধেনু (১), পশে অন্তরেতে দক্ষিণা তনয় (২)  
 সূর্যদেবে শুভ্রবাস বহিছে দিবসচর  
 অশ্বিদ্বয় স্তোতা এবে আগরিত হয় ॥ ১

তোমাঘরে অখগণ স্তবোজিত বহে রথে  
 পিত্তার্থে পুত্রের মত বজ্র উদ্ধমুখ ।  
 নাশ কর পণিবুদ্ধি (৩) মোদের নিকট হতে  
 প্রস্তুত হয়েছে হব্য, এস অভিযুখ ॥ ২

সুচক্র বিশিষ্ট রথে স্তবোজিত বাতে হয়,  
 এসে শুন স্তোতার এ শ্লোক অশ্বিদ্বয় ।  
 বৃত্তিহানি বিরুদ্ধেতে তোমরা বাও উত্তর,  
 বলেন নাই কি বৃদ্ধ বিপ্র সমুদয় ॥ ৩

(১) “ধেনুঃ প্রীগয়িত্বাঃ” সায়ণ ।

(২) মূলে “দক্ষিণায়াঃ পুত্র” আছে । “দক্ষিণায়াঃ উবসঃ পুত্রঃ”  
 সায়ণ ।

(৩) মূলে “পশেম’গীবাং” আছে । “আসুরীং বৃত্তিং” সায়ণ ।



এস ক্রত অশ্বোচড়ি হও স্তব অবগত  
 তোমাদ্বয়ে সকলে করিছে আবাহন।  
 বহুবৎ তোমা হু'য়ে হতেছে সোম প্রদত্ত  
 পয়োযুক্ত হর্ষকর, উঠিছে তপন ॥ ৪

বহু বহু স্থান নিদি, এস পথে দেবযান,  
 অশ্বিদয় ! তোমাদিগে ঘোষে সর্কজন।  
 তোমাদের জন্য হেথা দ্রব্রষয় ধনবান্ !  
 প্রস্তুত হইয়া আছে মধুরভাজন ॥ ৫

তোমাদের পুরাতন সখ্য সেব্য, অশ্বিদয় !  
 জহ্নাবীতে (৪) তোমাদের জ্রবিণ আছয়ে।  
 পাই পুনঃ পুনঃ সখ্য তোমাদের শিবময়  
 মধুতে তুষিব তোমাদের মিত্র হয়ে ॥ ৬

বেলা অবসানে যুবা হৃদক হৃসত্যদয় !  
 বাধু ও নিমুৎগণে মিলিত হইয়া।  
 সোমে প্রীতিযুক্ত উভে হৃদানশীল, অক্ষয়,  
 পান কর সোম-রস ঘঞ্জেতে আসিয়া ॥ ৭

---

(৪) জহ্নুকুলজা। সারণ। "It mightd imply the Ganges Jahnvi, if we had reason to suppose the legend of her origin from Jahnu was known to the Vedas. Wilson.



যেতেছে প্রচুর হবি তোমাদের বিকটেতে  
 স্তব করে নির্দোষ সুকৰ্ম্মা স্তোতাপন ।  
 আকৃষ্ট তাঁদের দ্বারা সদ্য জল-প্রদরথ  
 দ্বাৰা পৃথিবীর দিকে করে আগমন ॥ ৮

মিলিত হতেছে সোম মধুমর অতিশয়  
 বজ্র-গৃহে প্রবেশিয়া কর তাহা পান ।  
 পুনঃ পুনঃ তোমাদের রথ ধনধানকারী  
 সোমদাত্ত গৃহেতে করিছে অভিযান ॥

৫৯ সূক্ত ।

মিত্র দেবতা (১) বিশ্বামিত্র ঋষি ।

মিত্র হয়ে সূর্যমান কার্যে সবে রতীবান্  
 করেন সে মিত্র পৃথী ছালোক ধারণ ।  
 অনিমিষনেত্রে তিনি দেখেন যানবে যিনি,  
 দ্বন্দ্বযুক্ত হব্য তাঁকে কর সমর্পণ ॥ ১

---

(১) ঋষিদের প্রায় সর্বত্রই মিত্রদেব বরুণদেবের সহিত একত্র  
 স্তবত হইয়াছেন । এই সূক্তেই কেবল মিত্রকে স্বতন্ত্রভাবে স্তব করা





হউক সে অন্নবান্ তোমাকে যে হব্যদান  
করে হে আদিত্য-মিত্র ত্রত অনুসারে ।  
তুমি রক্ষা কর ষাঁকে অবধা অজের তাঁকে  
নিকট দূরের পাপ স্পর্শিতে না পারে ॥ ২

হরে মোরা রোগশূন্য হ্রষ্ট অন্ন-লাভ জন্য  
জাহ্নু পাতি বিস্তীর্ণ পৃথ্বীর বত্র তত্র ।  
আদিত্যের ত্রত কাছে সদাই বসতি আছে  
অনুগ্রহ মোদিগে করেন যেন মিত্র ॥ ৩  
এই যে নমস্ত মিত্র শোভন-মুখ সূক্ষত্র  
প্রোজ্জ্বলিত রাজা তিনি জগত বিধাতা । ১

---

হইরাছে। মিত্র অর্থাভ্যতির অতি প্রাচীন দেবতা। ইরানীর অর্থা-  
গণ ইহঁকে মিত্রো বলিতেন। "In the Avesta Mithra is the  
genius of the god of the celestial light. He appears  
before sunrise on the rocky summits of mountains ;  
during the day he traverses the firmament in his chari-  
ot drawn by four white horses and when the night falls  
he still illuminates with flickering glow the surface  
of the earth, "Ever waking, Ever watchful." He is  
neither sun nor moon nor stars but watches with "his  
hundred ears and his hundred eyes" the world.  
Mithra hears all, sees all and knows all, none can  
deceive him. By natural transition he has become  
for ethics the God of truth and integrity—the one that



যজ্ঞার্থে মিত্রের মতি      যেন আমাদের প্রতি  
 কল্যাণদায়িনী হয়ে থাকে চিরস্থিতি ॥ ৪  
 আদিত্য দেব মহান      নমস্কারে প্রাপ্তবান্  
 সকল লোকের তিনি কার্য্য প্রবর্তক ।  
 স্তোত্রায় প্রসন্নমতি      স্তুতি-যোগ্য মিত্র প্রতি  
 অগ্নিতে এ হব্য দাও প্রীতি-প্রবর্তক ॥ ৫  
 ভক্তনীর চৰ্ঘণীপালক-মিত্র-অন্ন ।  
 বিচিত্র বিক্রম সে দেবের বশ হয় ॥ ৬  
 স্বর্গ হ'ল অভিভূত মহিমায় যার ।  
 পৃথিবীও অভিভূত অগ্নিতে তাঁহার ॥ ৭  
 শত্রুজয়ক্ষম মিত্রে বজে পঞ্চজন ।  
 সমস্ত দেবতা যিনি করেন ধারণ ॥ ৮  
 দেব ও মানব মধ্যে কুশল্লেখ্য যেই ।  
 কল্যাণ করেন তাঁর মিত্র অন্ন দেই ॥ ৯

---

was] invoked in the solemn vows that pledged the  
 fulfilment of contracts and that punished perjurers.  
 Professor Frauz Cuniont, *The open court, chicago*.



৩১ সূক্ত ।

ঔষা দেবতা । বিশ্বামিত্র ঋষি ।

অগ্নি ধনবতী উষে ! দেবী অন্নবতী,  
স্তব করিতেছি, জেনে করহ গ্রহণ ;  
সর্সারাদ্যা পুরাতনী অথচ যুবতী,  
বহু স্তোত্রবতী, যজ্ঞে কর আগমন । ১

মৃত্যু-শূভ্রা, চন্দ্ররথা, স্নাতভাষিনী,  
প্রকাশিতা হও দেবি ! হিরণ্যবরণে ;  
সুযোজিত বলযুক্ত অশ্বগণ, ধনি !  
আনুক তোমাকে বহি এ মর-ভুবনে । ২

বিশ্ব ভুবনের প্রতি উদয় হইয়া,  
অমৃতের (১) কেতুরূপা উর্দ্ধে সমুন্নতা ;  
একমার্গে বিচরণ করিতে যাইয়া,  
চক্রবৎ পুনঃ পুনঃ হও প্রত্যাগতা । ৩

(১) মূলে “অমৃততকেতু” আছে। “অমৃতত মরণ ধর্ম রহিতত্ব  
স্বর্গ্যত কেতু; প্রজাপতিরী। সারণ।



বিস্তৃত বস্ত্রের ত্রায় (২) করিয়া তিমির,  
 সূর্য্যাপত্রী হয়ে যিনি করেন গমন ;  
 সে সুভগা কৰ্ম্মশীলা দ্যাবা পৃথিবীর  
 অস্ত্র হ'তে ধনবতী প্রকাশিতা হন । ৪

হতেছেন উষা দেবী সম্মুখে উদয়,  
 নমস্কারে তোমরা করহ তাঁর স্তুতি ;  
 মধুধা (৩) আকাশ উর্দ্ধে তেজের আশ্রয়  
 করিয়া সে সুদর্শনা দাপ্তিমতী অতি । ৫

জ্ঞাতা সত্যবতী উষা তেজের প্রকাশে,  
 ব্যাপ্তা ত্ববা পৃথিবীতে চিত্র সুষমায় ;  
 উপস্থিতা হলে দেবী অভিমুখে এসে,  
 পেতে পার ধন, যদি ভিক্ষা চাও তাঁর । ৬

(২) মূলে “স্বামেব অবচিষতী” আছে । স্বামেব বস্ত্রমিব বিস্তৃতং  
 তনোবচিষতী অপচরং অপক্ষরং প্রাপয়ন্তী ।” সারণ ।

(৩) “মধুধা মধুরাগি স্তুতিলক্ষণানি বাক্যানি দধাতীতি মধুঃ  
 স্তোমঃ তৎধারণতীতি ।” অথবা “মধুধা আদিত্যস্য ধাত্রী ।” সারণ ।



সত্যভূত দিবসের মূলেতে উষায়  
 পাঠায়ে অভীষ্টবর্ষী (৪) পশিলা রোদসৌ ;  
 মহতী সে উষা মিত্র বরুণ মায়ায় (৫)  
 চন্দ্রাবৎ বিকীরিলা স্বীয় রূপরশি । ৭

(৪) মূলে “বৃষা” আছে । “বৃষ্টিদ্বারা পান প্রেরকঃ আদিত্যঃ” ;

সায়ণ

(৫) মায়া-প্রভা । সায়ণ ।



## চতুর্থ মণ্ডল ।

৩ শ্লোক ।

অগ্নিদেবতা বামদেব ঋষি ।

রোদসীর অনন্যাতা হোতা বজ্রপতি

রুদ্র অগ্নিদেবে সেবা, হে ঋত্বিকগণ !

স্তনয়িত্ব হ'তে মৃত্যু না ঘটে ঋতিতি,

কর তার পূর্বে, আত্ম রক্ষার কারণ (১) । ১

করেছি এ স্থান (২) অগ্নে তোমার জন্তেতে ।

করে যথা পতিকামা জায়া স্তবাসিনী ;

---

(১) রুদ্র শব্দের আদি অর্থ বজ্র, এই ঋকে বজ্র হইতে উৎপন্ন অগ্নির কথাই বলা হইতেছে সন্দেহ নাই। স্তনয়িত্ব অর্থে অশনি ; অশনিপাতের পূর্বেই বাহাতে মৃত্যু না হয়, একান্ত অগ্নিকে তব করিতে বলা হইতেছে। এই অগ্নিকে দেবগণের হোতা আহ্বাতাও বলা হইয়াছে। মেঘ গর্জনে সহকারে যে বজ্রাগ্নি উৎপন্ন হইত, তাহাই বোধ হয় অগ্নির দেবত্বের আদি কারণ ।

(২) মূলে “যোনিঃ” শব্দ আছে। সারণ বলেন “তব স্থানং অর্থাৎ “উত্তর বেদি লক্ষণং প্রদেশং।” এই উত্তরবেদি তোমার স্থান; তাহাতে বস ।



হে সুকর্মা ! তেজোবৃত্ত বস সম্মুখেতে,  
এই সব স্তুতি তব সমভিমুখিনী । ২

মদকর সোমসোতা (৩) প্রস্তুতের ত্রায়  
স্তুতি করে যাঁকে সেই অদৃশ্য অমরে,  
নৃচক্ষা, শ্রবণপটু, সুখী দেবতায়—  
তোষ মে অগ্নিকে স্তোত্র শব্দ পাঠ করে । ৩

তুমিই হে অগ্নে ! এই কর্মের দেবতা,  
হে সত্যজ্ঞ ! হে সুকর্মা ! শুন এই স্তোত্র,  
কবে হবে মদ-করী স্তুতি উচ্চারিতা,  
কবে তব সহ সখ্য হবে গৃহে অত্র । ৪

কেন অগ্নে ! আমাদের পাপের জন্তেতে  
বরুণ, সূর্য্যের কাছে নিন্দা করিয়াছ ?  
কিবা সেই পাপ ? কেন মিত্রে, পৃথিবীতে,  
অর্থ্যামাকে, ভগদেবে কেন বলিয়াছ ? ৫



কেন তাহা বল হয়ে বর্দ্ধিত যজ্ঞেতে,  
 কেন বল বলবান্ শুভপ্রদ বাতে ?  
 পৃথিবীকে কেন পরিধাবক নাসক্তো,  
 কেন বল নৃগুরুদ্রে কি ফল তাহাতে ? ৬

মহান্ সে পৃষ্টিপ্রদ পুষাকে বা কেন ?  
 কেন পূজনীয় রুদ্রে হবি প্রদাতায় ?  
 বিষ্ণুকে বা কেন যিনি স্ততি-যোগ্য হেন,  
 কেন বল তাহা বৃহচ্ছরু দেবতায় । ৭

কেন বল তাহা সত্যভূত মরুদগণে ?  
 জিজ্ঞাসু সূর্য্যাকে তাহা বল কি কারণ ?  
 অদিতিকে বায়ুকে বা বল কি কারণে ?  
 জ্ঞান সব, দিব্য কার্য্য করহ সাধন (৪) । ৮

যাচি আমি গাতীকে যজ্ঞীয় পয় অগ্নে !  
 অপকা (৫) হ'লেও তিনি দেন পকুপয় ;

(৪) মূলে "সাধাদিবঃ" আছে। "দিবোহ্যালোকস্ত যজ্ঞবহনং  
 কার্য্যং সাধ কুরু ।"—সারণ ।

(৫) মূলে "আমা" শব্দ আছে। "আমা অপকা" সারণ ।



কৃষ্ণা বটে, শুভ্র, ক্ষম প্রাণের ধারণে,  
হৃৎ দিয়ে পোষণে মানব সমুদয় । ৯

সত্যভূত ধারক হৃৎক্ষেতে হয়ে সিক্ত,  
বৃষভ পুমান্ অগ্নিদেব বিরাজেন ;  
বিচরণ করেন বয়োধা একত্রিত,  
উধঃ হ'তে পৃশ্নি হৃৎ দোহন করেন । ১০

যজ্ঞেতে অগ্নিরাগণ অদ্রি বিদারিলা,  
বিক্রিপিলা, মিলিলা গো সহ অতঃপর ;  
কশ্ম্মনেতৃগণ স্তূথে উষাকে পাইলা,  
অগ্নির জন্মেতে আবির্ভূত দিবাকর । ১১

অবাধিতা মরণ রহিতা নদীগণ  
মধুর সলিলা হয়ে যজ্ঞে উৎসাহিতা ;  
গমনার্থ প্রোৎসাহিত যথা অশ্বগণ,  
তথা দেবীগণ অগ্নে ! সদা প্রবাহিতা । ১২

যেও না যজ্ঞেতে তার যেবা হিংসা করে,  
হৃষ্টে প্রতিবাসী যজ্ঞে যেও না কখন ;  
যেও না কখন অস্ত্র বন্ধুর অধ্বরে,  
কুটিল ভ্রাতার ঋণ ক'রনা গ্রহণ ;



ভেদ করিব না মোরা শত্রু মিত্র ধন,  
তব দত্ত ধন, মোরা করি আকিঞ্চন। ১৩

আমাদের রক্ষাকারী অগ্নে ! হরে প্রীত  
কর আমাদের রক্ষা প্রদানি আশ্রয় ;  
দীপ্ত হও, দূঢ় পাপ কর নিঃশেষিত,  
মহান্ ও বর্দ্ধমান রক্ষঃ কর ক্ষয় (৬)। ১৪

হে অগ্নে ! মম এ অর্কে হইরে স্তুতি  
কর শূর ! স্তোত্র সহ অগ্নের গ্রহণ ;  
সেব স্তব হে অগ্নির ! দেববাত স্তুতি (৪)  
তোমাকে করুক অগ্নি দেব ! সম্বর্দ্ধন। ১৫

(৬) এই মন্ত্রে অগ্নিকে পাপ বিনাশ ও রক্ষোনাশ করার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। ৫।৬।৭।৮ ঋকে দেখা যায়, অগ্নি বিভিন্ন দেবগণকে পাণের কথা বলিতে পারেন। তিনি কেবল স্তব বহন করেন এমনত নহে, পাণের কথাও ঘোষণা করিয়া থাকেন। এ মন্ত্রে বলা হইয়াছে তুমিই পাপক্ষয় কর। রক্ষঃ শব্দে আদিমজাতি লোক লক্ষ্য করা হইয়াছে।

(৪) মূলোক্তে “শক্তি দেববাতাজরেত” আছে। দেববাতা দেবার্থঃ পতা দেবান্ স্তোতুং প্রাপ্তেত্যর্থঃ তাদৃশী শক্তি শংসনং স্তে দ্বাং সংজরেত সংবধঁরতু।” সায়ণ।



করহ দূর অমতি                      সমস্ত নাশ হুশ্রুতি  
আমাদের হ'তে অংহ (৬) কর তিরোধান ॥ ৬

১৬ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । বামদেব ঋষি ।

আম্রন ঋজীষী (১) সত্যবান্ মঘবান্  
আম্রক ইহাঁর অশ্ব কাছে আমাদের ;  
করিব সোমাভিষব অন্ন সারবান্ (২)  
স্তবে তুষ্ট হয়ে ইষ্ট করুন মোদের । ১

পথপ্রান্তে যথা (৩) শূর ! কর তথামুক্ত,  
অদ্ব এ সবনে যেন তোমা হুষ্ট করি ;

(৬) অংহ—পাপ ।

(১) সোম হইতে একবার রস নিংড়াইরা লইলে বাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে ঋজীষ বলে, তদ্ব্যক্ত ঋজীষী ।

(২) মূলে "সুদক্ষং অক্ষঃ" আছে । সুদক্ষং শোভমানবলং সারো .  
পেতং \* \* অক্ষঃ অন্নরূপং সোমং । সায়ণ ।

(৩) লোকে পথপ্রান্তে যথা অথকে মুক্ত করে, তথা তুমি আমা  
দিগকে মুক্ত কর ।



অনুধ্য সর্বজ্ঞ তুমি, উচ্চারিছে উক্খ,  
উশনার ত্রায় যজমান তোমা স্মরি। ২

কবি যথা গৃঢ় অর্থ করেন সাধন  
বুঝা তথা, সোম-পানে যখন হর্ষিত,  
স্বর্গ হ'তে সপ্ত কারু (৫) হয় উৎপাদন,  
দিনেও করয়ে তারা জ্ঞান সম্পাদিত। ৩

অর্কে স্রশোভিত সদা স্বর্গ-মহাজ্যোতি  
স্বর্গে বাস হেতু দীপ্ত যত দেবগণ,  
নাশেন আঁধারে আসি নেতৃগণ-পতি (৬)  
মানব সকলে করে জগৎ দর্শন। ৪

অমিত মহিমা ইন্দ্র করেন ধারণ,  
আকাশ পৃথিবী বাতে পরিপূর্ণ হয় ;  
অভিভূত করেছেন সমস্ত ভুবন,  
অতিরিক্ত তাঁহার মহিমা স্ননিশ্চয়। ৫

(৫) কারু—রশ্মি।

(৬) মূলে নৃত্য শব্দ আছে। অর্থ নেতৃশ্রেষ্ঠ সূর্য।



নরের জানিয়া ইন্দ্র যত উপকার  
নিকাম মরুতগণে জল বরষিলা ;  
বাক্যে যাঁরা করিলেন পূর্বত বিদার,  
গোমস্ত, ইন্দ্রার্থী তাঁরা ব্রজ উদ্ঘাটনা ! ৬

করিয়াছে হত বৃত্তে উদকাবরক  
লোক-পাল-বজ্র তব ; পৃথী সচেতন ;  
আপন বলেতে হয়ে লোকের পালক,  
নভঃস্থিত জল, ধূষণ ! করেছ বর্ষণ । ৭

আদ্রির বিদার ভূমি করিলে যখন,  
সরমা করিল পূর্বে গোধনাবিষ্কার ।  
অঙ্গিরারা, পুরুত ! করিল স্তবন,  
অভ্রভেদি অগ্নি দিয়ে করিলে আদর । ৮

নৃমান্য হেমঘবন্ ! প্রদানিতে ধন  
কবি (৭)-অভিমুখেতে গমন করেছিলে ;  
চাহিলে আশ্রয় দিবে করিলে রক্ষণ  
ব্রহ্মা-শূত্র (৮) দক্ষ্যগণে যুদ্ধে বিনাশিলে । ৯

(৭) “কবিং মেধাবিনং কুৎসং ।” সারণ ।

(৮) মূলে “অব্রহ্মা” শব্দ আছে । ঋত্বিক বিশেষের নাম ব্রহ্মা ।  
বাহাদের ব্রহ্মা নাই, অর্থাৎ ঋত্বিক নাই তাহারা অব্রহ্মা । সারণ ।



দম্ব্য-বধ মনে করি গেলে কুৎস-গেহে,  
কুৎসও সাদরে গৃহ গথ্য চেয়েছিল ;  
একরূপে স্বস্থানে বসিলে গিয়া দোহে,  
সত্য দর্শিনী নারীর সংশয় জন্মিল (৯)। ১০

শত্রুহা, বায়ুর মত অশ্বের ঈশান,  
কুৎসকে করিতে রক্ষা গেলে রথে তাঁর ;

(৯) ঋক নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। তাঁহার পুত্র কুৎস রাজর্ষি। তিনি কোন সময় শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধে অসমর্থ হইয়া ইন্দ্রকে আহ্বান করিয়াছিলেন। ইন্দ্র কুৎসের গৃহে আসিয়া তাঁহার শত্রুদিগকে বধ করিয়াছিলেন। ইহাতে উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মিল ; অতঃপর ইন্দ্র কুৎসকে নিজগৃহে লইয়া যান। ইন্দ্রের স্ত্রী উভয়কে তুল্যরূপ দেখিয়া কে ইন্দ্র কে কুৎস তিনি তা পারিচা সংশয়া-বিত্ত হইয়াছিলেন। সায়েণ। ১ম অষ্টকের ৭ম অধ্যায়ের শ্রীঃ সবগুলি সূক্ত কুৎস-রচিত। ১।১৬৩ সূক্তানুসারে কুৎসকে একজন দম্ব্য-নাশক প্রধান বোদ্ধা বলিয়া বোধ হয়। Kutsa would be a prince who bore an active part in the subjugation of the aboriginal tribes of India. Wilson. ১।১০৬।৬ ঋকে কুৎস কুপে নিপতিত হইয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে। ১।১১২।২৩ ঋকে কুৎসকে অর্জুনের পুত্র বলা হইয়াছে।



যখন সে কবি, ঋজু অগ্নের সমান  
 অশ্ব বুড়ি রথে, পেলা বিপদে নিস্তার । ১১  
 সুধ-শূত্র শুষ্ককে বধিলে কুৎস জন্তে,  
 দিবস-আরম্ভ কালে কুরবে বধিলে ;  
 বহু জনে মিলি বজ্রে যত দস্যুগণে  
 হানিলে, সংগ্রামে সূর্য্য-চক্র ছিঁড়েছিলে । ১২  
 প্রবৃদ্ধ মৃগর আর পিণ্ডকে বধিলে,  
 বশ করে দিলে বৈদধিন ঋষিবার (১০)  
 পঞ্চাশ সহস্র কৃষ্ণে (১১) বিনাশ করিলে,  
 জরা যথা রূপ, তথা নাশিলে নগর (১২) । ১৩  
 শূর্য্যের নিকটে তনু ধরহ যখন  
 হে শূর ! অমর তব রূপ প্রকাশিত  
 হস্তীবৎ মৃগ তুমি, বলের দাহন,  
 আমুধ ধারণ করি ভীমসিংহ মত । ১৪

(১০) মূলে ঋজিথনে বৈদধিনার আছে । বিদধীর পুত্র ঋজিথ রাজাকে ।

(১১) মূলে পঞ্চাশৎ কৃষ্ণা সহস্রা আছে । ৫০ হাজার কৃষ্ণবর্ণের লোককে হত করিয়াছিলেন ।

(১২) শংবরের নগরগুলির কথা হইতেছে । সারণ ।



কামনা করিয়া ইন্দ্রে ধনাৰ্থীরা সবে  
 যথা যুদ্ধে তথা যজ্ঞে করেন গমন ;  
 মাগেন অন্তার্থে উক্ণে বর ইন্দ্রেদেবে,  
 তিনি রম্য দৰ্শনীয় পুষ্টি-নিকেতন ।১৫

আবাহন করি সেই স্নহব ইন্দ্রকে  
 বহুল কৰ্ম্মের যিনি করিলা সাধন ;  
 দেন যিনি গ্রাহ্য অন্ন মাদৃশ স্তোতাকে,  
 তোমাদের জন্ত, যার স্পৃহনীয় ধন ।১৬

সুতীক্ষ্ণ অশনিপাত হে শূর ! যখন  
 মানবে মানবে কোন সময়েতে হয় ;  
 হে আৰ্য্য ! যখন হয় ঘোরতর রণ,  
 আমাদের তনু-গোপ্তা তোমাকেই কর ।১৭

বামদেব যজ্ঞের রক্ষক তুমি বট,  
 কে হিংসিবে তোমা, হও বন্ধু আমাদের ;  
 স্নমতে ! এসেছি মোরা তোমার নিকট,  
 প্রাশংসা করহ তুমি স্তোতা সকলের ।১৮



এই সব হব্য যুক্ত লোকে হয়ে দীপ্ত,  
 সকল যুদ্ধেতে তোমা করি অভিলাষ,  
 ধনে যথা ধনৌ, তথা হইব প্রমত্ত  
 অনেক শরণ, রাত্রি, শত্রু করি নাশ ॥ ১৯ ॥

ইষ্টবর্ষী তরুণ ইন্দ্রের সম্ভাষণে  
 ব্রহ্ম বিরচিত, ভৃগুগণ (১৩) যথা রথ ;  
 মধ্য বিবোজিত যাতে না হয় কখনে,  
 বাহাতে পালেন তিনি করিব তেমত ॥ ২০ ॥

স্তুত ইন্দ্র ! আমাদের হয়ে স্তূষমান,  
 জল যথা নদীকে, অন্তরে বৃদ্ধি কর ;  
 হে হরি-বিশিষ্ট ! নবস্তোত্রে করি গান,  
 রথবান্ হয়ে যেন ভজি নিরন্তর ॥ ২১ ॥

---

(১৩) দীপ্যমান সূর্যধরণ ।



১৮ সূক্ত ।

এই সূক্তে ইন্দ্র, অদিতি ও বামদেব ইহাঁ-  
দের মধ্যে কথোপকথন হওয়ায়  
ইহাঁরা তিন জনে এই সূক্তের  
ঋষি ও দেবতা । (১)

ইন্দ্রোক্তি ।

পূৰ্ব্বাপর লব্ধ এই পথ পুরাতন,  
যাহা হ'তে সমুদায় দেবগণ জাত ;  
বুদ্ধি পেয়ে এই পথে লভহ জনন,  
করিও না কদাচনু মাতাকে পপাত ॥ ১ ॥

(১) বামদেবের ইচ্ছা ছিল না যে তিনি মাতৃবোনি হইতে নিগৃত হন ; এজন্য তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন মাতার পার্শ্বদেশ ভেদ করিয়া জন্মিবেন । তাঁহার মাতা ইহা জানিতে পারিয়া ইন্দ্রের স্ত্রী ও ইন্দ্রের মাতাকে ধ্যান করিলেন । অদিতি ইন্দ্রের সহিত আসিলেন । তাঁহারা বামদেবের সহিত যে কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহাই এই সূক্তের বক্তব্য বিষয় ।

“গৰ্ভস্থো জ্ঞান সম্পন্নো বামদেবো মহামুনিঃ ।

মতিং চক্রে নজারৈবোনিদেশান্তু মাতৃতঃ ॥



বামদেবোক্তি ।

হব না নির্গত আমি এ দুর্গম পথে,  
পার্শ্ব ভেদ করি আমি হইব নির্গত ;  
অন্তের অক্লান্ত বহু হইবে করিতে,—  
কার সহ যুদ্ধ, কার প্রতিবাদে রত ॥ ২ ॥

ইন্দ্র বলেছেন মাতা হইবেন মৃত,  
বেরবই, নাহি যাব তথাচ সে পথে ;  
সোমী স্বষ্টৃ গৃহে, ইন্দ্র শতধনে ক্রীত  
পিরিলা ফলক যুগে (২) সোম শ্ববলেতে (৩) ॥৩॥

কিন্তুপার্শ্বাদিত্যেতি জ্ঞাতাত্ম জননীত্বিদং ।  
দধৌশাংতৈত্যা শচীদেবীমদিতিং ত্বিল্লমাতরং ॥ ২  
অদিতিস্তি লসহিতা বর্জিতীমভ্যাগাঘনে ।  
অদিভীল্লবামদেবাঃ সংবাদ মথচক্রিরে ॥ ৩ সারণ

"The interesting part of this absurd story is its accordance with the birth of Sakya, according to the Buddhists who may possibly have borrowed the notion from the Veda.—Wilson.

(২) মূলে "চমোঃ" আছে । "সামান্তিষব ফলকরো" সারণ ।

(৩) অর্থাৎ ইন্দ্র বধেচ্ছা কর্ত্ত্ব করিয়াছিলেন, আমি কেন তদ্রূপ করিব না ? ইহাই এ স্থলের ভাব ।



ধরিলা সহস্র মাস অনেক শরৎ  
যাহাকে, বিরুদ্ধ কেন করিলেন তিনি ?  
অদিতির উক্তি ।

অগ্নেছে জন্মিবে যারা কিস্বা শুবিষ্যৎ  
নহেন কাহার সহ তুলনীয় ইনি ॥ ৪ ॥

নিন্দনীয় মনে করি ইন্দ্রে গুহাজাত  
বীর্যো পরিপূর্ণ মাতা করিলা তাঁহার ;  
জাত হয়ে স্বরং তেজে হইলা উথিত,  
দ্যাবা ও পৃথিবী পূর্ণ হইল বাহার ॥ ৫ ॥

ইহারা অললা হয়ে (৪) অলবতী প্রায়  
করিয়া হর্ষের শব্দ করিছে গমন ;  
পুছ ইহাদিগে এরা কি বলিয়া যার,  
আবরক কোন্ মেঘে ভাঙ্গে অলগণ ? ॥ ৬ ॥

নিবিৎ সকল(৫) বল, কি বলে ইহাঁকে ?  
ধারণ ইন্দ্রের পাপ করে অলগণ ;

● (৪) মূলে "অললা ভবন্তীঃ" আছে। "অললেভ্যেবং রূপং শব্দঃ  
কুবৃত্যঃ ।"

(৫) মূলে "নিবিদঃ" আছে। বহুবচনীয় শব্দে প্রযুক্ত্যমানানি



মম পুত্র মহাবজ্রে হানিলা বৃত্রকে ।  
অতঃপর সিদ্ধুগণে করিলা সৃজন ॥ ৭ ॥

বামদেবোক্তি ॥

যুবতী (৬) প্রমত্তা হয়ে তোমা প্রসবিলা,  
কুশবা (৭) প্রমত্তা হয়ে গ্রাসিল তোমায় ;  
শিশু তুমি, জলেরা তোমাকে স্নান দিলা,  
উঠিলে প্রমত্ত ইন্দ্র সাহস দ্বারায় ॥ ৮ ॥

প্রমত্ত হইয়া বাংস (৮) তব হনুধ্বয়,  
মম্ববন্ ! বিধিয়া করিল অপহৃত ;  
সমধিক বল তুমি করি উপচয়,  
করিলে দাসের শিরঃ বজ্রে সংপেষিত ॥ ৯ ॥

মরুৎ স্তোত্র মরুৎগণ ইত্যাদীনি ইন্দ্রস্ততি প্রতিপাদকানি কানিচিং  
পদানি নিবিচ্ছন্দেনেচ্যেস্তে তানিবিদঃ ।” সায়ণ ।

(৬) যুবতী অদিতি ।

(৭) কুশবা জনৈকা রাক্ষসী । সায়ণ ।

(৮) বাংস কোন রাক্ষসের নাম । সায়ণ ।



গৃষ্টি (৯) যথা বৎসে তথা জননী তাঁহার,  
বিচরণ করিবারে ইন্দ্রে প্রসবিলা ;—  
স্থবির, বয়োপ্রবৃদ্ধ, বলের আধার,  
অজের, প্রেরক বৃষ শরীর ইচ্ছিতা ॥ ১০ ॥

মহান্ ইন্দ্রকে মাতা জিজ্ঞাসা করিলা,  
এই সব দেব তোমা তাজিয়াছে পুত্র !  
“মহা পরাক্রান্ত হও” ইন্দ্র উত্তরিলা,  
“সখা বিষ্ণো ! যদি চাও বধিবারে বৃত্র” ॥ ১১ ॥

আপনার মাতাকে বিধবা কে করেছে ?  
শোও কিম্বা চল, তোমা কে বধিতে চায় ?  
কোন্ দেব স্তম্ভ-দানে তোমা জিনিয়াছে ?  
যেহেতু ধরিয়া পদ বধেছ পিতায় (১০) ॥ ১২ ॥

কুকুরের অস্ত্র আমি অগত্যা রাখিহু,  
দেবগণ মধ্যে নাই স্তম্ভয়িতা আর ;

(৯) “গৃষ্টিঃ কাচিলৌ ।” সায়ণ ।

(১০) ইন্দ্র তাঁহার পিতাকে বধ করিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে কোন



অসম্মানিতা হইতে জায়াকে দেখিহু (১১)

মধু অনিলেন শ্রোন জন্তিতে আমার ॥ ১০ ॥

২৭ সূক্ত ।

শ্রোন দেবতা । শেযোক্ত ঋকৃটীর শ্রোন অথবা

ইন্দ্র দেবতা । বামদেব ঋষি ।

গর্ভেতে থাকিয়া আমি এই সব দেবতার

বধাক্রমে জানিহু জনম কি প্রকারে ।

শতক আরসীপুরী করিল রক্ষা আমার

শ্রোন আমি এবে বেগে এসেছি বাহিরে(১) ॥ ১ ॥

পারে নি সে গর্ভ মম করিতে বধেষ্ট কৃতি

ভীকু বীর্যো করিহু তাঁহাকে পরাজয় ।

ব্যাখ্যা নাই । রমেশ বাবু বলেন তৈত্তিরীয়সংহিতায় উহা আছে । ৬।

১।৩।৬।

(১১) গর্ভস্থ বামদেব এই সব কথাগুলি বলিবেন কি প্রকারে ?

(১) সায়ণ বলেন এই ঋকৃ সম্বন্ধে এই শ্লোক গঠিত হয় ;—

শ্রোনভাবং সমাহার গর্ভাদ্যোগেন নিঃসৃতঃ ।

ঋবির্গর্ভে শরানঃ সন্ক্রতে গঠৈতনু'স্মৃতি ।

এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তিনি লিখিয়াছেন যে বামদেব ঋষি



প্রেরক পুরন্ধি (২) বধ করিলা যত অরাতী  
তরিলা বর্দ্ধিত হয়ে বাত সমুদয় ॥ ২ ॥

যখন ছ্যালেক হ'তে অধোমুখ হয়ে শ্বেন,  
স্বনিলা, বহিলা তারা (৩) সোম তাহা হ'তে ।  
যখন কুশাহু (৪) অন্তা (৫) দ্রুতহন্তে জ্যা'তাজেন  
যখন ক্ষেপেন শর সে শ্বেন খগেতে ॥ ৩ ॥

যত দিন শরীর ও আত্মার বিভিন্নতা না জানিতেন ততদিন নিরুদ্ধ ছিলেন। পরে আত্মা অনাবৃত ইহা জানিয়া শ্বেনপক্ষীর স্তায় নির্গত হইলেন। কিন্তু রমেশ বাবু বলেন যে এই স্বকৃষ্টি ও সমস্ত সৃষ্টিটি পাঠ করিলে বোধ হয় শ্বেনপক্ষীর সোমাহরণার্থ নির্গমনের কথা বলা হইতেছে।

(২) মূলে "ইমঁ পুরন্ধি" আছে। ইমঁ সর্বস্ত প্রেরক: পুংস্বিঃ পুরাং ধারকঃ পরমাত্মা" কিন্তু রমেশ বাবু বলেন ঐ শব্দে শ্বেনকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তৃতীয় স্লকেও পুংস্বি শব্দের ব্যবহার আছে। সেখানে সারণ ও রমেশ বাবু উভয়ই অর্থ করিয়াছেন "সোম।" বোধ হয় একেও সোম করিলে দোষ হয় না।

(৩) তারা সোমপালগণ ।

(৪) কুশাহুঃ এতদ্রাশকঃ সোমপালঃ । সারণ ।

(৫) অন্তা—শরণাং ক্ষেপ্তা । সারণ ।



ইন্দ্রবান্ দেশ হতে আনিলা (৬) ভূজ্যাকে যথা

বৃহৎ দ্যালোক'পরি হইতে তেমন ।

আনিলেন সোম শ্রেন, গ্রহত হইলে তথা

পড়িল সে পতত্রির পর্ণ মাধাতন ॥ ৪ ॥

খেতবর্ণ, পাত্রস্থিত, গব্যাসিক্ত সারোপেত

তৃপ্তিকর, অধ্বয্যু প্রদত্ত সোমপান,

মদার্থে অধুনা শূর করুন পান মধুর

করুন অগ্রেতে পান ইন্দ্র মঘবান্ ॥ ৫ ॥

৩৭ সূক্ত ।

ঋভুগণ দেবতা । বামদেব ঋষি ।

মনুষ্য লোকের (১) এই বস্ত্রে বাজগণ !

ষেক্রপে ধারণ কর সূদিন করিতে

সুন্দর ঋভুগণ ! কর আগমন

আমাদের বস্ত্রে তথা দেবগণ্য পথে । ১ ।

(৬) অগ্নিবর ভূজ্যাকে আনিয়াছিলেন ।

(১) মূলে মনুষ্যবান্ধু আছে । মনুষ্যো মনোঃ সম্বন্ধিনীষু বিক্  
প্রজাহ সারণ । রমেশ বাবু অর্থ করিয়াছেন মনুষ্যালোকের ।



থাকুক এ যজ্ঞ তব হৃদয়ে মানসে  
প্রাপ্ত হ'ক তোমা অন্য পর্য্যাপ্ত সঘৃত (২) ;  
চায় তোমা সোম সূত পূর্ণ যা চমসে,  
পীত হয়ে সৎকাজে করুক উৎসাহিত । ২ ।

ধারণ করেন যারা হে ঋতুজাগণ !  
দেবহিতকর সোম ত্রিসবনোপেত,  
তোমাদের জন্ত তোম কিম্বা বাজগণ,  
আমি সেই বিশ্বে মধ্যে হেথা সমবেত  
হইয়ে প্রভূত দীপ্ত মনুর সমান,  
তোমাদের জন্তে করি সোমরস দান । ৩ ।

দীপ্ত-রথ, পৌন অশ্ব, লোহ হনুধর,  
ইন্দ্রপুত্র সূনিক্ষ (৩) তোমরা বাজগণ !  
বল-পৌত্র তোমাদের হর্ষের উদয়  
করিবারে হেথা এই অগ্রিয় সবন । ৪ ।

(২) সঘৃত (সোমরস) ।

(৩) নিক্ষব্দের অর্থ স্বর্ণমুদ্রাবিশেষ । এখানেও বোধ হয় সেই  
অর্থেই ব্যবহৃত হইরাছে ।



হে ঋভুক্ষাগণ ধন যাচি ঋভুদেবে  
 বাজে (৪) বাজিশ্লেষ্ঠদেবে করি আবাহন ;  
 ইন্দ্রসখা যুগল অশ্বিকে মোরা সবে  
 আহ্বানি, করেন যাঁরা ধন বিতরণ । ৫।

তোমরা ও ইন্দ্র যাঁকে বক্ষ ঋভুগণ  
 কর্ম্মে ধনভাগী, যজ্ঞে অশ্বযুক্ত হন । ৬।  
 যজ্ঞ-পথ রাজগণ! কর বিজ্ঞাপিত,  
 সর্বদিক্ উত্তীর্ণ তোমরা যদা স্তত । ৭।  
 ইন্দ্র ও নাসত্য্যবর বাজ ঋভুগণ  
 আমাদিগে দান কর অশ্ব বহু ধন । ৮।

৪৭ সূক্ত ।

১ বায়ু ; ২—৪ ইন্দ্র ও বায়ু দেবতা ।  
 বামদেব ঋষি ।

পবিত্র হইরে অগ্রে এনেছি তোমার  
 অতিশুভ সোম বায়ু ! স্বর্গ কামনার (১) ;

(৪) বাজ—বৃদ্ধ ।

(১) মূলে দ্বিবিষ্টিব্দ শব্দ আছে । যজ্ঞস্ত প্রাপকেষু যজ্ঞেহ ।  
 “স্বর্গস্তৌষণেযু সংহ্র। এই অর্থ সত্য্য হইলে, যজ্ঞদ্বারা স্বর্গলাভ হয়  
 এ বিখ্যাস প্রচলিত ছিল সন্দেহ নাই।



তুমি স্পৃহনীয় দেব ! কর আগমন  
নিযুৎ নামক অশ্বে করি আরোহণ । ১

তোমরা হে ইন্দ্র বায়ু ! সোম পান-যোগ্য,  
অভিমুখে বাইতেছে তোমাদের ভোগ্য  
এই সূত সোম, যথা করয়ে গমন  
নিম্ন স্থান অভিমুখে যত জলগণ । ২

তোমরা শবদস্পৃতি (২) উত্তে বলবান  
ইন্দ্র বায়ু নিযুদশে কর অভিযান ;  
এসে আমাদিগে কর আশ্রয় প্রদান  
করহ উত্তরে এসে সোম-রস পান । ৩

তোমরা হে ইন্দ্র বায়ু ! নেতা বজ্রবহ  
তোমাদের নিযুৎগণ বহু-লোক-স্পৃহ ;  
করিতেছি তোমাদিগে এই হব্য দান,  
তোমাদের অশ্বগণ করহ প্রদান । ৪

(২) শবদস্পৃতি—বলগতি ।



১-৯ বৃহস্পতি দেবতা ; ১০।১১ ইন্দ্র ও বৃহ-  
স্পতি দেবতা । বামদেব ঋষি ।

বলে পৃথিবীর অন্ত করিলেন যিনি স্তব্ধ

শব্দ দ্বারা স্থানভ্রমে যিনি বর্তমান ;

স্থাপিলেন সম্মুখে দে বৃহস্পতি মল্লজিহ্ব (১)

দেবে, বিপ্র পুরাণ ঋষিরা ছাতিমান্ । ১ ।

প্রোক্ত বৃহস্পতে তোমা যাঁহারা করেন হৃষ্ট

যাঁহাদের গতি দেখে কাঁপে শত্রুগণ ;

সেই সব স্তোতাদের বুদ্ধিশীল ফলপ্রদ

অহিংসিত উরু (২) যজ্ঞ করহ পালন । ২ ।

অতিশয় দূরবর্তী পরস্থান (৩) বৃহস্পতি !

তথা হতে যজ্ঞে আসে তব অশ্বগণ ;

(১) মল্লজিহ্বা যোদন জিহ্বা (সায়ণ) । অস্ত্রাদিক জিহ্বা বিশিষ্ট (রমেশ) ।

(২) মূলে উর্বর শব্দ আছে । সায়ণ অর্থ করিয়াছেন উরুঃ রমেশ বাবু অর্থ করিয়াছেন বিত্তোর্ণ ।

(৩) পরস্থান অর্গনাম পরমস্থান । (সায়ণ)



অঙ্গিহুত্ব (৪) সোমরস কুপবৎ চারিদিকে  
স্তব সহ করিতেছে মধুর করণ । ৩ ।

জন্মিলেন প্রথমতঃ যখন সে বৃহস্পতি  
মহাজ্যোতি আদিত্যের পরম আকাশে ।  
সপ্তাস্ত্র বহুজাত শব্দ দ্বারা সপ্তরশ্মি (৫)  
হয়ে করিলেন ধ্বংস যতক তমসে । ৪ ।

স্তবযুক্ত বৃহস্পতি দীপ্তিযুক্তগণসহ (৬)  
শব্দ দ্বারা নাশিলে ফলিগ (৭) বলকে ।  
শব্দ করি উদঘাটনা ক্ষীর হবি প্রদায়িকা  
ভোগদাত্রী বাবশতী (৮) গাত্ৰী সকলকে । ৫ ।

- (৪) অঙ্গিহুত্ব প্রস্তর দ্বারা অভিযুত (সারণ) ।  
(৫) মূলে “সপ্তাস্য স্তবিজাতো রবেণ সপ্তরশ্মিঃ” । “সপ্তাস্যঃ  
সপ্তচ্ছন্দোময় মুখঃ স্তবিজাতঃ বহু প্রকারং সঙ্কৃতঃ রবেণ শব্দেন সপ্ত-  
রশ্মিঃ সর্পণ স্বভাব গুণযুক্তঃ (সারণ) ।  
(৬) গণ অজিরাগণ (সারণ) ।  
(৭) ফলি অর্থে ভেদ (সারণ) তাহা জানে যে সেই ফলিগ বল  
নামক শব্দকে বধ করিয়া ছিলেন ।  
(৮) বাবসামানী (সারণ) ।



পিতা ও অভীষ্টবর্ষী বিশ্বদেবরূপ দেবে  
 যজ্ঞ, হব্য, স্তুতি দ্বারা করিব অর্চন ।  
 পুত্রবান্, বীৰ্য্যশালী, ধনস্বামী যেন মোরা  
 হই, বৃহস্পতি ! করি এই আকিঞ্চন । ৬ ।

তিনিই হইয়া রাজা বীৰ্য্যো শত্রুগণ সবে  
 অভিভূত করিয়া করেন অবস্থান ।  
 যিনি বৃহস্পতি দেবে পোষণ করেন বলি  
 আদ্য হব্যগ্রাহী বলি স্তবের প্রদান । ৭ ।

যে রাজার কাছে ব্রহ্মা (২) আগত হইল পূর্বে  
 স্তুতপুণ্য থাকেন তিনি গৃহে আপনার ।  
 সর্ষদা পৃথিবী তাঁকে করেন স্তুতি দান  
 বিশ্ণুগণ নত থাকে নিকটে তাঁহার । ৮ ।

ব্রহ্মণেচ্ছ ব্রহ্মকে (১০) যে বিতরেন ধন রাজা  
 অবাধিত হয়ে তিনি করেন বিজয়  
 স্পর্ধিজন ধন যত প্রজাগণ ধন কত ;  
 পালন করেন তাঁকে দেব সমুদয় । ৯ ।

(২, ১০) ব্রহ্মা—ব্রাহ্মণস্পতি ।



বৃহস্পতে ধন দিযে                      এই যজ্ঞে হ্রষ্ট হযে  
 তুমি আর ইন্দ্র দুযে কর সোম পান ;  
 সর্বব্যাপী সোম রস                      প্রবেশ করুক দেহে  
 পুত্রপৌত্রযুক্ত ধন করহ প্রদান । ১০ ।

হে ইন্দ্র হে বৃহস্পতে                      মোদিগে বর্জিত কর,  
 হ'ক যুগপৎ তোমাদের অহুগ্রহ ।  
 রক্ষ আমাদের যজ্ঞ                      শুবে জাগরিত হও  
 যুদ্ধে গন্তৃ-অরাতীর করহ নিগ্রহ । ১১ ।

---

৫১ সূক্ত ।

ঊষা দেবতা । বামদেব ঋষি ।

এই সেই অত্যন্ত প্রভূত কান্তিমতী  
 তম হ'তে পূর্ব দিকে জ্যোতীর উদয় ;  
 আদিত্য হ্রিতা ঊষা দীপ্তিমতী জ্যোতী  
 গমনে সক্ষম করি লোক সমুদয় ॥ ১ ॥

যজ্ঞে ঋত যুগকাষ্ঠ শোভয়ে যেমন,  
 চিত্রা ঊষা পূর্বদিকে তেমতি শোভিতা !  
 বাধক তিমির দ্বার করি উদঘাটন,  
 বিরাজিতা শুচি দীপ্তিতেজে প্রকাশিতা ॥ ২ ॥



অদ্য তমো বিনাশিনী উষা ধনবতী  
 ভোজদিগে ধনদানে করি প্রোৎসাহিত ;  
 অচিৎ অঁধার মধ্যে করিয়া বসতি  
 অপ্রবুদ্ধ পণিগণ থাকুক নিদ্রিত ॥ ৩ ॥

আশ্রুক তোমার অদ্য হে দেবি ! হেথাষ  
 বহুবার সে রথ পুরাণ বা নূতন ;  
 সপ্ত আস্য নবথ দশথ অগ্নিরায় (১)  
 যে রথে করিলে দীপ্ত, উষে ! দিবে ধন ॥ ৪

যজ্ঞে গামী অথে চড়ি সকল ভুবনে  
 ভ্রমণ কর হে অদ্য উষাদেবী গণ !  
 দ্বিপাদ কি চতুষ্পাদ সব জীব গণে  
 আগাও করুক তারা সূথে বিচরণ ॥ ৫ ॥

(১) সপ্ত আস্য সপ্তছলঃ উচ্চারণকারী । নবথ যিনি নয় মাসে  
 যজ্ঞ সমাপ্ত করেন ; দশথ যিনি দশ মাসে যজ্ঞ সমাপ্ত করেন ।

(২) মূলে "বিধানা" শব্দই আছে । চমসাদি নির্ধানানি" ।  
 (সারণ) ।



কোথায় আছেন, সেই উষা পুরাতনী  
ঋতুগণ বিধান উৎপন্ন হ'ল যাতে ;  
শুভ্রা, নিত্য নব, একরূপে প্রকাশিনী—  
নূতন কি পুরাতন কে পারে চিনিতে ? ৬ ।

সেই সে কল্যাণময়ী সত্য ঋতজাতা  
পুরা অভিগমনেই উষা ধন দিলা ;  
উক্ণে স্তুতি করি যত যজ্ঞশীল ভ্রাতা  
স্তবে শব্দ-উচ্চারণে দ্রবিশ লভিলা । ৭ ।

সেই এক রূপা উষা পূর্বদিক্ হ'তে  
এক ভাবে এক দেশে করেন ভ্রমণ ;  
যজ্ঞ-গৃহ প্রবোধিত তাঁহার ইজিতে,  
গোজনিভীবৎ তাঁরে পূজে সর্বজন । ৮ ।

সমান সকল উষা, একরূপা সবে,  
করেন অমীত বর্ণে তাঁরা বিচরণ ;  
রুচির শরীরে গুপ্ত করি কৃষ্ণ অঙ্গে, (২)  
রোচ মানা শুচি দীপ্ত শোভেন কেমন ! ৯

---

(২) গৃহস্তী রক্ষা অসিতং অতিমহৎ কৃষ্ণরূপং গোপয়ন্তঃ । আত-  
মহং অন্ধকারকে গোপন করিয়া । সারণ ।



হে দিবোহুহিতা কান্তিমতী উবাগণ !  
 পুত্র পৌত্র যুক্ত ধন করহ প্রদান ;  
 তোমাদিগে সুখাশয়ে করি উদ্বোধন,  
 সুবীৰ্য্য ধনেতে (৩) যেন হই ধনবান্ । ১০ ।

হে দিবোহুহিতা কান্তিমতী উবাগণ !  
 যজ্ঞের কেতন আমি করিছি প্রার্থন ;  
 যশস্বী বলিয়া যেন ঘোষে সৰ্ব্বজন,  
 ধৌ ও পৃথিবী যশঃ করুন ধারণ । ১১ ।

৫৫ সূক্ত ।

বিশ্ব দেবগণ দেবতা । বামদেব ঋষি ।  
 তোমাদের বসুগণ (১) ! কেবা জ্ঞাতা, নিবারক ?  
 অদিতি জ্ঞাতা পৃথিবী ! কর পরিজ্ঞান ।  
 হ'তে মহীয়ান্ মর্ত্য, জাহি হে বরুণ মিত্র,  
 দেবগণ ! যজ্ঞে কেবা করে ধন দান ? ১

(৩) বীর ও সুবীর শব্দ বীৰ্য্যবান পুত্র পৌত্রাদি অর্থে বেদে অনেক স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে । সুবীৰ্য্যধন পুত্রপৌত্রাদিরূপ ধন ।

(১) পুরাণে অষ্টবসুর নাম পাণ্ডরা যাম, —যথা ধব, ক্রব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল প্রভৃৎ ও প্রভাব ।



দেন ধীরা পূর্ব ধাম,                      করেন তিমির নাশ,  
 অমৃত,—হৃৎথের নাহি করেণ মিশ্রণ !  
 সে বিধাতৃ দেবগণ                      করুন ইষ্ট সাধন  
 নিত্য সত্য কৰ্ম্মা তাঁরা কৃচির শোভন ! ২

সখ্যের অনোন্তে আমি                      সবেগ গন্তব্য। যিনি  
 অদ্বিতি দেবীকে ডাকি সিদ্ধ ও স্বস্তিকে (২) ।  
 ডাকি দ্যাবা পৃথিবীকে                      ডাকি উবা রজনীকে  
 পালন করুন দেবীগণ আমাদিগে ॥ ৩

দেখাইরা দিন পথ                      বরণ ও অৰ্য্যমন্  
 অন্নপতি অগ্নিদেব পথ সুধময় ;  
 ইন্দ্র বিষ্ণু স্তুত হয়ে                      করুন দান উভয়ে  
 পুত্র পৌত্র বলযুক্ত সুখ বরণীয় ॥ ৪

পৰ্ব্বত (৩) মরুভগণ,                      ভগ যিনি জাতা হন,  
 তাঁহাদের সকলের বাচিছি আশ্রয় ;

(২) অদ্বিতি-দেবমাতা ; সিদ্ধ-নব্যাতিমানী-দেবী ; স্বস্তি সুখ  
 নিবাস। নাসিকা দেবী (সারণ) ।

(৩) পৰ্ব্বত—ইন্দ্রসখা পৰ্ব্বত ।



অত্র পাপ হ'তে পতি (৪) বহুদ্র সময়ে অতি  
মিত্র ভাবে মিত্র দেব দিউন অভয় ॥ ৫

ধনার্থী গমন তরে সমুদ্রের বধা করে  
স্তুতি, তথা, হে রোদনী ! অভিষ্ট সাধনে,  
অহিবধ্য সহকারে, ডাকিতেছি তোমাদেয়ে,  
অপাবৃত হ'ক দীপ্তধ্বনি নদীগণে ॥ ৬

অত্রাত্ত দেবতা বধা পালুন অদिति মাতা  
অপ্রমত্ত ভ্রাতা (৫) তথা করুন পালন ;  
আমরা বরুণ মিত্র অগ্নির বা আছে যত্র  
অন্ন, তাহা হিংসিবারে পারি না কখন ॥ ৭

ধনেশ, সৌভাগ্য-ঈশ, হন অগ্নি দেব,  
দি'ন আমাদিগে তিনি ধন অতএব ॥ ৮  
হে হনুতে অন্নবতী উষে ধনবতী  
দাও দেবি বহুধন বরণীয় অতি ॥ ৯  
সবিতা মিত্রেন্দ্র ভগ অর্য্যমা বরুণ  
যে ধনে আসেন তাহা প্রদান করুন ॥ ১০

(৪) পতি—বরুণ ।

(৫) ভ্রাতা—ইন্দ্র ।



## পঞ্চম মণ্ডল ।

২ শ্লোক ।

অগ্নি দেবতা । অত্রির পুত্র কুমার ঋষি,  
অথবা জরের পুত্র বৃশ ঋষি অথবা  
এই সূক্তে উঁহারা দুইজনই ঋষি ।

কুমারকে হত দেখি      লুকাইলা গৃহা মাঝে  
না দিলা পিতার কাছে যুবতী জননী ।  
না দেখিল (১) জনগণ      উহার হিংসিত রূপ  
দেখিল যখন ক্রোড়ে লইলা অরণী ॥ ১

---

(১) শাঠ্যায়ন ব্রাহ্মণে এই ঋকের যে ইতিবৃত্ত আছে, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি। “ইক্ষাকুবংশীয় ব্রাহ্মণ রাজা, পুরোহিত বৃশের সহিত এক রথে গমন করিতেছিলেন। বৃশ পথচালনা করিতেছিলেন। রথচক্রের সংঘর্ষে জনৈক ব্রাহ্মণকুমারের প্রাণনাশ হওয়ার সন্দেহ হইল। রথচালক পুরোহিত ও রথস্বামী রাজা ইহাদের মধ্যে কে ব্রহ্মহত্যার অপরাধী হইবে? ইক্ষাকু ব্রহ্মগণ স্থির করিলেন যে পুরোহিতই অপরাধী। পুরোহিত তখন বার্ষন্য নামক চার্না বালকটিকে পুৰজীবিত করিলেন। কিন্তু তিনি ইক্ষাকু বংশীয়ব্রহ্মণকে



সুবতি ! শিশাচী হ'রে ধরেছ কোন্ কুমারকে ?

মহতী অরণি তাকে উৎপন্ন করিলা ।

বহুবর্ষ হ'তে গর্তে বর্জিত, অরণি মাতা,

দেখিলাম, তাহা হ'তে পুত্র প্রসবিলা ॥ ২

পক্ষপাতী বলিয়া শাপ দিলেন যে, তোমাদের ঘরে আর অগ্নি থাকিবেন না । অগ্নির অভাবে ইক্ষাকুগণ একান্ত কষ্টে পড়িয়া পুনরায় পুরোহিতকে প্রসন্ন করত আপনাদের শাপ বিমোচন করাইবার চেষ্টা করিলেন । পরে ঋষি দেখিলেন ব্রহ্মহত্যা পাপ ত্রসদন্তর্য্যাকার ভার্য্যা হইয়া শিশাচবেশে অগ্নির হর অপহরণ করিয়া বস্ত্র মধ্যে লুকাইয়া রাখিল । ঋষি হরকে নানা প্রকারে প্রীত করত অগ্নির মধ্যে স্থাপন করিলেন ।”

“এই ঋকের সারণাচার্য্য বিবিধ অর্থ করিয়াছেন । প্রথমার্থে কুমার শব্দে রথচক্রে নিহত ব্রাহ্মণকুমার দ্বিতীয়ার্থে কুমার শব্দে অগ্নি । মাতা অরণি লুকায়িত ভাবে অগ্নিকে ধারণ করেন, বর্তমানরূপ শিশাকে তাহা প্রদান করেন না । লোকে অরণিহ অগ্নিকে দেখিতে পার না ; কিন্তু অরণির ক্রোড়হ অগ্নিকে দেখিতে পার ।”

“উপরে যে উপাখ্যান উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই ঋগ্বেদ রচনার বহুকাল পরে কর্তৃত । তাহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে । উহার যে অংশটুকু ঋগ্বেদ রচনাকালে রচিত তাহা একটি বৈদিক উপমা মাত্র । কাটাই অগ্নির মাতা, কাট নির্য্যাস অগ্নিকে লুকাইত রাখে ।



আয়ুধের সমতুল্য জ্বালাকর দীপ্তবর্ণ

দেখিছি অগ্নিকে কাছে, স্বর্ণদন্তপাঁতি।

দিতেছি অমৃত তাঁকে কি করিবে তারা মম

ইন্দ্রকে মানেনা বারা, নাহি করে স্তুতি ॥ ৩

ক্ষেত্র হ'তে দেখিয়াছি গৃঢ় ভাবে স্থিত আমি

আরণ্য যুধের ভায় (২) চরন্তু স্তম্ভর।

গৃহিল না কেহ তাহা (৩) জন্মিলেন তিনি পুনঃ

হয়েছেন পলিতা যুবতী (৪) অতঃপর ॥ ৪

কে করিল গোবিন্দ্যুত্ত আমাদের লোকগণে

ছিল না কি তাদের পালক একজন ?

বজ্রমান কাষ্ট বর্ষণ করিলে, সেই অগ্নি জীবিত হইয়া দৃষ্ট হয়। এই-  
রূপ একটি উপমা হইতে কত বৃহৎ উপাখ্যানের সৃষ্ট হইয়াছে।”  
(রমেশ)।

(২) মূলে “সমুতশ্চরন্তঃ স্তম্ভাখং ন” আছে। সমুতঃ অন্তর্হিত  
নামৈতৎ নিগূঢ়শ্চরন্তঃ আরণ্যং যুধং ন গব্যঃ সমুহমিব স্তমৎ স্বরম্বেব।”  
সারণ।

(৩) মূলে “তাঃ” আছে। “তাদ্ভালানি বীৰ্বান্”—সারণ।

(৪) সেই বৃদ্ধা জালা একজন যুবতী হইয়াছেন। সারণ।



তাদিগে গৃহিণ (৫) যারা      যিনিষ্ট হউক তারা

জেনে অগ্নি পশুগণে করেন গমন ॥ ৫

বসুগণ রাজা (৬) আর      জনগণাবাসভূত

গোপন করিলা যাকে মানবের মাঝে ।

অত্রির মন্ত্র সকল      সৃজন করিল তাঁর

নিন্দগণ নিন্দনীয় হউক সমাজে ॥ ৬

হইতে সহস্র বৃপ      বিমুক্ত করেছ অগ্নে !

বন্ধ শুনঃশেপে, তাঁর স্তবে হয়ে তুষ্ট ।

হে হোতা বিধান অগ্নি !      কর আমাদিগে যুক্ত

এ প্রকারে বেদি'পরে হয়ে উপবিষ্ট ॥ ৭

ক্রোধিত হইলে তুমি,      যাও আমাদিগ হ'তে

দেব ব্রতপাল ইন্দ্র বলেছেন তাই ।

দেখেছেন তিনি তোমা,      আমি তদাদিষ্ট হয়ে,

তোমার নিকটে তাই আসিয়াছি এই ॥ ৮

(৫) মূলে “জগৃহঃ” আছে । “গৃহস্তি”—সারণ । অক্রমণ করিয়াছিল—রমেশ ।

(৬) মূলে “বসাঃ রাজানঃ” আছে । বসতাং আগ্নিনাম্ রাজানং ঋষিনং । সারণ ইহাও বলেন ত্র্যরূপকে বা অগ্নিকে উপলক্ষিত করা হইয়াছে ।



শোভেন মহৎ তেজে, করেন মহিমা বলে

বিশ্ব জগতের যত পদার্থ প্রকাশ ।

পরাজিতা তাঁর কাছে হুর্গমা অদেবী মারা

শূন্য তীক্ষ্ণ করেন করিতে রক্ষোনাশ ॥ ৯

হ'ক শব্দকারী শিখা ছালোকোতে প্রাহুভূত

নাশিতে রাক্ষসে তীক্ষ্ণ আয়ুধের স্তায় ।

হর্ষোৎপন্ন হলে দীপ্তি রক্ষোগণে দেব পীড়া

বাধিকা অদেবী সেনা না বাধে তাঁহার ॥ ১০

করিলাম এই স্তোত্র বিপ্র আমি তুবিজাত ! (৭)

করে যথা ধীরকর্ম্মা নিৰ্ম্মাণ রথের ।

যদি কর অগ্নি দেব গ্রহণ এ স্তোত্র মম,

করিব আমরা লাভ ছাব্যাপ্ত জলের । ১১

বহুগ্রীব ইষ্টবর্ষী, বর্জমান,—অর্ঘ্যধন (৮)

নিকটকে অগ্নিদেব করেন যোজন ।

বলেছেন দেবগণ অগ্নিদেবে এ বচন

বর্হিব্যজ্ঞনে শর্ম্ম কর বিতরণ ;

হবিষ্যজ্ঞনে শর্ম্ম কর বিতরণ ॥ ১২

(৭) তুবিজাত—বহু ভাবপ্রাপ্ত ।

(৮) মূলে “অর্ঘ্যঃ বেদঃ” আছে । অর্ঘ্যঃ অগ্নে বর্হি দোষনং ।” সারণ ।



৯ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা । অত্রির অপত্য গয় ঋষি

তুমি অগ্নি দীপ্তিমান্ তোমা মৰ্ত্তাগণ  
 স্তব করে, করিতেছি আমিও স্তবন ;  
 তুমি জাতবেদা (১) দেব করিছ বহন  
 নিরন্তর হব্য যত হোমের সাধন । ১

যজ্ঞ সব যাঁর সহ করে সঞ্চারণ  
 কীর্ত্তিমুক্ত হব্য করে যাঁহাকে গমন ;  
 বৃক্তবর্হি (২) হব্যদাতৃ যজ্ঞের কারণে  
 করেন আহ্বান সেই অগ্নি দেবগণে । ২

মানুষী বিশেষ (৩) খাতা যে অগ্নি জ্বলয়  
 জ্বলোদ্ভিত করেন অধ্বর নিরন্তর ;

(১) সারণ জাতবেদা শব্দের তিন প্রকার অর্থ করিয়াছেন (ক) জাতমুৎপন্নকরণাচরভূতজাতং বেদভাতি (খ) জাতানি হাবরজজমানানি এনং বিহুরিতি (গ) বেদ ইতি ধন নাম জাতং সৰ্ব্বং বেদোদনং যন্তাসৌ জাতবেদাঃ ।

(২) বৃক্তবর্হি যযারা কুলহির হইয়াছে অর্থাৎ কুশচ্ছদক ।

(৩) ঋগ্বেদে দুই প্রকার বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় (ক) দৈবী-



নবশিশু মত যাকৈ অরণী যুগল  
উৎপাদিলা, তিনি হোতা দেবের কেবল । ৩

কষ্টেই তোমাকে অগ্নি ধৃত করা যায়  
কুটিল গমন বাল আশীবিষ প্রায় ;  
পশু যথা তৃণচয় করয়ে ভক্ষণ,  
তুমি তথা কর বহু বনের দাহন । ৪

ধুমবান্ বে অগ্নির অর্চি সমুদয়  
সর্বতঃ সুলভ্যভাবে পরিব্যাপ্ত হয় ;  
কর্ষকার (৪) যথা অগ্নি করে সর্বাঙ্গিত  
সেইরূপ করেন যখন স্বর্গে ত্রিত ;  
তখন সে অগ্নি লাভ করেন তীক্ষ্ণতা,  
কর্ষকার সজ্জ্বলিত অগ্নি করে যথা । ৫

তুমি মিত্র অগ্নি তব লভিয়া আশ্রয়,  
গাইরা তোমার দেব স্তব সমুদয় ;

বিশ যথা মরুত ইত্যাদি (খ) মামুযী বিশ্ অর্থাৎ প্রজালোক ।  
“বিশন্তি এবিশন্তি গর্তাশ্রমিতি বিশঃ প্রজাঃ ।” সারণ ।

(৪) মূলে “দ্রাভেব” আছে । কামারো যথা অস্ত্রাদিতিরগ্নিং  
সম্বর্ধরতিভবৎ ।”



দেবীকে যেমন লোকে করে পরিহার,  
মর্ত্যগণ-ছুরিত হইতে হব পার । ৬

তুমি বলবান্ অগ্নি হব্যের বাহন,  
আমাদিগে সে ধন করহ আনয়ন ;  
করুন সে অগ্নিদেব শত্রুর ক্ষেপণ  
করুন তিনিই আমাদিগকে পোষণ,  
করুন অম্লের দান, আমাদিগে রণে  
প্রকাশ করুন দয়া ঋদ্ধিবিতরণে । ৭

১৮ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা । অত্রির অপত্য দ্বিত ঋষি

প্রাতে অগ্নি স্তূরমান বিশেষ অতিথি (১)  
অনেকের হন তিনি প্রিয়তম অতি ;  
মর মানবের কাছে অমর হইবে,  
গ্রহণ করেন হব্য কামনা করিয়ে । ১

(১) “বিশোধতিথি” আছে। রমেশ বাবু অর্থ করিয়াছেন “মহু-  
ব্যের অতিথি” ।



হে অমর্ত্য অগ্নি ! তোমা করিতেছে স্তব,  
আনিতেছে তব কাছে সোম অতিষব,  
বহিতেছে তব অন্ন শুদ্ধ হব্য দ্বিত,  
নিজবল দানে (২) তাঁকে কর উৎসাহিত ॥ ২

অতিশয় দীপ্ত তুমি হে অশ্বদাবন্ ! (৩)  
ধনীর জন্তে তোমা করি আবাহন ;  
তাঁহাদের রথ যুদ্ধে যাইবে যখন,  
কেহ যেন বাধা দিতে না পারে তখন । ৩

যে সব ঋত্বিকে আছে দীধিতি বিচিত্র (৪)  
যাঁহারা রাখেন মুখে (৫) উক্খ কিম্বা স্তোত্র ;

(২) “বসাদকৃত মংহনা” আছে। “বস্ত আদ্রীয়স্য দকৃত বনস্ত”  
ধনস্তথা মংহনা মংহনারে দাকার ভব” সারণ।

(৩) অশ্বদাবন্ হে অশ্বদাতঃ ।

(৪) বিচিত্র দীধিতি নানাবিধ বক্তৃত্রিয়া ।

(৫) মূলে “আসন্ উক্খা পাস্তি যে” আছে। যে আসন আস্যে  
উক্খা উক্খানি স্তোত্রাপি পাস্তি রক্ষন্তি”। অর্থ পঠন দ্বারা মুখে  
যাঁহারা স্তোত্র রক্ষা করেন ।



আন্তীর্ণ কুশের 'পরি তাঁহারা স্থাপন  
করেন স্বর্গরে (৬) যত হব্যআয়োজন । ৪

তোমার করিলে স্তব হে অমর অগ্নি !  
পঞ্চাশটি অশ্ব আমা যে সকল ধনী  
দিলেন, তাঁদিগে তুমি করহ প্রদান,  
দীপ্তিযুক্ত সুপ্রচুর অন্ন নরবান্ (৭) । ৫

২৭ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা কিন্তু ৬ষ্ঠ ঋকে অগ্নি ও ইন্দ্র  
উভয় দেবতা । অত্রি ঋষি অথবা ৩ জন  
রাজা ঋষি । যথা,—

১ম, ত্রিবৃক্ষের অপত্য ত্র্যাক্ষণ ।

২য়, পুরুকুৎসের অপত্য ত্র্যদদহ্য ।

৩য়, ভরতের অপত্য অশ্বমেধ ।

ওহে বৈশ্বানর অগ্নি !      সংপতি অন্নর জ্ঞানী  
আমাকে ত্রিবৃক্ষ-পুত্র ত্র্যাক্ষণ দিলেন ।

(৬) স্বর্গরে স্বর্গং নরং...নরভীতি স্বর্গরো বজ্রঃ । বজ্র দ্বারা মনুষ্য  
স্বর্গলাভ করে এ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল ।

(৭) নরবান্ পরিচারক মনুষ্যযুক্ত ।



সশকট গাভীধর

দশ সহস্রকমর

দ্বিইরা রাজর্ষি লোকে বিখ্যাত হলেন ॥ ১

ওহে বৈশ্বানর অগ্নি ! আমাকে দিলেন যিনি

শত (১) ও বিংশতি গাভী, সুধুরাশ্বধর (২) ।

করিতেছি তব স্তব করিতেছি পূজা তব

দাও সে ত্র্যকুণে শর্য হইয়ে সদয় ॥ ২

ভনিয়া ত্র্যকুণ তোম

বহুল অপত্য মম,

দান করিবারে মোরে ব্যগ্র হয়েছিল।

ঠিক্ অগ্নে সে প্রকার করিতে স্তব তোমার

ত্ৰসদন্ত্য আমাকে ব্যগ্রতা দেখাইলা ॥

স্মরি অশ্বমেধে তব ঋকের সহিত,

“দাও আমা” বে ব্যক্তি বলিল কদাচিত্,

দিলেন তাহাকে ধন করিবেন তিনি

যজ্ঞ এবে, যেথা তাঁকে দাও তুমি অগ্নি । ৪

(১) এই শত শব্দের পর সুবর্ণ শব্দ উহ্য আছে এবং ১ম ঋকে দশসহস্রক শব্দের পর সুবর্ণ শব্দ উহ্য আছে এইরূপ বুঝিতে হইবে ।  
 'It is not impossible however that pieces of money are intended, For if we may trust Arian, the Hindus had coined money before Alexander—Wilson. রমেশ বাবুর অনুবাদে সুবর্ণ শব্দ যোগ করা হইয়াছে । আমিমুলই রাখিলাম ।



যে অশ্বমেধের বলীবর্দ বলবান্  
 একশত, করে মম আনন্দ বিধান ;  
 আনন্দ বিধান তারা করুক তোমার  
 ত্র্যশির(২) সোমেতে অগ্নে ! করে যে প্রকার ৫

সে রাজর্ষি অশ্বমেধে হে ইন্দ্র ! হে অগ্নি ।  
 শত শত দান করি সুবিখ্যাত যিনি ;—  
 আকাশে সূর্য্যের গ্লার মহৎ অজর  
 হব্যীয়া কত্রেয় দানে (৩) অনুগ্রহ কর । ৬

(২) দধিসক্তু পর এই জব্য মিশ্রিত সোম তাহাকে ত্র্যশির বলে ।

(৩) কত্রেয় দানে কত্ৰ প্রদান করিয়া । মূলেও কত্ৰ শব্দ আছে ।

সারণ অর্থ করিয়াছেন যন; কিন্তু বল করিলে দোষ হয় না ।



৩০ শ্লোক ।

ইন্দ্রদেবতা ; কোন কোন স্থলে ঋণক্ষয়  
দেবতা । বভ্রু ঋষি ।

কোথা সেই বীর ইন্দ্র, কে দেখেছে তাঁকে  
স্থখে যুগলাশ্ব-রথে করিতে গমন ;

শ্রুত সোম ইচ্ছা করি বজ্রমান-ওকে (১)  
যান যিনি পুরুহুত সজ্জে লয়ে ধন ;  
যান বজ্রী বজ্রমান বক্ষার কারণ । ১

অস্তর্হিত উগ্রপদ দেখেছি তাঁহার,  
গেহু পাছে পাছে তাই অঘেঘি ধাতার ;  
জিজ্ঞাসিহু অস্ত্রে তাঁরা দিলেন উত্তর,  
আমরা জানেচ্ছু নেতা পেয়েছি তাঁহার । ২

সোম দিগে তব কৃত বা করি কীর্তন,  
করিরাহ যাহা ইন্দ্র আমাদের অস্ত্রে ;  
না জানে বাহারী তারা জাহ্নব একণ,  
জানে যারা শুনায়ে দিউন তাঁরা অস্ত্রে ;  
আগিছেন মদবান্ হেথার সটৈস্ত্রে । ৩

---

(১) ওকে—গৃহে ।



জাত মাত্র করিয়াছ সুদৃঢ় মনন,  
 একাকী গিয়াছ বহু শত্রুর মাঝার ;  
 বলেতে করেছ অজি-দেহ বিদারণ,  
 হৃদ-প্রদ ধেমুগণে করেছ উদ্ধার । ৪

হে ইন্দ্র পরম তুমি, তুমি পরাংপর,  
 বিশ্রুত নামেতে তুমি যখন জন্মিলে  
 ভর প্রাপ্ত হইলেন দেবতা নিকর,  
 দাসপত্নী অপ্-গণে বিদ্রিত করিলে (২) । ৫

তোমার জন্তেতে এই মরুত সকল (৩)  
 করেন সোমভিব্যব সুধকর স্তবে ;  
 জরিলে অহিকে ইন্দ্র আবরে যে জল,  
 মারাবী দেব-বাধকে মারার প্রভাবে । ৬

(২) দাসপত্নী: দাসোবৃত্ত: পতি: পালয়িতা বাসামপাং তা ইতি ।  
 সারণ । অর্থাৎ জলের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া দাস (বৃত্ত) তাহা-  
 দিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন । ইন্দ্র সেই জল সমূহকে জয়  
 করিলেন ।

(৩) মূলে “এতে মরুতঃ” আছে । “মহত্ৰযন্তি বদন্তীতি মরুতঃ  
 স্তোতারঃ” সারণ । মরুত অর্থে মৃতরাং স্তোতা ; আমি মরুৎ শব্দই  
 রাখিলাম ।



স্তব করি মম্ববন্! তুষ্ট হয়ে তাই  
বৃত্তাদি আজন্ম অরি বজ্রেতে হানিলা;  
মানব স্তবের জন্ত এই যুদ্ধে যাই,  
দাস নমুচির শির বধন চূর্ণিলা ।৭

ঘূর্ণিত মেঘের স্তায় দাস নমুচির  
শির চূর্ণ করি ইন্দ্র, সহিত আমার  
বন্ধুত্ব করিলে বদা, দ্যাবা পৃথিবীর  
বিঘূর্ণিত হল গতি চক্রেয় আকার ।৮

জী দিগে আয়ুধ দাস বধন করিলা,  
অবলা ইহার সেনা কি করিবে মম ?  
ইন্দ্র তার ছুই জীকে পুরে নিরোধিলা,  
অন্তঃপর দম্ব্য বধে করিলা উদ্যম । ৯

ধেমু সব হল বদা বৎস বিরহিত,  
গমন করিল তারা এদিকে সেদিকে ;  
সুযুত সোমেতে ইন্দ্র হয়ে আমোদিত,  
মরুৎ সহারে পুনঃ যুড়িলা (৪) তাদিগে ॥ ১০

---

(৪) মূলে "সমন্তজৎ" শব্দ আছে "বৎসৈঃ সহ সমবোজয়ৎ ।"  
বৎসগণের সহিত একত্রিত করিলেন । সারণ ।



বক্রযুত সোম তাঁকে হর্ষিল যখন  
 নাদিলা বৃষভ রণে গভীর নিঃস্বনে ।  
 সোম পিয়ে পুরন্দর বক্রকে তখন  
 প্রদানিলা পুনঃ দুগ্ধবতী গাভীগণে ॥ ১১

ভদ্র কার্য্য করিয়াছে ক্রশমেরা (৫) ষত,  
 দিয়াছে আমাকে চারি হাজার গোধন  
 নেতৃ শ্রেষ্ঠ ঋণকর; তাঁহার প্রদত্ত  
 সে ধন আমরা অগ্নে ! করেছি গ্রহণ । ১২

দিয়াছে আমাকে অগ্নে ! ক্রশম সকলে  
 সহস্র ধেমুর সহ আবাস স্তূপের ;  
 তমোবৃত্তা রাত্রি শেষ উষায় হইলে,  
 উগ্র-সোম ইন্দ্রকে করিল হৃষ্টাস্তর ॥ ১৩

(৫) “ক্রশম ইতি কশিৎজনপদবিশেষঃ অত্র ক্রশমা শব্দেন তত্ত্বতা  
 জনা উচ্যন্তে। ক্রশমাঃ ঋণকর নামোঃ রাজাঃ কিংকরাঃ।” কিন্তু  
 ক্রশম কোন জনপদ এবং ঋণকরের রাজ্যই বা কোথায় ছিল তৎসম্বন্ধে  
 সারণ কিছু বলাই নাই। এই ক্রশম শব্দ হইতেই কি ক্রশ শব্দ  
 হইয়াছে ?



আসা মাত্র ঋণকর ক্রশমাধিপতি,  
তমসা আবৃত্তা মাত্রি প্রভাত হইলা ;  
শীত্ৰগামী অশ্ববৎ বক্র ক্রতগতি  
আহুত হইয়া ধেনু সহস্র লভিলা । ১৪

গো পশু সহস্র চারি আমরা হে অগ্নে !  
ক্রশমগণের কাছে গ্রহণ করেছি ;  
প্রস্তুত যে অরশ্ময় (৬) যজ্ঞের সাধনে  
মেধাবী আমরা তাহা তপ্ত (৭) লভিয়াছি । ১৫

৪০ সূক্ত।

১-৪ ইন্দ্র ; ৫ সূর্য্য ; ৬-৯ অত্রি ।  
অত্রি ঋষি ।

সোমপক্ষে ইন্দ্র ! যজ্ঞে কর আগমন,  
পান কর সোমরস পাবান-পেবিত ;  
অতিশয় বৃদ্ধহস্তা তুমি হে বৃষন্ !  
বৃষা মরদগ্গণ সহ হও উপস্থিত । ১

(৬) অরশ্ময়—হিরণ্যর কলশ (সায়ণ) লৌহ-কলস (রমেশ বাবু) ।

(৭) তপ্ত—উজ্জ্বল (রমেশ বাবু) ।



বৃষা সে পাথর বাতে সোমের পেষণ  
 হইতেছে, বৃষা মদ বাহা নিষ্পেষিত ;  
 অতিশয় বৃদ্ধ-হস্তা তুমি হে বৃষন্ !  
 বৃষা মরুদগণ সহ হও উপস্থিত । ২

বৃষা (১) আমি বৃষা তোমা করি আবাহন,  
 তথ চিত্র রক্ষা দ্বারা হইতে রক্ষিত ;  
 অতিশয় বৃদ্ধ-হস্তা তুমি হে বৃষণ !  
 বৃষা মরুদগণ সহ হও উপস্থিত । ৩

দ্রুত আক্রমণকারী ইন্দ্র বজ্রধর,  
 ঋজীষ নামক সোমে সানন্দ অন্তর ;  
 কামবর্ষী, বৃদ্ধ-হস্তা, রাজা, বলবান্  
 ইন্দ্র, বিনি সদা তুষ্ট করি সোমপান ;  
 রথে অশ্বদ্বয় তিনি করিয়া বোজনা,  
 মাধ্যলিন সবনে আশ্রুন হৃষ্টমনা । ৪

আশ্রুর স্বর্ভানু বদা ছাদিল তোমার  
 অন্ধকারে সূর্য্য ! তদা সকল ভুবন,

(১) "সোমরসস্য সেভাহং" সাধারণ ।



ক্ষেত্রজ্ঞানশূন্য বধা মৃত হর হার !

সেক্ষণ প্রতীয়মান হইল তখন (২) । ৫

অতঃপর ওহে ইন্দ্র ! সূর্য্য অধঃস্থিত

স্বৰ্ভানুর মায়া তুমি হরিলে যখন ;

গৃহ, অপব্রতে (৩) আর তিমিরেচ্ছাদিত

সূর্য্যে অত্রি চারি মন্ত্রে লভিলা তখন । ৬

ভয়াবহ অন্ধকারে                      না যেন গিলে আমারে

ক্ৰোধাৰ্ত্ত বিদ্রোহী, তুমি বান্ধব আমার ;

তুমি মিত্র সত্যধন,                      অত্রে বরুণ রাজন্,

উত্তরে বিধান কর আমার রক্ষার । ৭

সে ব্রহ্মা (৪) অত্রি পাথর              যুক্ত করি অতঃপর

স্তোত্রে নমস্কারে পূজি দেবতা সকলে ;

(২) “হইতে” একে সূর্য্য-গ্রহণের উল্লেখ দেখা যায় । এখানে  
রাহ-শব্দের উল্লেখ নাই, রমেশ বাবু বলেন ঋষিদের কুজাপি রাহ  
শব্দের উল্লেখ নাই । এহলে “আনুর স্বৰ্ভানুঃ” আছে, অর্থ অপেক্ষা-  
কৃত বলবান্ স্বর্গীয়-দীপ্তি । রাহর গমন গৌরাণিক ।

(৩) মূলে “অপব্রতেন” “আছে । “অপগত কর্ণাণা \* \* অন্ধ-  
কারস্য। বরণরূপত্বমপব্রতত্বং” সারণ ।

(৪) মূলে “ব্রহ্মা” শব্দই আছে । অর্থ ঋত্বিক্ ।



সূর্য্য চক্ষু স্থাপিলেন,                      সূদূর করি দিলেন  
স্বৰ্ভাহুর মায়া, তিনি আকাশ মণ্ডলে । ৮

আম্বর স্বৰ্ভাহু সূর্য্যে করিলে আবৃত  
অন্ধকারে কেহ তাঁরে নারিল মোচিতে ;  
অত্রিগণ দিয়ে তমঃ করি অপসৃত  
করিল। তাঁহাকে মুক্ত মস্ত্রের শক্তিতে । ৯

৪৬ সূক্ত ।

১-৬ বিশ্বদেবগণ । ৭।৮ দেবপত্নীগণ ।

প্রতিক্ষত্র ঋষি ।

হইলা ধুরিতে যুক্ত জ্ঞানী স্বয়ং যথা হয়, (১)  
ভারয়িত্রী রক্ষয়িত্রী তাহাকে বহিছি আমি ;  
মুক্তি কি আবৃত্তি পুনঃ কিছুতে না ইচ্ছা হয়  
হউন বিদ্বান্ গিরে অগ্রে ঋজু পথস্বামী । ১

(১) “হয়ো ন অববৎ বিদ্বান্ সৰ্ব্বজ্ঞঃ প্রতিক্ষত্রঃ স্বয়ং অনন্ত-  
প্রেরিতঃ সন্ ধুরি যজ্ঞান্নিকার্যাং অবুজি যুক্তোত্তবৎ।” সায়ণ ।



হে অগ্নি ইন্দ্র বরুণ মিত্র দেবগণ সবে  
মরুত ও বিষ্ণুদেব শর্ধ সস্ত্রদান কর ;  
পুষা, ভগ, সরস্বতী, রুদ্র ও নাসত্য উভে  
পূজা সেবি পরীগণ ! হও প্রসন্ন অন্তর । ২

ইন্দ্রাগ্নি, বরুণমিত্রে, সূর্য্যে রক্ষা কামনার  
অদিতিকেহ্মা-পৃথীকে, ষত মরুদেবতায় ;  
পর্ব্বত সকলে, বিষ্ণু ব্রহ্মণস্পতি পুষার,  
ডাকিতেছি জলগণে ভগদেব সবিতার ॥ ৩

বিষ্ণু, অহিংসক বাত, দেব দ্রাবিণোদা আর,  
সোম আমাদের প্রতি বর্ষণ করুন স্রুধ ;  
ঋভুগণ, অশ্বিযুগ, ত্বষ্টা, বিতৃ। (২) দেবতার  
আমাদিগে ধন দিতে হউক প্রসন্ন মুখ । ৪

মরুদ্গণের শর্ধ বজ্রনীর দিবিক্র (৩),  
আসুক যোদের কাছে বসিবারে বর্হি'পরে ;

(২) বিতৃ। ঋভুগণের মধ্যে অল্পতম দেব । সারণ ।

(৩) মূল শর্ধ ও দিবিক্র শব্দই আছে । শর্ধ অর্থে বল ও দিবিক্র অর্থে স্বর্গবাসী । অর্থাৎ মরুদ্গণের স্বর্গবাসী বল আমাদের কুশে আগিয়া বসিয়া হব্য গ্রহণ করুন ।



শশ্ব দিন বৃহস্পতি আর পুষা, গৃহাশ্রয়  
দিউন বরুণ মিত্র অর্য্যামা মোদের তরে । ৫

উৎকৃষ্ট স্তবাহঁ অজি, স্তনানা নদী সমূহ  
আমাদিগে রক্ষা তারা সদয় হয়ে করুন ;  
ধনের বিভাগ কর্তা ভগ, অন্ন রক্ষা সহ,  
আস্থন, অদিতি সর্ব্ব ব্যাপিনী স্তব শুভুন । ৬

দেবপত্নীগণ স্তব কামনা করি মোদের  
রক্ষুন, সবল পুত্র অন্ন লাভ করি যেন ;  
পৃথিবীতে থাক যাঁরা, যাঁরা বা ব্রতে জলের (৪)  
হে স্তবহা দেবীগণ ! শশ্ব দান কর হেন । ৭

দেবপত্নী দেবীগণ করুন হব্য ভোজন,  
ইন্দ্রাগ্নী অগ্নারী দিগ্ভিশালিনী অশ্বিনী সবে,  
রোদসী ও বরুণানী করুন স্তব শ্রবণ  
হব্যের ভোজন তাঁরা করুন প্রত্যেকে এবে ;  
দেবীগণ মধ্যে যাঁরা ঋতু-অধিষ্ঠাত্রী দেবী  
শ্রবণ করুন স্তব আমাদের হব্য সেবি । ৮

---

(৪) মূলে “অগামপিব্রতে” আছে। “উদকানাম্ ব্রতে কর্শ্বণি  
অন্তরীক্ষে বর্ত্তন্তে।”



৫২ সূক্ত ।

মরুদ্গণ দেবতা । অত্রির অপত্য  
শ্যাবাশ্ব ঋষি ।

হে শ্যাবাশ্ব অর্চ তুমি সহিষ্ণুতা সহ,  
স্তবাহঁ মরুদ্ গণে ষাঁহার। প্রত্যহ  
স্বধার পশ্চাতে অন্ন লভি অহিংসিত,  
হতেছেন যজ্ঞে আসি অতি আমোদিত । ১

সুদৃঢ় বলের তাঁরা প্রবল সহায়  
চলিতেও চলে তাঁরা অতি দৃঢ়তায়,  
আপনা হইতে তাঁরা দয়া বিতরণে,  
পুত্রভৃত্য প্রভৃতি পালেন বহুজনে । ২

তাঁহার। স্পন্দনশীল সলিলের সেক্তা ;  
অতিক্রান্ত করিয়া শরীরী তাঁরা গতা ।  
কিবা স্বর্গে কিবা মর্ত্তে মহ (১) তাঁহাদের  
স্তোম বোগ্য নিঃসন্দেহ হয় আমাদের । ৩

(১) মূলে “মহোদ্যবিক্রমাত” আছে । মহতেজো বিবিধ-  
লোকে কদায়াং কুমৌবর্ত্তমানঃ” সায়ণ ।



মরুদগ্গণে ভোমরা দৃঢ়তা সহকারে  
 অর্চনা করহ স্তোম যজ্ঞ উপহারে ;  
 সমস্ত মনুষ্য যুগে করেন বাঁহারা  
 বিয় হ'তে মর্ত্যকে পালন রক্ষা দারা । ৪

পূজনীয় দানশীল বলী অতিশয়  
 স্বর্গ হইতে আগত সে নেতা সমুদয় ;  
 যজ্ঞার্থ মরুদগ্গণে করহ অর্চন,  
 প্রদান করিয়া হব্য যজ্ঞের সাধন । ৫

উজ্জ্বলাভরণ আর অস্ত্রের ধারণ  
 করিয়া ক্ষেপেন ঋগী (২) সেই নেতৃগণ,  
 মেঘনাদকারী যত বারি রাশি মত,  
 বিছাতেরা প্রত্যহ তাঁদের অহুগত,  
 তাঁহাদের দীপ্ত প্রভা আপনা হইতে  
 প্রকাশ হইয়া আনিতেছে বাহিরেতে । ৬

পৃথিবীতে মরুতেরা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়,  
 মহা অন্তরীক্ষ দেশে বাড়ে অতিশয় ;



নদীগণ বেগেতে তাঁহারা বাড়ে অতি,  
মহান্ স্বর্গের স্থানে বাড়য়ে ভেমতি । ৭

সত্য-বল মরুত শক্তির কর স্তব  
অতিশয় বুদ্ধিপ্রাপ্ত হন তাঁরা সব ;  
কামনা করিয়া শুভ বৃষ্টির প্রেরণে  
স্বতঃ যুক্ত আছেন তাঁহারা বিচরণে । ৮

পুরুষী-নদীতে বাস করেন তাঁহারা,  
শুদ্ধকারী সমাচ্ছন্ন হয়ে দীপ্তিধারা ;  
বলের প্রয়োগে, রথচক্র দ্বারা আর,  
করেন তাঁহারা সবে পর্বত বিদার । ৯

আপথে বিপথে ঘাঁরা করে, বিচরণ  
অন্তঃপথে অমুপথে করেন ভ্রমণ (৪)  
বিস্তৃত হইয়া সেই সব মরুদগণ  
আমারি জন্তেতে বজ্র করুন বহন । ১০

(৪) যুলে চতুর্বিধ মরুতের কথা আছে । “আপথঃ বিপথঃ  
অন্তঃপথঃ অমুপথঃ ।” আপথমরুত অতিমুখবর্তী, বিপথমরুত্‌ নানা



কখন বা নেতৃগণ করেন বহন,  
 কখন বা যুক্ত হয়ে করেন ধারণ ;  
 ধারণ করেন কভু হয়ে দূরবর্তী,  
 হ'ক দৃশ্য হেন তাঁহাদের চিত্রমূর্তি । ১১

জল ইচ্ছা করি যত ছন্দঃ স্তোতৃগণ  
 করিলা গৌতম জন্ত উৎস আনয়ন (৫) ।  
 তন্মধ্যে কেহ কেহ তত্বের ত্রায়,  
 রক্ষিয়াছিলেন তাঁরা গোপনে আমার ;  
 কেহ বা শরীর দীপ্তি করিয়া সাধন,  
 প্রাণরূপে হয়েছিল রক্ষার কারণ । ১২

বাঁরা দর্শনীয়, কবি, অস্ত্রে দ্যোতমান্,  
 বাহারা করেন সৰ্ব্ব পদার্থ বিধান ;

দিগ্‌গামী, অন্তঃপথ মরুত গিরিগৃহা প্রভৃতির দধ্যাগামী এবং অমুপথ  
 মরুত-অমুকুল পথগামী ।

(৫) ১।১১৬।২ ঋকের টীকা দেখ।



রমণীয় বাক্যে সেই দেব মরুদগণে,  
 হে শ্রাবাশ্রু কর তুষ্ট স্তব উচ্চারণে । ১৩  
 হে ঋষি ! স্তোত্রের সহ, হব্যের সহিত  
 মিত্র তুল্য মরুদগণে হও উপস্থিত ;  
 স্বর্গ বা অন্তর্য হইতে হে ধর্মকগণ !  
 স্তব করিতেছি, কর যজ্ঞে আগমন । ১৪

স্তোতা ইহাদের যেন করিয়া স্তবন  
 অন্ত দেবগণে নাহি করি আনয়ন,  
 সুরি, ফলপ্রদ, শ্রুতগতি মরুদগণে  
 প্রার্থনা করেন অভিলষিত প্রাপণে । ১৫

অবেষণ করিলে তাহাদিগের বিবরণ  
 আমাকে বলিলা সেই সুরি সমুদয় ;—  
 বলিলা তাঁহারা প্রাপ্তি তাঁহাদের মাতা,  
 বলিলা বলীরা অন্নদাতা রুদ্র পিতা । ১৬

একে একে শক্তিশালী সপ্ত সপ্তজন,  
 আমাকে করুন শতদান মরুদগণ ;



যযুনার তীরে যেন বিস্তৃত গোধন

লাভ করি, লাভ করি যেন আশ্বাধন (৬) । ১৭

৬৫ সূক্ত ।

মিত্র বরুণ দেবতা । অত্রির অপত্য

রাতহব্য ঋষি ।

যিনি দেবগণ মধ্যে তোমাদের স্তব

জ্ঞানেন শোভন কর্ম্মী বলুন সে সব ;

মনোজ্ঞ বরুণ মিত্র বচন যাহার

জ্ঞেন, বলুন তিনি বচন তাঁহার । ১

(৬) মূলে “সপ্ত মে সপ্ত শাকিনঃ একং একা শতা দহুঃ ।” এস্থলে সপ্ত সপ্ত শব্দের ব্যবহারে ৪৯ মরুৎ বুঝাইবে কিনা বলিতে পারি না । কিন্তু সায়ণ ৪৯ মরুতের পৌরাণিক গল্প উদ্ধৃত করিয়াছেন তদাখা “অদিতি গর্ভে বর্তমানং বায়ুমিত্রঃ প্রবিষ্ট সপ্তধা বিদার্য্য পুনরেকৈকং সপ্তধা ব্যদারয়ৎ । তে একোন পঞ্চাশৎ মরুদগণা অভবন্ ইতি পুরাণেষু প্রসিদ্ধং ।” সায়ণ । এই ঋকে যযুনা নদীর প্রথম উল্লেখ দেখা যায় । বৈদিক সময় হইতেই ইহার পুলিন যে গোধন চড়াইবার উৎকৃষ্ট স্থান ছিল তাহাও এই ঋক্ হইতে উপলব্ধি করা যায় ।



অভিশয় দীপ্তিশালী সে রাজযুগল (১)  
 দূর হ'তে ডাকিলেও, শুনেন সকল ;  
 সৎপতি তাঁহারা যজ্ঞ করেন বর্দ্ধন,  
 জনে জনে তাঁহারা আছেন তে কারণ । ২

সেই পুরাতন দেব তোমরা উভয়ে  
 স্তব করি তোমাদ্বয়ে রক্ষার আশয়ে ;  
 স্তব করিতেছি মোরা, অশ্বযুক্ত হ'য়ে,  
 অন্ন দাও, জ্ঞান-দেব ! তোমরা উভয়ে । ৩

যে উপায়ে বিশাল গৃহেতে যেতে পারে  
 পাপাত্মা, সে পথ মিত্র দেখান তাহারে ;  
 হিংস্রও যদিপি পারে সেবিত্তে তাঁহাৰ,  
 বঞ্চিত না হয় সেও মিত্রকরুণায় (৩) । ৪

(১) মূলে "রাজানা" আছে। রাজঘর।

(২) সৎ পতি—"সত্যং যজমানানাং স্বামিনো" অর্থাৎ বাঁহারা  
 যজ্ঞ করিতেছেন, তাঁহাদের পালক।

(৩) যে উপায়ে পাপাত্মা বিশাল গৃহে অর্থাৎ স্বর্গে বাইতে পারেন,  
 মিত্র তাহাকে সেই পথ দেখাইয়া দেন। স্তবরায় মিত্র হইতেছেন  
 পাপ-জ্ঞান-কর। মিত্রের ইরাণে ও রোমেও অর্চনা হইত। মিত্র  
 হইতেই পাশ্চাত্য প্রদেশ সমূহে Doctrine of salvation উৎপন্ন  
 হইয়াছে।



আমরা সৰ্ব্বদা পেয়ে মিত্রের শরণ,  
ভালমত হই যেন রক্ষার ভাজন ;  
নিষ্পাপ হইরে যেন তব কৃপা পাই  
যুগপৎ বরুণের পুত্র হয়ে যাই । ৫

ইহাঁর নিকটে এস হে মিত্র যুগল !  
ইহাঁকে প্রদান কর অভীষ্ট সকল ;  
করিও না ত্যাগ, মোরা সবে অন্নবান্,  
অভিবৃত্ত সোমযোগে করহ কল্যাণ । ৬

৬৬ সূক্ত ।

মিত্র ও বরুণ দেবতা । রাতহব্য ঋষি ।

শত্রুনাশক সংকর্ষ-অনুষ্ঠাতা

দেবদ্বয়ে ডাক ওহে মর্ত্য ! জ্ঞানবন্ !

সে বরুণ দেব সত্য, হব্যের গৃহীতা ;

হব্যের প্রদানে কর তাঁহাকে অর্চন । ১

তোমাদের উভয়ের ক্ষত্র আশুরীয় (১)

প্রতিহত করিবারে সামর্থ্য কাহার ?

---

(১) মূলে “ক্ষত্র্যং” ও “অশুর্য্যং” শব্দ আছে । সামগ্ৰ ক্ষত্র্য অর্থে  
বল করিয়াছেন । “অশুর্য্যং” অর্থে “অশুর বিধাতী” করিয়াছেন ।



মনুষ্যোতে ব্রত যথা, স্বর্গে দর্শনীয়  
স্বর্ধ্যবৎ সে ক্ষত্র দ্রষ্টব্য অনিবার । ২

রাতহব্য স্তোমে তুষ্ট উভয়ে হইয়ে  
লাভ করি বল শত্রু-পরাভবকারী ;  
এ রথের বহুদূরে তোমরা উভয়ে  
যাইবে বলিয়া তোমাদের স্তব করি । ৩

পূজনীয় ! মম স্তবে অদ্ভুত উভয়ে  
অতিপূত তোমাদের বল দেবদয় !  
শুনিয়া আমার এই স্তব সমুদয়ে  
জনগণ-স্তোত্র জানি তোমরা উভয় । ৪

ঋষিগণ-অন্ন জ্ঞাত, পৃথিবী ! তোমার  
প্রচুর জলের আছে নিত্য অবস্থিতি !

যথেন্দে "অহর" শব্দ প্রায় সর্বত্রই বলবান্ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।  
এখানে এই বলা হইতেছে যে, মনুষ্য মধ্যে যেরূপ ব্রত (যজ্ঞ) ও স্বর্গে  
যেরূপ স্বর্ধ্য ক্ষত্র অর্থাৎ বলশালী, মিত্র বরুণ ও সেই প্রকারে অপ্রতি-  
হত ও আহরীয় ক্ষত্রশালী অর্থাৎ বলশালী।



গতিশীল দেবদ্বয় গমন দ্বারায়  
বারিষ করেন তাঁরা বরিষণ অতি । ৫

আমরা ও সুরিগণ ওহে মিত্রদ্বয় !  
দূরদর্শী তোমাদিগে করি আবাহন ;  
যে স্বরাজ্যে বহুল লোকের গতি হয়,  
সে বিস্তীর্ণ রাজ্যে (১) যেন করি হে গমন । ৬

৬৭ সূক্ত ।

মিত্র ও বরুণ দেবতা । অত্রির অপত্য  
যজ্ঞত ঋষি ।

হে মিত্র বরুণ ! আর দেব অর্ধ্যামণ্  
ইদানীং করিতেছ তোমরা ধারণ,—  
হে আদিত্যগণ ! সত্য, অতীব মহৎ,  
অতীব প্রবৃদ্ধ ক্ষত্র যষ্টব্য বৃহৎ (২) । ১

(১) মিত্রবরুণের বিস্তীর্ণ রাজ্য হইয়াছে স্বর্গধাম ।

(২) এই মন্ত্রে বলা হইতেছে মিত্র ও বরুণ এবং অর্ধ্যামা এই  
আদিত্যের সত্য, অতীব মহৎ, অতীব প্রবৃদ্ধ, যষ্টব্য, বৃহৎ ক্ষত্র (বল)  
ধারণ করেন ।



হিরণ্ময় যজ্ঞভূমে হে বরুণ মিত্র !  
 আগমন কর বদা নাশিতে অমিত্র,  
 মনুষ্যাগণের ধাতা তোমরা তখন  
 আমাদিগে করে থাক স্মৃথ বিতরণ । ২

বরুণ অর্ধ্যমা মিত্র সর্ব্ব জ্ঞানো পেত,  
 স্ব স্ব পদের জায় যজ্ঞে সমবেত,  
 হইরা হিংস্রকগণে করি নিবারণ,  
 মর্ত্যগণে তাঁরা সবে করেন পালন । ৩

তাহারা সত্য সকলে উদকের কর্ত্তা,  
 যজ্ঞমাম জনে জনে যজ্ঞের বিধাতা ;  
 নিশ্চয় তাহারা দানশীল সুনয়ন,  
 পাপীকেও বহুদানে কুণ্ঠিত না হন । ৪

তোমাদের মিত্র ! স্তব না করে কাহাকে ?  
 বরুণ ! সকলে করে স্তব উভয়েকে ;  
 অন্ন বৃদ্ধি মোরা তাই করিতেছি স্তব,  
 করিতেছে তোমাদিগে স্তব অত্রি সব । ৫



৬৯ সূক্ত ।

মিত্র ও বরুণ দেবতা । অত্রির অপত্য  
উরুচক্রি ঋষি ।

তোমরা মিত্র বরুণ ! দীপ্তিমান্ তিন লোক  
ধরিয়াছ ত্রিভুলোক অন্তরীক্ষ ত্রয় ।

বাড়ায়ৈ ক্ষত্রিয় বল (১) রক্ষিয়ে যজ্ঞ সকল  
অবিরত শোভিতেছ দেবতা উভয় ॥ ১

তোমাদের আজ্ঞা ক্রমে হয় ধেনু হৃগ্ধবতী  
হে মিত্র বরুণ ! সিদ্ধু দেয় মধুময় (২) ।

স্থানত্রয় অধিপতি (৩) রেতোধা উজ্জল অতি  
স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত বর্ষয়িতাত্রয় । ৮

(১) মূলে “ক্ষত্রিয়স্য” শব্দ আছে । “ক্ষত্রিয়স্য ক্ষত্রং বলঃ  
ভবত ইত্যন্ত ।”

(২) মূলে “মধুমৎ” শব্দ আছে । “মধুমৎ মধুরস মুদকং” অর্থাৎ  
মধুময় জল ।

(৩) অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য এবং স্থান তিনটি হইতেছে পৃথিবী,  
অন্তরীক্ষ ও হ্যালোক । সায়ণ ।



প্রাতে উঠি করি দেবী      অদিতিকে আবাহন  
 ডাকি তাঁরে মাধ্যন্ধিনে সূর্য্যের উদয়ে ;  
 হে মিত্র বরুণ ! শম্ (৪)      পুত্র পৌত্র সুখ ধন  
 (স্তব করিঃতোমাদিগে) পাবার আশয়ে ॥ ৩

হে দিব্য আদিত্যদয়      তোমরা ধাতা উভয়,  
 স্বর্গ পৃথিবীর তাই করিছি স্তবন ।  
 ঐব ব্রত তোমাদের      কার সাধ্য উচ্ছেদের  
 নারে কিছু করিবারে অত্মায়রগণ ॥ ৪

৭৮ সূক্ত।

অশ্বিনয় দেবতা ।      সপ্তবপ্রি ঋষি ।

অশ্বিনয় ! হেথা এস, না হও নিস্পৃহ ।  
 হংসবৎ সূত সোম উপরে পড়হ ॥ ১

হরিণ ও গোরমৃগ ঘাসে পড়ে যথা ।  
 অশ্বিনয় ! হংসবৎ সোমে পড় তথা ॥ ২

(৪) মূলে “শংখ্যোঃ আছে “শং অরিষ্টশমনায় যোঃ সূতস্যা,  
 মিল্লণায় চ ।” সারণ ।



সেব যজ্ঞ হে বাজিনী বসু (১) অশ্বিহর !

হ'ক ইষ্ট, স্মৃত সোমে পড়হ উত্তর ॥ ৩

তুবাগ্নি (২) হইতে অত্রি অবরোহি কৈলা স্তব

যাচমানা বোষা বধা করে প্রণয়ীকে ।

শংতম (৩) রথেষ্টে চড়ি শ্রেনের নূতন বেগে,

অশ্বিহর ! এস দয়া করি আমাদিগে ॥ ৪

স্ব্যাস্তীর যোনি হয় বিবৃত যেমন

বনম্পতে ! (৪) হও তুমি বিবৃত তেমন ;

অশ্বিহর ! শুন উভে মম আবাহন,

করহ সপ্তবধিকে তোমরা মোচন (৫) । ৫

(১) মূলে “বাজিনীবসু” আছে । “অন্নার্থং বাসয়িতারো । সায়ণ ।

(২) “ঋবীষং” আছে । “ঋবীষং তুবাগ্নিং” সায়ণ ।

(৩) “শংতমেন” । “অন্মাকং স্মৃতমেন রথেন ।” সায়ণ ।

(৪) বনম্পতি নির্মিত পেটিকা ( পেটরা ) সায়ণ ।

(৫) সায়ণ বলিতেছেন যে পুরাবিদগণ বলেন সপ্তবধি ঋষির দ্রাভৃব্যগণ, তিনি ভার্য্যার সহিত সহবাস করিতে না পারেন, এই মানসে তাঁহাকে প্রতি রাত্রিতে পেটিকার বন্ধ করিয়া রাখিত এবং প্রাতঃকালে খুলিয়া দিত । ঋষি অনেক দিন এইরূপে পেটিকার



কেমনে বাহির হব ভীত সদা মন,  
এই জন্ত সপ্তবধি করিছে প্রার্থনা ;  
তোমরা হে অশ্বিনয় ! পেটিকা মায়ায়  
সঙ্গত বিভক্ত করি উদ্ধারহ তাঁর । ৬

বাত যথা পুষ্করিণী করে সঞ্চালিত,  
হউক তোমার গৰ্ভ তথা প্রকল্পিত ;  
দশমাস যেই জীব আছে গৰ্ভস্থিত,  
বাহিরে আসিয়া তাহা হ'ক উপস্থিত । ৭

যথা বাত, যথা ধন, সমুদ্র যেমন  
প্রকল্পিত হয়, হয়ে কল্পিত তেমন,  
দশমাস আছে যেই জীব গৰ্ভস্থিত,  
জন্মায় বেষ্টিত হয়ে হউক পতিত । ৮

মধ্যে থাকিয়া দুঃখিত ও ক্লেশ হইয়া অশ্বিনয়ের স্তুতি করিলেন।..  
অশ্বিনয় আসিয়া পেটিকা খুলিয়া দিলেন এবং ঋষি ভাষ্যার সহিত  
সহবাস করিয়া পেটিকার প্রবেশ করিলেন । এইরূপ ঋষিপত্নী গর্ভিণী  
হইলেন । তাহা ৭,৮,৯ স্বকে প্রকাশিত হইয়াছে । সারণ ঐ ৭,৮,৯  
স্বকে গর্ভপ্রবিণ্যপনিষৎ বলিয়াছিলেন, কেননা সপ্তবধির ভাষ্যা  
গর্ভিণী হইলে আন্ত প্রসবার্থ ঋষি এই তিন স্বকে অশ্বিনয়ের স্তুত  
করিয়াছিলেন । (রমেশ)



ধাকি দশমাস জীব জননী জঠরে  
 জীবিত সুন্দর মত অক্ষত শরীরে  
 জীবিতা জননী হ'তে হউক বাহির ;  
 তন অশ্বিধ্বয় ! এই প্রার্থনা ঋষির (৬) । ৯

৮০ সূক্ত ।

ঊষা দেবতা । সত্যশ্রবা ঋষি ।

বৃহতী উজ্জলরথা যজ্ঞেতে পূজিতা  
 অরুণবরণা ঊষা প্রভাসমন্বিতা ;  
 সূর্য্যোর পুরতঃ দেবী আগতা সম্প্রতি,  
 বিপ্র সবে স্তবে তাঁকে করিছেন স্তুতি । ১

দর্শনীয় ঊষা জন-প্রবোধকারিণী ;  
 সূগম করিয়া পথ অগ্রেতে গামিনী ;  
 বৃহদ্রথো সমাক্রুতা বিশ্ব বিমোহিনী ;  
 দিবসের অগ্রে অগ্রে জ্যোতী প্রকাশিনী । ২

(৬) সন্তান প্রসব সম্বন্ধে সায়ণ এই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন ;—

দশমাসানুবিভাসৌ জননী জঠরে স্থখং ।

নির্গচ্ছতু স্থখং জীবো জননী চাপি জীবতি ।



রথে তাঁর বলীবর্দ্ধ অরুণবরণ,  
করিছেন অচলিত (১) অপৰ্য্যাপ্ত ধন ;  
বিশ্বজন সম্পূজিতা বিশ্ববরণীয়া,  
বিরাজিতা দেবী পথ স্নগম করিয়া । ৩

স্থানদ্বয়ে (২) স্থিতা উষা শুভ্রাকৃতি অতি,  
দিলেন পুরতঃ খুলি আপন মুরতি ;  
দিক্ না হিংসিয়া বিশ্ব প্রবোধিত করি  
চলিছেন উষাদেবী সূর্য্য অনুসরি । ৪

স্বীয় তনু প্রকাশিয়া সুবেশার ভ্রায়, (৩)  
আমাদের দৃষ্টিপথে নানোখিতা প্রায় ;  
উঠিছেন উষা হেবীতমোরাশি নাশি,  
আসিছেন দিব্য কন্ডা লয়ে জ্যোতী রাশি ॥ ৫

(১) মূলে “অপ্রায়ু” আছে । “অপ্রায়ু” অপ্রগত্ত অবিচলিতং চক্রে” । সায়ণ । “অবিচলিত করিতেছেন” । (রমেশ)

(২) মূলে “দ্বিবর্হাঃ” আছে । “দ্বিবর্হাঃ” রয়োঃ প্রথম মধ্যময়োঃ হানয়োঃ পরিবৃদ্ধা উষাঃ” সায়ণ । উর্দ্ধ ও মাধ্য অন্তরীক্ষে (রমেশ) ।

(৩) মূলে “শুভ্রান” আছে । “শুভ্রবর্ণা নির্মলা স্বলঙ্কৃতা বোষি-  
দ্বিব ।” সায়ণ ।



স্বর্গের হুহিতা এই প্রতীচী মুখিনী  
 স্রবেশা ঘোষার জ্বায় রূপ সঞ্চারিণী ;  
 দাতায় বাঞ্ছিত ধন দিয়া এ যুবতী  
 করিছেন যথাপূর্ব ব্যক্ত স্বীয় জ্যোতী । ৬

৮১ সূক্ত ।

সবিতা । আত্রেয় শ্রাবাস্থ ঋষি ।

দিতেছেন বিপ্রগণ সর্ব কর্মে ধীও মন  
 পূজনীয় বিপ্র বৃহৎ সবিতৃ আজ্ঞায় ।  
 তিনি গোতা কার্য্যবিৎ করেন কার্য্যে প্রেরিত  
 তাঁহার মহিমা কোন স্তবে নাহি পায় ॥ ১

ধারণ করেন কবি স্বয়ং বিশ্বের ছবি  
 কল্যাণ করেন চতুষ্পদে ও দ্বিপদে ।  
 প্রকাশি স্বর্গ সবিতা সকলের প্রেরয়িতা  
 বিরাজ করেন দেব উষার পশ্চাদে ॥ ২

অক্স অক্স দেবগণ বাঁহার গতানুসরণ  
 করিয়া মহিমা শক্তি লভেন সকলে ।



কয়েন স্ব মহিমায় পার্থিব লোকের হায়  
পরিমাণ যিনি, তিনি উদ্ভিত উজ্জলে ॥ ৩

রোচন ভুবনত্রয় ভ্রমিতেছ দীপ্তিময় !  
সূর্য্যরশ্মি সহ কর মিলিয়া গমন (১) ।  
ব্রাহ্মি মাঝে উত্তরতঃ গমন কর সবিভঃ !  
ধর্ম্ম দ্বারা মিত্র তুমি জানে সর্ব্বজন ॥ ৪

সমস্ত জীবের কার্য্য তুমিই কর শাসন  
গতির প্রভাবে তুমি পুষাধ্য দেবতা ।  
সমগ্র ভুবন তুমি হে দেব কর ধারণ  
স্বরাজ্য ঘোষিছে তব স্তুতি হে সবিভা ! ৫

৮২ সূক্ত ।

সবিভা দেবতা । অত্রির অপত্য শ্যাবশ্ব ঋষি ।  
দেব সবিভার কাছে সেই ভোগ্যধন ..  
করিতেছি প্রার্থনা আমরা সর্ব্বজন ;  
তগের নিকট হ'তে লাভ করি যেন  
শ্রেষ্ঠ, অরিন্দম, সর্ব্বভোগপ্রদ ধন । ১

---

(১) সায়ণ বলেন উদয়ের পূর্বে যে মূর্ত্তি তাহাই সবিভা । উদয়  
হইতে অন্তগমন পর্য্যন্ত যে মূর্ত্তি তাহাই সূর্য্য ।



স্বয়ং যশস্তরং (১) প্রিয় এই সবিতার  
স্বরাজ্য (২) হিংসিতে সাধ্য নাহিক কাহার । ২

সে সবিতা ভগ, রত্ন হব্যের দাতার  
দেন, তাই ভাগচিত্র (৩) যাচিছি তাঁহার । ৩

অত্বে হে দেব সবিতঃ সন্ততি ও ধন  
প্রদান করহ, দূর কর দুঃস্বপন । ৪

বিদূরিত কর দেব সমস্ত হ্রিষত,  
হে সবিতঃ ভদ্র বাহা কর সমানীত । ৫

অদিতির কাছে আজ্ঞাক্রমে সবিতার  
পাপ-শূন্য হই যেন পাই ধন আর । ৬

ভজিতেছি হৃক্তে সংপতি দেবতার  
বিশ্বদেব রূপী সত্যানুজ্ঞ সবিতার । ৭

(১) মূলে “স্বয়ং যশস্তরং” আছে । “স্বয়ং অসাধারণ যশো  
যস্য্যতিশয়েন ভবতি তৎ তাদৃশং” সায়ণ ।

(২) স্বরাজ্য ঐর্থ্য । সায়ণ ।

(৩) মূলে “ভাগং চিত্রং” আছে । ভাগং ভজনীয়ং চিত্রং চারুনীরুঃ  
ধনঃ ।” সায়ণ ।



দিবারাত্রি পুরোগামী যিনি অগ্রমত্ত  
যে সবিতাদেব হন ধ্যান-উপযুক্ত । ৮

বিশ্বজনে যিনি শ্রোকে করেন জ্ঞাপন  
ভজি তাঁকে যিনি জীবে করেন প্রেরণ



# ষষ্ঠ মণ্ডল ।

১০ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা । ভরস্বাজ ঋষি ।

বিন্ধশূত্র এই যাগে স্থাপন করহ আগে (১)

স্তবে স্তবনীয় দিব্য নির্দোষ অনলে ।

জাতবেদা দীপ্তিমান আমাদিগে যজ্ঞবান্

করিবেন, পূজ তাঁকে ঋত্বিক সকলে ।

বহুশিখ দীপ্তিমান হোতা অগ্নে ইষ্টবান্

হয়ে, অত্র অগ্নি সহ, শুন লোক-স্তব ।

মমতার (২) ত্রায় পুত, এই সব স্তোতা যত,

অর্পণ করিছে তোমা ঘৃতবৎ স্তব ॥ ২

যে মেধাবী দেন স্তবে হব্য আদি অগ্নিদেবে,

বৃদ্ধি পান অন্নবান্ হয়ে নর-লোকে ।

চিত্রদীপ্তি অগ্নি তাঁয় রঞ্জন চিত্র রক্ষার,

ধেনুযুক্ত ব্রজ-ভোক্তা করেন তাঁহাকে । ৩

---

(১) আহবনীয় অগ্নিস্বরূপে (সায়ণ) ।

(২) দীর্ঘতমা ঋষির মাতা মমতা নামী ব্রহ্মবাদিনী (সায়ণ) ।



কৃষ্ণবর্ষা<sup>১</sup> যেই অগ্নি                      জন্মিয়া মাত্র অমনি  
দূর হতে তেজে পূর্ণ করেন দ্রাপৃথ্বী ।  
সে পাবক অতঃপরে                      হরি নৈশ অন্ধকারে  
হতেছেন দৃশ্যমান প্রকাশিয়া দীপ্তি ॥ ৪

হব্যধনে ধনবান্                      আমাদিগে অন্ন দান,  
রক্ষা দান, চিত্রধন দান কর অগ্নে ।  
কর হেন পুত্র দান                      হয়ে যারা বীর্য্যবান্  
পরাজয় করিবে অনেকে ধনে অগ্নে ॥ ৫

করিছে আসনবান্                      যেই যজ্ঞ হবিষ্মান্  
ইচ্ছা করি তাহা, অন্ন স্বীকার করহ ।  
ভরদ্বাজগণ স্তব                      নির্দোষ জানহ সব  
তঁাহাদিগে অন্ন লাভে কর অহুগ্রহ ॥ ৬

দূর কর শত্রুগণে, অন্ন বৃদ্ধি কর ।  
শত হিম সূখে থাকি লয়ে বীরবর (৩) ॥ ৭

---

‘৩) মূলে “সুবীরা” আছে। সুবীরাঃ শোভনৈঃ বীরৈঃ পুত্র  
পৌত্রাদিভিঃ উপেতাঃ সন্তঃ । সায়ণ । ইহার পরবর্তী ১২, ১৩, ১৭  
সূক্তের শেষ ঋকেও “শতহিম সূখে থাকি” একরূপ বাক্যের ব্যবহার  
আছে।



## ১৬ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা । ভরদ্বাজ ঋষি ।

মনুষ্য লোকেতে অগ্নে ! সমস্ত যজ্ঞের  
হোতা তুমি হও দেব ! দেবতাবিহিত । ১

স্তবময়ী জিহ্বায়ঃ এ যজ্ঞে আমাদের  
দেবগণে যজ্ঞ, বহু, করহ আনীত ॥ ২

হে বিধাতঃ (১) অগ্নিদেব শোভন কৰ্ম্মন্ !  
যজ্ঞে মহামার্গ, পথ আছ অবগত (২) । ৩

বাজিসহ দ্বৈত স্মৃথ (৩) করিয়া মনন  
স্তবিলা যজ্ঞার্থ তোমা যজিলা ভরত (৪) । ৪

সোমদাতা দিবোদাসে এই সব ধন  
দিয়াছ, তা দাও ভরদ্বাজকে এক্ষণে । ৫

(১) মূলে “বেধঃ” শব্দ আছে । “বিধাতঃ” সাধারণ ।

(২) মূলে দুটি শব্দ আছে “অধ্বনঃ পথঃ ।” “মহামার্গান্ ক্ষুদ্র-  
মার্গান্” সাধারণ । যজ্ঞে দর্শপূর্ণমাসাদি যজ্ঞে ।

(৩) হব্যদাতা ঋত্বিক বাজিগণের সহিত দ্বিবিধ স্মৃথ মনন করিয়া—  
ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট নিবারণ রূপ দ্বিবিধ স্মৃথ ।

(৪) সাধারণ মনে করেন এই ভরত দুঃশন্ত পুত্র ।



তুমি ত অমর্ত্য দূত, বিপ্রেয় স্তবন  
 শুনিয়া আনহ হেথা যত দেবজনে ॥ ৬  
 তোমাকে করেন স্তব স্বাধ্য মর্ত্যগণ  
 দেবতর্পণের জন্ত যজ্ঞেতে সকলে । ৭  
 দানশীল ! তব ক্রতু, দীপ্তির অর্চন  
 করি, সবে করে যথা লভিকাম্য ফলে ॥ ৮  
 মুখে হব্য-বাহী, তুমি হোতা, মনুকৃত (১),  
 বিদ্বান স্বর্গীয় বিশ্ সকলে (২) যজ্ঞহ । ৯  
 হব্যাসনে, হব্যদানে এস অগ্নে ! স্তব,  
 কুশের উপরি হোতা হইয়ে বসহ ॥ ১০  
 ইক্ষন ও ঘৃতযোগে অঙ্গির ! তোমায়ে,  
 যবিষ্ঠ ! বর্দ্ধিত করি, জল অতিশয় । ১১  
 দাও আমাদিগে পুত্র পৌত্র সহকারে  
 প্রশংসিত বহু ধন হইয়ে সদয় ॥ ১২

(১) মূলে “মনুর্হিতঃ” আছে। “মনুনা আহিতঃ।” সায়ণ।  
 মনুকর্তৃক নিয়োজিত। রমেশ।

(২) মূলে “দিবোবিশঃ” আছে। ছালোক মনু-ক্বিনীঃ বিশঃ দৈবী-  
 প্রলাঃ। সায়ণ। “স্বর্গীয় ব্যক্তিগণ”। রমেশ। এই ঋকে মনুকে  
 অগ্নি পূজার প্রবর্তক বলিয়া মনে হইতেছে।



অথর্কী হে অগ্নে ! তোমা করিলা মন্থন  
 শিরোবৎ বিশ্ববাহ (৩) হইতে পুষ্কর (৪) । ১৩  
 পুত্র তাঁর দধীচি করিলা উদ্দীপন  
 তোমাকে তুমি সে বৃত্তহস্তা পুবন্দর ॥ ১৪  
 তুমি বর্ষা ধনজয় প্রত্যেক সমরে,  
 দম্বাহস্তা তোমাকে করিলা পাথ্য (৫)দৌপ্তি । ১৫  
 এস অগ্নে ! করি স্তব তোমা এ প্রকারে  
 এ সমস্ত সোম সেবি হও বৃদ্ধি প্রাপ্ত ॥ ১৬  
 যেস্থানে যে যজ্ঞমানে থাকে তব মন,  
 শ্রেষ্ঠ বল দেও তাঁরে, থাকহ তথায় । ১৭  
 তবদৌপ্তি দৃষ্টি-বাধ নাহি হয় যেন,  
 কতিপয় বসো ! (৬) তুষ্ঠ হও এ পূজায় ॥ ১৮

(৩) মূলে বিশ্ববাহতঃ আছে । “বিশ্বস্ত জগতঃ বাধতোবাহকাৎ ।” সায়ণ ।

(৪) মূলে ‘পুষ্করাদধি নিরমস্তুত’ আছে । পুষ্করপর্ণে নিরমস্তুত অরণ্যোঃ সকাশাদজনয়ৎ । সায়ণ । অথর্কী ও দধীচি প্রভৃতি কয়েকজন ঋষি কতৃক অগ্নি পূজা অনেকটা প্রচার লাভ করিয়াছিল তাহা ১৩, ১৪ ও ১৫ ঋকে বেশ বুঝা যায় । ১৭১৩ ঋকের টীকা দেখ ।

(৫) পাথ্য এক ঋষির নাম ।

(৬) মূলে নেমানাং বসো ! আছে । নেমশব্দঃ অল্পবাচী মনুষ্যানাং মধ্যে কতিপয়ানাং যজ্ঞমানানাং বাসকঃ সায়ণ ।



ভারত (৭) ও দিবোদাস শক্রহস্তা অগ্নি  
 সৰ্ব্বজ্ঞ ও সংপতি হেথা অভ্যাগত । ১৯  
 নিখিল পার্থিব ধন আমাদিগে তিনি  
 দিউন, শক্রহা দেব অবাত অস্তুত (৮) । ২০  
 পূৰ্ব্ববৎ নবাদীপ্তি তেজ সহকারে,  
 বৃহদন্তরীক্ষ অগ্নে ! আছহ ব্যাপিয়ে । ২১  
 সধাগণ ! তোমরা সে ধৰ্ষক বেধারে  
 অর্চন স্তোত্র গান আর যজ্ঞ সমর্পিয়ে ॥ ২২  
 মানবের প্রতিযুগে তিনি সিদ্ধ কৰ্ম্মা,  
 তিনি হোতা, দূত, রত হব্যের বাহনে । ২৩  
 বসো ! যজ্ঞে যজ্ঞ রাজদ্বয়ে শুদ্ধকৰ্ম্মা (৯)  
 যজ্ঞ রোদসীকে মরুদগাদিত্যগণে । ২৪  
 বাসয়িত্রী তব দৃষ্টি অগ্নি শক্তিপুত্র !  
 অমর, মরতগণে কর অন্ন দান । ২৫

(৭) মূলে ভারতঃ আছে । ভারত ইবিষাং ভর্তা । সায়ণ । ২৮  
 বাহক । রমেশ ।

(৮) মূলে "অবাতো অস্তুতঃ আছে । আবাতঃ অনেকৈঃ শক্রভির  
 প্রতি গতঃ অস্তুতঃ কেনাপ্যাহংসিতঃ । সায়ণ ।

(৯) মূলে রাজানা শুচিব্রতা আছে । রাজানা রাজমানো শুচি-  
 ব্রতা শুচিকৰ্ম্মাণো মিত্রাবরুণো । সায়ণ ।



কার্যো হব্যদাতা আজ সেবি তোমা অত্র,  
 করুন, পাইয়া মহদ্ধন, স্তবগান ॥ ২৬  
 যে যে স্তোতা লাভ করে তোমার আশ্রয়,  
 তাঁহারা হে অগ্নিদেব ! লাভ করে আয়ু,  
 অভিগন্ত্বী অরাতির করি পরাজয়,  
 অভিগন্ত্বী অরাতিকে করিয়া গতায়ু । ২৭  
 তীক্ষ্ণভেজে অগ্নি সব নাপুন অত্রিকে (১০)  
 প্রদান করুন অগ্নি আমাদিগে ধন । ২৮  
 সর্বদর্শী জাতবেদা দাও আমাদিগে  
 বীররূপ ধন, রক্ষঃ করহ নিধন ॥ ২৯  
 আমাদিগে জাতবেদা রক্ষ পাপ হ'তে,  
 ব্রহ্ম কবে (১১) শত্রুগণ হ'তে রক্ষা কর । ৩০  
 যে সব দুষ্টেরা, আমাদিগকে বধিতে  
 চাহে, তাহা হ'তে, পাপ হ'তে রক্ষা কর ॥ ৩১  
 হে দেব ! যে আমাদিগে চাহে বধিবারে,  
 তাহাকে জিহবার দ্বারা কর নিবারণ । ৩২

(১০) মূলে বিধং অত্রিনং আছে । সর্বং অত্রিগং অন্তরং রাক্ষসা  
 দিকং । সায়ণ ।

(১১) মূলে ব্রহ্মণস্বে আছে । স্তুতিরূপস্ত মন্ত্রস্ত কবে ! সায়ণ ।



শক্রজয়ী অগ্নে ভরদ্বাজ ঋষিবরে,  
 দাও অতিশয় সুখ বরণীয় ধন ॥ ৩৩  
 স্তবে তুষ্ট, দ্রবিণেচ্ছু, সমিদ্ধ, আহুত,  
 শুক্র অগ্নি করুন হনন বৃত্রগণে । ৩৪  
 মাতার অক্ষয় গর্ভে দীপ্তি পরিপ্লুত  
 পিতৃপিতা বসেন ঋতের যোনি স্থানে (১২) ॥ ৩৫  
 জাতদেদা সর্বদর্শী ! ব্রহ্ম (১৩) প্রজায়ুক্ত,  
 স্বর্গ যাতে হয় দীপ্ত, কর আহরণ । ৩৬  
 বল-পুত্র মোরা সবে হয়ে অন্নোপেত  
 স্তব করিতেছি তব হে রম্য দর্শন ! ॥ ৩৭  
 হিরণ্য তেজস্ক অগ্নে তুমি দীপ্তিশালী,  
 ছায়াবৎ তবাপ্রয় করেছি গ্রহণ । ৩৮  
 শরেতে শক্রহা, পুরী নাশ যথা বলী,  
 তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষ যথা করে বিদারণ ॥ ৩৯  
 বিশ্ণু যজ্ঞে শিশুবৎ ঋত্বিকেরা করে  
 হবাভোজী অগ্নি যাকে হস্তেতে ধারণ । ৪০

---

(১২) এই ঋকে মাতা অর্থে ভূমি এবং পিতা অর্থে সৌ। অত্র  
 মাতৃ পিতৃ শব্দাভ্যাং ভূদোশ্চাভিধীয়েতে দ্যৌঃ পিতা পৃথিবীমাতেতি  
 ক্ষতেঃ তৈঃ ব্রাঃ ৩।৭।৫। যোনিস্থানে উত্তরবেদিতে ।

(১৩) ব্রহ্ম—সারণ অর্থ করিয়াছেন অন্ন।



আন- তাঁকে, দেবগণ ভোজনের তরে,  
 স্বস্থানে সে বসুবিৎ বসুন এখন ॥ ৪১  
 প্রাহুভূত গৃহপতি প্রিয় অতিথিকে,  
 জাতপ্রজ্ঞা হবনীরে কর সংস্থাপন । ৪২  
 ষোড় দেব অশ্বগণে যাহারা তোমাকে  
 শীঘ্র শীঘ্র করে অগ্নে ! যজ্ঞে আনয়ন ॥ ৪৩  
 এস অগ্নি ! তুমি আমাদের অভিমুখে,  
 আন দেবগণে হেথা হব্য সোমপানে । ৪৪  
 হে ভারত ! (১৪)জলে তুমি উঠ উদ্ধার দিকে,  
 অবিচ্ছেদে প্রকাশিত হও অজরাগ্নে ॥ ৪৫  
 হব্য দাতা যে মানব            হব্য দিয়া পূজে দেব  
 অগ্নি দেব তাঁর যজ্ঞে পূজিত হবেন ।  
 হোতৃভূতদ্বা-পৃথীর            সত্যযজ্ঞ সে অগ্নির  
 নমসে উত্তান হস্তে পূজা করিবেন ॥ ৪৬  
 আমরা হে অগ্নি তোমা করিছি প্রদান  
 ঋগ্, রূপী হবি যাহা হৃদয়ে সংস্কৃত ;  
 ধেনু ও বৃষভগণ স্নসামর্থ্যবান্  
 হউক তোমার তারা হব্যে পরিণত (১৫) । ৪৭

(১৪) মূলে ভারত আছে । হবিষাং ভর্তরগ্নে । সায়ণ ।

(১৫) এই মন্ত্রে গো ও বৃষের আহুতি প্রদানের উল্লেখ দেখা যায় ।



যাঁহার কৰ্ত্তৃক ধন হয়েছে আকৃষ্ট  
হয়েছে হিংসিত রাক্ষসেরা বলে যাঁর ;  
দেবগণ করুন তাঁহাকে উদ্দীপিত,  
তিনি শ্রেষ্ঠ বৃত্তহস্তা দেবতা মাঝার। ৪৮

২০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

সূর্য্য আক্রমণ যথা করেন পৃথিবী, তথা  
করিবে যেধন রণস্থলে শত্রুজনে ;  
হে ইন্দ্র ! বল-নন্দন ! দাও হেন পুত্র ধন  
শত্রুহা শয্যাধিপতি, ঋক্ বহু ধনে (১)। ১

তোমাতে সূর্য্যের ত্রায়, দত্ত বল সমুদায়  
দেবগণ কৰ্ত্তৃক (২) হে ইন্দ্র ঋজিষিন্ !

(১) এই মন্ত্রে দেখা যাইতেছে, ঋষি রণে শত্রুদিগকে জয় করিতে পারেন এমন রণ-বিজয়ী, বহু ধনে ধনী ও শয্যাধিপতি পুত্র চাহিতেছেন। স্মরণ্য ঋষির পুত্রই যে ঋষি অর্থাৎ স্তবকারী হইবেন, এ প্রথা তখন প্রচলিত হয় নাই ; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বলিয়া দুটি স্বতন্ত্র জাতি হয় নাই।

(২) মূলে দেবেভিঃ আছে। স্তোতৃভিঃ সাধারণ।



জলাবরোধক বৃত্তে                      বিষ্ণুর সহ একত্রে  
 বধিলে যে বলে তুমি হে অহি ঘাতিন্ ! ২  
 হিংসকের হিংসাকারী              বলী হ'তে বলধারী  
 কৃতব্রক্ষা (৩) তেজস্বী গুজস্বী ইন্দ্র যদা  
 শত্রু-বল-নাশ হেতু              লভিলেন যদা দত্ত্ব (৪)  
 মধুর সোমের রাজা হইলেন তদা । ৩

ইন্দ্র ! শতবল সহ                      পলা'ল পণি সমূহ  
 বহু হব্য দাতা কবি (৫) হ'তে এ রণেতে ;  
 প্রবল শুষ্কের মায়ী                      ছেদিয়া আয়ুধ দিয়া  
 রাখিলা না অন্ন ইন্দ্র তাহার গৃহেতে । ৪

বিনষ্ট সকল বল,                      মহাদ্রোহী যে সকল,  
 হইল, পড়িলে শুষ্ক বজ্রের পতনে ;  
 স্বীয় রথ সুবিস্তৃত                      করিলা সারথী ভূত  
 কুৎসের নিমিত্ত ঈন্দ্র সূর্য্যের অর্চনে (৬) । ৫

(৩) ব্রক্ষ (শুব) কৃত হয় বাহার উদ্দেশে তিনি কৃতব্রক্ষা।

(৪) দত্ত্ব বিদ্যারক বজ্র।

(৫) কবি কুৎস। সারণ।

(৬) শুষ্কবধে কুৎস ঋষি ইন্দ্রের সারথী ছিলেন।



আনিল ইহাকে শ্রেন                      মদির সোম-অশন  
 দাস নমূচির শির মথিয়া যথনে  
 রক্ষিলা নমীকে (৭) ইনি,      সায়ের নন্দন ষিনি,  
 যোজিত করিলা তাঁরে সহ অন্ন ধনে । ৬

করিয়াছ বিদারিত                      হে বজ্রিন্ দৃঢ়ীভূত  
 নিজবলে, ছরন্ত মায়াবী পিণ্ডপূর ;  
 দিয়াছ হে সূদামন্ ! (৮)      অপ্রমুখা হবিধর্ন  
 হব্য দাতা ঋজিষ্ঠাকে তুমিই প্রচুর । ৭

অভীষ্ট সূতের দাতা,                      মাতার নিকটে যথা,  
 দ্যোতন রাজা'র কাছে করিতে গমন,  
 বেতসু, দশোণি, ইভে,      তুগ্র ও তুতুজি উভে  
 করিলেন শঙ্খং সে ইন্দ্র বিসর্জন । ৮

ব্রত্ৰহা অশনি করে                      ধরিয়া, স্পর্ধিনিকরে, ..  
 অপ্রতিহত প্রভাবে করেন হনন ;

(৭) নমী একজন ঋষির নাম, ইনি সায়ের অপত্য, এজন্ত ইহাকে  
 এই মন্ত্রে সায্য বলা হইয়াছে ।

(৮) সূদামন্ হে শোভনদান !



রণে শূর উঠে যথা যুগ্মাশ্বে উঠেন তথা,  
আ দেশ মাত্রই তাঁকে বহে সে বাহন । ৯

যাচি তোমা নবধন পাইয়া তব শরণ,  
পূর্বে হেন যজ্ঞে লোকে করিল স্তবন ;—  
দাসী প্রজা বধ করি পুরুকুৎসকে বিতরি  
করিলা শারদী (৯) সপ্তপুর বিদারণ ; ১০

কাব্য উশনাকে ধন ইচ্ছা করি মঘবন্  
তুমি পূর্বে স্তোতাকে করেছ দম্বর্জন ;  
নববাস্ত্বে বধ করি স্বকীয় পুত্র আহরি  
মহনীয় পিতায় করেছ সমর্পণ । ১১

করিয়াছ প্রবাহিত ধুনিকৃদ্ধ বারি যত,  
নদীর সমান তুমি শত্রু কম্পয়িতা ;  
যখন সমুদ্র পার গেলে, তুমি তথাকার  
যজ্ঞ ও তুর্কশে হয়ে ছিলে পারয়িতা । ১২

এ সব তোমার কাজ সমরে হে দেবরাজ !  
সপ্তধুনি চুমুরিকে করিলে নিদ্রিত ;

(৯) শারদীপুরী শরধাম অশ্বরের পুরী ।



সোম অভিষব করে দভীতি তোমারে পরে  
ইধ্বধ্বতি হব্যপাকে করিলা অর্চিত (১০) । ১৩

২১ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা কিন্তু ৯ম ও ১১শ ঋকে বিশ্ব-  
দেবগণ দেবতা । ভরদ্বাজ ঋষি ।

ওহে বীর নবীদান্ হয়ে বহু আশা-বান্  
তোমারে করেন শ্রেষ্ঠতবে আবাহন  
সুবকারী ভরদ্বাজ ; হে অজর দেবরাজ ।  
প্রশংসিত ধন তোমা করিছে গমন । ১

সর্ব লোক জানে যাঁরে স্তোত্রে হবনীয় তাঁরে  
যজ্ঞে সুপ্রসন্ন দেবে করিতেছি স্তুতি ;  
তাঁহার মহিমা অতি জিনি স্বর্গ জিনি ক্রিতি,  
স্তুব করি তাঁকে, তিনি জ্ঞানবান্ অতি । ২

(১০) এই সূক্তে অনেকগুলি অনার্য্য শত্রুর নাম পাওয়া যাই-  
তেছে । যথা, নমুচি, পিপ্ৰা, বেতস্থ, দণোগি, তুতুজি তুগ্র, ইভ,  
শরৎ, নববাস্ত্র, ধুনি, চুমুক ।



তিনিই অপ্রকাশিত তমোরাশি সুবিস্তৃত  
 করিয়াছিলেন ব্যক্ত সূর্য্যের প্রকাশে ।  
 অমৃত ধামের করে যজ্ঞেচ্ছা যে সব নরে (১)  
 তারা হে বলিন্ কভু কাহাকে না হিংসে । ৩

এই সব কার্য্য যিনি করিলেন, কোথা তিনি ?  
 কোন্ স্থানে কোন্ বিশ্বে মধ্যোতে আছেন ?  
 কোন্ যজ্ঞ লাগে মনে কোন্ অর্ক তব গানে  
 প্রীতিপ্রদ, ইন্দ্র ! হোতা কে তব হয়েন ? ৪

পুরাজাত, পুরুহুত ! প্রাচীন ঋষিরা যত  
 আধুনিক মত যজ্ঞে ছিল সখা তব ;  
 মধ্যম নৃতন যত সখা তব সেই মত  
 প্রাবোহিত হও শুনি অর্কীচীন স্তব (২) ।

শ্রুতি-যোগ্য পুরাতন শ্রেষ্ঠকার্য্য নিবন্ধন  
 করি স্তোত্রে অধমেও অর্চে তোমা বীর !

(১) মূলে-অমৃতস্ত্র্য ধামেরক্ষন্তঃ আছে । অমৃতস্ত্র্য নিত্যস্ত্র্য তে  
 তদীয়স্ত্র্য ধাম স্বর্গাখ্যং স্থানং তত্র স্থানে দেবান্ ইত্যর্থঃ ইন্দ্রক্ষন্তঃ যষ্টু-  
 মিচ্ছন্তঃ । সায়ণ ।

(২) মূলে “অবমস্ত্র্য” শব্দ আছে । “অর্কীচীনস্ত্র্য” সায়ণ । এই



আমরাও জানি যাহা স্তবেতে গাঁথিয়া তাহা

পূজি ব্রহ্মবাহ (৩) ! তোমা প্রকাণ্ড শরীর। ৬

রক্ষোবল প্রার্থিত বিবুদ্ধে তব সজ্জিত,

সে মহা বলের অতি তিষ্ঠ স্থির দেহে।

পুরাতন মিত্রভূত করি বজ্র সংযোজিত

দূর কর শত্রু হস্তা ! সে বল সমূহে। ৭

ইন্দ্র কারু ধায় (৪) বীর এ নব স্তবকারীর

স্তোত্র সব তুমি শীঘ্র করহ শ্রবণ ;

পুরা যজ্ঞে পিতৃগণে বন্ধুবৎ আচরণে

শুনেছিলে তাঁহাদের আহ্বান শোভন। ৮

ইন্দ্র ও বরুণ মিত্রে আনাদের রক্ষণার্থে

অভিমুখী কর দেব মরুৎ সকলে ;

মন্ত্রে ঋষি তিন কালের ঋষিগণের উল্লেখ করিতেছেন। (১) প্রাচীন কালের ঋষি যথা অঙ্গিরা প্রভৃতি (সায়ণ) ২য় কালের ঋষি আর ইত্যাদি নীন্তন কালের ঋষিগণ।

(৩) মূলে ব্রহ্মবাহঃ শব্দ আছে। ব্রহ্মর্ভিমশ্চৈব হনীয়েন্দ্র” সায়ণ। মন্ত্রের দ্বারা বহন করা যায় বাহাকে। স্তোত্রপ্রিয় (রমেশ)।

(৪) মূলেও “কারুধায়ঃ শব্দ আছে। “কারুনাম্ গোতুনাম্ ধারকঃ। সায়ণ।



পুষা বিষ্ণু অগ্নি দেবে      বহুকর্ষ যাকে সেবে  
 নগৌষধীসবিতার (৫) সেব যজ্ঞ স্থলে । ৯  
 এই সব স্তোত্রগণ      হে যজ্ঞাহ শক্তিমন  
 অর্কেতে করেন সবে অর্চন তোমা ।  
 এ স্তোত্রার, স্তু যমান !      শ্রবণ কর আহ্বান  
 হে অমৃত ! তব সম কেহ নহে আর ॥ ১০

অগ্নিরূপী জিহ্বা দ্বারা      যজ্ঞ স্পর্শ কৈলা যারা  
 মনুকে দাসের'পরি (৬) করিলা স্থাপন ।  
 শক্তি পুত্র হে বিদ্বান      মম বাক্যে কর্ণদান  
 করিয়া তাঁদের সহ কর আগমন ॥ ১১

পথকৃৎ হে বিদ্বান্      কর অগ্রে অভিযান  
 স্নগম দূর্যম সব পথে আমাদের ;  
 যে সব বাহন শ্রেষ্ঠ      কষ্টরে না ভাবে কষ্ট  
 আন অন্ন আমাদিগে সাহায্যে তাদের ॥ ১২

(৫) মূলে "সবিতার মোষধীঃ পর্বতাংশ্চ" আছে। সবিতা, ওষধী ও পর্বতাখ্য দেবতা সকলকে প্রসন্ন কর ইহাই এই স্থানের অর্থ।

(৬) "যে মনুঃ চক্ররূপং দসার" । "মনুঃ রাজর্ষিঃ উপরং দশ্য-  
 নামুপরিভবঃ চক্রুঃ কৃতবন্তঃ" । (সায়ণ) ।



২২ সূক্ত ।

ইন্দ্রদেবতা । ভরদ্বাজ ঋষি ।

মানবগণের ইন্দ্র একমাত্র হবনীয়,  
এই সব স্তবে তাঁকে করি আবাহন ;  
তিনি বলী, সত্য, জ্ঞানী, ইষ্টবর্ষী, শক্তিমান  
শত্রুজয়ী,—স্তোতার করেন আগমন । ১

আমাদের পূর্ব পিতা নবধ্ব সে সপ্তবিপ্র (১)  
অন্নাহুতি দিয়া ইন্দ্রে করিলা স্তবন ;  
ভীত দ্রুতগামী শত্রু, তিনি অতি দ্রুতগামী  
মেঘস্থিত ;—তাঁর বাক্য কে করে লজ্বন ? ২

বাচিতেছি ইন্দ্রে মোরা পুত্র পৌত্র লোকজন,  
পুত্রপ্রদ অবিহিন্ন সুখপ্রদ ধন ;  
অশ্বপতি ইন্দ্র তুমি আমাদের সুখ জন্ত  
কর দেব সে অক্ষয় ধন আহরণ । ৩

যদি তব স্তোতৃগণ পেয়ে থাকে পূর্বকালে

(১) মূলে ‘নবধ্বাঃ সপ্ত বিপ্রাঃ’ আছে । ‘নবভিমানৈঃ সত্রমহু-  
ষ্টিতবন্তঃ সপ্ত সপ্তসংখ্যকাঃ বিপ্রাঃ বিপ্রা মেধাবিনঃ ।’ অর্থাৎ  
মর্যাদাসকালব্যাপক বক্তৃতা অনুষ্ঠানকারী সপ্তসংখ্যক মেধাবীরা ।



সুখ তাহা আমাদিগে ইন্দ্র ! এবে দেহ ;  
 হে হৃদ্বর্ষ শত্রুজয়ী !      পুরুহত অশুরঘ্ন (২)  
 কোন্ ভাগ কোন্ হব্য তোমাকে প্রদেয় ? ৪

রথস্থিত, বজ্রহস্ত,      বলপ্রদ বহুকর্মা,  
 অনেকের হন যিনি প্রধান আশ্রয় ;  
 তাঁহাকে যে করে স্তুতি,      সুখলাভ হয় তার  
 শত্রুর সম্মুখে যেতে তাহার কি ভয় ? ৫

মনোবৎ বেগগামী      পর্য্যুক্ত বজ্রে তুমি  
 মায়াবী তাঁকেই (৩) চূর্ণ করেছ মহান !  
 বীলিত (৪) হে দীপ্তিশালী !      দৃঢ়াক্ষয় পুরাবলী  
 ভাস্কিয়াছ বজ্রে নিজ বলে বলীয়ান ! ৬

নবীন স্তুতির দ্বারা      হে বলিষ্ঠ ইন্দ্র তব  
 প্রাচীনদিগের মত করিতেছি স্তুতি ;

(২) ঋগ্বেদে ইতঃ পূর্বে ইন্দ্রকে কখন “অশুরঘ্ন” বলা হয় নাই ।

(৩) মূলে “ত্যাং” আছে “ত্যাং তং প্রসিকং বৃজং” । সাংগণ ।  
 তাঁকেই—সেই বৃজকেই ।

(৪) বীলিত-অশিখিল ।



ইন্দ্র সুবহনকার (৫) পরিমাণ নাহি যার  
চুর্গহন সকল বহন তিনি অতি । ৭

উৎপীড়কগণ জন্তু দ্বাবা অন্তরীক্ষে ইন্দ্র !  
আছে যত স্থান সব সন্তুষ্ট করহ ;  
দহ সর্বদিক হ'তে তাহাদিগে হে বৃষন্  
স্বর্গান্তঃ উভয়ে ব্রহ্মধেষ্ঠাকে (৬) দহহ । ৮

দিব্য ও পার্থিব উভ জগতের তুমি ইন্দ্র !  
জনগণ-রাজা হও হে দীপ্ত-দর্শন ।  
স্তুতির অগম্য দেব, ধর বজ্র দক্ষ হস্তে,  
কর তুমি তাহে যত মায়া উৎপাদন । ৯

শত্রু তারণের জন্তু ইন্দ্র ! আমাদিগে দাও  
বৃহতী হিংসারহিতা স্বস্তি সুসংযতা ;  
দাস কিম্বা আর্য্যগণে মানবের শত্রুজনে  
সুজ্ঞেয় করহ যাতে হে বজ্র-দেবতা (৭) । ১০

(৫) মূলে “অনিমানঃ সুবন্ধা” আছে। “অপরিবাণ সুবন্ধা  
শোভনবহনঃ স ইন্দ্রঃ”। সারণ ।

(৬) মূলে “ব্রহ্মধিবে” আছে। স্তোতাগণের বিষেযী দিগের জন্তু  
স্বর্গ ও অন্তরীক্ষ সন্তুষ্টগিত কর ।

(৭) এইরূপে “দাসানি ও আর্য্যানি” শব্দের এমন ব্যবহার দেখা



এস আমাদের কাছে      যোগ্য, ধাতা, পুরুহত  
 বিশ্বপূজ্য এ সমস্ত অশ্বে আরোহিয়া ;  
 যাহাদিগে দেবাদেব      না পারে করিতে রুদ্ধ  
 অশ্বদভিমুখে এস তাহাতে চড়িয়া । ১১

২৫ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । ভরদ্বাজ ঋষি ।

উত্তমা মধ্যমাধমা      যে সকল রক্ষা তব  
 আছে, বলবান্ ইন্দ্র ! তাহার দ্বারায় ।  
 আমাদিগে যুদ্ধ কালে,      রক্ষা কর মহাদেব !  
 উগ্র তুমি, দাও অন্ন আমা সবাকায় ॥ ১

তুষ্ট হয়ে এই স্তবে      আমাদের সৈন্ত সবে  
 হিংসা কালে রক্ষা কর শত্রু ক্রোধ হর ।  
 সর্বত্রই অবস্থিত      আছে দাসী বিশ্ বত  
 আর্যের জন্যেতে তাহাদিগে বধ কর (১) ॥ ২

বাইতেছে যেন দুটি মাত্র লোক-বিভাগ বুঝাইতেছে। একটা দাস ও  
 এ কটা আর্য্য ।

(১) মূলে "দাসীঃ বিশঃ" আছে। কৰ্ম্মণামূলকগণিত্রী বিশঃ  
 প্রজাঃ । সারণ । আর্য্যগণের উপকারার্থে দাস জাতীয় বিশ্ (লোক)  
 দিগকে হনন কর, এই কথা বলা হইতেছে ।



জ্ঞাতির স্বরূপ যারা(২) কিস্বা যার জ্ঞাতি নয়,—

অভিমুখী হয়ে করে বিরুদ্ধাচরণ।

হয় তাহাদের বল করে যত বীৰ্য্য ক্ষয়,

পরাজুথ করে দাও দেব মঘবন্ ॥ ৩

করে শরীরের ঘাৱা

তব শূর হত শূরে

শারীরিক বলে যদি উত্তে লিপ্ত রণে।

পুল্ল পোল্ল, ধেনু, জল, উৰ্বরা ভূমির তরে (৩)

আক্রোশে বিবাদ তারা করয়ে বধন ॥ ৪

মহৎ যুদ্ধের জন্তে

নৃযুক্ত গৃহের (৪) কিস্বা

উপস্থিত হইলে বিবাদ হই জনে।

সেই প্রাপ্ত হয় ধন

এ উভয়ের মধ্যে যেরা

ঋত্বিক কর্তৃক রত ইন্দ্রের স্তবনে ॥ ৬

(২) মূল “জামর” আছে। “জ্ঞাতিরূপাঃ” সারণ।

(৩) ধেনু, জল, উৰ্বরা ভূমি লইয়া যুদ্ধ হইত, তাহার উল্লেখ দেখা যায়।

(৪) মূল “নৃবতিক্ষয়ে” আছে। নৃবতি পরিচায়ক মনুষ্য যুক্ত গৃহ নিমিত্তে। সারণ।



তোমার মনুষ্যাগণ (৫)                      কল্পিত হয় যখন  
 তাহাদের হও তুমি সংভক্তা (৬) ও ত্রাতা ।  
 অশ্বদীয় নেতা বারা,                      অগ্রে যেই সুরিগণ  
 স্থাপে আমাদিগে, হও তাহাদের পাতা ॥ ৭

তুমি মহা ইন্দ্র তোমা,                      বৃত্তের বধের জন্ত  
 সত্যাই সমস্ত শক্তি হয়েছে অর্পিত ।  
 হয়েছে অর্পিত ক্ষত্র,                      হয়েছে সহঃ শত্রুঘ্ন,  
 অর্পিত দেব কর্তৃক যুদ্ধের নিমিত্ত ॥ ৮

হেন স্পর্দ্ধী আমাদিগে                      সময়ে বধিতে অরি  
 পাঠাও, অদেব সৈন্ত কর বশীভূত ।  
 মোরা সব ভবদ্বাজ                      তোমার প্রার্থনা করি  
 বাস লাভ করি যেন তোমার নিমিত্ত ॥ ৯

(৫) মূলে "চর্ষণয়" আছে । "পুরুষা" সায়ণ । রমেশ বাবু অর্থ  
 করিয়াছেন "উপাসকগণ" ।

(৬) মূলে "বরতা" আছে । "সংভক্তা" । সায়ণ ।



২৭ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । কিন্তু ৮ ঋকের দানদেবতা  
ভরদ্বাজ ঋষি ।

ইহার মদেতে ইন্দ্র            ইহার পানেতে কিম্বা  
ইহার সহায়ে তিনি কিকি করিলেন ?  
পুরাতন স্তোতাগণ,            ইন্দ্র ! বা স্তোতা নূতন  
সোম গৃহে তব কাছে কিবা লভিলেন ? ১

ইহার মদেতে ইন্দ্র            ইহার পানেতে তিনি  
ইহার সহায়ে তিনি সৎ করিলেন ;  
পুরাতন স্তোতাগণ            অপিচ স্তোতা নূতন  
• সোম-গৃহে তব কাছে সৎ লভিলেন (১) । ২

মহিমা তোমার তুল্য            ঐশ্বর্য্য তুল্য তোমার  
না জানি আমরা আর আছয়ে কাহার ;  
কার হেন শ্লাঘ্য ধন            জানিনা আছে কখন  
সামর্থ্য্য তোমার তুল্য কে দেখেছে আর । ৩

---

(১) এই মন্ত্রে সৎ শব্দের দুটি অর্থ দেখা যায় ; ১মটি সংকল্প  
২য়টি শুভ ফল ।



বরশিখ পুত্রগণে                      যে সামর্থ্য বলে ইন্দ্র  
 বধিলে আমরা তাহা আছি অবগত ;  
 তোমার প্রক্ষিপ্ত বজ্রে                      যে শব্দ হইল, তাতে  
 তাহার বলিষ্ঠ পুত্র হ'ল বিদারিত ॥ ৪

অভাবর্ত্তী চায়-মানে                      সন্তোষিতে ধন দানে,  
 বরশিখ শেষগণে (২) করিলে সংহার ;  
 পূর্বাঙ্কে হরি-যুপীয়ার                      বৃচীবান্ পুত্রদিগে  
 বধিলে, ভয়ে বিদীর্ণ প্রধান কুমার (৩) । ৫

হয়ে ঘণ অভিলাষী                      তোমাকে হিংসিতে আসি  
 বব্যাবতী নিকটেতে (৪) ত্রিংশৎ শতক  
 যজ্ঞ পাত্র ভঞ্জ-কারী                      যুগপৎ বর্ষধারী  
 হত হ'ল বৃচীবান্ সকল পুত্রক । ৬

(২) মূলে শেব শব্দই আছে, অর্থ পুত্র ।

(৩) সায়ণ বলেন হরিয়ুপীয়া নামক কোন নদী বা নগরী ছিল ।  
 কিন্তু শব্দটি বর্ত্তমান ইউরোপ শব্দের আদ্যাবস্থা বলিয়া বোধ হয় ।  
 সায়ণ বলেন, যখন ইন্দ্র হরিয়ুপীয়ার পূর্বাঙ্কে বৃচীবানের পুত্রগণকে  
 বধ করিলেন, তখন অপরার্ঘের শ্রেষ্ঠ পুত্র ভয়ে বিদীর্ণ হইল ।

(৪) ব্যব্যাবতী হরিয়ুপীয়ার অন্ত নাম (সায়ণ) ।



শপ্পেচ্ছু লেহন কারী                      অরুণ বরণবারী  
 বার ছটি অশ্ব অন্তরীক্ষেতে বেড়ায় ;  
 সে ঠেঙ্গ দিলা স্তম্ভয়ে                      তুর্কশকে সমর্পিয়ে  
 দেববাতে (৫) বৃচীবান্ পুত্র সমুদায় । ৭  
 হে অগ্নে ! দিলেন মোরে                      রথ বধু সহকারে  
 গো-মিথুন বিংশতি সত্ত্রাট ধনবান্ ।  
 অভ্যাবর্তী চারমান,                      পৃথুদের এইদান  
 নাশিতে কদাচ কেহ নহে ক্ষমবান্ ॥ ৮

(৫) দেববাত বংশীয় অভ্যাবর্তী (সায়ণ) । এই সূক্তে অভ্যা-  
 বর্তী সত্ত্রাটের কতকটা বিবরণ প্রস্ফুট হইয়াছে । তিনি পৃথু বংশজাত  
 দেববাতের উত্তর পুরুষ চয়মানের পুত্র । তিনি বরশিখগণের পুত্র-  
 দিগকে সংহার করিয়াছিলেন । তিনি হরিষুপীঠার পূর্বার্দ্ধে বৃচীবানের  
 পুত্রদিগকে বধ করিলে, পশ্চিমার্দ্ধে তাহার প্রধান পুত্র বিনীর্ণ হইয়া-  
 ছিল । অব্যাবর্তীর নিকটে ত্রিশ শত অর্থাৎ তিন হাজার বর্ষধারী  
 ও বৃচীবানের পুত্রগণ তৎকর্তৃক নিহত হইয়াছিল । তিনি ভরদ্বা-  
 য়িকের রথ ও বধু সহ বিংশতি গো মিথুন দান করিয়াছিলেন ? এ ই  
 সূক্তে ইহাও দেখা যায় যে, তুর্কশ স্তম্ভয়ের বশতাপন্ন হইয়াছিল ।



২৮ সূক্ত ।

গো দেবতা । কিন্তু ২য় ও ৮ম ঋকের  
কিয়দংশের দেবতা ইন্দ্র । ভরদ্বাজ ঋষি ।

গো সকল আসে যেন গৃহে, করে সুকল্যাণ,  
গোষ্ঠে বসে, আমাদিগে প্রীত যেন করে ;  
বিচিত্র তাহারা সবে প্রসবি হেথা সন্তান  
প্রত্যাষেই ইন্দ্রে যেন সুদুগ্ধ বিতরে । ১

প্রীতিপ্রদ ষজ়মানে ইন্দ্র বিতরিয়া ধনে,  
স্বধনে বঞ্চিত তাঁকে না করি কখন,  
বৃদ্ধি করি নিরন্তর ষত ধন আছে তার  
হৃর্ভেদ্য দুর্গেতে ভক্তে করেন স্থাপন । ২

নাহি যেন পায় নাশ না হরে তঙ্করে যেন  
না হয় ধেনুকে, যেন অমিত্রের অস্ত্রাঘাত ;  
যে সব গাভীতে দেবে যজেন গোপতি হেন  
থাকুন সতত তিনি তাদের সাক্ষাৎ ॥ ৩

না আসে তাদের কাছে অথ উড়িয়া র়েণু  
সংস্কৃতত্র (১) যেন তারা কখন না পায় ;

(১) মূল "ন সংস্কৃতত্রয়ুপযন্তি" আছে । বিশসনাদি সংস্কারং  
মাতৃগুণযন্তি নান্তিগচ্ছন্ত । সায়ণ । বিশসনাদি বলিদানাদি (রমেশবাবু)



নির্ভয়েতে বিচরণ      যাজ্ঞিক জনের ধেনু  
করুক সুদূর দেশে আগন ইচ্ছায়। ৪

গোবৃন্দ আমার ধন,      ইন্দ্র তাহা দি'ন যোকে,  
হব্যশ্রেষ্ঠ সোমভক্ষ্য দিউক গোগণ;  
হৃদয় মনের সহ      কামনা করি ঘাঁহাকে  
গোবৃন্দ সে ইন্দ্র (২) তাহা জান সর্ব্বজম ! ৫

ধেনুগণ ! আমাদের      করহ পুষ্টি লাধন,  
ক্ষীণ ও অশ্রীর (৩) দেহ করহ স্নানর;  
ভদ্রবাক্ ! ভদ্র কর      আমাদের নিকেতন  
যজ্ঞে তোমাদের অন্ন প্রাশংস্য বিস্তর ॥ ৬

হও প্রজাবতী সবে      সুষব আহার কর  
সুগম সরসে পান কর শুদ্ধ জল,  
না যেন হিংসকে ধরে      না যেন হরে তস্কর  
দূরবর্তী থাকে যেন রুদ্রান্ন সকল ॥ ৭

(২) এই মন্ত্রে ধেনুকেই ইন্দ্র বলা হইয়াছে।

(৩) “অশ্রীরং অমঙ্গলমার্গ”। সারণ। “কুংসীত। রমেশবাবু।



হে ইন্দ্র ! তোমার বল করিতে বর্দ্ধিত  
 ধেমুগণ-পুষ্টিলাভ (৪) হউক প্রার্থিত ;  
 বৃষভ গণের বল প্রার্থনা-বিষয়,  
 ধেমুর তাহাতে হয় গর্ভ-উপচয় । ৮

৩৩ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । শুনহোত্র ঋষি ।-  
 কাম পূরয়িতা ইন্দ্র ! কর আমাদিগে দান  
 মাদয়িতা, যজ্ঞকারী, হব্যদাতা বলবান,  
 পুত্র এক অশ্বারূঢ় হয়ে যে সংগ্রাম ক্ষেত্রে (১)  
 বিজিত করিবে দেবী সূ-অশ্ব যুক্ত অমিত্রে । ১

(৪) মূলে “উপপর্চনং” আছে । “উপপর্চনং” আপ্যায়নং । সায়ণ ।  
 পুষ্টি ( রমেশ বাবু ) ।

(১) এই মন্ত্রে দেখা যাইতেছে যে, ঋষি এমন একটি বলবান  
 পুত্রের প্রার্থনা করিতেছেন যে, সোমরস প্রদানে ইন্দ্রের মত্ততা উৎ-  
 পাদন করিবে যজ্ঞ করিবে ও হব্যদান করিবে অথচ যে পুত্র অশ্বারূঢ়  
 হইয়া সংগ্রামে গিয়া শত্রুগণকে পরাজয় করিবে । এই সময়ে ঋত্বিক্  
 সম্প্রদায় ও যোদ্ধৃ সম্প্রদায় যে দুটি ভিন্নজাতি হইয়াছিল, ব্যবসায়-  
 জ্ঞানারে তাহাদের স্বাভাব্য সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা এই ঋক পাঠে  
 বুঝায় না ।



সংগ্রামে রক্ষার হেতু আহ্বান করে তোমাকে,  
নানাবিধ বাঁকায়ুক্ত হে ইন্দ্র ! কতই লোকে ;  
বধিয়াছ বিপ্র সহ (২) তুমিহিত পণিগণে  
তোমা হ'তে অনলাভ করে যত প্রার্থি জনে (৩) । ২

তুমিহিত উভবিধ শত্রুবধ করিয়াছ,  
শত্রু দাসগণে, শত্রু আৰ্য্যগণে বধিয়াছ (৪) ;  
তুমি-নেতৃশ্রেষ্ঠশূর !; বনবিদারণমত,  
অনিহিত অস্ত্রে শত্রু করিয়াছ বিদারিত । ৩

অনিন্দ্য রক্ষার সহ আমাদিগে তুমিহিত  
ধন দিয়া বন্ধু হয়ে আছ ইন্দ্র রক্ষারিতঃ !  
কতক পুরুষ যুদ্ধে ব্যাপ্ত হয়ে আমরা  
ধনলাভ করিবারে ডাকি তোমা স্তুতি দারা । ৪

(২) মূলে “বিপ্রৈঃ” আছে । “মেধাবিভিরজিরসোভিঃ  
সাধ২ ।” সাধারণ ।

(৩) মূলে আছে “মনিতা” । সংভুক্তা পুরুষ” সাধারণ । উপাসক  
( রমেশ ) ।

(৪) এই মন্ত্রে দেখা যাইতেছে, গুনহোত্রকবি বিবিধ শত্রুর উল্লেখ  
করিতেছেন এক বিধ দাস অস্তু বিধ আৰ্য্য ।



ফলতঃ মোদের ইন্দ্র ! হইওঃ অস্ত্র ও পরে  
 অভিগমনেতে স্থখ দিও তুমি দয়া করে ;  
 হেন মতে করি তব স্তব, গোর উপাসনা, (৫)  
 অনন্ত উজ্জল স্থখে থাকি যেন সর্বজন্য । ৫

!

৪৫ সূক্ত ।

প্রথম ৩০টি ঋকের দেবতা ইন্দ্র ।  
 অবশিষ্ট ৩টি ঋকের দেবতা বৃহস্পতি ।  
 বৃহস্পতির পুত্র শংযু ঋষি ।

আনিলেন যিনি হ'তে দূরদেশে  
 সুনীতি প্রভাবে বহু ও তুর্কশে,  
 সে ইন্দ্র হউন সখা মোদের । ১  
 নাহি করে স্তব সেও অন্ন পায়,  
 অনাশু ঘোটক হইলেও তার  
 ইন্দ্রধন-জ্যেতা শক্রদিগের ॥ ২

---

(৫) মূলে গৃগস্তঃ ও গোষতমা আছে । “স্তবস্তঃ \* \* গবঃ  
 সংভক্তৃতমা” । সারণ ।



স্তুতি নানা নীতি মহতী ইহাঁর,  
উতি (১) সব যাহা আছয়ে তাঁহার,

কখন তাহার না হয় ক্ষয় । ৩

অর্চ সখাগণ ! এই ব্রহ্মবাহে (২)

স্তোত্র উচ্চারিয়া প্রশংসহ তাঁহে,

সদ্বুদ্ধি (৩) মোদের তাহতে হয় । ৪

এক কিম্বা দুই স্তবকারী মাত্রে

তুমি রক্ষয়িতা আছহ সর্বত্র ;

অশ্রদ্ধশ্রুতনে সদা অবিভা । ৫

কর বিদূরিত যত দ্বেষজনে

সমুদ্র করহ স্তবকারিগণে ;

নেতারা বলেন সুবীর (৪) দাতা । ৬

(১) উতি—রক্ষা ।

(২) ব্রহ্মবাহ মন্ত্র দ্বারা আস্থান যোগ্য । মূলে “ব্রহ্মবাহেনে” শব্দ আছে । “ব্রহ্মভিমুখৈর্বহনীরায় প্রাপ্তব্যায় ।” সাময় ।

(৩) “স হি নঃ প্রমতিমহী” মূলে এইরূপ আছে । তিনিই আমাদের মহতী বুদ্ধি ।

(৪) সুবীর—পুত্র পৌত্রাদি ।



ব্রহ্মা, (৫) সখা, ব্রহ্মবাহে আবাহন

করি স্তবে, যিনি ঋক্ ষোগ্য হন,

গাভীবৎ ইষ্টদোহানাশায় । ৭

যাঁর বীর হস্তে শত্রু সেনা নাশি,

পাখিব ও দিব্য আছে ধনরাশি,

বলিরা যতেক ঋষিরা গায় । ৮

শত্রুজনগণ সুদৃঢ় নগর

ভেঙ্গে ফেল শচীপতি (৬) বজ্রধর !

অনানত ! (৭) মায়া করহ নাশ । ৯

সত্য অন্নপতে ! তোমা সোম পায়ী,

আবাহন করি আমরা বিনয়ী

অন্ন পাব ইন্দ্র করিরা আশ । ১০

হরনীয় ছিলে তুমি ইন্দ্র পুরা,

গূঢ়ধন জগ্ন হব্য, অদ্য মোরা,

স্তন স্তব সব, ডাকি তোমার । ১১

(৫) মূলে “ব্রহ্মাণং” শব্দ আছে । “পরিবৃত্তং” । সায়ণ । “মহান”  
রমেশ ।

(৬) মূলে “শচীপতে” । বজ্রপতি ( রমেশ ) । (৭) মূলেও “অনা-  
নতই” আছে । “সর্বোন্নত” ।



স্তোত্রবলে মোরা অয়ের সহিত,  
 অথ, গুত্বধন, অন্ন প্রাশংসিত,  
 জয় করি যেন তব কুপায় । ১২  
 ফলতঃ স্তুতিভাজন তুমি বীর !  
 গুত্বধন যত শক্রমণ্ডলীর  
 হয়েছ সমর্থ করিতে জয় । ১৩  
 অমিত্রহা তব আছে যেই উত্তি  
 অতি গতিশীলা, তাহাতে ঝটিতি  
 চালাও মোদের রথ নিচয় । ১৪  
 মোদের বিজয়ী রথে আরোহণ  
 করি জয় কর শক্রগণ-ধন,  
 রথীশ্রেষ্ঠ জিফো ! বাহা নিহিত । ১৫  
 বৃষক্রতু ইন্দ্র, যিনি বিচর্ষনি (৭),  
 কৃষ্টিপতি (৮) হয়ে জন্মিলেন যিনি  
 স্তববাক্যে তাঁকে কর আদৃত । ১৬  
 রক্ষা কর তাই শিব মিত্রভূত,  
 স্তোতা মাত্রে পূর্বে করেছ বন্ধুত্ব,  
 আমাদিগে স্থখী কর সম্প্রতি । ১৭

(৭) বিচর্ষনি—সর্বদর্শী।

(৮) কৃষ্টিপতি—প্রভাগের পতি।



রক্ষোহত্যা জজ্ঞ ধর বজ্রধর !

বজ্র দুই হস্তে, তাহে জর কর,

আমাদের বস্ত স্পর্শি অরাতি । ১৮

যিনি প্রভু, (২) যিনি ধন বোদ্ধয়িতা,

যিনি সখা, যিনি স্তব-প্রেরয়িতা,

আবাহন করি সে ব্রহ্মবাহে । ১৯

স্তবে বন্দনীয়, গতি অব্যাহিত,

পৃথিবীতে আছে ধনরাশি যত

একাধিপতিত্ব তাঁহার তাহে । ২০

নিযুৎগণ সহ গোপতে ! আসিয়া,

অন্ন সহ বহু অশ্ব, ধেনু দিয়া,

করহ শক্রহা পূর্ণাভিলাষ । ২১

সোম স্মৃত করি পুরুহত তাঁর,

গাও সবে মিলি এ হেম গাধায়,

শক্তিমান্ দাতা সূৰ্য যেন তার

পান, ধেনু যথা পাইয়া ঘাস ॥ ২২

আমাদের স্তব শুনেন যখন

গাভী সহ অন্ন দিইতে তখন

নাহি হন বহু (১০) কভু বিরত । ২৩

(২) "প্রভুঃ চিরন্তনং সর্কেবাং আদ্যাং" (সারণ ১)

(১০) "বহু বাসয়িতা (সারণ ১) গৃহদাতা (রমেশ) ।





কুবিৎসের (১১) ধেনুযুক্ত ব্রজে গিয়া

দম্ব্যহা আপন শটী প্রকাশিয়া (১২)

করিলেন যত ধেনু বিযুক্ত । ২৪

তব অভিযুখে এই সব স্তব

যার শতক্রতু যথা গাভী সব

বৎস প্রতি ইচ্ছ করে গমন । ২৫

সখাতা তোমার নাহি হয় নাশ,

তুমি তার গাভী যার গাভী আশ,

• তুমি অশ্ব, যার অশ্ব মনন । ২৬

সোমপানে হও নিজ দেহে মত্ত,

মহাধন যত প্রদান নিমিত্ত,

ক'র না স্তোতাকে নিন্দক-বশ । ২৭

স্তবে বন্দ্য ইচ্ছ ! যথা গাভীগণ,

বৎস প্রতি বেগে করয়ে গমন,

তব প্রতি তথা মোদের বচ । ২৮

(১১) কুবিৎস কুবিৎস নামক কাহার নাম ( সাঃ ১৭ ) ।

(১২) মূলে "শটীতিঃ" আছে । "আত্মারঃ কশ্মতিঃ প্রজাতিবা"



অন্ন সহ যজ্ঞস্থলে উচ্চারিত  
 আমাদের স্তোত্র, বহু গুণবিশিষ্টঃ !  
 করুক তোমার বল বিহিত । ২২  
 স্তোম আমাদের উন্নতি সাধন  
 তব সান্নিধ্যানে করুক গমন  
 ধনার্থে মোদিগে কর প্রেরিত । ৩০  
 পণি গণ মাঝে স্থানে উদ্ভাসিত  
 হয়েছিল পুণ্য বুবু (১৩) অধিষ্ঠিত,  
 সমুন্নত গান্ধাক্ষের স্তায় । ৩১  
 বাঁহীর কল্যাণী সহস্রিনী রাস্তি (১৪)  
 বায়ুবৎ শেষ না বহিতে স্কতি,  
 উপস্থিত হল দ্রুত আমার । ৩২  
 তাই করিতেছি হেথা মোরা সব  
 সহস্র গোদাতা বুবুগুণস্তব ;

[১৩] সারণ বলেন। এই শেষ তিনটি ঋকে পণিদিগের ভাষা বুবুর  
 দানের কথা আছে। তিনি মনুসংহিতা হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকও  
 উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

ভরবান্নঃ সুধার্ত্তন্ত সপুত্রানির্জনেবনে ।

বহুগাঃ প্রতিজগ্রহ বুযোন্তকো মহাবনাঃ ॥ ১০ ১০৭

[১৪] রাস্তি অর্থে দান। সহস্রগীরাস্তি সহস্র খেয়র দানঃ



তিনি প্রাজ্ঞ, অতি স্ততির ভাজন,  
সদা করি তার প্রশংসা কীর্তন । ৩৩

৪৮ সূক্ত ।

১-১০ অগ্নি । ১১-১৫ মরুদগণ । ১৬-১৯  
পুষা । ২০-২১ পৃথ্বী । ২২ পৃথ্বী অথবা  
গর্গ ও পৃথিবী । বৃহস্পতির পুত্র  
শংযু ঋষি ।

বজ্রে বজ্রে বাক্যে বাক্যে দক্ষ সে অনলে  
স্তব কর স্তোতৃবৃন্দ তোমরা সকলে ।  
আমরা সে জাতবেদা মিত্রবৎ প্রিয়,  
আমাদের কাছে তিনি অতি প্রশংসীয় । ১  
বল-পুত্র তিনি তাঁর করি গুণগান,  
তিনি আমাদেরই তাঁরে করি হব্য দান ।  
হউন অবিভা রণে আর বর্দ্ধয়িতা,  
হউন সে হব্যবাহ পুত্রগণে দ্রোতা । ২  
অতীষ্ট প্রদাতা অগ্নে অজর মহান্  
অর্চি সহকারে তুমি হও দীপ্যমান্ ।  
হে শুচে ! (১) অজস্র তেজে হয়ে বিরাজিত



মনোজ্ঞ দীপ্তিতে দেব হও প্রজ্জলিত । ৩

তুমিহিত বজ্র অগ্নে মহা-দেবগণে,

বজ্র তাঁহাদিগে কৰ্ম্ম-প্রজ্ঞা প্রদর্শনে ;

আমাদের অভিযুগে কর আনয়ন,

অন্ন দাও, অন্ন নিজে করহ গ্রহণ । ৪

তুমিই বজ্রের গর্ভ, জল অজি বন (২)

তোমাকেই করে দেব ! নিরত পোষণ,

নেতৃগণ বলে তুমি হইরে মণিত,

ধরার উন্নত স্থানে (৩) হও প্রাজ্জ্বলিত । ৫

যে অগ্নি ভাঙ্গুর বলে সর্ব পৃথিবীকে

পূর্ণ করি প্রধাবিত হন অন্তরীক্ষে ;

সে অতীষ্টবর্য্য অগ্নি হয়ে দীপ্তমান্

দৃষ্ট, কৃষ্ণরাত্রি-ভয় করি তিরোধান ;

[২] মূলে জল, অজি ও বন তিনটি শব্দই আছে। জল অর্থাৎ  
বসন্তীবরী নামক সোমমিশ্রণ জল ; অজি অভিষেকের জন্য যে প্রস্তর  
ব্যবহৃত হইত, তাহা এবং বন অর্থাৎ অরণি কাষ্ট বাহ্যে পরস্পরে ঘর্ষণে  
অগ্নি উৎপন্ন করিয়া লওয়া হইত ।

৩ দেববজ্র প্রদর্শনে । সান্নিধ্য ।



সে অতীষ্ট বর্ষী অগ্নি হয়ে দীপ্তিমান্  
 কৃষ্ণরাত্রি উপরে করেন অধিষ্ঠান । ৬  
 নিশ্চল প্রবল তেজে হে দেব জ্ঞানল ;  
 ভরদ্বাজ (৪) ইধামান হয়ে সমুজ্জল  
 হও, বিতরণ করি আমাদিগে ধন ।  
 হও সমুজ্জল, শুক্র ! যবিষ্ঠ ! পাবন ! ৭  
 সমস্ত মানুষী বিশ্ (৫) গৃহপতি তুমি,  
 করিতেছি তোমা ইদ্ধ শত হিম আমি ; (৬)  
 পাণ হ'তে রক্ষ মোরে শত রক্ষা দ্বারা  
 তাদিগেও রক্ষ, দেয় স্তোভগণে যারা । ৮

৪ ভরদ্বাজ শংযুর জাতা । সায়ণ ।

৫ মূলে মানুষীগাম্ বিশাম্ আছে । রমেশ বাবু অর্থ করিয়াছেন,  
 “মনুষ্য লোকের । ইহাই অতি সুন্দর অনুবাদ । যথেষ্ট দুই প্রকার  
 বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়, দৈবী বিশ্ ও মানুষী বিশ্ । দৈবীবিশ্  
 ব্রহ্মলোক ; মানুষীবিশ্ প্রজালোক । এই মন্ত্রে অগ্নি মানুষী বিশ্  
 গৃহপতি এই কথা বলা হইতেছে ; অর্থাৎ বিশ্ সাংখ্যিক আর্ধ্য সম্প্রদায়

(৬) শংযুবলিতেছেন, আমি শত হিম [হেমন্ত] তোমাকে সমিদ্ধ  
 করিলা আসিতেছি । ইহাতে শংযুকে প্রায় ১২০ বৎসর বয়স্ক, ক্রীম  
 মনে করা যাইতে পারে ।



হে চিত্র হে বসো তুমি রক্ষা সহকারে  
 প্রেরণ করহ ধন আমা সবাকারে ;  
 এ সব ধনের তুমি রথী হে অনল !  
 অপ্রতিষ্ঠ কর ক্ষিপ্র সম্ভান সকল । ৯  
 সমবেত অহিংসিত পালন সাধনে  
 পাল আমাদের যত পুত্র পৌত্রগণে  
 পৃথক্ করিয়া ফেল (৭) দেব ক্রোধ বত,  
 মানবগণের হিংসা কর দূরীভূত । ১০  
 হৃৎবতী ধেনুর নিকটে আগমন  
 নবীন জ্বতির সহ কর সখাগণ !  
 এমন করিয়া তারে মুক্ত কর পরে  
 কোন হানি যেন তাঁরে স্পর্শ নাহি করে (৮) । ১১  
 সহিষ্ণু মরুদগণে, স্বীয় ভেজে দীপ্ত,  
 অক্ষর পয়ের হয় যথারী প্রদত্ত ;  
 ক্ষিপ্র মরুদগণ অথ সাধন কারণ  
 উদকের সহ যিনি করেন ভ্রমণ

(৭) মূলে “বিবোধি শব্দ আছে। “পৃথক্ কুরু” । সায়ণ ।

(৮) এই ঋকের মূল দেবতা বশতঃ মরুদগণের মাগে হৃৎ বোহন  
 অস্ত্র মুক্তকর ; অথবা মরুদগণের মাতা পূর্নি অর্থাৎ বাধ্যানিকা নাকু-  
 রূপী ধেনুর কথা বলা হইতেছে । সায়ণ ।



অন্তরীক্ষ পথে করি স্রুথের বর্ষণ ;  
 দুগ্ধবতী ধেমু তাঁকে কর বিমোচন । ১২  
 ভরদ্বাজ ঋষি জন্ত হে মরুদগণ ;  
 তোমরা বিবিধ স্রুথ করহ দোহন ;—  
 সকলের দুগ্ধদাত্রী গাভী দুগ্ধবতী,  
 সকলের ভোগ্য অন্ন তৃপ্তিকর অতি । ১৩  
 স্রুত্বা ইন্দ্রের ত্রায় হে মরুদগণ !  
 বরুণের ত্রায় কর মায়ার ধারণ (৯) ;  
 অর্যমার ত্রায় স্তত্য দাতা বিষ্ণু প্রায়,  
 ধন পাইবার আশে ডাকিছি তোমার (১০) । ১৪  
 বাহাতে শত সহস্র ধনের প্রদান  
 দুগ্ধগণ করিবেন মহাশয়বান্,  
 কে রোধে তাঁদের গতি পুষ্টির বিধাতা,  
 দীপ্তবল মরুদগণে অব করি তথা,  
 প্রকাশিত করুন, তাঁহারা গৃচধন  
 সুলভ করুন তাঁরা আছে বত ধন । ১৫

(৯) মূলে "মায়িনঃ আছে" প্রজাবন্তঃ (সারণ) আদি মায়ী শব্দই রাখিলাম ।

(১০) মূলে "তং বস্তবে আছে" । "হে মরুদগণ তৎতাদৃশং বঃ ভাংস্তবে তোমি । স্ততরাং এখানে মরুদগণ শব্দ এক বচনে ব্যবহৃত হইল ।



সত্বর নিকটে মম এস হে পুষণ !  
 তব কর্ণ কাছে শুণ করিছি কীৰ্ত্তন ;  
 অভিগন্তা (১১) আছে বত অরাতি ভীষণ ;  
 কর তাহাদের দেব পীড়া উৎপাদন । ১৬  
 কাকাশ্রিত ধনস্পতি না কর পুষণ !  
 উৎপাটিত ; নিন্দগণে কর বিনাশন ;  
 জাল বিস্তারিয়া যথা ব্যাধ পক্ষী ধরে,  
 শত্রু যেন তথা মোরে ধরিতে না পারে । ১৭  
 ছিদ্ৰশূল দধিপূর্ণ ছাঁড়ির (১২) সমান  
 অছিন্ন বন্ধুত্ব তব থাক্ বিজ্ঞমান । ১৮  
 মর্ত্যগণ অতিক্রমি কর অবস্থান,  
 সম্পদে পুষণ ! সব দেবের সমান ;  
 অশুকুল হও এবে যুদ্ধের সময়,  
 যথা পুরা তথা রক্ষ আমা সবাচার । ১৯  
 কম্পনিতা বটুবা মরুদ্ সমুদয় !  
 তোমাদের বাক্য বাহা প্রাশংসিত হয়,

(১১) মূলে "অর্থাঃ" শব্দ আছে । "অর্থাঃ অরীঃ অভিগন্তাঃ ।  
 সাযণ ।

[১২] দূতি, দধি রাখিবার অস্ত্র চর্ম্মাধার (রমেশ)



দেবে ও মানবে করে ধন আনয়ন ;  
 কক্কক মোদের তাহে পথ প্রদর্শন । ২০  
 সূর্য্য দেব প্রায় যাহাদের শোভা পায়  
 দিব্য লোকে কার্য্য, সেই মরুৎ সমুদায়  
 করেন ধারণ বল জয়ী পূজনীয়,  
 শত্রুহর কন তাহা, অতি প্রশংসীয় । ২১  
 একবার মাত্র দৌ-উৎপন্ন হয়েছে ;  
 একবার জন্মি পৃথ্বী তেমনি রয়েছে ;  
 পুন্নির পরোদোহন মাত্র একবার  
 হয়েছে, তা ছাড়া কিছু হয় নাই আর (১৩) । ৩২

৫৪ সূক্ত ।

পুষা দেবতা । ভরবাজ ঋষি ।

লয়ে চল পুষা ! হেন বিচক্ষণ জনে,  
 বলিবেন দেখায়ে সুপছা “এই সেই” । ১  
 পুষার দরায় যেন বলি তার সনে,—  
 বলিবেন গৃহ দেখাটেরা “সেই এই” ॥ ২

(১৩) এই ঋকের দ্বারা বুঝা যায়, তিন্ন তিন্ন কর ও তিন্ন তিন্ন  
 সৃষ্টির কথা পৌরাণিক, বৈদিক নহে ।



পুষ্যর না হয় চক্ৰ বিনষ্ট কখন  
 না হয় কুণ্ঠিত পবি (১) কোশ কভু হীন । ৩  
 হব্যে তাঁকে পরিচর্যা করে যেই জন,—  
 কিঞ্চিভো না হয় ক্ষতি, লভয়ে জীবন ॥ ৪  
 আসুন সে পুষ্য গাভী-পাছে আমাদের,  
 রক্ষুন তুরগ, অন্ন করুন প্রদান । ৫  
 এস পুষ্য ! গো পশ্চাতে সোমযাজ্ঞিকের,  
 গোপশ্চাতে আমাদের, করি স্তব গান । ৬  
 বিনষ্ট, হিংসিত, কুপে না হয় পতিত  
 হেন নিরাপদে এস গাভীর সহিত । ৭  
 দারিদ্র্য নাশক, শ্রোতা অবিনষ্ট ধন  
 ঈশ্বর পুষ্যর করি ধনের প্রার্থন । ৮  
 তব ত্রিতে হে পুষ্য, না হই হিংসিত  
 করিতেছি স্তব হেন করহ বিহিত । ৯  
 প্রসারি দক্ষিণ হস্ত বিপথ হইতে  
 নির্বিঘ্নে গোধন পুষ্য আসুন গৃহেতে । ১০

---

[১] মূলে নো অন্য ব্যাধতে পবিঃ আছে । অন্য পবিধারানো-  
 নৈব ব্যাধতে কুণ্ঠীভবতি । সায়ণ ।



৫৭ শ্লোক।

ইন্দ্র ও পুষা দেবতা। ভরদ্বাজ ঋষি।

স্বস্তির নিমিত্ত, হে ইন্দ্র ! পুষণ্

সখিৎস ও অন্ন লাভের কারণ,

তোমা ছ'রে করি মোরা আহ্বান। ১

একে পাত্রে স্নাত সোম পান্যশায়

অপরে করন্ত ভোজন আশায়,

করেন হেথায় সমভিযান। ২

একে অজ্ঞ অন্তে স্থগ্ন ছুটি হরি

চড়িয়া থাকেন, হরিদ্বয়ে চড়ি

বৃত্রের বিজয় ইন্দ্র করেন। ৩

তিনি বৃষতম করেন বধন

মহতী আপের প্রভূত পাতন

সহায় তখন পুষা করেন। ৪

পুষা ও ইন্দ্রের অমুগ্ৰহ' পর,

যেমন বৃক্ষের শাখার উপর,

নির্ভর করিয়া আছি আমরা। ৫

রশ্মি আকর্ষয়ে সারথী যেমন,

আমাদের কাছে তথা আকর্ষণ

পুষা ও ইন্দ্রকে করিছি মোরা। ৬



# সপ্তম মণ্ডল ।

৪ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

সূক্ত দীপ্ত অগ্নিকে করহ সম্প্রদান  
তোমরা স্পৃহিত হব্য আর স্তব গান ;  
কিবা দেব কি মানব জাত আছে যত,  
প্রজ্ঞায় করেন মধ্যে তিনি যাতারত । ১  
মাতা হ'তে যুবা হয়ে জন্মিলেন তিনি,  
তরুণ হউন তাই সে মেধাবী অগ্নি ;  
দীপ্ত দন্ত,—বনে আশ্রয় সংযোগ করিয়া,  
সদ্যই প্রভূত অগ্নি ফেলেন তক্ষিরা । ২  
এই দেবমুখ্য স্থানে যে শ্রেষ্ঠ অগ্নিকে  
গ্রহণ করয়ে যত মর্ত্যবাসী লোকে,  
পুরুষ গৃহীত হব্য বস্তু ধান যিনি  
নয়নহিতে শত্রুর দুঃসেব্য হন তিনি । ৩  
এই কবি প্রকাশকে, মরণ রহিত  
অকবি মানবগণে আছেন নিহিত ;



থাকিব আমরা হয়ে তোমাতে স্মৃনা,  
 বলবন্ অগ্নে ! আমা হিংসা করিও না । ৪  
 কৰ্ম্ম দ্বারা দেবগণে করিলেন পার  
 তাই দেবকৃত স্থানে আসন তাঁহার ;  
 ওষধি ও বৃক্ষ ধরে সে বিশ্বধারকে,—  
 গর্ত্তস্থ অগ্নিকে,—ধরে ভূমিও তাঁহাকে । ৫  
 সক্ষম সে অগ্নি দান করিতে অমৃত,  
 পারেন দিইতে ধন বীর পুত্র বৃদ্ধ ;  
 বীরহীন, রূপহীন, পরিচর্যা হীন,  
 হইয়া না বসি যেন আমরা বলিন্ ! ৬  
 অশ্লীল ব্যক্তির ধম হয় হে পর্যাাপ্ত,  
 সে ধনের পতি হব বাহা হয় নিত্য ;  
 অপত্য না হয় যেন, অগ্নে ! অন্তজাত (১)  
 যে না জানে, অগ্নে ! তার জানিও না পথ । ৭  
 সুখকর হইলেও অন্তজ তনয়  
 পুত্র বলি গ্রাহ্য নয়, মনেও না হয় ;  
 সে ত পায় আপনার স্থান পুনর্বার,  
 হোক আমাদের নব্য শক্রহা কুমার । ৮

[১] মূলে অন্তজাতং আছে । অন্ত জাত অপত্য কি ? এই  
 বকে ও পরের বকে কি বস্তুকপুত্রের উল্লেখ পাওয়া গেল ? (রমেশ)



হিংসক হইতে আমাদিগে রক্ষা কর,  
 পাপ হ'তে আমাদিগে রক্ষা অতঃপর ;  
 করুক নির্দোষ অন্ন তোমাকে গমন,  
 আমাদিগে আশ্রয় সহস্র কামাধন । ২  
 কর আমাদিগে অগ্নি ! সৌভাগ্য প্রদান,  
 পাই যেন সুবকারী স্মৃতিভা সন্তান,  
 স্তোতা ও উদ্গাতার হোক সব ধন,  
 ব্যক্তি দ্বারা সদা কর তোমরা পালন । ১০



এই বজ্রে দেব কজা স্পর্ধমানা রমণীয়া  
 অপেক্ষা করিছে স্তুতি তব অতিথান ।  
 আমাদের অভিমুখে আশুক তোমার ধন  
 স্থখে তব কুপায় করিব অবস্থান ॥ ৩  
 হৃত্তণে (১) ধেনুর মত করিতে দোহন তোমা  
 বসিষ্ঠ করেন কত স্তবেয় সৃজন ।  
 তোমাকেই বলে সবে গোপতি হে ইন্দ্র দেব  
 আমাদের স্তব শুনি কর আগমন ॥ ৪  
 প্রথিত করিয়া নদী হৃদ্যাসের জন্ত ইন্দ্র  
 তল-স্পর্শ যোগ্য, পার-যোগ্য করিলেন ।  
 নব্য ইন্দ্র স্তোতৃহিতে নদীর উৎসাহমান  
 বোধমান শাপ অতঃপর হরিলেন (২) ॥ ৫  
 যজ্ঞশীল পুরোগামী ছিলেন তুর্কণ রাজা  
 মৎস্তবৎ নিম্নল্লিত হলেও ধনার্থ ।

(১) মূলে হৃষবসে আছে। সারণ অর্থ করিয়াছেন হৃত্তণে  
 গোষ্ঠে ।

(২) এই মন্ত্রে মূলে উচ্যস্ত ও শিব্য শব্দের যথাক্রমে “স্তোতাঃ  
 ও বোধমান শাপ অর্থ করা হইয়াছে ।



পরস্পরে করাইলা(১)      ভৃগু দ্রোহ্যগণ দেখা

সখা মধ্যে সখা হৈলা বধের পদার্থ ॥ ৬

পাচক ও শিবময়      অপ্রবৃদ্ধ ব্যক্তিচয়

বিষাণ হস্তেতে (২) করে ইন্দ্রের স্তবন ।

মেতে আর্ষা গাভীগণ      করিয়া শত্রু হনন,

তৃৎসুগণ (৩) হতে আনি করিলা গ্রহণ ॥ ৭

দুষ্টমতি মন্দমতি      যাঁহার নদী অদিতি (৪)

পরুক্ষার কুল-ভেদ করিলা সাধন ।

[১] এই ঋকে ঋদাসের উল্লেখ নাই, কিন্তু সায়ণ বলেন, তুর্কশ রাজা ঋদাসের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন । সায়ণ এই ঋকের আর এক প্রকার অর্থও করিয়াছেন । তাহার অনুবাদ প্রায় এইরূপ হয় ;—

যজ্ঞশীল পুরোগামী      ছিলেন তুর্কশ রাজা

করিলেন মৎস্তদ্রোহ বাধিত রাজন্ ।

তাকে ভৃগুদ্রোহ্যগণ      করিলে সখী তখন

করিলেন সখা ইন্দ্র, সখার মোচন ॥ ৬

[২] মূলে “বিষাণিনঃ আছে । “কণ্ডুনাথং কৃষ্ণবিষাণহস্তাঃ । সায়ণ ।

(৩) সায়ণ অর্থ করিয়াছেন “তৃৎসুভ্যাং হিংসকেভ্যাঃ ।”

(৪) “অদিতিং অদীনাং পরুক্ষাং নদীং । সায়ণ ।



ধরা ব্যপ্ত মহিমায় সুদাসের, শুইল হার  
চায়মান কবি, পাণ্ডা পশুর মতন (৫) ॥৮

গন্তব্যে চলিল জল নাহি গেল অগ্র স্থল  
অশ্ব ও গন্তব্য পথে করিল গমন ।

সুদাসের জন্ত যত শত্রুগণে মহাপত্যা  
লোক মধ্যে কৈলা উল্ল বশে আনয়ন ॥৯

রক্ষক বিহীন হয়ে, যবজন্তু যথা ধরে  
যায় গাভী, পূর্বকৃত মিত্রে সেইরূপ ।

দ্বা-প্রেরিত মরুদগণ করিয়াছিল গমন,  
নিযুদগণ হৃষ্ট হয়ে গেলাও তজ্জপ ॥১০

যশোশাত ইচ্ছা করি পীৰ্বস্থ দ্বিজনপদে  
এক বিংশতি জনকে হানিলা রাক্ষস (৬) ?

(৫) চায়মানের পুত্র কবি, পালিত পশুর আয় শুইয়াছিল, অর্থাৎ সুদাসের দ্বারা নিহত হইয়াছিল (সায়ণ) । ৬।৭।৮ ঋকে বর্ষারদিগের উল্লেখ আছে । তন্নিম্ন অস্ত্র তাহাদের উল্লেখ দৃষ্ট হয় । এই ৭৩ সুদাসের অনেক শত্রুর নাম পাণ্ডা যায় । তন্মধ্যে কেহ কেহ সুদাসের বিপক্ষ পক্ষীয় আর্য্য রাজা বা যোদ্ধা ছিলেন ।

(৬) সুদাস রাজা ।



যজ্ঞ গৃহে যুবা (৭) যথা কুশের ছেদন করে

শত্রুগণে তিনি তথা করিলা ছেদন ;

ইন্দ্রও তাঁহাকে তদা দিলা মরুদগণ ॥১১

শ্রুত ও কবচ, বুদ্ধে দ্রহ্মাকে সলিল মধ্যে

নিমজ্জিত বজ্র-বাহু ক্রমেতে করিলা ।

হেনকালে ষাঁরা তাঁর সখ্যার্থে করিলা স্তব

তদাত হইয়ে তাঁরা সখ্যতা লভিলা (৮) ॥ ১২

অবিলম্বে ইহাদের দৃঢ় পুরীগুলি ইন্দ্র

বিদারিলা আর সপ্ত রক্ষার উপায় ।

অমুরধুত্বের গৃহ তৎক্ষণে করিলা দান

দুর্বার্য্য পুরুকে (৯) মোরা করি যেন জয় ॥১৩

ষাটশত ছ হাজার ছেষটি গবাভিলাষী

শুয়েছিল অমুর ক্ষত্র্য বীরগণ ।

পরিচর্যা অভিলাষী(১০) সুদাসের জন্ত তারা

ইন্দ্রেরএ বীর্য্য গাথা জানে সর্ব্বজন ॥ ১৪

(৭) যুবা—অধ্বর্য্য ।

(৮) এই মন্ত্রে শ্রুত, কবচ, বুদ্ধ ও দ্রহ্ম নামক চারিজন অশ্বাস শত্রুকে ইন্দ্র জলে নিমগ্ন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ।

(৯) মূলে “পুরুং” আছে । সারণ অর্থ করিয়াছেন “পুরুং মনুবাং” আমি পুরু শব্দই রাখিলাম ।

(১০) মূলে ‘দুবোদু শব্দ’ আছে । “দুবোদু দুৰ্ণোবুদ্ধে পরিচরণ কাম্য স্বদাসে” সারণ ।



ছর্মিত্র সে তৃৎসুগণ হয়ে যেন বিচেতন,  
ইন্দ্রের সঙ্গেতে যুদ্ধে সঙ্গত হইয়া।

নিম্নে যথা জল ধায়, দিয়া ভোজ (১১) সমুদায়  
সুদাসে, সকলে তারা গেল পালাইয়া ॥ ১৫

হব্যাপা উৎসাহ যুক্ত, ইন্দ্র শূণ্ড তাঁর যত  
হিংসকগণকে ইন্দ্র ফেলিয়া ভূমিতে।  
ক্রোধীর রহিত ক্রোধ করিলা সে মঘবান্  
পলাইল শত্রুগণ পথে যেতে যেতে ॥ ১৬

দরিদ্র সুদাস দ্বারা করাটলা ইন্দ্র তদা  
এক কার্যা, ছাগ দ্বারা সিংহকে বধিলা।  
সূচী দ্বারা যুগকোণ কাটিয়া ফেলিলা ইন্দ্র  
সুদাসে সকল ভোজ প্রদান করিলা ॥ ১৭

বহু শত্রু তব ইন্দ্র হয়েছে বশতাপন্ন  
স্পর্ধাবান্ ভেদকে (১২) করহ বশীভূত।  
যে তোমাকে করে শুব ভেদ তাকে করে পাপ  
ভীষ্ম বজ্র তার প্রতি করহ পাতিত ॥ ১৮

(১১) যুদ্ধে "ভোজানা" আছে "ভোণ্যানি ধনানি" সারণ

৭(১২) ভেদ সুদাসের জনৈক শত্রু।



ভেদকে বধিলে ইন্দ্র                      এই যুদ্ধে, তুষেছিল  
 বমুনা তাঁহাকে (১৩) তৃৎসুগণ সে প্রকার ।  
 অজ্জ শিগু যক্ষু তিন(১৪)              জনপদ লোক তাঁকে  
 প্রদান করিল। আশ্বাশীর্ষ উপহার ॥১৯  
 পুরাতন কি নুতন                      তব অনুগ্রহ ধন  
 উষার ধনের জায় বর্ণনা-অতীত ।  
 মত্তমান আশ্বজকে                      বধ করিয়াছ স্বয়ং  
 করিলে পর্বত হ'তে শস্যের পাতিত ॥২০  
 পরাশর শতবাতু                      বসিষ্ঠ(১৫)তোমাকে ইন্দ্র  
 গৃহ হ'তে করিল কামনা করি স্তব ।  
 তোমার ভোজের সখ্য                      না ভুলেন তারা কত  
 তাই সুরিগণে হল সূদিন উদ্ভব ॥ ২১  
 দেববান্ রাজ-গোত্র                      পৈজবন সূদাসের  
 বধুমন্ত দুই বধ গাভী দুই শতা ।

(১৩) মূলে “বমুনা আবৎ” আছে। “তত্তীরবাসী জনঃ সৰ্বাপ্য-  
 ভোষয়ৎ” ।

(১৪) অজ্জ, শিগু, যক্ষু তিনটি জনপদের নাম। ইহার দ্বার  
 বুঝা বাইতেছে বমুনা তীরস্থ জনপদ, তৃৎসুগণ, এবং অজ্জ, শিগু ও  
 যক্ষু নামক অপর তিনটি জনপদ সূদাসের বশীভূত হইয়াছিল ।

(১৫) মূলে “পরাশর শত বাতু বসিষ্ঠঃ” আছে। সায়ণ, শত-  
 বাতু শব্দের দুটি অর্থ করিয়াছেন (১) শতবাতু: বহুরক্ষা: বহুনি  
 রক্ষাসি বাধিতুং বৎ কামরস্তে (২) বহনাং রক্ষসাং শাসয়িতা বা ।  
 রমেশবাবু প্রথম অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি পরাশর শব্দ বসিষ্ঠের  
 বিশেষণ করিয়া অনুবাদ করিয়াছেন ।



ইন্দ্রকে করিয়া স্তব                      লভিয়াছি সত্ত্ব অগ্নে !  
 চলিতেছি যজ্ঞ-গৃহে চলে যথা হোতা ॥২২  
 পিঙ্গবন তনয়ের                      দানে লব্ধ চারি অশ্ব  
 দানাস্থ সংযুক্ত (১৬) স্বর্গাভরণ ভূষিত ।  
 হর্গমেতে ঋজুগামী                      অবিখ্যাত ধরা মাঝে  
 অন্নার্থে আমাকে লয়ে চলিছে স্থরিত ॥২৩  
 দ্যাৱা পৃথিবীর মাঝে                      ষাঁহার প্রথিত বশ  
 শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ জনে যাঁর ধন দান কত ।  
 ইন্দ্রবৎ গায় যাঁকে                      সপ্তলোক, নদী সব  
 যুদ্ধে যুধ্যামধি শত্রু করিল নিহত ॥২৪  
 ওহে নেতা মরুদগণ                      হৃদাসে সেবহ সবে  
 পিতা দিবোদাসে (১৭) তাঁর সেবিলে যেমন ।  
 পিঙ্গবন-পুত্র-গৃহ                      রক্ষা কর, ক্ষত্র তাঁর  
 অজর ও অবিনাশী হউক তেমন ॥২৫

(১৬) মূলে অন্ধিষ্টরঃ আছে প্রশস্তাতিসর্জন শ্রদ্ধাদানাস্থযুক্তাঃ  
 সাগণ ।

(১৭) হৃদাসের পিতার নাম পিঙ্গবন, পিতামহের নাম দেববান্  
 তাহা ২২ বক পাঠে বুঝা যায়। এই ঋকে দেখা যাইতেছে দিবো-  
 দাস হৃদাসের পিতা । সাগণ বলেন “দিবোদাস ইতি পিঙ্গবনস্ত  
 দাদাস্তরং ।”



১৯ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ বৃষ প্রায়                      যিনি ভীম মহাকাশ  
 স্থানচ্যুত করেন সমস্ত শক্রগণে ;  
 হব্য-অদাতার ধন                      করেন অপহরণ,  
 সে তুমি প্রদাতা হও সোমদাতৃ জনে । ১  
 তুমিই সময়ে কুৎসে                      রক্ষিলে, শুশ্রূষমাণ  
 হইয়ে শরীর দ্বারা, হে ইন্দ্র ! যখন  
 কুয়ব ও দাস শুষ্কে,                      করে দিয়ে বশীভূত  
 অর্জনে (১) প্রদান করিয়াছিলে ধন । ২  
 হে ধর্ষক ! বীত হব্য (২)                      সূদাসে, ধর্ষক বজ্রে,  
 সমস্ত রক্ষার দ্বারা রক্ষা করেছিলে,  
 ক্ষেত্র-লাভ জগ্ন রণে                      পুরুকুৎসের নন্দনে,—  
 ত্রসদন্য রাজাকে—ও পুরুকে রক্ষিলে । ৩  
 নেত্ৰগণ-স্তুতি-যোগ্য                      হে হর্যাপ ইন্দ্র দেব !  
 মরুদগণ সহ বৃত্রগণে বধিয়াছ ;

(১) অর্জনের—অর্জুনের পুত্রই কুৎস (সারণ) ।

(২) মূলে “বীতহব্যঃ” আছে । “দত্তহবিষ্ণুঃ প্রদত্ত হবিষ্ণুঃ বা”  
সারণ । ‘হব্যদাতা’ রমেশ ।



দতীতির জন্ত তুমি চুমুরি দস্তাও ধুনি,—  
 বজ্রের দ্বারায় তাহাদিগে মারিয়াছ । ৪  
 এতাদৃশ বল তব তাহাতে নবভীমব  
 সদা বিদারিত পুরী বজ্রিন্ করিলে ;  
 বসবাস মনে করি ব্যাপিলে শতক পুরী  
 বৃত্র ও নমুচি হু'রে তুমিই বধিলে । ৫  
 হয়েছিল তবধন ইন্দ্র দেব সনাতন  
 হব্য দাতা বজ্রমান স্তদাগ জন্তেতে ;  
 বহুকর্মা বৃষা তুমি বৃষা অশ্ব যুড়ি আমি,  
 গমন করুক স্তোত্র তব নিকটেতে । ৬  
 এ তব যজ্ঞেতে বলী ! যাঁর এত অশ্বাবলী,  
 পরদান পাপের মা ভাগী যেন হই ;  
 অবাধ রক্ষার দ্বারা ত্রাণ কর, যেন মোরা  
 স্তোতৃগণ মধ্যে প্রিয়তম হয়ে রই । ৭  
 আমরা হে মধবন তব যজ্ঞে নেতৃগণ  
 প্রিয় সখাগণ হয়ে হৃষ্ট হব গেহে ;  
 অতিথি বৎসল জন্ত (৩) সম্পাদিয়া অর্থ ধন,  
 কর হেন, তুর্কশ ও যাদ বশে রহে (৪) ।

(৩) মূলে "অতিথিবার আছে । "পুত্রাতিথীন পছতীতি  
 অতিথিঃ তন্মৈ স্বদাসে দিবোদাসায় বা অন্তদীয়ায় যাজ্ঞে ।"

(৪) এই মন্ত্রে দেখা যায় অতিথি বৎসল স্তদাস বা দিবোদাসের



আমরা তোমার নেতা । যজ্ঞেতে উক্থ সংশিতা

উক্থ উচ্চারণ তব করি মঘবন্ ;

দেই ধন পণিগণে তব স্তোত্র উচ্চারণে

সখা বলি আমাদিগে করহ গ্রহণ । ৯

হব্যদানে ইল্ল দেব ! নেতৃগণ স্তুতি সব

আমাদের অভিমুখী করেছে তোমায় ;

সমরে কল্যাণ কর সখা হও, হও শূর,

রক্ষা কর নেতৃ-শ্রেষ্ঠ সেবহ নেতায় । ১০

অত্ৰ ইল্ল বীর্যাবান্ ব্রহ্মজুত স্তম্যমান্

হঠয়া বর্দ্ধিত তনু করহ ধারণ ;

দাও আমাদিগে অন্ন কর শূর গৃহ দান

সদা স্বস্তি দানে কর তোমরা পালন । ১১

জন্ত প্রাণসীম্য সুখ প্রদান করিয়া তুর্কশ ও বাঘকে তাঁহার বশীভূত  
করিয়া দেওয়ার প্রার্থনা রহিয়াছে । তুর্কশ ও বাঘ ও রাজা (সায়ণ) ।

এই সূক্তের ৩য় ঋকে দেখা যায়, পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদহ ও পুরুকে  
ইল্ল রক্ষা করেন, এইরূপ প্রার্থনা করা হইয়াছে । ৮।৬।৪৬ ঋকে  
“স্বাদানাম” শব্দের অর্থ করা হইয়াছে “বহুকুল জাতানাম্” (সায়ণ) ।

জুতয়া বাহা পুরাণে বহু, তাহাই বাঘ সন্দেহ নাই ।



৩৩ সূক্ত ।

১—৯ ঋক বসিষ্ঠপুত্রগণ দেবতা । ঋষি  
বসিষ্ঠ । ১০—১১ ঋক বসিষ্ঠ  
দেবতা । ঋষি বসিষ্ঠ পুত্রগণ ।

কর্শ্বের পুরক শ্বেত দক্ষিণ কপর্দী (১) যত  
করেন বসিষ্ঠ সবে হৃষিত আমায় ।

বহিঁ হতে উঠিবারে বলি লোক-সবাকারে,  
আমা হ'তে দূরে যেন তাঁহারা না যায় ॥ ১

পানে রত চমসেতে উগ্র ইন্দ্রে দূর হ'তে  
আনিলা সোমের দানে বসিষ্ঠেরা সবে ।

বার্য়তি পাশদ্যাম্রকে ত্যজিয়া বসিষ্ঠদিগে (২)  
বরিলা প্রমত্ত ইন্দ্রে সোমের প্রভাবে ॥ ২

(১) মূলে “দক্ষিণতক্ষপর্দীঃ” আছে। চূড়াকর্শ্বণি দক্ষিণতো-  
বাসিষ্ঠনামিত্যর্থ্যতে” সায়ণ। বাসিষ্ঠগণ মণ্ডকের দক্ষিণ দিকে চূড়া  
ধারণ করিতেন ।

(২) পূর্বকালে যখন বাসিষ্ঠেরা হুদাস রাজার যজ্ঞে ব্যাপ্ত  
ছিলেন, তখন বরুণের পুত্র পাশদ্যাম্র নামক রাজা যজ্ঞ করেন, ইন্দ্র



একুপেই সিদ্ধুপার হইলা তাঁরা সকলে

একুপেই ভেদে তাঁরা সংহার করিলা ।

একুপে বসিষ্ঠগণ ! তোমাদের মন্ত্রবলে

দশরাজ-যুদ্ধে ইন্দ্র সুনাসে রক্ষিলা । ৩

স্তোত্রতে, মনুবাগণ পিতৃগণ তৃপ্ত হন,

ক্ষীণ নাহি হও অক্ষ করিতেছি ক্ষয় (৩) ।

তোমরা শক্করী ঋক্ বৃহচ্ছক (৪) উচ্চারণ

করিয়া করিলা ইন্দ্র-বল উপচয় ॥৪

সূর্য্যের সমান উর্দ্ধ স্থাপিলেন তৃষ্ণা-ধাত

বৃষ্টিকামী তাঁরা ঠেলে দশরাজবশে ।

বসিষ্ঠের স্তব ইন্দ্র শুনিলেন, স্রবিস্তৃত

দান করিলেন লোক সেইতুংসুগণে ॥৫

যখন উক্ত রাজার যজ্ঞে সোমপান করিতেছিলেন, বসিষ্ঠেরা তখন মন্ত্র  
প্রভাবে তাঁহাকে উঠাইয়া আনিয়া সূর্য্যের যজ্ঞে উপস্থিত করিয়া-  
ছিলেন ।

(৩) মূলে “অক্ষমব্যয়ং” আছে । “অক্ষং রথস্তাক্ষং অব্যয়ং  
ব্যয়ামি চালয়ামি সায়ণ । গৃহে বাহিষ্যত জন্ত রথ চান্যাইজাম ।

(৪) ইহভারবশে দাদা (সায়ণ) বৃহচ্ছক সোমপান লক্ষ্য করিতেছে



গোপ্রেরক দণ্ড মত্ত হৈলা অগ্নে পরিণত  
 শত্রু পরিচ্ছিন্ন হয়ে ভরতেরা সবে (৫)  
 বসিষ্ঠ হইলা পরে পুরোহিত (৬) তাঁহাদেরে  
 তৃৎসুগণ বিশ্ বৃদ্ধি হইলেক তবে ॥৬  
 তিন জনে(৭) ভুবনেতে উৎপন্ন করেন রেতে(৮)  
 জ্যোতিরগ্রা তিন আৰ্য্য প্রজা তাঁহাদের ।  
 হ'তে সেই দীপ্ত ত্রয় উবার বরন হয়  
 সকলই জানা আছে বসিষ্ঠগণের ॥৭  
 প্রকাশ সূর্য্যের জ্ঞান গভীর সমুদ্র প্রায়  
 তোমাদের মহিমা বসিষ্ঠ পুত্রগণ !  
 বেগবান্ বাত সম তোমাদের বত স্তোম  
 অস্ত্রের কি সাধ্য করে তদনুসরণ ॥৮  
 সহস্র শাখে দৃক্তান, প্রকাশি হৃদয় জ্ঞান  
 বিচরণ করি সেই বসিষ্ঠ পুত্রেরা ।

(৫) “ভরতাঃ তৃৎসুনাশ্বেষ রাজ্ঞাঃ ভরতা ইতি নামান্তরেনোপা-  
 দানং” সাধারণ । ভরতগণ ও তৃৎসুগণের নামান্তর মাত্র ।

(৬) মূলে “পুরোহিতা” শব্দ আছে—“পুরোহিতোভবৎ” সাধারণ ।

(৭) পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও বর্গে যথাক্রমে অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য রেতঃ  
 (জল) উৎপন্ন করেন ।

(৮) রেত—বিবধারক উদক (সাধারণ) ।



বয়ন করিয়া যত

পরিধি(৯) সম বিস্তৃত

অঙ্গরাগণের কাছে বসিলেন তাঁরা(১০) ॥ ৯

(৯) সায়ণ পরিধি অর্থে বস্ত্র করিচ্ছিলেন; তিনি বলেন “পরিধিং বস্ত্রং পরিধিরিত্যেনেন জ্ঞানাদিশ্রবাহঃ বিবক্ষিতঃ।” এই মন্ত্র বড় কঠিন। এই মন্ত্রের প্রথমে “নিগাং সহস্র বল্গং” শব্দ আছে। নিগাং অর্থে তিরোহিতং বা দুর্জ্ঞানং সায়ণ। সহস্র বল্গং অর্থে সহস্র শাখাং সংসারং করা হইয়াছে। রমেশ বাবু তিরোহিত সহস্রশাখাং সংসারে অর্থ করিয়াছেন। আমি সহস্রশাখা শব্দ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিলাম; মূলে সংসার শব্দ নাই বলিয়া ব্যবহার করিলাম না। তবে এস্থলে সংসার উপলব্ধি হইতে পারে।

(১০) এই সূক্তের ৯ ঋক হইতে ১০ ঋক পর্য্যন্ত বসিষ্ঠের জন্ম সম্বন্ধে একটা বৈদিক উপাখ্যান পাওয়া যায়। বসিষ্ঠ মিত্র বরুণের পুত্র। বসিষ্ঠ উর্ধ্বশী হইতে জাত। এই আখ্যানের মূল কোথায় এবং ইহার প্রাকৃতিক অর্থই বা কি?

বসিষ্ঠ শব্দের আদি অর্থ বহুতম বা উচ্ছলতম অর্থাৎ সূর্য্য; মিত্র বরুণ অর্থে দিবা রাত্রি; এবং উর্ধ্বশী অর্থাৎ উষা। এজন্য বসিষ্ঠ মিত্র বরুণের পুত্র এবং উর্ধ্বশী হইতে জাত। আখ্যানের প্রাকৃতিক অর্থ এই।

পরে বসিষ্ঠ নামীয় এক বংশীয় ঋষিগণ ঋগ্বেদের অনেক সূক্ত রচনা করিয়া বিখ্যাত হন; সূক্তরাং ঐ সূক্তগুলি রচনার সময়ে লোকে বসিষ্ঠ অর্থে বসিষ্ঠ নামীয় ঋষিবংশীয়দিগকেই বুঝিত। সূর্য্যের





ভ্যজিলে যখন জ্যোতি যথা বিদ্যাভ্যেতাভি  
 দেখিলা বরুণমিত্র বসিষ্ঠ তোমায়।  
 একজন্য হ'ল তদা পুনশ্চ আনিলা যদা  
 অগস্ত্য তোমাকে হ'তে পূর্বের আলয় ॥১০

নামান্তর যে বসিষ্ঠ এ কথা বোধ হয় সেই জন্ততেই বিস্মৃত হইয়াছিল।  
 রমেশ বাবু দ্বৃত Max Mullers selected essays 1881 Vol ১  
 page 406

এই রূপে বসিষ্ঠ মিত্র বরুণের পুত্র অঙ্গরা বা উর্বশী হইতে জাত  
 ব উর্বশীর প্রণয়ী ইত্যাদি উপাখ্যানের সৃষ্টি হইল। তৎপরে এই  
 উপাখ্যান যে আকার ধারণ করিল সাধারণ দ্বৃত নিম্নলিখিত শ্লো  
 গলিতে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে।

তয়ো রাদিত্যয়ো সত্রে দৃষ্টা পসরপমূর্নশীম্।  
 রেতশ্চকন তৎকুন্তে স্থাপতবাসতীবরে।  
 তৈনৈব তু মুহূর্ত্তেন বীধ্যবস্তৌ তপস্বিনৌ।  
 অগস্ত্যশ্চ বসিষ্ঠশ্চ তত্রর্ষী সংবভূবুতুঃ।  
 বহধা পতিতং রেতঃ কলশে চ জলে স্থলে।  
 স্থলে বসিষ্ঠস্তমুনিঃ সন্তুত ঋষি সপ্তমঃ।  
 কুন্তে ভগন্ত্যঃ সন্তুতো জলে মৎস্তৌ মহাদ্র্যতিঃ।  
 উদিয়ায় ততোহগস্ত্যঃ শয্যা মাত্রৌ মহাতপাঃ।  
 মানেন সংমিতৌ যস্মাত্তস্মান্মান ইহোচ্যতে।  
 যদা কুন্তাদৃষিজাতঃ কুন্তেনাপি হিমীয়তে।



মিত্র বরুণের পুত্র হইলে বসিষ্ঠ ! উত (১১)

উর্বশীর মনোজাত হইলে ব্রহ্মণ !

হইল স্থলিত র়েতঃ তোমা দেবগণ যত

ধরিলেন দৈব মন্ত্রে পুঙ্করে তখন ॥ ১১

সে বসিষ্ঠ জ্ঞানরান্ হৃদান সহস্রদান (১২)

জ্ঞানবলে উভলোক (১০) বিদিত হইয়া ।

যুগতত পরিধির বয়ন করিয়া স্থির

অপ্সরা হইতে জন্ম লভিলেন গিরা ॥ ১২

সত্রে জাত সে উভয়ে (১৪) নম দ্বারা স্তুত হয়ে

যুগপৎ কুন্তে র়েত করিলা সিঞ্চন ।

তা হ'তে উদিল মান, (১৫) বসিষ্ঠের জন্মস্থান

তাহাই ইহাই লোকে করয়ে কীর্তন ॥ ১৩

উক্ণধারী সামধারী প্রান্তরে সবনকারী

ধরেন সকলে অগ্রে বলেন, বচন ।

কুন্ত ইত্যাদিধানং পরিমাণস্য লক্ষ্যতে ॥

ততো পুংসু গৃহমাণসাম্ বসিষ্ঠ পুঙ্করে স্থিতঃ ॥

সর্বতঃ পুঙ্করে ত্বং হি বিবে দেবা আধারয়ন্ ॥

(১১) উত অগিচ (১২) হৃদাম ও সহস্রদান বিশিষ্ট (১৩) উভ-

লোক—দ্যায়ী পৃথিবী (১৪) উভয়ে—মিত্রবরুণ (১৫) মান—



অভেব প্রত্নদগণ                      হইরে পবিত্রমন  
কর সবে বসিষ্ঠের নিকটে গমন।  
তোমাদের যজ্ঞে তিনি আগত এখন ॥১৪

৫৩ সূক্ত।

দ্যাবা পৃথিবী। বসিষ্ঠ ঋষি।  
যজ্ঞ নমস্কার সহ                      দ্যাবা পৃথিবীকে আমি  
হইয়া সম্বোধ্য যুক্ত (১) করিতেছি স্তুতি।  
মহতী ও দেবপুত্রা                      তাহাদিগে কবিগণ  
অগ্রেতে স্থাপিতা পূর্বে গেয়ে স্তবগীতি ॥১  
রচিতা নতন স্তব                      পূর্বজ জনক(২) উভে  
যজ্ঞ পুরোভাগে সবে করহ স্থাপন।  
মহৎ বরেণা ধন                      দিতে দেবগণ সহ  
হে দ্যাবাপৃথিবী! যজ্ঞে কর আগমন ॥২  
সুদাসে প্রদেয় বহু                      হে দ্যাবা পৃথিবী! আছে  
তোমাদের অতিশয় রমণীয় ধন।

(১) মূলে "সম্বোধ!" শব্দ আছে। "ঋত্বিজ্ঞাং সম্বোধ্যুক্ত ইত্যর্থঃ সারণ।

(২) মূলে "প্রপূর্বজো পিতরা আছে। পূর্বজ্ঞাতা বিবেক নাক্ষ পিতৃ কৃত্য রমেশ বাবু। সারণও সেই অর্থই করিয়াছেন।



তন্মধ্যে অক্ষয় বাহা দেও আমাদিগে তাহা  
সদা স্বস্তি দ্বারা কর মোদিগে পালন ॥৩

৫৪ সূক্ত ।

বাস্তোম্পতি (১) দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি  
আমাদিগে বাস্তোম্পতি কর প্রবোধিত ;  
আমাদের গৃহগুলি করহ নীরোগ ;  
তোমাকে যে ধন যাচি, কর বিতরিত ;  
পুত্রাদি পশ্বাদি যেন করে সুখ ভোগ ।  
বর্দ্ধয়িতা হও তুমি বৃদ্ধি কর ধন,  
গো অশ্ব লভিব, হব অজয় সখ্যোতে ;  
জনক যেমন পুত্রে করেন পালন,  
আমাদিগে পালন করহ সেই মতে ।২  
তব বাস্তোম্পতি রমণীয় সুধকর  
পাই যেন স্থান যথা আছে বহুধন ;  
ক্ষেম যোগ উভবিধ (২) ধন রক্ষা কর,  
তোমরা স্বস্তিতে সদা করহ পালন ।৩

(১) বাস্তোম্পতি গৃহের পালয়িতা দেবতা । ইনি সপ্তমা নাস্তী  
দেবকুকুরীয় কুলোদ্ভব ; ৫৫ সূক্তের ৩ ঋকে ইহাকে সারমেয় বলিয়া  
সম্বোধন করা হইয়াছে ।

(২) ক্ষেমে প্রাপ্তব্য রক্ষণে যোগে অপ্রাপ্তব্য প্রাপণে । সারণ ।



৬৪ সূক্ত।

মিত্র বরুণ দেবতা। বসিষ্ঠ ঋষি।  
 কি পৃথিবী কিবা দিবে জগের ঈশ্বর উভে  
 তোমাদের মেঘ দেয় রূপ উদকের।  
 সূজাত অৰ্য্যমা, মিত্র, বরুণ রাজা সূক্ষত্র (১)  
 করুন আসিয়া সেবা হব্য আমাদের।  
 ক্ষত্রিয় ও সিদ্ধপতি মহাযজ্ঞ অধিপতি  
 এস অগ্রে আমাদের উভয়ে রাজন্!  
 দাও হে বরুণ মিত্র ক্ষিপ্রদাতা অন্ন দ্রুত  
 অন্তরীক্ষ হ'তে কর বৃষ্টির প্রেরণ (২) ॥ ২  
 অৰ্য্যমা মিত্র বরুণ এ তিনে লয়ে চলুন  
 আমাদেরিগে কৃপা করি উৎকৃষ্ট পথেতে।  
 অৰ্য্যমা বলুন কথা আমাদের দাতা যথা,  
 প্রমত্ত হইব পুত্র পৌত্রাদি সহিতে ॥ ৩  
 তোমাদের রথ এই গড়িলা মানসে ধ্যেই  
 করেন ধরেন উদ্ধাধীতি (৩) যেই জন।

[১] এই মন্ত্রে বরুণকে সূক্ষত্র রাজা বলা হইয়াছে।

[২] এই মন্ত্রেও মিত্র ও বরুণকে ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে। ক্ষত্রিয়  
 অর্থ—বলবান।

[৩] উদ্ধাধীতি—উন্নত কর্ম [সারণ] যজ্ঞকর্ম করা হইয়াছে।



জলে তাঁরে কর সিক্ত হৃক্ষিতি (৪) প্রদানে তৃপ্ত  
 কর হে বরুণমিত্র তোমরা রাজন্ ॥ ৪  
 এষ্ট স্তোত্র অর্য্যমার (৫) তোমাদের জন্ত আর  
 করিলাম, সোম যথা প্রদীপ্ত তেমন ।  
 পালন করহ কশ্য জাগাও স্তোত্রের ধর্ম্ম  
 স্বস্তি দ্বারা কর সদা তোমরা পালন ॥ ৫

৬৭ সূক্ত ।

অশ্বিহ্বয় দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

লহব্য যজ্ঞের স্তুতি তোমাদের রথপ্রতি  
 কারিতে নৃপতিহ্বয় করিছি গমন ।  
 পুত্র যথা বাপ মায় জাগায় দুতের প্রায়  
 তোমাদের যে রথ করয়ে উদ্বোধন,  
 বলিতেছি সে রথে করহ আগমন ॥ ১

[৪] হৃক্ষিতি হৃপ্রজা ।

[৫] মূলে "বারবে" আছে। বার্যুর্গতা আবিভাঃ স এবাধ্যম্য  
 ভবৈঃ । সারগ ।



আমাদের দ্বারা অগ্নি হরেছে সন্নিধি এবং  
 আঁধারের অভ্যন্তর এবং দেখা যায় ;  
 হতেছেন জ্ঞাত কেতু (১) উষা দেবীর পূর্বে  
 অগ্নিরা শোভিয়া সেই দেব হুহিতায় ॥ ২  
 হে নাসত্য অশ্বিরয় তোমাদিকে স্তোম দ্বারা  
 স্নহোতা ও স্তব-বক্তা এবং সেবা করে ।  
 আমাদের অভিমুখে পূর্বপথে আগ ভবে  
 স্বর্গবিৎ ধন প্রদ রথে উভে চড়ে ॥ ৩  
 বনাশার অশ্বিরয় মধুর সোমাহ উভে !  
 সোম অভিষব করি কারছি আছান ।  
 বহুক প্রবৃদ্ধ অশ্ব তোমাদিগে হে রক্ষক,  
 আমাদের অভিবৃত্ত সোম কর পান ॥ ৪  
 ওহে দেব অশ্বিরয় হিংসাপূত বুদ্ধি মন  
 সরণ, ধনাভিলাষী—লাভক্ষম কর ।

(১) কেতু—প্রজ্ঞাপক সূর্য্য। এই বকে অশ্বিরয়ের সময়ের  
 বর্ণনা হইতেছে। যে সময়ে আঁধারের অভ্যন্তর দেখা যায় এবং ঈজারিঁ  
 অগ্নি আমাদের কর্তৃক সন্নিধি হয়, সূর্য্য অগ্নিরা উষার প্রীতি করিয়া  
 —এই তোমাদের সময়, তোমরা যজ্ঞে আইস। সারণ।



সংগ্রামে ও বুদ্ধি দাও      ওহে শচীপতিদয় ! (২)

শচী দ্বারা আমাদেরিগে দ্রবিল বিতর ॥ ৫

এই সব কর্মের রক্ষা      কর, অশ্বিদয়, ! হ'ক

আমাদের রেষঃ প্রজোৎপাদক অক্ষয় ।

পুত্র পৌত্রে দিয়ে ধন      লভিয়া বহু রতন

যাইব যজ্ঞেতে যাতে দেবপ্রাপ্তি হয় ॥ ৬

স্থাপিত সম্মুখে সোম      বান্ধবাগ্রে যথা দূত

মধুপ্রিয় অশ্বিদয় নিধির মতন ।

ক্রোধশূন্ত মনে এসে      মানব প্রজার মাঝে

স্থাপিত এ হব্য কর উভয়ে ভক্ষণ ॥ ৭

তোমরা হে ভর্তৃদয় !      উভয়ে মিলিত হ'লে

আসে তোমাদের রথ সপ্তনদী ছাড়ি ।

সুজাত ও দেবযুক্ত      তরিবৎ বহে যারা

শ্রাস্ত নহে তারা তোমাদের বহে ধুরি ॥ ৮

ধনের নিমিত্ত যারা      দেন মঘদের হবি

বন্ধকে বাঁড়ান দ্বারা স্নৃত বাক্যের ।

(২) ঋগ্বেদে শচী অর্থে যজ্ঞ ! শচীপতি অর্থে যজ্ঞপতি । ইন্দ্র-  
কেই অনেক স্থানে শচীপতি বলা হইয়াছে । অস্তান্ত্র দেবতাকেও  
শচীপতি শব্দ দ্বারা বিশেষিত হইতে দেখা গিয়াছে । এস্থলে অশ্ব-  
দয়কে শচীপতি বলা হইয়াছে । পুরাণে এই শচী শব্দটি ব্যক্তিত্ব  
গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রদেবের মহিষী হইয়াছেন ।



গোধন অশ্বাদি ধন                      যে ধনীরা দেন হেন  
 অনাসক্ত হইলেও তোমরা তাঁদের ॥ ১  
 আমাদের আবাহন                      করহ অদ্য শ্রবণ  
 হে নবযৌবন ! হব্য গৃহেতে আসহ ।  
 রত্নাদি ধন বিতর                      স্তোতায়ে বর্দ্ধিত কর  
 সদা স্বস্তি দ্বারা আমাদেরগকে পালহ ॥ ১০

৯৬ সূক্ত ।

প্রথম তিন ঋকের সরস্বতী দেবতা ; অব-  
 শিষ্ঠের সরস্বানু দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

নদীগণ মাঝেতে অশ্রুয়া (১) সরস্বতী ।

তাঁহার উদ্দেশে গাও বৃহৎ তারতী ॥

তাঁকেই অর্চহ অতি সুপবিত্র স্তবে ।

আছেন ব্যাপিয়া তিনি আকাশে ও ভবে(২) ॥

(১) অশ্রুয়া—বলস্বতী

(২) মূলে “রোদসী” শব্দ আছে ; সারণ অর্থাৎ কবিরাজেন  
 “দ্যাবা পৃথিব্যাঃ স্থিতাং দিবি দেবতারূপেণ ভূম্যাং বায়ুরূপেণ নিবসন্তীং  
 সরস্বতীং ।”



শুভ্রবর্ণে সরস্বতি ! তব মহিমার  
 উভয় প্রকার ধন (৩) মানবেরা পায় ।  
 জ্ঞান আমাদিগে দেবি ! অবিত্রী হইরে,  
 মরুৎসভা হয়ে ধন দাও হবি পেয়ে (৪) । ২  
 ভদ্রই করুন ভদ্রা দেবী সরস্বতী  
 প্রজ্ঞা দিন স্তুতর গমনা অন্নবতী ;  
 জমদগ্নিবৎ আমি করিতে'ছ স্তব  
 বসিষ্ঠোপযুক্ত বর্গ লও তাহা সব । ৩  
 জায়া ও তনয় লাভ কামনা করিয়া  
 সরস্বান্ দেবে ডাকি প্রদেয় লইয়া ॥ ৪  
 তোমার যে মধুমত্ত উর্দ্ধি ঘৃতকারী  
 তৎসহ সরস্বন্ হও রক্ষাকারী ॥ ৫  
 বিশ্বদর্শনীর তাঁর স্তন (৫) যেন পাই  
 পাই প্রজা পাই অন্ন এই বর চাই ॥ ৬

(৩) উভয়প্রকারধন—দ্রব্য ও পার্থিব । সারণ ।

(৪) মূলে মঘোনাং শব্দ আছে । “চবিলক্ষণধনোপেতানা  
 মন্বাকং । সারণ । অর্থাৎ আমরা চবি লইয়া উপহিত আছি আমাদের  
 ইহা গ্রহণ পূর্বক ধন প্রদান কর ।

(৫) স্তন—মেঘ ।



১০০ স্তক ।

বিষ্ণু দেবতা । বসিষ্ঠ ঋষি ।

নিশ্চয় সে মর্ত্য্য ধন চাহিলেই পায়  
যে দেয় বিষ্ণুকে হব্য—বহুজন গীত ;  
যুগপৎ মনে স্তবে যে যজ্ঞে তাঁহায়,—  
নর-হিত-কর তাঁকে,—ভজ্ঞে অবিরত । ১  
দাও তুমি বিষ্ণো ! বিশ্বহিতকরী মতি  
দাও তাহা দোষ-শূন্য হে এব্যাবন্ (১) !  
যাহাতে সুবিত (২) বহু ফলাদ-কর অতি  
পাই অশ্ববৎ ধন করহ এমন ॥ ২  
এই দেব শত কর জড়িত ধরায়  
ভিন পায়ে চলে যান স্বীয় মহিমায় ;  
হউন সে বৃদ্ধতম স্বামী আমাদের,  
দীপ্তিযুক্ত নাম (৩) হয় যেই স্ববিরের । ৩  
মানবের বাস জন্ত এই পৃথিবীকে  
দিষ্টে, করিল। এই দেব পাদক্ষেপ,

---

(১) এব্যাবন্—অভিলাষ প্রদ ।

(২) সুবিত—সুপ্রাপ্তব্য ।

(৩) নাম—রূপ । (সায়ণ) । এই বর্ণনা দ্বারা বিষ্ণু যে কিরণময়  
পূর্ণ্য তাহাই বুঝা যাইতেছে ।



ক্রব তাঁরা ঘাঁরা ঘোষ তাঁহার কীর্তিকে  
 করিল। বিস্তীর্ণ ধরা স্রব্ধা সে দেব । ৪  
 শিপিবিষ্ট ! (৪) অর্থা (৫) আমি জ্ঞাতব্য জানিয়া  
 তোমার নামের অদ্য প্রশংসা করিব ;  
 রজোপারে আছ তুমি একথা ভাবিয়া  
 অবুদ্ধ হ'লেও, বুদ্ধ তোমাকে গাইব । ৫  
 “শিপিবিষ্ট আমি” এই নাম তব বলে  
 উচিত কি বিষ্ণো তার করা প্রখ্যাপন ?  
 ধরিয়াছ অন্তরূপ যাহা রণস্থলে  
 আমাদের কাছে ত্বাহা ক'রনা গোপন(৬) । ৬

(৪) শিপিবিষ্ট “রশ্মিভিরাবিষ্ট” সারণ ।

(৫) মূলে “অর্থা: শব্দ আছে । সারণ অর্থ করিয়াছেন স্ততির  
 স্বামী ।

(৬) পূর্বকালে বিষ্ণু আপনার রূপ পরিত্যাগ করিয়া অন্তরূপ  
 ধারণ করতঃ সংগ্রামে বসিষ্ঠের সাহায্য করিয়াছিলেন । বসিষ্ঠ  
 তাঁহাকে জানিতে পারিয়া এই ঋকের দ্বারা স্তব করেন । সারণ । কিন্তু  
 উপাখ্যানটি বোধ হয় এই ঋক্ হইতেই উৎপন্ন । নিকরজকারের মতে  
 বিষ্ণুর দুই নাম আছে, শিপিবিষ্ট ও বিষ্ণু । উপমহ্য বলেন যে শিপি-  
 বিষ্ট নামটি কুৎসিদ্ধ্যর্থ নাম । কেহ কেহ বলেন প্রশংসার্থ ও ঐ নামের  
 ব্যবহার হইতে পারে । এটজন্ত সারণ এই ঋকের দুই প্রকার অর্থ  
 করি য়াছেন । রমেশ বাবু ।



মুখ হ'তে তব জন্তু করি বযট্কার  
আমার সে হব্য বিক্ষো করহ সেবন ।  
বর্দ্ধিত করুক তোমা স্তবেতে আমার,  
আমাদিগে স্বস্তি দ্বারা করহ পালন ॥ ৭

১০১ সূক্ত ।

পর্জন্ত্য দেবতা । অগ্নিপুত্র কুমার অথবা  
বসিষ্ঠ ঋষি ।

বল বাক্য ত্রিপ্রকার(১) অগ্রে অগ্রে জ্যোতি বার  
মধুদ্রঘ (২) মেঘ যাতে করয়ে দোহন ।  
করি বৎস (৩) প্রাত্তভূত, ওষধির গর্ত্ত কৃত,  
সদ্যজাত তিনি বৃষ করেন গর্জন ॥ ১  
ওষধির বর্দ্ধয়িতা বর্দ্ধয়িতা উদকের  
বিশ্বজগতের যিনি দেবতা ঈশ্বর ।

(১) মূল "জ্যোতিঃপ্রাঃ জিহ্বোবাচঃ" আছে। সারণ অর্থ করি-  
রাছেন জ্যোতি [ ওকার ] বিশিষ্ট সাম যজুঃ স্বক রূপী বাক্য, অথবা  
বিদ্যুৎ প্রমুখ দ্রুত বিলম্বিত ও মধ্যম তিন প্রকার মেঘধ্বনি ।

(২) মধুদ্রঘ—উদকপ্রদ ।

(৩) বৎস—বিদ্যুৎধ্বনি ।



ত্রিধাতু (৪) শরণ, সুখ জ্যোতি তিন প্রকারের

দিন আমাদিকে বাহ্য সুগতি সূন্দর ॥ ২

অন্তরূপ স্তরী (৫) তার অন্তরূপ দেখু (৬) যার

শরীর বাড়ান তিনি আপন ইচ্ছায় ।

পিতার নিকটে পর গ্রহণ করেন মায়

পিতা পুত্র উভয়েই বৃদ্ধি প্রাপ্ত তার (৭) ॥ ৩

যাহাতে ভুবন সব যাহাতে স্থিত ত্রিদিব (৮)

যাহা হ'তে ত্রিবিধ আপের (৯) প্রস্রবণ ।

যাহাতে সেনচনকর অবস্থিত জলধর

মধুক হয় যার চৌদিকে বর্ষণ ॥ ৪

(৪) ত্রিধাতু শরণ ত্রিভূমিক গৃহ । তিন প্রকারের জ্যোতি—  
দিন ও তুতে বর্তমান আদিতেই জ্যোতি যথা বসন্তকালে এতে, গ্রীষ্ম  
কালে মধ্যাহ্নে, শরৎকালে অপরাহ্নে । সারণ ।

(৫) স্তরী—নিবৃত্ত প্রসবাগাভী । সারণ ।

(৬) মূলে সুতা শব্দ আছে—অর্থ দেখু [জল প্রসব কারিনী] ।  
সারণ ।

(৭) পিতা—দ্ব্যলোক ; মাতা পৃথিবী ; পুত্র পৃথিবীস্থ প্রাণী সারণ

(৮) ত্রিদিব—দ্ব্যলোক অর্ভুতি লোকত্রয় ।

[৯] প্রাচী, প্রভীচী, অকচী ।



স্বরাট্ পৰ্জ্জাত্রে এই স্তোত্র উপহার দেই

সেবুন, পশুক তাহা হৃদ-নিকেতনে ।

বৃষ্টি সুখ ভাবধিত্রী হ'ক আমাদের প্রতি

সুফলা ওষধি হ'ক দেবের রক্ষণে ॥ ৫

বহু ওষধির তিনি বৃষভ রেতোধা যিনি

স্থাবর জঙ্গম আত্মা যাহে অবস্থিত ।

বাঁচিতে শরৎ শত পালুন তাঁহার ঋত (১০)

তোমরা স্বস্তির দ্বারা পাল অবিরত ॥ ৬

[১০] ঋত—জল ।

শোনক বলেন, এই সূক্ত ও ইহার পরবর্ত্তীসূক্ত উপবাস পূৰ্ণকালে অবগাহন করিয়া জপ করিলে পঞ্চরাত্রের মধ্যে বৃষ্টি লাভ করা যায় ।

আশ্বিনং বিগাহাপঃ প্রান্নধঃ শ্রবতঃ শুচিঃ ।

সূক্তাত্ম্যং তিস্র আদিত্যামুপতিষ্টেত ভাস্করং ।

অনশ্নতৈতজ্জপ্তব্যং বৃষ্টিকামেন যত্নতঃ ।

পঞ্চরাত্রৈপ্যতিক্রান্তে মহতীং বৃষ্টি মাগ্নুহ্যৎ ।



১০২ সূক্ত

পৰ্জ্জন্তু দেবতা । অগ্নিপুত্র কুমার অথবা  
বসিষ্ঠ ঋষি ।

গাও পৰ্জ্জন্তুকে সেক্তা দিবপুত্র যিনি  
আমাদের যব ইচ্ছা করিবেন তিনি । ১  
ওষধির গাভীর নারীর বড়বার  
গর্ভ সমুৎপন্ন হয় কৃপায় যাঁহার । ২  
অগ্নিতে উদ্দেশ্যে তাঁর হোম মধুময়  
কর, আমরাঁদেগে অন্ন দিবেন নিশ্চয় । ৩

---

[১] যব—অন্ন [সায়ণ] ।



# অষ্টম মণ্ডল ।

১ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । কান্ব মেধ্যাতিথি ও মেধাতিথি  
ঋষি ; আদি ঋকষয়ের ঘোরের পুত্র ঋষি ;  
পরে ভ্রাতা কণ্ণের পুত্রতা প্রাপ্ত প্রগাথ  
ঋষি ; ত্রিংশ হইতে ৪টি ঋকের ঋষি  
অসঙ্গ নামে রাজপুত্র ; চতুস্ত্রিংশ  
ঋকের ঋষি অসঙ্গের ভার্য্যা  
অঙ্গিরার কন্যা শশ্বতী ।

ক'র না অশ্বের গুণ ওহে সখাগণ ।  
ইষ্টবর্ষী ইন্দ্র, তাঁকে হিংস না কখন ;  
সোম অভিবৃত্ত হ'লে হইয়া একত্র  
পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ কর তাঁর স্তোত্র । ১  
শত্রু হিংসাকারী তিনি বৃষভের প্রায়,  
অজব, চর্যগীসহ (১) বৃষভের ত্রায়,

---

(১) চর্যগীসহ মনুষ্য পরাভবকারী ।

(২) উভয়কর বা উভয়কর নিগ্রহানুগ্রহের কর্তা ।



শক্রধেষী, ভজনীয়, তিনি উভকর (২)  
 দাতৃ-শ্রেষ্ঠ, দ্বয়াবিন (৩) তাঁকে স্তব ক'র ।  
 যদিও এ জনগণ রক্ষা পাইবারে  
 নানাবিধ স্তবে ইন্দ্র ! ডাকিছে তোমায়ে,  
 তথাচ মোদের এই স্তব সমুদয়  
 তোমার বর্দ্ধক হউক সকল সময় । ৩  
 কাঁপাইয়া শক্রগণে বিজ্ঞ অর্য্যগণ (৪)  
 বিপদ হইতে মুক্ত হন, মঘবন্ !  
 এস কাছে, করিবারে তৃপ্তির সাধন,  
 বহুরূপ অগ্নির করহ বিতরণ । ৪  
 মহামূল্যেতেও তোমা ওহে বজ্রধারী,  
 মল্ল অমৃত মূল্যে বিক্রয় না করি ;  
 ওহে বজ্র হস্ত ! তোমা করি কি বিক্রয়  
 হউক না তাহাতে শত ধনের উদয় । ৫  
 মমপিতা হ'তে ইন্দ্র ! হও বসিমান্ (৫)  
 অপালক ভ্রাতা হ'তে ৮ও ধনবান্,  
 তুমি ও আমার মাতা হইয়া সমান,  
 বহু ধনদানে আমা কর পৃণ্ডাবান্ । ৬

(৩) দ্বয়াবিন স্বর্গীয় ও পার্থিব উভয়বিধ ধনযুক্ত ।

(৪) মূলে "অর্য্যঃ" আছে । "অভিগন্তাঃ" সারণ ।

(৫) মূলে "বস্ত্রান্" আছে । "বসিমান্ বা ধনবান্ । সারণ ।



কোথায় গিয়াছ তুমি, আছছ কোথায়,  
 বহু যজমান কাছে তব মন ধায় ;  
 এস পুরন্দর, যোদ্ধা, সমর-কুশল,  
 গাইছে তোমার স্তব গায়ত্র সকল । ৭  
 ভজনীয় পুরন্দর, উদ্দেশে ইহঁর  
 করছ গায়ত্র গান, প্রভাবে বাহার  
 গমন করিলা বজ্রী কাণ বজ্রালয়,  
 ভাঙ্গিলা শত্রুর বঁত পুর সমুদয় । ৮  
 শত ও সহস্র তব আছে অঙ্গগণ  
 বৃষণ্ (৬) বাইতে পারে দশক যোজন,  
 সেই সব দ্রুতগামী অথৈ আরোহণ,  
 করিয়া সত্বর হেথা কর আগমন । ৯  
 আবাহন করি ইন্দ্র ! ধেনু দেবতার  
 সর্বহুবা স্ত্রহুবা প্রশস্যাবেগা তাঁর ;  
 বহুধারায়ুক্তা তিনি বাহুনীয়া অতি,  
 পর্যাণ্ত কারিণী তাঁরে করিতেছি স্তুতি (৭) । ১০  
 এতশে বধন সূর্য্য করিলা ক্লেশিত,  
 বক্রগতি বায়ুগতি হ'ল উৎপত্তিত ;

(৬) বৃষণ্-সেচন সমর্থ (সায়ণ) ।

(৭) এই ঋকে ইন্দ্রকে বৃষ্টিরূপে স্তব করা হইতেছে ।



শতক্রতু অর্জুনের (৮) কুৎসকে লইয়া,  
 অদক গন্ধর্ব্বের (৯) চুপে আক্রমিতা গিয়া ॥ ১১ ॥  
 গ্রীবা হ'তে রুধির না ই'তে বিনির্গত,  
 বিনা সন্ধিদ্রব্যে তাহা করেন ঘোষিত ;  
 পুরুবস্ত্র করেন সে ইন্দ্র মঘবান্  
 বিছিন্নের পুনর্বার সংস্কার বিধান ॥ ১২ ॥  
 নীচ নাহি হই যেন প্রসাদে তোমার,  
 দ্রবী নাহি হই, শাখাশূত্র বনাকার  
 নাহি হই হে বজ্রিন্! গৃহেতে বসিয়া (১০)  
 করিব তোমার স্তব সকলে মিলিয়া ॥ ১৩ ॥  
 সত্বর, উগ্রতা-শূত্র হয়ে বৃত্তহণ্!  
 ধীরে ধীরে করি যেন তোমার স্তবন ;  
 হে শুর! প্রভূত ধনে প্রার্থনা তোমার  
 অহুমোদন করিব আমরা একবার ॥ ১৪ ॥

(৮) অর্জুনের পুত্র ।

(৯) মূলে “গন্ধর্ব্বং” আছে । “গবাং রশ্মিনাং ধর্তারং সুধং”  
 সাধারণ ।

(১০) মূলে “দুরোবাসঃ শব্দ আছে । “ওষিভূমন্তৈর্দক্ষমশক্যাঃ  
 হর্ষেণ্ গৃহেবু নিবসন্তো বা ।” সাধারণ ।



যদ্যপি শুনেন ইন্দ্র আমাদের স্তব,  
 হর্ষিত করিবে তাঁরে সোমরস সব ;  
 তির্ঘ্যাক্ অবস্থিত দশ পবিত্রে শোধিত,  
 বসন্তীবরীর জলে জাত মদোপেত ॥ ১৫ ॥  
 সেবক ও সখা মিলে করিছে স্তবন,  
 স্তব শুনে হেথা ইন্দ্র কর আগমন ;  
 অগ্রে ও যে হবির্যোগে করে স্তব তব,  
 শুন তাহা, শুন তুমি আমার স্তুস্তব ॥ ১৬ ॥  
 প্রস্তুরেতে সোমরস কর অভিযুত,  
 অতঃপর জলে তাহা করহ বিধৌত, (১১)  
 গোচর্মেরে গ্রাহ মেঘে হয়ে আচ্ছাদিত,  
 নদ্যর্থে দোহেন জল যতেক মরুত ॥ ১৭ ॥  
 পৃথিবী হইতে কিম্বা অন্তরীক্ষ হ'তে,  
 এসে দীপ্ত স্বর্গ হ'তে ইন্দ্র ! এ যজ্ঞেতে,  
 বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও মন স্তবে বিস্তারিত,  
 জাত সকলের (১২) কাম্য করহ পূর্ণিত ॥ ১৮

(১১) এই কথা শুনি অধ্বর্য্যকে বলা হইরাছে (সায়ণ) ।

(১২) মূলে "জাতা" "শক" আছে । সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "জাতা  
 জাতান্ অঙ্গদীমান্ জনান্ ।"



ইন্দ্রের নিমিত্ত অতিশয় মদকর  
 বরগীয় সোমরস অভিযুত কর ।  
 করেন বর্দ্ধন তিনি সমস্ত ক্রিয়ায়, (১৩)  
 প্রীতি উৎপাদিয়া যেন তাঁকে অন্ন চায় ॥ ১৯ ॥  
 সোমের স্রাবণে সদা করিয়া প্রার্থনা  
 নাহি যেন পড়ি ক্রোধে করিয়া ষাচনা ;  
 মৃগবৎ ভীম তুমি তর্ভা ও ঙ্গশান,  
 কেবা তব কাছে নাহি হয় ষাচমান ? ২০ ।  
 মাদয়িতা দেন যেই সোম মদকর,  
 পিয়ে তাহা ইন্দ্র উগ্রবলের আকর,  
 প্রদান করুন পুত্র শত্রুগর্ব্বহর,  
 শত্রুজ্ঞেতা আমাদিগে দেব পুরন্দর । ২১ ।  
 চক্ৰ পুরোভাশাদিতে যে করে অর্চন,  
 দেন তাঁকে দেব যজ্ঞে বরগীয় ধন ;  
 দেন অভিষবকরে, দেয়েন স্তোতায়,  
 কার্যোদ্যত প্রশংসীয় তিনিই ধরায় । ২২ ।  
 এস ইন্দ্র মত্ত হও বিচিত্র ধনেতে ;  
 মরতেরা পিয়ে সোম তোমার সঙ্গিতে ;—

---

(১৩) মূলে বিশ্বদাধিমা আছে । "সর্ব্বদা ক্রিয়য়াগ্নিষ্টোমাদি লক্ষণা"  
সায়ণ ।



সোমপান করি তুমি তাঁহাদের সহ,  
 সরোবর সম তব উদর পূরহ ॥ ২৩ ॥  
 শত ও সহস্র হরি বহুক তোমার,  
 হিরণ্ময় রথে এই যজ্ঞের শালায় ;  
 স্তোত্রবলে যুক্ত রথে কেশী হরিগণ  
 সোম পানে তোমার করুক আনয়ন । ২৪ ।  
 বহুক তোমাকে রথে ইন্দ্র ! হিরণ্ময়,  
 মধুর-বর্ণ-বিশিষ্ট তব হরিষয় ;  
 মধুর, প্রাশংসা-যোগ্য সোমরস-পানে  
 আনুক বহিয়া তোমা শ্বেতপৃষ্ঠ যানে ॥ ২৫ ।  
 শীঘ্র অভিবৃত সোম হে স্তুতিভাজন !  
 পান কর পূর্ববর্তী পায়ীর মতন (১৪) ;  
 হইয়াছে পরিকৃত ইহা রসময়  
 এ আসব মদকর চাক্র অতিশয় । ২৬ ।  
 আপনার কৰ্ম্মণে একাকী সকলে  
 পরাভবি মহীরান্ উগ্র স্বীয় বলে ;  
 আনুন সে শিশ্রী (১৫) যেন না বান অস্ত্রত,  
 না ত্যজেন আমাদিকে, শুনেন এ স্তোত্র । ২৭ ।

---

(১৪) মূলে "পূর্বপা ইব" আছে । বায়ু সকল দেবতার পূর্বে  
 সোম পান করেন । এজন্ত পূর্বপা অর্থে বায়ু (সায়ণ)

(১৫) শিশ্রী শিরস্রাণ বিশিষ্ট ।



যখন দ্বিবিধ স্তোতা (১৬) ডাকিল তোমায়  
 শুষ্কের পশ্চাদে গেলে বিপুল বিস্তার ;  
 চলন্ত তাঁহার পুর আয়ুধ ক্ষেপণে, (১৭)  
 সমাকৃ করিলে চূর্ণ হে ইন্দ্র ! তখনে । ২৮  
 সূর্য্যের উদয়ে তোমা মম স্তব সব  
 অভিমুখে আবর্তিত করুক বাসব !  
 দিবসের মধ্য-ভাগে, দিবা-অবসানে,  
 শরীরী-সময়ে তোমা করুক তেমনে । ২৯ ।  
 ধনী মধ্যে মেধ্যাতিথে ! বেশী ধন দেই,  
 স্তব কর স্তব কর আমাদের তেই ;—  
 নিন্দিত অন্যের অশ্ব বীর্য্যেতে আমার  
 আয়ুধ উৎকৃষ্ট মম, পথ সে প্রকার (১৮) । ৩০ ।  
 আহাৰাস্তে অশ্বগণে রথেতে তোমার  
 যোজনা করিয়াছিহু শ্রদ্ধা সহকার ;

(১৬) স্তোতা ও বষ্টা । সারণ ।

(১৭) মূলে বৈধঃ আছে । বজ্রাদিভিন্নাযুধৈঃ । সারণ ।

(১৮) এই ঋক সৰ্ব্বত্র সারণ বলিতেছেন “আসজ রাজর্ষি  
 মেধ্যাতিথয়ে বহুধনংদত্ত্বা তস্মিৎ দত্তদানন্ত স্বব স্তোতৌ প্রেরয়তি”  
 অর্থাৎ আসজ নামক রাজর্ষি মেধ্যাতিথিকে বহু ধন দিয়া তাঁহাকে সেই  
 দত্তধনের প্রশংসা করিতে অনুবোধ করিতেছেন ।



যত্ৰ বংশোদ্ভব (১৯) আমি বহু পশুমান্,  
জানি আমি কিপ্রকারে করে ধন দান। ৩১।

দিলেন আমাকে যিনি গতিশীল ধন (২০)

হিরণ্ময় দিলেন চন্দ্ৰের আন্তরণ ;—

সশব্দ রথেতে চড়ি ধন যাবতীয়

হরণ করুন তিনি অরাতিপক্ষীয়। ৩২।

প্রাযোগি আসন্ন (২১) অস্ত্রে করি অতিক্রম

দিলেন দশ সহস্র পশু অল্পপন্ন ;

বাহিরিল তারা যথা সর হ'তে নল,

সেচন সমর্থ সবে সকলে উজ্জল। ৩৩।

ইহাঁর সমুখ ভাগে স্থল দেখা যায়,

অনস্থি লব্ধি উরু নিম্নদিকে হয়।

বলিলা শশ্বতী নারী করিয়া দর্শন

যথেষ্ট ভোগের বস্তু আৰ্য্য! বিলক্ষণ (২২)। ৩৪।

(১৯) মূলে যাবৎ আছে। “যত্ৰ বংশোদ্ভবঃ” সারণ।

(২০) মূলে “কক্ষা” আছে। গমনশীলানি ধনানি। সারণ।

(২১) প্রাযোগরাজপুত্র আসন্ন মেধ্যাতিথিকে বলিতেছেন যে এই সকল বাক্য আমাকে শ্রব কর। সারণ।

(২২) প্রাযোগ রাজপুত্র আসন্ন দেবশাপিত হইয়া নপুংসক হইয়া যান; পরে মেধ্যাতিথির প্রভাবে পুরুষত্ব লাভ করেন। অজিরায় কল্পা শশ্বতী তাঁহার ভাৰ্য্যা। তিনিই এই বকের বস্ত্রা অৰ্ঘ্যৎ দ্বি।



৬ সূক্ত ।

ইন্দ্রদেবতা, শেষ তিনটী ঋকে পরশু নামক  
রাজার পুত্র তিরিন্দিরের দানের প্রশংসা  
করা হইয়াছে বলিয়া তাহাই  
দেবতা । বৎস ঋষি ।

মহান্ যে ইন্দ্র ওজস প্রভাবে,  
কৃষ্টিমান্ পর্জন্ত ওজস্বী যে ভাবে,  
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন বৎসের স্তবে । ১

পূর্ণ করি নভঃ বহি সব যদা,  
বহে যজ্ঞে জাত ইন্দ্র দেবে তদা  
ডাকেন স্তোত্রেতে মেধাবী সবে ॥ ২

স্তোমে কণ্ণগণ যজ্ঞের সাধন  
করেছেন ইন্দ্রে, তাই সর্বজন  
আয়ুধবস্তকে আশ্রয় বলে । ৩

ইহা'র ক্রোধের ভয়ে হয়ে ভীত,  
বিশ্ কৃষ্টি (১) সব স্বরম্ প্রণত,  
নত সিদ্ধ যথা সমুদ্রে চলে ॥ ৪

---

(১) কৃষ্টিঃ শব্দ মূলে আছে, সাধারণ অর্থ করিয়াছেন প্রজাঃ ।



ইহাঁর যে বল ভার অতিশয়

সম্বর্ত্তিত বায় রোদসী উভয়

চন্দ্র যথা তথা হয় সম্বর্ত্তিত (২) । ৫

করিলেন ছেদ জগত কম্পক

শতধার বজ্রে বুজের মস্তক

ইন্দ্র সেই বজ্রে বীৰ্য্য সুশোভিত ॥ ৬

স্তোতৃগণ অগ্রে এই সব স্তুতি,

দীপ্যমানা সবে যথা অগ্নিদীপ্তি,

পুনঃ পুনঃ মোরা করিব উক্ত । ৭

গুহা বর্ত্তমানা সেই সব স্তুতি

আপনি বাইরা প্রকাশয়ে দীপ্তি,

কণ্ঠেরা করুন ধারা সংযুক্ত (৩) ॥ ৮

আমরা গোবৃক্ত, ইন্দ্র ! অশ্বযুক্ত,

হই যেন সবে বহুধন প্রাপ্ত,

প্রাপ্ত হই ব্রহ্ম (৪) জ্ঞানের জন্ত । ৯

[২] মূলে চর্মের সমবর্ত্তন আছে। সম্যবর্ত্তয়তি যথা কিকিৎ কিকিৎ চর্ম কদাচিৎ বিস্তারয়তি কদাচিৎ সংকোচয়তি এবং তদধীনে অভূতামিত্যর্থঃ। সারণ।

(৩) মূলে “বৃত্তান্তধারণা” আছে। “বৃত্তস্যোদকস্য সোমাস্তকস্য ধারণা সহিতাঃ কুর্ষন্তীতিলেবঃ,” সারণ।

(৪) ব্রহ্ম-অন্ন (সারণ)।



পিতা ও ঋতের (৫) আমিই পেয়েছি

মেধা, সূর্য্যসম তাইত জন্মেছি,

কেহ নহে মম সমান অস্ত্র ॥ ১০

নিত্য স্তোত্রে আমি করি অলঙ্কৃত

বচন সমূহ, পিতা কণ্ঠ মত,

যাহা হতে ইন্দ্র পায়েন বল । ১১

নাহি করে স্তব তোমা ইন্দ্র ষায়া,

ঋষিগণ স্তব করেন যাহারা ;—

মম সূধু স্তবে বাড় কেবল ॥ ১২

পর্কে পর্কে করি বৃত্তে বিভাজিত

ক্রোধ তাঁর বদা হ'ল নিনাদিত

সমুদ্রে তখন জল প্রেরিত । ১৩

হে ইন্দ্র ! করিলে শুষ্ককে হনন,

সে দক্ষকে করি কুলিণ ঘটন

উগ্র ! তুমি বৃষা (৬) বলি বিদিত ॥ ১৪

ইন্দ্রকে দ্বালোক নাহি পায় বলে

না পায় বজ্রীকে ডুলোক সকলে

অন্তরীক্ষলোক তথা না পায় । ১৫

(৫) ঋত-সত্যরূপ ইন্দ্র (সারণ) ।

(৬) বৃষা—অতীষ্টপাত ।



তব জলরাশি করিয়া স্তম্ভিত,  
 যে বৃত্র হে ইন্দ্র ! আছিল শাসিত  
 জল মধ্যে তুমি বধিলে তারি ॥ ১৬  
 মহতী সঙ্গতা দাবা পৃথিবীকে  
 করেছিল বৃত যে, ইন্দ্র ! তাহাকে  
 করেছিলে তুমি তমসাবৃত । ১৭  
 হে উগ্র ! যে যতিগণ (৭) করে স্তব,  
 স্তব করে তোনা ভৃগুগণ সব,  
 মম স্তব তার হটক শ্রুত । ১৮  
 এই তব ইন্দ্র আশির (৮) ও যুত  
 করিছে দোহন পৃথ্বীগণ (৯) যত,—  
 যজ্ঞের বর্ধন যাহারা করে । ১৯  
 হে ইন্দ্র আশ্রয় দ্বারা প্রসবিনী  
 সে অল সদৃশ গর্তের ধারিনী,—  
 সূর্য্য চৌদিকে যে জল বিহরে ॥ ২০  
 তোমাকেই করে ইন্দ্র বলগতে !  
 প্রবর্দ্ধিত যত কণুগণ উক্খে,  
 অভিবৃদ্ধ সোমে করে বর্দ্ধিত । ২১

(৭) যতিগণ—অগ্নিরাগণ (সায়ণ) ।

(৮) আশির—পয়ঃ ।

(৯) পৃথ্বীগণ—পাণীগণ (সায়ণ) ।



হে বজ্রিন্ তুমি পথ প্রদর্শন

করিলে তোমাকে উত্তম স্তবন

করে করে তব যজ্ঞ বর্দ্ধিত ॥ ২২

আমাদের জন্ত মহান্ গোমান্

অন্ন দিতে ইচ্ছ হও ইচ্ছাবান

বীৰ্য্যমান্ পুত্র পৌত্রাদি দাও । ২৩

নহব রাজার প্রজাগণে যথা

ঐদান করিলে আশ্ব্য বল তথা

আমাদিগে তুমি দাও তাহাও ॥ ২৪

বিস্তার করহ হে ইন্দ্র সম্প্রতি

ঐজ সন্নিকটে, দর্শনীয় অতি,

সুখী কর প্রাজ্ঞ আমাদিগকে । ২৫

বলের সমান (১০) কর আচরণ,

মহুবাগণের হও হে রাজন্,

মহান্. কে পারে বলে তোমাকে ॥ ২৬

তোমাকেই, কাছে এসে হব্যবান্,

স্তব করে সবে করি সোমদান,—

বিশ্গণ, তুমি বিস্তীর্ণ ব্যাপী । ২৭

পর্কন্তের প্রান্তে নদীর সঙ্গমে

(১০) হৃত্যবরখাদিকং বলং যথা শক্রজাতং ভ্রমন্তিত্বং সায়ণ ।



অনুষ্ঠান করি যজ্ঞীয় করমে,

করেন তোমাকে জ্ঞাত মেধাবী ॥ ২৮

যথার বিদ্বান্ বিহার করেন,

জেনে তথা হ'তে সমুদ্র দেখেন,

নিম্নমুখে ইন্দ্র ছালোক হ'তে । ২৯

তদুপরি তিনি হলে দীপ্যমান্

বাসরের জ্যোতি (১১) হয় দৃশ্যমান

পুরাণ ইন্দ্রের তদা জগতে ॥ ৩০

কণ্ণগণ যবে ইন্দ্র তব মতি,

বর্দ্ধিত করেন তব বল অতি,

বর্দ্ধিত করেন বীৰ্য্য তোমার । ৩১

সেবা কর এই স্তোত্র শ্রুশোভন

আমার, আমাকে করহ পালন,

বর্দ্ধিত করহ মতি আমার ॥ ৩২

তোমাকে আমরা, অবুদ্ধ বজ্রিন্

আছি বত হেথা ইন্দ্র ! মেধাবিন্

করেছিহু স্তব জীবনাশায় । ৩৩

(৩১) মূলে "বাসরং জ্যোতিঃ" আছে । "বাসরং নিবাসকং  
নিবাসস্য হেতুভূতং জ্যোতির্দ্যোতমানং তেজঃ" । সাধারণ । নিবাস-  
এবং জ্যোতি (রমেশ)



ডাকিতেছে তোমা যত কণগণ,

আপ্ যথা তথা করিছে গমন

রমণীয় স্তুতি ইন্দ্র সেবার ॥ ৩৪

বৃদ্ধি করে সিদ্ধ যথা সমুদ্রকে

আমাদের উক্খ করিছে ইন্দ্রকে,—

অজর, কে সহে ক্রোধ তাঁহার ? ৩৫

কমনীয় অশ্বে করি আরোহণ

দূর হ'তে ইন্দ্র কর আগমন

অভিযুত সোম কর আহ্বার ॥ ৩৬

তুমি সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধ-বিনাশন

ছিন্নকুশ লোকে তাই আবাহন

তোমাকেই করে অন্ন আশায় । ৩৭

চক্রে যথা করে রাখা সুবর্তন,

করে রোদসীরা তোমাকে ভেমন,

অভিযুত সোম করে তোমার ॥ ৩৮

শর্যগার উপকণ্ঠে সরসীতে

তৃপ্ত হও ইন্দ্র আরক যজ্ঞেতে,

বিবস্বৎ স্তবনে হও হর্ষিত । ৩৯ ।

প্রবৃদ্ধ অভীষ্টবর্ষী বজ্রবান্

বৃদ্ধহস্তা ইন্দ্র সোমপা-প্রধান



যাঁর শরকে স্বর্গ হয় শক্তি। ৪০।

ঋষি পূর্বজাত তুমিই জ্ঞান

কেননা তুমিই এক ওজস্বান্

পুনঃ পুনঃ বসু কর প্রদান। ৪১

অভিযুত সোম, অন্ন অভিমুখে,

আমুক শতেক অগ্নেরা তোমাকে,

প্রশান্ত পৃষ্ঠেতে স্নদুগ্ধমান ॥ ৪২

এই পূর্বতনী, মধুর ঘূতের (১২)

বর্ধয়িত্রী ক্রিয়া যজ্ঞ সমুৎপন্ন,

করুন বর্দ্ধিত কবেরা সবে। ৪৩

ইন্দ্রকেই মহাদেবগণ মাঝে

ধনাভিলাষেতে মানব সমাজে

রক্ষার্থে যজ্ঞেতে বরে মানবে ॥ ৪৪

সোমপানে তোমা ইন্দ্র পুরুহত।

অশ্বদ্বয়, যজ্ঞ প্রিয়গণ স্তত,

সম্মুখে মোদের করুক বহন। ৪৫

যজ্ঞগণ (১৩) মধ্যে পরশুতনয়

(১২) মূলে মধোযুতস্য পিপুযীম্। মধোঋধুবস্য ঘূতস্য করণ-  
শীলস্যোদকস্য পিপুযীং বর্ধয়িত্রীং। সাগণ।

(১৩) মূলে, "বাহানান" শব্দ আছে। "বহুকুল জাতিবান্—  
সাগণ।



তিরিন্দ্রি়র কাছে ধন সমুদয়

শতক সহস্র করেছি গ্রহণ ॥ ৪৬

তিন শত অশ্ব গাভী দশ শত

করিয়াছিলেন তাঁহারা প্রদত্ত,

পর্জসাম নাম ঋষিযুগলে । ৪৭

দিলেন উন্নত চারি উষ্ট্রধন

করিলেন, দিয়ে দাস ষাটজন (১৪)

অগ্নি দীপ্ত স্বীয় কীর্তির বলে ॥ ৪৮

~~৪৮~~

৭ সূক্ত ।

মরুদ্গণ দেবতা ! কণের পুত্র বৎস ঋষি ।

যদা বিশ্র ভোমাদিগে, মরুদ্গণ !

ত্রিষ্টুপ ও অগ্নের করেন ক্ষেপণ,

হও হে তখন পর্ত্ততে দীপ্ত । ১

হে শুভ্র ! বলাভিলাষিনু যখন

অশ্ব সহ রথ করহ যোজন,

বিচলিত হয় পর্ত্তত যত ॥ ২

(১৪) মূলে “বাহং জনং আছে। অর্থাৎ যজ্ঞগণকে ঋষিসংহিত  
দাসরূপে দান করিয়াছিলেন। সায়ণ ।



পুশ্ণিপুত্র শক্কায়া মরুদগণ  
 বায়ুদ্বারা মেঘ করেন সৃজন,  
 বৃদ্ধিকর জল করেন দান। ৩

বায়ু সহ রথে গমন যখন,  
 বৃষ্টিক্ষেপ তাঁরা করেন তখন,  
 পৰ্ব্বতেরা হয় প্রকম্পবান্ ॥ ৪

তোমাদের রথ জন্ত মরুদগণ !  
 গিরি সব হয় নিয়ত যখন,  
 নিধরণ (১) মহাবলের কারণ,  
 সিন্ধুগণ তদা হয় নিয়ত । ৫  
 তোমাদিগে রাড্রে করি আবাহন,  
 দিনেতেও করি আহ্বান তেমন,  
 ডাকিতথা হয়ে যজ্ঞেতে রত ॥ ৬

সেই সে বিচিত্র অরুণ বরণ  
 দিব' পরি সাহু করেন গমন  
 মরুতেরা সবে স্বকীয় রথে । ৭

করিতে অগম অর্ঘ্যের গমন  
 রশ্মিযুক্ত পথ করেন সৃজন,  
 অবস্থান করি তেজের সাথে ॥ ৮

---

(১) মূলে নিধর্মণে আছে। নিধরণার। সারণ।



সেব এই বাক্য ওহে মরুদগণ !

মহদগণ ! স্তোম করহ সেবন,

মম এ আহ্বান সেবন কর । ৯

উৎস ও কবন্ধ (২) উজ্জি (৩) সর তিনে

দোহন করিলা মধু পুশ্টিগণে,

সজ্জষ্ট যাহাতে বজ্জের ধর । ১০

সুধ অভিলাষে আমরা যখন

“স্বর্গ হ’তে আস” করি আবাহন,

নিকটে তখন এস সত্বর । ১১

দানশীল মহদগণ রুদ্রগণ !

গৃহে সোমে মত্ত হইলে, তখন

জ্ঞানাপন্ন হয়ে বিরাজ কর । ১২

আনাও স্বর্গ হ’তে মরুদগণ !

আমাদের তরে মদস্রাবী ধন,

বহুস্তুত যাতে পোষে সকলে । ১৩

লয়ে চল সদা যান তোমাদের

উপরি ভাগেতে গিরি সকলের,

মত্ত হও স্নাত সোমের বলে । ১৪

(২) “কবন্ধমুদকং ।

(৩) উজ্জিনং উদকবস্তং মেঘং । সায়ণ ।



মরুদগণ, যারা হিংসার অতীত,

তাঁহাদের কাছে স্তবে স্তোতা যত

তাঁহাদের স্মৃতি ভিক্ষা করেন । ১৫

অক্ষয় মেঘের করিয়া দোহন,

জলবিন্দু মত বৃষ্টি বরিষণ

করিয়া, রোদসী পুরে ফেলেন ॥ ১৬

শব্দ করি উচ্ছ্বস করেন গমন,

রথে, বায়ুযোগে, স্তোমেতে তেমন

উচ্ছ্বসে যতেক পুত্রিকুমার । ১৭

রক্ষিলে যেমতে তুর্কসু যজ্ঞকে,

ধনকামী ঋষি রক্ষিলে কণ্ঠকে,

ধনার্থে ধ্যান করি সে রক্ষার ॥ ১৮

হে সুন্দর দানশীল মরুদগণ !

এ প্রসন্ন অন্তঃকরণের মতন

কাণ্ডস্তোম সহ কর বর্দ্ধিত । ১৯

হইয়াছে বর্হি ছিন্ন হে কোথায়

মত্ত হইতেছে ? দাতা সমুদায় !

কোন ব্রহ্মা স্তবে করে অর্চিত । ২০

অস্ত্রে তোমাদিকে পূরা যেই স্তব



করিল তাহাতে ইহা কি সম্ভব,—

করিছ যজ্ঞের বল সম্প্রীত ॥২১

তাঁহারা মহৎ জলের ধারণ,

অথবা পৃথিবীর, সূর্য্যের স্থাপন

করিলা ; পর্ব্বণঃ বজ্র সংযুত ॥ ২২

বিনাশিলা রাজাশূন্ত মরুদগণ,

বৃষ্টি ও বলের করিয়া ধারণ,

পর্বে পর্বে বৃত্তে, পর্ব্বত প্রায় । ২৩

যুদ্ধকালে ত্রিতে তাঁহারা রক্ষিলা,

যজ্ঞকালে তাঁকে বল প্রদানিলা,

বৃত্ত-বধে ছিল। ইন্দ্র-রক্ষার ॥২৪

বিদ্বান্ধস্ত শুভ্ররণ দীপ্তিমান্

মরুদগণ, হিরণ্ময় শিরস্ত্রাণ

শোভার্থে করেন শিরে ব্যঞ্চিত । ২৫

তোমরা মরুদগণ ! ইচ্ছা করি

অতীষ্ট বর্ষীর, রথের উপরি,

দূরদেশ হ'তে আগমন করি,

জ্যোতিম (১) করিলা যবে কল্পিত ॥ ২৬

আমাদিগে যজ্ঞ করিবারে প্রাণ,

(১) মূলে "দ্যৌন" আছে । "দ্যৌন" বর্তমানো জনসম্মুখ ইব ।



স্বর্ণপাণি অশ্বে করি অভিযান,

আশুন হেথায় দেবতা সব । ২৭

ইহাদের রথ শ্বেতবিন্দুধারী

বহিলে রোহিত শীত্ৰ পদচারী,

মরুভেয়া চলে বহায়ে অগ্নি । ২৮

অসোম ঋজিকে বজ্র-গৃহোপেত,

শর্যাণাবতীতে নেতৃগণ বত

গমন করেন নিয় চক্রেতে । ২৯

হেনাহ্বানকারী বিপ্রে বাচমান

মরুদগণ ! কবে অশ্বের নিদান,

আসিবে তোমরা সহ ধনেতে ? ৩০

স্তব-প্রিয় কবে তোমরা সকলে

মরুদগণ ! ইন্দ্রদেবকে ত্যজিলে ?

তোমাদের কেবা সখ্য-প্রত্যাশী । ৩১

ওহে কণ্ঠগণ ! করহ স্তবন

অগ্নিদেবতায়, সহ মরুদগণ

বাঁরা বজ্রহস্ত হিরণ্যবাসী । ৩২

বর্ষিতা, ষষ্ঠী, বিচিত্র গমন

মরুদগণে আমি করি আবর্তন,

নব্য-সুখময় ধনের আশে । ৩৩



পীড়্যমান গিরি বাধাপ্রাপ্ত হয়ে

বনস্থান হইতে ভ্রষ্ট কভু নহে,

নিয়মিত মেঘ (২) গমনবশে । ৩৪

বহু দূরগামী আকাশের পথে,

অখগণ আনে সকল মরুতে

স্তোভার আগ্নের করি বিহিত । ৩৫

প্রশংস্ত সূর্য্যের সমতুল্য অগ্নি

ভেজাবলে সর্কদেব পূর্ব্বজনি (৩)

মানাস্থানে তারা (৪) ভানুতে স্থিত । ৩৬

(২) মূলে "পৰ্ব্বতাশ্চিন্দিষেমিরে" । পৰ্ব্বতাশ্চিৎ পৰ্ব্বতা মেঘা  
অপি তদীয়েন গমেন নিষেমিরে নিয়মাচ্ছে । সাধারণ ।

(৩) মূলে জনিপূৰ্ব্বঃ আছে । পূৰ্ব্বঃ সৰ্ব্বেষু দেবেষু সুখ্যোজনি  
অজায়ত । সাধারণ ।

(৪) তারা—মলতারা । ভানুতে—দীপ্তিতে ।



১১ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা । বৎস ঋষি ।

ব্রতপা হে অগ্নি দেব ! তুমি মর্ত্যগণে,

জীভ্য যজ্ঞে অতএব ।

প্রশংসার পাত্র যজ্ঞে বধি শত্রুজনে,

অধ্বরের নেতা দেব ॥ ২

জাতবেদা তুমি বিদূরিত কর,

পৃথক্ কৃত করি অরাতি নিকর,

অদেব অরাতি করহ দূর । ৩

নিকটে থেকেও তুমি জাতবেদা

রিপূর যজ্ঞেতে নাহি যাও কদা,

দয়া আমাদের প্রতি প্রচুর । ৪

তুমি জাতবেদা মরণ রহিত,

মোরা বিপ্র নহে মৃত্যুর অতীত,

তব তুরি নাম করিব মনে । ৫

মৃত্যুর অধীন বিপ্র মোরা সবে

রক্ষা পাইবারে বিপ্র অগ্নিদেবে (১)

হব্য সব দিব স্তব-বচনে ॥ ৬

(১) মূলে বিপ্রং দেবং অগ্নিং আছে। এক্ষণ বিপ্র অর্থে যেমন  
বংশগত ব্রাহ্মণ বুঝায়, ঋষিদের সময়ে তাহা বুঝাইত না। বিপ্র অর্থে



পরম আবাস হতে বৎস ঋষি  
 স্তব দ্বারা তব কৃপা অভিলষী,  
 তব মন তাই আকৃষ্ট করে । ৭  
 সমানে দর্শন কর বহু দেশ  
 সমস্ত বিশ্বের তুমি পরমেশ,  
 আহ্বান তোমা করি সমরে ॥ ৮  
 রক্ষা পাইবার আশে আমরা সমরে,  
 অগ্নিকে আহ্বান করি অন্ন ইচ্ছা করে,  
 চিত্রধনযুক্ত অগ্নি সতত সমরে । ৯  
 তুমি যজ্ঞে পূজনীয় তুমি পুরাতন,  
 তুমি নব্য তুমি অগ্নে ! হোতা সনাতন ;  
 স্বতন্ত্র বিস্তার তুমি কর যজ্ঞে আসি,  
 আমাদের প্রদান করহ ধনরাশি । ১০ ।

---

মেধাবী । সে সময়ে জাতিভেদ হয় নাই । অগ্নিকে কোন জাতি  
 বাচক শব্দ দ্বারা বিশেষিত করার আবশ্যিকতা দেখা যায় না । অগ্নি  
 হোতা দেবতাকে আহ্বান করেন এজন্য তাহাকে বিশেষ মেধাবী বলা  
 হইয়াছে । ৮।১২।১৩ বকে অগ্নির ক্ষত্র (বল) আছে বলা হইয়াছে ।  
 যদি জাতিভেদ থাকিত, তবে একই দেবতার বিশেষ ও ক্ষত্র বলা  
 হইত না ।



১৯ সূক্ত ।

১৬।১৭ ত্র্যসদস্য রাজার দান দেবতা ৩৪।৩৫

আদিত্য দেবতা । অবশিষ্টের অগ্নি  
দেবতা । কণ্ণগোত্রীয় সোভরি ঋষি ।

স্তব কর ওহে স্তোতা প্রসিদ্ধ অগ্নির,  
তিনি স্বর্গে হব্য লয়ে করেন গমন ।  
ঋত্বিকেরা যার কাছে সে দীপ্ত স্বামীর,  
দেন হব্য দেবগণ করিয়া বতন । ১  
অগ্নিকে করহ স্তব হে বিপ্র সোভরে !  
তিনি চিত্র শোচি, দান বিভূত তাঁহার ;  
পুরাতন দেব তিনি সকল অধ্বরে,—  
নিয়ামক, কর বজ্র সেই নিয়ন্তার । ২  
দেব মধ্যে দেব তুমি বাজিক ও হোতা,  
ভজি তোমা হে অমর যজ্ঞের সূকর্তা । ৩  
স্তব করি দীপ্তিকারী অগ্নি দেবতার  
শ্রেষ্ঠ শুচি স্তবগ সে অর প্রদাতার ;  
স্বর্গস্থ বরুণ মিত্রে জলদেবগণে  
তিনিই বজ্রন আমাদিগের কল্যাণে । ৪  
যে মর্ত্য স্তব্ধ বজ্রে বাজিক হইয়া



সমিধ্ প্রদানে করে অগ্নির অর্চনা,  
 আহুতি ও বেদ মন্ত্রে অর্চনা করিয়া,  
 নমস্কার করি করে তাঁহার প্রার্থনা ;—৫  
 ব্যাপ্তিশীল অশ্ব তাঁর হয় বেগবান্  
 সর্বাপেক্ষা যশ তাঁর হয় দীপ্তিমান্ ;  
 কিবা দেবকৃত পাপ কিবা মর্ত্যকৃত,  
 তাঁহার নিকটে নাহি হয় উপস্থিত । ৬  
 বল-পুত্র অন্নপতি ! সাগ্নিক হইব  
 তোমার অনল সব করিয়া অর্চনা ;  
 তুমি দেব বীৰ্য্যবান্ তোমাকে পূজিব,  
 আমাদিগে অগ্নে ! তুমি করহ কামনা । ৭  
 অতিথি প্রশংসমান মিত্রিয় যেমন,  
 যথ যথা ফল-স্রদ, তুমিও তেমন ;  
 তোমাতে উৎকৃষ্ট ক্ষেম আছে বর্তমান,  
 ধন-অধিপতি তুমি হে অগ্নে মহান্ । ৮  
 হে সূৰ্য্য ! যে মনুষ্য যজ্ঞে হয় রত  
 সত্য-ফল প্রাপ্ত হ'ক সে বাক্তি সত্যত ;  
 প্রশংসা ভাজন হ'ক সকল লোকের  
 ভজনা প্রবণ হ'ক সহায়ের স্তোত্রের । ৯  
 যাঁর যজ্ঞে অগ্নি তুমি হও উৰ্দ্ধগামী



বীরযুক্ত হয়ে তিনি হন সিদ্ধিশ্রামী ;  
 অশ্বের সহায়ে তাঁর লাভ হয় জয়,  
 মেধাবী ও বীর সহ মিল তাঁর হয় । ১০  
 বিশ্ব বরগীষ্ম অগ্নি দেব রূপবান্  
 যার গৃহে অন্ন স্তোম করেন ধারণ ;  
 তাহার হব্য সকল হয় ব্যাপ্তিমান  
 দেবগণ সেই হব্য করেন গ্রহণ । ১১  
 বলপুত্র অগ্নি ! বিপ্র অথবা স্তোতার  
 হবাদানে ওহে বসো বাক্য বিধানের,  
 দেবভাগণের নিম্নে মর্ত্যের উপর  
 ব্যাপ্ত কর এই নিবেদন আমানের । ১২  
 স্তম্ভক অগ্নিকে হবাদানে নমস্কারে,  
 ভক্তিভাবে যেই ব্যক্তি পরিচর্যা করে,  
 ক্রিপ্রগামী তেজোযুক্ত অগ্নিকে অর্চয়,  
 সমৃদ্ধি সম্পন্ন সেই অবশ্যই হয় । ১৩  
 যে মর্ত্য অথগুনীর অগ্নি-দেবতার  
 পরিচর্যা করে হব্য সমিধ্ ধারায়,  
 কৰ্ম্ম-ফলে সেই জন হয় ভাগ্যবান্,  
 লোক অতিক্রমি অগ্নে হয় দ্যোতমান্ । ১৪  
 গৃহে অভিভূত করে অগ্নিকে (১) যে ধন,



পাপাত্মাজনের ক্রোধ করে নিবারণ,  
 হে অগ্নি সে ধন তুমি কর অহরণ,  
 তব কাছে আমাদের এই নিবেদন । ১৫  
 অর্য্যমা, বরুণ, মিত্র, ভগ, অশ্বিনয়,  
 যে অগ্নির তেজেতে হইলেন তেজোময়,  
 হে অগ্নি তোমার সেই ধনের দ্বারায়  
 স্তোত্রজ হইয়া, আর ইন্দ্রের কৃপায়  
 রক্ষা প্রাপ্ত হয়ে, করি সে তেজের ধ্যান,  
 কর তুমি অগ্নিদেব ! মোদের কল্যাণ । ১৬  
 ওহে বিপ্র অগ্নি ! তুমি মানব-লোচন  
 স্নন্দর করমোপেত, যাহারা ধারণ  
 করেন তোমাকে, দেব ! সেই বিপ্রগণ  
 ধ্যানযুক্ত হয়ে যজ্ঞে স্পৃশোভিত হন । ১৭  
 তাঁহারাই হে সূভগ তোমার জন্তেতে  
 বেদির নির্মাণ করে আচ্ছাদিত দিইতে,  
 শুভদিনে সোম অভিষেক করিবারে  
 তাঁহারা উত্তোগ করে, ধনলাভ করে,—  
 বলেতে মহৎ ধন লাভ করে তাঁরা  
 তোমাকে কামনা করে হে অগ্নি ! যাহারা । ১৮



হউন আহুত অগ্নি ভদ্র আয়াদেব,  
ভদ্র হ'ক হে স্তভগ ! দান তোমাদেব,  
ভদ্র হ'ক হে অনল ! তোমার অধ্বর,  
প্রশস্তি সকল হ'ক মঙ্গল-আকর । ১৯

কর ভদ্র আয়াদেব মন রণস্থলে,  
পরাজিত কর শত্রু সেই মনোবলে ;  
প্রবলের প্রভূত ও স্থির বল নাশ,  
ভজিব অভিষ্টি দ্বারা করিয়াছি আশ । ২০

স্বব দ্বারা পূজা করি দূত অগ্নিদেবে  
তিনি মনুহিত তাঁকে, দেবতারা সবে,  
জানিয়া ষাণ্ডিক শ্রেষ্ঠ হব্যের বাহন,  
ঈশ, দূতরূপে হেথা করেন প্রেরণ । ২১

তীক্ষ্ণজ্ঞান, নিতানব, অগ্নি রাজমান  
অন্নজন্ত তাঁর কাছে কর স্বব গান ;  
স্বনূত বাক্যের দ্বারা অগ্নি হয়ে স্তভ,  
স্তোতার সুবীৰ্য্য দেন হয়ে স্তভাহত । ২২

আহুত হইলে অগ্নি যুতের দ্বারায়  
উর্দ্ধে নিম্নে যখন করেন শব্দ হার !



অশ্বর সূর্য্যোর জ্ঞান রূপ আপনার (২)  
 প্রকাশ করিয়া শোভা করেন বিস্তার । ২৩  
 মনুহিত যেই অগ্নি স্নগন্ধি আস্যোতে  
 প্রেরণ করেন হব্য, দেব দেব হোতা,  
 মরণ-রহিত, অতি সুন্দর যজ্ঞোতে  
 করেন ধনের সেবা সে পূজ্য দেবতা । ২৪  
 হে আহুত মিত্রভূত বলের নন্দন !  
 মর্ত্য হইলেও মম এই নিবেদন,  
 তুমি হই যেন, তুমি মরণ রহিত, (৩)  
 অনুগ্রহে কর দেব এহেন বিহিত । ২৫  
 মিথ্যাপবাদের জ্ঞাত হে বশু তোমাকে  
 অথবা পাপের জ্ঞাত মন্দ বলিব না ;  
 ছুর্বুদ্ধি ও পাপবুদ্ধি শত্রু আমাদিগে  
 যেন নাহি হয় ; স্তোতা ক্রোধ করিবে না । ২৬

(২) “অশ্বর ইব নির্ণিকং আছে । এস্থলে অশ্বর সূর্য্যার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। রমেশ বাবু বলেন ৬ষ্ঠ অষ্টকে ৮টি স্থলে অশ্বর শব্দের ব্যবহার আছে। তন্মধ্যে ছয়টি স্থলে উহা দেবগণের বিশেষণ এবং দুটি স্থলে বনবান্ শব্দের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত ।

(৩) এই মন্ত্রে মর্ত্য মনুষ্য অমর অগ্নির জ্ঞান হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। ২১ ও ২৪ ঋক হইতে বুঝা যায় যে মনু অগ্নি পূজার একজন প্রবর্তক ।



পিতার উদ্দেশ্যে যথা পুত্র হব্য দেয়,  
 যজ্ঞ-গৃহে লক্ষ্য করি দেব সমুদয়,  
 আমাদের পুষ্টিদাতা অগ্নি সেই রূপ  
 করেন হব্যের দান হোতার স্বরূপ । ২৭  
 হেবন্তু ! তব যে রক্ষা যাহা সন্নিহিত,  
 মর্ত্য আমি সে রক্ষায় হইয়া রক্ষিত,  
 সদা প্রীতি সহ যেন দেব সেবা করি;  
 অনুগ্রহ কর হেন করুণা বিতরি । ২৮  
 তব সেবা করি অগ্নে ভজিব তোমার,  
 ভজিব হব্যের দানে, প্রশস্তি ভাষায় ;  
 তুমি শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি হও রক্ষক আমার,  
 দান পাবে বলি হর্ষ হউক তোমার । ২৯  
 গ্রহণ সখ্যতা তুমি কর অগ্নে যার  
 তোমার কৃপায় বীৰ্য্য অন্ন বাড়ে তাঁর । ৩০  
 সোমসিক্ত নীলবান্ কম দ্রবণীয়  
 দীপ্ত অগ্নে তব জগ্ন প্রস্তুত পানীয়  
 প্রিয় হও তুমি অগ্নে ! মহতী উষার,  
 প্রকাশিত হও তুমি বস্তুতে নিশার । ৩১  
 অগ্নিদান্য করিছেন অগ্নিদেবে স্তব .  
 আসিতেছে তাঁর কাছে সোভরিরা সব ,



অগ্নি মহাতেজশালী সুন্দর-গমন,  
 লইতেছে সোভরিরা তাঁহার শরণ । ৩২  
 অত্র অগ্নি সব অগ্নে নিকটে তোমার  
 অবস্থিতি করে হয়ে সদৃশ শাধার ;  
 মানবগণের মধ্যে তব ক্ষত্র (৪) আমি  
 বৃদ্ধি করি স্তোতৃবৎ হব অগ্ন্যমী । ৩৩  
 সমস্ত ধনের দাতা, দ্রোহ-বিরহিত,  
 হে আদি ভাগণ ! নেও যে মর্ত্যকে পারে,  
 তোমরা সকলে, পায় সে ফল নিশ্চিত,  
 এজন্ত আমরা দেব ! ভজিছি তোমারে । ৩৪  
 তোমরা হে রাজগণ ! শত্রুগণ জেতা,  
 মানবগণের শত্রু-অভিভবয়িতা ;  
 তোমরা বরুণ মিত্র দেব অর্ধ্যমণ্  
 হইব যজ্ঞের নেতা এই আকিঞ্চন । ৩৫  
 অর্ধ্যা, সৎপতি, দাতৃগণে স্তমহৎ,  
 আমাকে করিলা দান বধু পঞ্চাশৎ,  
 ত্রসদন্য রাজা পুরুকুৎসের নন্দন,  
 করিতেছি স্তবে তার যশের কীর্তন । ৩৬

---

(৪) মূলে "তব ক্ষত্রাণি" আছে । সূত্রাং অগ্নি ও ক্ষত্রধর্মবিশিষ্ট অর্ধ্যাৎ বলশালী ।



সুন্দর বসতি পূর্ণ নদীর সম্মুখে  
 শ্রামবর্ণদিগের অধিপ ত্রসদম্বা,  
 ত্রিসম্পত্তি গাভী রাজা দিলেন আমাকে,  
 দান করিলেন আর আর আর বস্তু। ৩৭

২১ স্থক।

শেষ দুটি ঋকে চিত্র রাজার দানস্তুতি।

অবশিষ্টের ইন্দ্রদেবতা।

কণ্ণের পুত্র সোভরি ঋষি।

স্থূলব্যক্তি মত তোমা করিয়া পোষণ  
 হে অপূৰ্ণ ইন্দ্রদেব বিচিত্র দর্শন!  
 রণেতে আমরা তোমা ডাকিছি সবার  
 রক্ষা পাইবার আশে তোমার কৃণায়। ১  
 আমরা যজ্ঞার্থে কাছে যেতেছি তোমার,  
 তুমি যুবা, উগ্র, কর শত্রুর সংহার;  
 আমরা তোমার সখা, এস অভিমুখে,  
 তজনীর রক্ষাকারী, বরি তোমা স্মৃখে। ২



গোপতি উর্করাপতি ইন্দ্র অশ্বপতি  
 আগমন কর হেথা দেব সোমপতি,  
 এই সব সোম দেব সকলি তোমার,  
 পান কর দয়া করি, প্রার্থনা আমার । ৩  
 আমরা অবজ্ঞা বিপ্র, তুমি বজ্রমান্,  
 করিব তোমার সহ মৈত্রতা সংস্থান ;  
 তোমার যে তেজ আছে তা সবার সহ  
 সোমশান করিবারে হেথায় আসহ । ৪  
 গব্যাস্ক্র মন্দির তোমার সোমরসে  
 বসিরা আমরা, যথা পক্ষিগণ বসে,—  
 স্বর্গ প্রাপ্ত হেতুভূত বসিরা তাহার  
 অভিযুগী হয়ে স্তব করিছি তোমার । ৫  
 এই নমস্কারে করি সমভিবাদন,  
 কেন মূলমূল ইন্দ্র ঋষি চিন্তন ?  
 হরিবান্ দাতা তুমি, মোরা আশাবান্,  
 আমাদের কর্ম সব তব বিভ্রমান্ । ৬  
 লভিরা তোমার কৃপা হইব নৃগন,  
 আমরা হে বজ্রধারি ! এই নিবেদন ;  
 এ হেন মহান্ তুমি না'হ জানিতাম  
 পূর্বে-ত আমরা কভু, এবে জানিলাম । ৭



তোমার সখিত্ব শুর ! আছি অবগত,  
 আছি অবগত আছে তব ভোজ্য যত,  
 যাচি তাহা হে ব্রজ্জন্ বসো ! শিপ্রবান্  
 গব্যযুক্ত অন্ন কর আমাদিকে দান । ৮  
 আনিয়া দিলেন যিনি এ সমস্ত ধন  
 পূর্বকালে আমাদিকে ওহে সখাগণ !  
 তোমাদের প্রতি যাতে কৃপা তাঁর হয়,  
 সেই জন্ত করি এই স্তব সমুদয় । ৯  
 শত্রু-অভিভাবয়িতা, হর্যাস্থ, সংপতি  
 ইন্দ্রকে যে মন্ত করে, সে ই করে স্তুতি ;  
 আমরা তাঁহার সদা করি স্তব গান,  
 করুন শত গো অশ্ব দান মঘবান্ । ১০  
 ধৃষত ! আমরা লভি তোমাকে সহায়,  
 ক্রোধন আছয়ে যত শত্রু সমুদায়,  
 আছে বাহাদেব গাভী, তাঁহাদিকে রণে,  
 নিধন করিব এই অভিলাষ মনে । ১১  
 করিব বিজয় রণে হিংসাকারী জনে,  
 করিব বিজয় তথা পাণবুদ্ধিগণে ;  
 মরুদগণ সহ ইন্দ্র ! বৃত্রকে বধিব,  
 ব্রহ্ম কৰ্ম্ম, কৰ্ম্ম সব বর্দ্ধিত করিব । ১২



জগ্ৰাবধি নাহি কেহ লাভব্য তোমার,  
বন্ধুও তোমার কেহ নাহি দেধি আর ;  
ইচ্ছা যদি কর কেহ তব বন্ধু হবে,  
তাহাকে হইতে হবে সে বন্ধু আহবে । ১৩

কেন নাহি কর বন্ধু ধনবান্ গণে,  
তোমাকে পিরায় ইন্দ্র ! সুরামন্ত্রজনে ;  
দূর কর মানবের কার্পণ্য যখন,  
পিতার মতন তোমা ডাকে সে তখন । ১৪

তোমার সদৃশ দেব-বন্ধুত্বে বঞ্চিত  
না হই আমরা যেন ইন্দ্র কদাচিত্ ;  
সোম অভিবৃত্ত হলে মালয়া তখন,  
আমরা করিব তব সহোপবেশন । ১৫

হে গোদাতা ইন্দ্র ! যেন না হই কখন  
ধন-শূন্ত, অত্র কাছে না করি গ্রহণ ;  
ধনস্বামী তুমি, ধন দাও দৃঢ় করি,  
হিংসিবারে নারে তব ধন কোন অরি । ১৬

করিলা কি ইন্দ্র এই ধন বিতরণ ?  
অথবা পুত্ৰগা সরস্বতী দিলা ধন ?



অথবা হে চিত্র ! তুমি করোছ প্রদান (১)  
 আমাকে, কেননা আমি হব্য করি দান ? ১৭  
 অত্র যে সকল রাজা, সরস্বতী তীরে  
 বাস করে তাঁহাদিগে, মেঘ যথা করে  
 বারি ধারা, চিত্ররাজ করিলেন শ্রীত,  
 প্রদান করিয়া ধন সহস্র অযুত । ১৮

৭৭ শ্লোক।

ইন্দ্রদেবতা। কণ্ঠের অপত্য কুরুসূতি ঋষি।

জাতমাত্র ইন্দ্র শতক্রতু মার  
 করিলা ভিক্ষাসা এতেন ভাবায়  
 কারা হয় উগ্র, প্রসিদ্ধ কারা ? ১  
 তখনি শবসী বলিলেন তাঁর  
 ঔর্ণবাব অহীত্তব আদি হার !  
 নিস্তার্থ্য হে পুত্র হয় তাহার। ২

---

(১) চিত্র নামক রাজা সরস্বতী তীরে বসে করিয়াছিলেন।  
 সোত্তরি তাঁহার বক্ষে বহু ধন লাভ করতঃ এই দুইটি ঋকের দ্বারা  
 তাঁহার দানের ভূতি করিয়াছিলেন। সায়ণ।



ସଦା କୃଷ୍ଣ ଅର ହୟ ଚଞ୍ଚୁ ଦ୍ଵାରା,  
 ବ୍ରହ୍ମହା ହାରାୟ ହଟେଲ ତାହାରା,  
 ଶତ୍ରୁ ବଧି ବଢ଼ ହେନେ ତିନି । ୩  
 ମୋମ-ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଶ ପାତ୍ର କମନୀୟ  
 ପାନ କରିଲେନ ଈନ୍ଦ୍ର ମୋମ-ପ୍ରିୟ (୧)  
 ସୁଗନ୍ଧ ଏକତ୍ର ପାନେତେ ସିନି ॥ ୪  
 ଶ୍ଵୋତାକେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବାର ଆଶେ  
 ସୁଗ-ବିରହିତ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ-ମେଶେ  
 ଚାରିଦିଗ୍ ହ'ତେ ମେଷେ ହିଂସିଲା । ୫  
 ମକ୍ଷ ଅଗ୍ନି ଈନ୍ଦ୍ର କରିয়া ଧାରଣ  
 ବିଷ୍ଣୁତ ବାଣେର କରିয়া ଗ୍ରହଣ,  
 ମେଷ ମକଳକେ ବିକ୍ର କରିଲା । ୬  
 ଏହି ବାଣ ଗୁପ୍ତ ଶତ ଅଗ୍ରଯୁକ୍ତ  
 ଆଛେ ତାହେ ଈନ୍ଦ୍ର ! ମହତ୍ତ୍ଵକ ମତ୍ର,  
 ଇହାହି ତୁମି କରେଛ ସହାୟ । ୭  
 ଶୁଭକାରୀ ମରନାରୀର ଶୂନ  
 ମଂସହାନ କରିତେ ଆହରଣ ଧନ,  
 ଅଗ୍ନିସାହି ସ୍ଥିର ପ୍ରାଭୁତ ହାୟ । ୮

(୧) ଈନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ନିବାମାତ୍ରୁରୁ ଅତି ପୁରୁଷ ଓ ମୋମପ୍ରିୟ ତାହା ଏହି ଚାରିଦିଗ୍  
 କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଖି ଦୁଃଖୀ ସାର ।



এই সব বড় চতুর্দিকে পরিণত  
 পর্কিত সকল ইন্দ্র তোমারি প্রকৃত ;  
 বাহাতে তাণ্ডাধা থাকে হইয়া সুস্থির  
 হৃদয় বেটেনে তুমি কর হেন বীর ! ৯  
 যে সমস্ত জন ইন্দ্র আছয়ে তোমার  
 বিফুট হইলেন দেব প্রদাতা তাঁহার ;  
 তিনি অতিশয় উচ্চগতি সমবিত,  
 হয়েছেন তোমার দ্বারায় প্রণোদিত ;  
 দ্বিরাছেন ইন্দ্র শত মহিষ ও কীর,  
 দ্বিরাছেন পক অন্ন, বরাহ সে বীর (২) । ১০  
 বহুশর ধনু তব স্কৃত স্তম্ভ ।  
 লাধু সাধু ইন্দ্র তব বাণ স্বর্গায় ;  
 রমণীয় মর্শভেদী তব বাহুদয়,  
 যজ্ঞের ঈর্ষক তাণ্ডা সুসংস্কৃত হয় । ১১

(২) বিফুর অর্থ অগ্নে দে সূর্য্য । এই স্থলে দেখা যাইতেছে যে  
 তিনি ইন্দ্র প্রেরিত হইয়া আশাশ পরিভ্রমণ করেন ও জন প্রেরণ  
 করেন অর্থাৎ বৃষ্টি বর্ষণ করেন ।



# নবম মণ্ডল ।

৫ সূক্ত ।

আপ্রীদেবতা । কশ্যপ গোত্রোৎপন্ন অসিত

বা দেবল ঋষি ।

সমিদ্ধ বিষ্ণের পতি পবমান,

অভীষ্ট বর্ষিয়া দেব রাজমান,

শব্দ করি দেবগণে প্রীত করি । ১

শৃংগেতে তনুনপাৎ পবমান

ভীক্ষুতর হয়ে, হয়ে দীপ্তিমান,

রাজমান সোম অন্তরীক্ষ, পরি ॥ ২

ঐলেন্ত্র (১) সে সোম দেব পবমান

ধনদাতা অতিশয় দীপ্তিমান্

বিরাজিত তেজে মধুর ধারায় । ৩

তেজেতে প্রাচীন বর্হি সূত করি,

দেবগণ কাছে হরিদ্বর্ণ ধরি,

অরিত হইবে যেতেছেন হার ॥ ৪

---

(১) ঐলেন্ত্র স্ততি-যোগ্য ।



হিরণ্যমী দ্বারদেবী হুতৈজন,

করেন বৃহদ্বিগে উদগমন

পবমান সোম সহ স্তুত হয়ে । ৫

বৃহতী মহতী অতি শোভনীয়

দিবারাত্রি দ্বয়ে চাক্র দর্শনীয়

কামনা করেন তিনি স্বহৃদয়ে ॥ ৬

মানবের দ্রষ্টা, দেবগণ হোতা,

উভেকে আহুত করিতেছি হেথা ।

ইষ্টবর্ষী ইন্দ্র, সোম পবমান । ৭

মোদের এ সোমযজ্ঞে রূপবতী

সরস্বতী, ইলা মহতী, ভারতী

করুন আসিয়া তিনে অধিষ্ঠান ॥ ৮

অগ্রজাত পুরোগামী প্রজা পালয়িতা,

তৃষ্টদেবে আবাহন করি আমি স্তোতা ;

পবমান সোম আর ইন্দ্র দেবপতি

উভয়েই কামবর্ষী উভে প্রজাপতি । ৯

হরিষর্গ, দীপ্তিমান, হিরণ্য-বরণ,

সহস্র শাখাতে যিনি অতি স্তমোতন ;

হেন বনস্পতি দেবে সোম পবমান ।

মধুর ধারায় কর সংস্কার বিধান ॥ ১০



তুহে বিশ্ব দেবগণ ! বায়ু বৃহস্পতি  
 সূর্য্য, আশ্ব, ইন্দ্র আদি দেবের সংহতি,  
 মিলিত হইয়া হেথা কর আগমন,  
 সোমের স্তুতিয়া স্বাহাশব্দ উচ্চারণ । ১১

৮ সূক্ত ।

পবমান সোমদেবতা । অসিত অথবা  
 দেবল ঋষি ।

ইন্দ্র-প্রিয় রস যথাকাম ক্ষরি,  
 বীৰ্য্য তাঁর তায় সম্বর্দ্ধন করি,  
 এই সব সোম সম্মুখে যার । ১  
 অভিযুক্ত সোম ডাকে চমসেতে,  
 ঋগ্ বায়ু অগ্নিহব্য সন্নিতিতে,  
 আমাদের বীৰ্য্য প্রসূত তার । ২  
 ইন্দ্রের পূজার্থে অভিযুক্ত হয়ে,  
 হে মনোজ্ঞ সোম ইন্দ্রকে প্রেরিয়ে,  
 বস আমাদের যজ্ঞের স্থলে । ৩  
 দ্বাদশগুলি করে তোমায় মুক্ষণ,



সপ্তহোতা করে প্রীতি উৎপাদন,

প্রমত্ত করেন বিপ্র সকলে। ৪

মেঘলোমজাত, সৃষ্ট উদকেতে,

দেবগণ-মদ নিমিত্ত তোমাতে

গব্যের মিশ্রণ লইব করি। ৫

বজ্রের জ্বার গব্য আচ্ছাদন

করিতেছে সোম প্রদাপ্ত-দর্শন,

স্বত ও কলশে নিষিক্ত হরি (১)। ৬

ধনবান্ মোরা আমাদের দিকে

ক্ষরিত চটয়া, মার শত্রুদিগে,

হে ইন্দো! সখায় (২) প্রবেশ কর। ৭

পৃথিবী উপরে কর বরিষণ

বৃষ্টি, ধন তুমি কর উৎপাদন,

সংগ্রাম সময়ে সাহস ধর (৩) ॥ ৮

(১) মূলে "হরি" শব্দ আছে। হরিভবর্ণ (সারণ)।

(২) ইন্দ্রে।

(৩) মূলে পুংস্বসহোদাঃ আছে। পুংস্ব সংগ্রামেবু সহো বংলং  
দাঃ বেহি (সারণ)। সহঃ শব্দ হইতে সাহস শব্দ হইরাছে, ইহা  
মনের বল। সাহস শব্দ রাধিকাম্।



দেখ নেতৃগণে, আছ স্বর্গ জ্ঞাত,  
 ইন্দ্রই অগ্রেতে করেন পান,  
 পিয়ে পরে তোমা স্তোতা মোরা যত  
 লভি যেন প্রজা, হই অন্নবান্ । ১

৪৮ সূক্ত ।

অবমান সোম দেবতা । ভৃগুপুত্র কবি ঋষি ।

ধনের ধারণ কর, মঙ্গল ধারণ,  
 প্রকাণ্ড স্বর্গের মাঝে বাস সর্বক্ষণ,  
 শোভন কার্যের মোরা করি অমুষ্ঠান  
 যাচঞা করি তুমি সোম ধন কর দান । ১  
 পরাভবকারী শত্রুদিগে নাশ কর,  
 অনেক মহৎকার্যে প্রশংসা বিস্তর,  
 প্রশংসার যোগ্যপাত্র, আনন্দ-বিধাতা  
 শত্রুপুরী নাশ করি অতিভবয়িতা । ২  
 স্বর্গলোক হ'তে সোম ! অবলীলা ক্রমে  
 আনিল সুপর্ণ তোমা এই মর্ত্যধামে ;



সূন্দর কার্যের তুমি দেব অনুষ্ঠাতা,  
 ধনের ঈশ্বর তুমি ধনের প্রদাতা । ৩  
 এই সোম বৃষ্টি-জল করেন প্রদান  
 স্বর্গবাসী সকলের পক্ষেতে সমান,  
 অমৃত রক্ষক ইনি জানিয়া এ কথা  
 আহরণ করিলা সুপর্ণ তাঁকে হেথা (১) ; ৪  
 অতীব সতর্ক সোম অভিষ্টপূরক  
 কিঞ্চিৎ পরেতে বলপ্রয়োগপূর্বক,  
 করিলা ধারণ দেব বীৰ্য্য অতিশয়,  
 শুধুন এ স্তব তিনি হইয়ে সদয় ।

---

(১) ঐদ্য হর পুরাণে গরুড় কর্তৃক যে অমৃত আহরণের বৃত্তান্ত  
 আছে, শ্রেন ( সুপর্ণ ) কর্তৃক সোম আহরণ সম্বন্ধীয় উপাখ্যানই তাহার  
 মূল । ঋগ্বেদে দেবগণের পানীয় অমৃতের উল্লেখ নাই, গরুড়েরও  
 উল্লেখ নাই । ( রমেশ ) ।



৬৬ সূক্ত ।

অগ্নি ও পবমান সোম দেবতা । শতসংখ্যক

বৈখানস ঋষি ।

তুমি সখা বিশ্ব কর দরশন,  
তুমি ঈডা, বন্ধু — করিয়া শ্রবণ  
এ সব কবিতা, ক্ষরিত হও । ১

তোমার যে দুটা পত্র বক্রভাবে  
ছিল অবাস্থিত, তাহার প্রভাবে  
সর্বোপরি রাক্ষা হইয়া রও । ২

যে সমস্ত পত্র আছে তব' পরি  
শোভ তুমি তায় কবে ! আহা মূরি !  
সকল ঋতুতে তুমি ক্ষরিত । ৩

সখা সখা প্রতি বরণ্য স্তবনে,  
উৎপাদিয়ে অন্ন রক্ষার কারণে,  
সোম তুমি ক্ষর হয়ে শোধিত । ৪



ছালোকের পৃষ্ঠে অগবা ধরায় (১)  
 তব শুভ্র অর্চ্চ তেজের সহায়  
 করয়ে পবিত্র, (২) সোম ! বিস্তৃত । ৫  
 এই সপ্ত দিক্‌ তোমার আক্রায়  
 প্রবাহিত হয়, গাভী সমুদায়  
 ক্ষীর দিতে তোমা তবানুসৃত (৩) । ৬  
 ইন্দ্র দিকে যাও, সোম অভিযুত !  
 সানন্দে ধারায় হয়ে প্রবাহিত,  
 অক্ষয় আহার করহ দান । ৭  
 সপ্ত নারী করি অঙ্গুলি চালন  
 তুমি যজ্ঞে বিপ্র ইত্যাদি কথন  
 সমস্বরে সবে করিল গান । ৯  
 শব্দ করি বদা মেশ জল সহ,

(১) মূলে “দ্রবপৃষ্ঠে” আছে । “দ্রবো দ্যোতমানস্ত আদিত্যস্ত  
 ছালোকস্ত বা পৃষ্ঠে অপব ভাগে পৃথিব্যামিত্যর্থঃ ।” (সায়ণ) ।

(২) “পবিত্রং পবমানসাধনমুদকং” সায়ণ । অর্থাৎ সোম শোধিত  
 করিবার জল । আমি পবিত্র শব্দই রাখিলাম ।

(৩) মূলে “তুভ্যং ধাবংতি মেনবঃ” আছে । “তুভ্যং ত্বদ্বর্ণনৈব  
 আশিরং ক্ষীরং প্রযচ্ছাম ইতি ধাবংতি ।”



মাজে তোমা তথা অঙ্গুলিসমূহ,  
 মেঘ-লোমে (৪) জীর্ণ হও স্নমনে (৫) । ৯  
 হে কবে! বাজিন্! হইলে ক্ষয়িত,  
 ধারা তব তথা হয় প্রবাহিত  
 অথ যথা ধার অয়ের জন্তে । ১০  
 কলসের' পরি রাখি মেঘলোম  
 সঞ্চালিত করে মধুচ্যুত সোম (৬)  
 পুনঃপুনঃ যত অঙ্গুলচর । ১১  
 অন্তহিত হয় কলশ ভিতর,  
 দেখু-যথা হয় গৃহ অভ্যন্তর,  
 পশে ঋত-ধোনি সোম নিচর । ১২  
 গব্যসহ যেই হও সংমিশ্রিত,  
 আন্মাদের মহা যজ্ঞে প্রবাহিত  
 হুয়ে আপ্ করে তোমা গমন । ১৩

(৪) মূলে “অব্যো” আছে। “অবিবালেন কৃত পবিত্রে” সারণ।  
 মেঘলোম কৃত পবিত্রে (ছাঁকনিতে) ।

(৫) “জীরো অধি যপি” আছে। অর্থাৎ যখন বিন্দু বিন্দু পরি-  
 মাণে ছাঁকনি হইতে নিকিণ্ড হইয়া কমিতে অর্থাৎ জীর্ণ হইতে থাকে  
 তখন মেঘলোমের সহিত শব্দ হইতে থাকে।

(৬) মূলে “মধুচ্যুতঃ” শব্দ আছে। মধুরসস্ফারণকারী (সারণ) ।



তব সখে থাকি হে ইন্দো ! তোমার  
 পূজার্থে করিয়া স্তুতির উচ্চারণ,  
 তোমার সখিত্ব করি যাচেন ॥ ১৪  
 গাভীর অবেষ্টা যে ইন্দ্র মহান্  
 মানবের ব্রষ্টা, হও পবমান্  
 তার জন্তে, পশু জঠরে তাঁর । ১৫  
 উগ্রগণ মধ্যে তুমি ওজস্বান্  
 তুমিই মহান্ সোম পবমান্,  
 যোদ্ধা তুমি, সদা জয় তোমার ॥ ১৬  
 শূর হ'তে শূর, উগ্র হ'তে উগ্রতর,  
 বহুধনদাতা হ'তে দাতা মহন্তর ;  
 হেন পবমান সোমে আমরা হেথায়  
 বরণ করিছি তাঁরে সখিত্ব আশায় ॥ ১৭  
 বীৰ্য্যবান্ সোম ! তুমি অন্ন কর দান,  
 দান কর পুত্র আর পৌত্রাদি সন্তান ;  
 সখিত্ব আশায় তব করি অভ্যর্থনা,  
 যুদ্ধে সহায়তা জ্ঞাত করিছি প্রার্থনা । ১৮  
 রক্ষা কর আয়ু, দাও অন্ন বল,  
 পরাভব কর রাক্ষস সকল  
 দূরে হ'তে অগ্নে ! প্রার্থনা করি । ১৯



অগ্নি ঋষি পবমান্ পুরোহিত,  
 পঞ্চজন হিতকারী (৬) প্রশংসিত,  
 আশ্রয়ার্থে মোরা তাঁহাকে ধরি । ২০ ।  
 হে অগ্নে ! তোমার কার্য্য সুশোভন,  
 কর আমাদিগে তেজ আনয়ন,  
 হৃষ্টাপুষ্টা গাভী দাও আমায় । ২১  
 শক্রগণে হিংসি সোম পবমান,  
 স্তুতি অভিযুখে করে অভিযান;  
 বিশ্বজ্জষ্টা দেব সূর্য্যের প্রায় । ২২  
 এই সোম-রস মনুষ্যশোষিত,  
 আহার প্রদাতা, অন্ন সমন্বিত,  
 দেবতার দিকে গতি ইহাঁর । ২৩

(৬) মূলে “পাঁচজনঃ” আছে । অগ্নিকে “পাঁচজনঃ” বলা  
 হইয়াছে । সায়ণ পাঞ্চজন্য শব্দের ত্রিবিধ অর্থ করিয়াছেন ; ( ১ )  
 চতুর্ভব ও নিষাদ ইহারা পঞ্চজন ( ২ ) গন্ধর্ব্ব, পিতৃগণ, দেব, অশ্বর ও  
 রাক্ষস ইহারা পঞ্চজন ( ৩ ) দেব, মনুষ্য, গন্ধর্বাশ্বর, সর্প, পিতৃগণ  
 ইহারা পঞ্চজন । পঞ্চজন সম্বন্ধে ১ ভাগে ১।৭।২ ঋকের টীকা  
 দেখ ।



সত্য ও বৃহৎ শুক্র দীপ্যমান  
 উৎপাদিলা জ্যোতিঃ এই পবমান  
 বিনষ্ট যজ্ঞতে কৃষ্য অধার । ২৪  
 এই পবমান ব্যাপ্ত তেজোরশি,  
 হরিত ধারায়, তমোরশি নাশি,  
 হ্লাদকর হয়ে হন নির্গত । ২৫  
 রথীতম তিনি, শুভ্রে শুভ্রতম,  
 হরিদ্বর্ণবীর, মরুতসঙ্গম,  
 পবমান সোম হয়েন ব্যাপ্ত । ২৬  
 স্বকীয় প্রভায় ব্যাপ্ত পবমান  
 অন্নদাতা মধ্যে তিনিই প্রধান,  
 প্রদান করেন স্তোভায় বীর । ২৭  
 হলেন ক্ষরিত হয়ে নিস্পীড়িত  
 করি মেঘ-লোম-পবিত্র অতীত,  
 পশিলেন শেষে ইন্দ্র শরীর । ২৮  
 এই সোম-রস গোচন্দ্র উপরে  
 প্রস্তুতের সহ কত ক্রীড়া করে,  
 ডাকে যেন ইন্দ্রে হ'তে হ্লাদিত(৭) । ২৯

(৭) সোমরস প্রস্তুত করিবার সমস্ত পদ্ধতিই এই সূক্ত হইতে উপলব্ধি হয়। প্রথমে সোম মতাক্রমে থাকে, তাহার দ্রুতি করিয়া



তব ছান্ন রস স্বর্গতঃ আহত,  
 তাহে আমাদিগে কর উজ্জীবিত,  
 স্মৃতিত কর হে সোম ক্ষরিত । ৩০

---

৭৮ সূক্ত

পবমান সোম । কবি ঋষি ।

করিতে করিতে শব্দ রাজস্ব ক্ষরিত  
 মিশ্রিয়া জলের সহ শুনেন ভারতী ;  
 মেঘাবজ্রে অসারাংশ যদি হ'ল ধৃত  
 শুদ্ধ হয়ে চলিলেন দেবতা সংহতি । ১

---

পত্র বক্রভাবে অবস্থিত থাকে (৭৭ক্) । প্রস্তর দ্বারা সেই লতা নিপী-  
 ডিত হইলে (৭৭ক্) পরে রমণীগণ অঙ্গুলি দ্বারা তাহা চট্কাইয়া রস  
 বাহির করে (৮৭ক্) । পরে সেই রস জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া  
 মেঘলোম নির্মিত পবিত্র অর্থাৎ ছাঁকনি দ্বারা ছাঁকা হয় (৯৭ক্) । সে  
 ছাঁকনি কলশের মুখে স্থাপিত হয়, অঙ্গুলি দ্বারা উপরের রস সঞ্চালিত  
 করা হয় সুতরাং ছাঁকা শোধিত রস কলশের তিতরে পড়ে (১০, ১১,  
 ১২, ৭ক্) সেই শোধিত ছাঁকা রস ক্ষীর বা দধির সহিত মিশ্রিত  
 করিয়া পান করা হয় (১৩ ৭ক্) অরণশীল সোমরস শুভ্রবর্ণ (২৪ ৭ক্)  
 অথবা দৈবৎ হরিদ্বর্ণ বা পিঙ্গলবর্ণ বলিয়া কোন কোন স্থানে বর্ণিত  
 হইরাছে । গোচর্মের পায়ে এই সোমরস স্থাপিত হয় (২৯ ৭ক্)  
 ব্রহ্মেশ ।



ইচ্ছার্থে হে সোম তুমি কবি বিচক্ষণ,  
সিদ্ধিত ঋত্বিক দ্বারা সলিলে মিশ্রিত ;  
বহু পথ আছে তব করিতে গমন,  
চমুস্থিত তব কত কর বিকীরিত । ২

সমুদ্ভিন্নাপ্‌সরাগণ(১) বসিয়া মধ্যেতে  
সুপণ্ডিত সোমরসে করিলা ক্ষরিত ;  
চালাইলা যজ্ঞ-গৃহ সিক্ত করি তাতে,  
পবমান সোমে সুখ ঘাচিলা অক্ষিত । ৩

গোরথ হিরণ্য স্বর্গ আপ্‌জন্ম-কারী  
সহস্র বিজয়ী মোরা সোমের সহায়ে  
মদকর সুস্বাদু লোহিত বর্ণ-ধারী  
দেবেরা পৃজিলা রস পানের আশায়ে । ৪

---

(১) মূলে "সমুদ্ভিন্নাপ্‌সরাঃ" আছে। রমেশ বাবু অর্থ করিয়া-  
ছেন "আকাশবিহারিণী করেকজন অপ্‌সরা ।"

পণ্ডিতবর গোল্ডষ্ট্রুমার মনে করেন যে, সূর্য্যদ্বারা আকৃষ্ট জগীর  
বাষ্প মেঘরূপ ধারণ করিলেই তাহাকেই আগে অঙ্গরা বলিত। "The  
personification of vapours which are attracted by the  
sun and form into mist or clouds, Quoted in Muir's  
Sanskrit Texts. কিন্তু অঙ্গরার প্রথম কল্পনা বাহাই হটক,  
ঋগ্বেদ রচনার পূর্বেই অঙ্গরাগণ হৃন্দরী রমণী এরূপ বিশ্বাস উপস্থাপন  
হইয়াছিল।" রমেশ।



করিত হইয়া সোম এস নিকটেতে  
 পূর্যোক্ত সম্পত্তি সব যদার্থ করহ ;  
 বধ যেরা আছে শত্রু নিকটে দূরেতে,  
 দাও সুপ্রশস্ত পথ, ভীতি বিনাশহ । ৫

৮৩ সূক্ত ।

পবমান সোম । অজিরার সন্তান  
 পবিত্র ঋষি ।

পবিত্র তোমার তত, হে ব্রাহ্মণস্পতে । (১)  
 সর্কতঃ বিস্তৃত তুমি পাতার অঙ্গেতে ;  
 অতপ্ত শরীর তোমা সাধা কার ধরে,  
 শূতগণে পারে, রস আশ্বাদন করে । ১  
 উত্তপ্ত সোমের কন্ত পবিত্র বিস্তৃত,  
 প্রতান(২) ইহার দীপ্ত গগণে উথিত ;

(১) এখানে সোমকে ব্রাহ্মণস্পতি বলা হইয়াছে। শূত—পরি-  
 পক্কেহ ।

(২) প্রতান ডাঁটাগুলি। “ইহার ডাঁটাগুলি অগ্নি হ্রাসের উপর  
 নিক্ষিপ্ত হইয়া দীপ্যমান্ ভাবে গণনাভিমুখে বাইতেছে।” রমেশ ।



পবীতাক্ষে ব্যাধ্য হয়ে রক্ষা করিতেছে,  
 সতেজে আকাশে তাঁরা দেখে উঠিতেছে । ২  
 জলাত্মিকা পুন্নি ইনি অগ্রেই উষায়  
 প্রভাশালী ;—অন্ন দিয়ে পালেন ভুবন ;  
 অভিভূত লোকজ্ঞে পিতারা মায়ায়  
 হইলা যখন, গর্ত করিলা ধারণ । ৩  
 গন্ধর্ব্ব(৩) ইহার পদ সুরক্ষা করেন  
 অদ্ভুত এ সোম দেব-সন্তান পালেন ;  
 বাঁধেন পাশের প্রভু, পাশে রিপুগণে  
 স্কৃতি কেবল শক্ত মধুআশ্বাদনে । ৪

(৩) সারণ এ স্থলে গন্ধর্ব্ব অর্থে সূর্য্য করিয়াছেন । ১। ২২। ১৪  
 ঋকে গন্ধর্ব্বের নিবাস স্থান অন্তরীক্ষ নির্দিষ্ট হইয়াছে । ১। ১৬৩. ২  
 ঋকে গন্ধর্ব্ব ইন্দ্রের রথের বল্গা ধারণ করিলেন । এই সকল ও  
 অশ্বাশ্ব ঋক্ হইতে অনুমান হয়, গন্ধর্ব্বের আদি অর্থ সূর্য্য বা সূর্য্য-  
 রশ্মি । কিন্তু ঋগ্বেদ রচনার সময়েই গন্ধর্ব্ব এক প্রকার কাল্পনিক  
 জীব হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন । অপর্য্য অর্থে জলীয় বাষ্প । জলীয়  
 বাষ্প সূর্য্য রশ্মি দ্বারা আকৃষ্ট হয়, ইহাই বোধ হয় অপর্য্য গন্ধর্ব্বের  
 মিথুন ভাবের মূলভূত কল্পনা । অথর্ব্ব বেদ ( ৪। ৩৭। ১২ ) সূর্য্য রশ্মি  
 দ্বারা জলীয় বাষ্প আকৃষ্ট হয় একথা উল্লেখ আছে । রথেশ্ব ।



জলের সহিত তুমি মিশ্রিত হইয়া,  
 বজ্রের ত্রায় জল ধারণ করিয়া,  
 পবিত্র বজ্রের ধামে করহ গমন ;  
 করহ তথায় গিয়া যজ্ঞ সমাপন ;  
 তুমি রাজা, পুত্ররথ করি আরোহণ,  
 বহু স্থানে গিয়া অন্ন কর আনয়ন । ৫

## ১১২ সূক্ত

পবমান সোম দেবতা । শিশু ঋষি ।

সকলের কার্য্য সোম একরূপ নয়  
 আমাদের কার্য্য তথা নানারূপ হয় ;—  
 কাষ্ঠের তক্ষণ দেখ করিছে তক্ষক  
 রোগ অব্বেষণ করে যতেক ভীষক,  
 ব্রহ্মা চার কে করিবে সোম অভিযুত ;  
 ইন্দ্রের জন্তেতে ইন্দো ! হও পরিস্কৃত ! ১  
 শুক ওষধিতে আর পক্ষীর পালকে,  
 কামার নির্মিরা বাণ উজ্জল অশ্বকে,



অব্বেষণ করে কোন ধনী উপযুক্ত,  
 ইন্দ্রের জন্তেতে ইন্দো হও পরিস্কৃত । ২  
 আমি স্তোত্রকার, হয় ভীষক্ নন্দন,  
 করেন প্রস্তুরে কত্যা যবের ভঞ্জন,  
 নানাবিধ কর্মে মোরা অসক্ত হইয়া,  
 ফিরিতেছি তব অন্ত্র ধন অব্বেষণা,  
 গাভী যথা গোষ্ঠপানে প্রধাবিত দ্রুত,  
 ইন্দ্রের জন্তেতে ইন্দো হও পরিস্কৃত (১) । ৩

(১) উপরোক্ত তিন ঋকে বিভিন্ন ব্যবসায়ীর উল্লেখ দেখা যাই-  
 তেছে; যথা, তক্ষা (ছুতার), স্তোত্রকার, ভীষক্ ও কামার (কর্ম-  
 কার)। কর্মকার উজ্জল প্রস্তুরে শাণ দিয়া শুষ্ক শাখা এবং পক্ষীর  
 পালকে বাণ তৈয়ার করিত। ৩য় ঋকে ঋষি বলিতেছেন আমি  
 স্তোত্রকার, পুত্র ভীষক্, কত্যা যবভঞ্জনকারিণী। জাতিভেদ প্রচলিত  
 থাকিলে বোধ হয় এ কথা তিনি বলিতে পারিতেন না।



## দশম মণ্ডল ।

১৭ শ্লোক ।

সরগু, পুষা, সরস্বতী, জল, সোম দেবতা ।

দেবশ্রবা ঋষি ।

দিতেছেন হ্রিতায়                      ত্বষ্টা পরিগম, তায়  
এ বিশ্ব ভুবন আসি হ'ল উপনীত,  
সমমাতা বিবাহিতা                      হইলেই, অন্তর্হিতা  
মহাবিবস্নদ্ জায়া হইলা ত্রিভিত ॥ ১  
লুকায়ে সে অমৃতায়                      মানুষ্যের কাছে হায় !  
করি সর্গায় তারে দিলা বিবস্নানে ।  
অশ্বিনুগে পর্তে বদা                      ধরিল, তাজিলা তদা  
সরগু দেবতা ছুটি মিথুন সন্তানে (১) ॥ ২  
অনষ্ট-পশু বিধান                      ভুবনের রক্ষাবান্  
তোমাকে নিউন পুষা উৎকৃষ্ট স্থানেতে ।

(১) এই দুটি ঋকে অশ্বিনয় ও বস ও বসীৰ জনকথা বিবৃত  
হইয়াছে ।



দেবগণ ধনদাতা,                      পিতৃগণ আছে যথা,  
 তোমাকে নিউন অধি তাঁদের কাছেতে ॥ ৩  
 বিশ্বের জীবন যিনি                      তোমাকে পালন তিনি  
 সেই পুষা অগ্রে পথে রক্ষুন তোমার ।  
 স্মৃতিরা যথা'ছেন                      কিম্বা যথা গিরাছেন  
 রাখুন সবিতা নিয়ে তোমাকে তথায় ॥ ৪  
 জানেন সকল দিক্                      সে পথে মোদিগে ঠিক্  
 লইয়া চলুন পুষা যাতে নাহি ভয় ।  
 দ্বিস্তি প্রদ সর্ববীর,                      আলোক-পূর্ণ-শরীর,  
 জেনে আমাদিগে অগ্রে হউন উদয় ॥ ৫  
 পথ মধ্যে শ্রেষ্ঠ পথে                      তথা স্বর্গীয় প্রপথে  
 পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পথে দিলেন দর্শন ।  
 তাঁর প্রিয়তমা হু'য়ে (২)                      একসঙ্গে যারা রহে  
 উভয়ের জেনে মন করেন রঞ্জন ॥ ৬  
 করে দেবকামিগণ                      সরস্বতী আবাহন-  
 আবাহন করে যজ্ঞ করিয়া বিস্তীর্ণ ।  
 যজ্ঞ যদি আরম্ভিল                      স্মৃতিরা আস্থানিল,  
 তিনি যেন করেন দাতার বাহ্য পূর্ণ ॥ ৭

---

(২) দুই প্রিয়তমা দ্বাবা পৃথিবী ।



এক রথে সরস্বতি                      পিতৃগণ সহ গতি  
 কর, হও স্বধামন্তা সঙ্গে তাঁহাদের ।  
 এস এই যজ্ঞে বস                      আমাদিগে দাও ইষ  
 আরোগ্য ও অন্নদান কর আমাদের ॥ ৮  
 সরস্বতি ! পিতৃগণ                      যজ্ঞডানে আগমন  
 করি, যজ্ঞস্থল করি, ডাকেন তোমায় ।  
 তুমি দেবী যজ্ঞমানে                      চমৎকার অন্নদানে  
 বহুমূল্য অর্থদানে রক্ষহ দয়ায় ॥ ৯  
 আপগ্গণ মাতৃসমা                      যেন তারা যুগোপমা  
 আমাদিগে সুপবিত্র করুন সে যুগে ।  
 পাপকে এ দেবীগণ                      করেন শ্রোতে বহন  
 শুঁচি পুত হয়ে উঠি ইহাঁদের হৃতে ॥ ১০  
 অংগু হতে সোম-রস                      ক্ষরিত হৈলা সরস  
 এই স্থানে পূর্ব স্থানে ক্ষরিত আধারে ।  
 মোরা হোম-কর্ত্তা সাত                      তুল্যভাবে এক সাধ,  
 হোম করিতেছি সেই আধারস্থ তাঁরে ॥ ১১  
 তব যেই সোমরস                      ক্ষরিত দ্রব সরস  
 অংগু (৩) যাহা বাহ্যচ্যুত প্রান্তর ফলকে ।



কিঞ্চ অধ্বর্যুর হ'তে স্থাপিত বা পবিত্রেতে  
 নমস্কারে বষট্কারে হোম করি তাকে ॥ ১২  
 তোমার যে রস স্কন্ধ অংশু বাহ্য ক্ষক্ নিম্ন  
 পতিত হয়েছে, মোরা পাই দেখিবারে ।  
 সেচন করুন তাহা। এই বৃহস্পতি বাহ্য  
 সমর্থ হইবে বহু ধন দিইবারে ॥ ১৩  
 ওষধি সকল হৃৎ-তুলা রসবান্,  
 মম স্তববাক্য তথা হয় পয়স্বান্ ;  
 আপ্ পয় পয়স্বান্ নিশ্চয় তেমন,  
 এই সব দ্রব্যো মোরে করহ শোধন । ১৪

১৯ স্কন্ধ ।

গাভী দেবতা । মথিত ঋষি

বহুমূল্য গাভীগণ ! ফিরে যাও এবে,  
 আসিও না আমাদের পশ্চাতে এখন ;  
 হৃৎ দেওয়া হইয়াছে, অগ্নি সোম উভে  
 পুনর্ব'ন্তু তাঁহারা দিউন পুনঃ ধন । ১



ইহাদিগে ফিরাইয়া দাও পুনর্বার  
 পুনর্বার ইহাদিগে কর আনয়ন ।  
 নিরুদ্ধ রাখুন ইন্দ্র, অগ্নিদেব আর  
 লইয়া আসেন যেন করিয়া তাড়ন । ২  
 আশ্রুক ইহার ফিরে, গোপসন্নিধানে  
 যাইয়া বর্জিত তারা হউক সকলে ;  
 হে অগ্নি ! গোদিকে তুমি রাখ এই স্থানে,  
 তাহারাই ধন, তারা থাকুক এ স্থলে । ৩  
 যিনি গোপ (১) আমি তাঁকে করি আবাহন  
 গোদিগে বাহিরে তিনি লইয়া যাউন ;  
 আশ্রুন চিনিয়া গৃহে, করিয়া চারণ,  
 আবর্তন নিবর্তন করিয়া লউন । ৪  
 অধ্বেষণ করেন আনেন ফিরাইয়া  
 তাদিগে করেন আবর্তন নিবর্তন (২) ;  
 গোপ যেন তাহাদিগে চড়াইতে গিয়া  
 নির্কিস্ত্রে করেন গৃহে ফিরে আগমন । ৫  
 ফিরে এস ইন্দ্রদেব ! গাভী সকলকে  
 ফিরাইয়া অনিয়া মোদিগে দাও পুনঃ

(১) মূলে গোপা শব্দ আছে । অর্থ রাখাল বা গোপ ।

(২) আবর্তন বিবর্তন ইত্যন্ততঃ ঘুরান ফিরান ।



আমরা পালিয়া সেই গোধনদিগকে  
 প্রচুর হুঙ্কাদি সবে ভোগ করি যেন ! ৬  
 দিগ্নে থাকি তোমাদিগে ওহে দেবগণ !  
 প্রচুর প্রচুর অন্ন দ্রুত আর পয় ;  
 যে কেহ দেবতা যজ্ঞ করেন গ্রহণ  
 প্রদান করুন ধন হইয়া সদয় । ৭  
 নিবর্তন ! গাভিদিগে কর আবর্তন  
 নিবর্তন ! (৬) তাহাদিগে কর নিবর্তন ;  
 পৃথিবীর চতুর্দিকে ভিন্ন ভিন্ন দিকে  
 চরাইয়া ফিরাইয়া আন তাহাদিগে । ৮

## ৩১ সূক্ত

বিশ্বদেব বেতা । কবষ ঋষি ।

আমাদের স্তুতি যেন                      দেবগণ কাছে যায়, ..  
 যজ্ঞত্র রক্ষুন সব শত্রুগণ হ'তে ।  
 সখিত্ব মোদের হ'ক                      সেই সব দেবতায় ;  
 মুক্ত যেন হই মোরা সকল পাপেতে ॥ ১

---

(৩) নিবর্তন গোচারণকারী পুরুষ ।



সমস্ত দ্রবিণ লাভে                      চেষ্টা হ'ক মানবের,  
 সত্যপথে পুণ্যকর্মে প্রবৃত্ত হউক ।  
 আপন কার্যের দ্বারা                      ভাগী হ'ক শ্রেয়সের  
 সুখ লাভ মনে মনে সে মর্ত্য করুক ॥ ২  
 আরম্ভ হয়েছে যজ্ঞ                      ভাগে ভাগে দ্রব্য স্থিত  
 সুন্দর তাহারা সবে রক্ষার উপায় ।  
 আশ্বাদন করিলাম                      যে সোম হয়েছে স্নাত  
 জানিলাম তাহাতেই যত দেবতার ॥ ৩  
 কৃপা নিত্য প্রজাপতি                      করুন দাতার মনে,  
 দি'ন শুভ ফল দেব যাজ্ঞিকে সবিভা ।  
 ভগ ও অর্য্যমা স্তরে                      তুষ্ট হয়ে স্নেহ মনে  
 গাহাধা করুন যত সূচাক দেবতা ॥ ৪  
 পৃথিবী উষার ত্রায়                      হয় যেন, যদা হয়  
 দেবতার মহাবেগে করি কোলাহল ।  
 আসিলা ইহাঁর স্তুতি                      পাইবারে শীঘ্রগতি,  
 সূদপ্রদ হ'ক অগ্ন আছে যে সকল ॥ ৫  
 আমার এ স্তবগীতি                      বিস্তারিত হয় অতি  
 পূর্ববৎ দেবগণে করিছে গমন ।  
 এ অম্বর যজ্ঞাগারে                      তুল্য স্থল অধিকারে  
 বসিয়া সূকল তারা দিউন একগ ॥ ৬



কিবা সেই বন আর                      কিবা বৃক্ষ মূলধার  
 যাহা হ'তে দ্যালোক ভুলোক সৃষ্টি হ'ল ।  
 পুরাতন উষা সবে                      যদিও গতাস্থ এবে  
 তথাচ তাহার। কিবা সংযুক্ত রহিল ;  
 একিভাবে আছে সবে জীর্ণ না হইল ॥ ৭  
 দ্যালোক ভুলোক নহে                      শেষ, তদুপরি রহে  
 এক, যিনি ধারণ করেন তাহা ধরে ।  
 পবিত্র ত্বক নিৰ্ম্মাণ                      করিলা সে অন্নবান্,  
 বহে নাই সূর্য্যে অশ্বগণ যে সময়ে ॥ ৮  
 পৃথিবীকে তেজোময়                      সূর্য্য নাহি ছেড়ে রয়  
 বাত নাহি বৃষ্টিকে বিছিন্ন করি কেলে ।  
 জন্মিয়া মিত্র বরুণ                      বনেতে যথা আগুন  
 চারিদিক উজ্জল করেন আলো জ্বলে(১) ॥ ৯  
 করিলে প্রসব স্ত্রী,                      যে আকৃতি হয় তারি,  
 অগ্নিকে প্রসবি হয় অরুণি তেমন ;  
 অরুণি-রক্ষিতা ব্যাথা না পায় কখন ।  
 অরুণির পুত্র অগ্নি                      পিতামাতা দুই অরুণি

---

(১) ৭।৮।৯ শ্লোক পাঠে বোধ হয় যি সৃষ্টি বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইয়া  
 স্বতঃই এক দৈবের কল্পনা করিতেছেন ।



গৌরুপা অরুণি লভে শমীতে জনন,  
 সকলেই করে তাকে তথা অবেষণ(২) ॥ ১০  
 কণ্ঠ নৃষদের পুত্র                      এ কথা উক্ত সর্বত্র  
 কৃষ্ণবর্ণ(৩) সান্নকথ্য ধন লইলেন ।  
 সে কৃষ্ণের জন্ত দীপ্ত                      করিলেন উষঃ ক্ষীত  
 অগ্নি, তাঁকে কেহ নাহি হেন যজিলেন ॥ ১১

৩৭ সূক্ত ।

সূর্য্য দেবতা । অভিতপা ঋষি ।

মিত্র ও বরুণে ষিনি করেন দর্শন,  
 যে দেব মহান্ ষিনি বিশ্বের কেতন ;  
 দূর হতে দৃষ্টিশালী, দেব বংশে জাত,  
 দিবস্পুত্র বলি ষিনি জগতে বিখ্যাত ;

(২) সান্নকথ্য বলেন, শমীবৃক্ষের উপর যে অশ্বখবৃক্ষ জন্মে তাহা  
 হইতে অরুণি কাঠ প্রস্তুত হয় । রমেশ ।

(৩) মূলে "শ্রাব" শব্দ আছে । রমেশ বাবু অর্থ করিয়াছেন,  
 শ্রামবর্ণ, কিন্তু পরবর্ত্তী বাক্যে "কৃষ্ণ" আছে । অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ কণ্ঠের  
 জন্ত । সুতরাং কণ্ঠের বর্ণ কৃষ্ণ ছিল এবং শ্রাব শব্দও কৃষ্ণার্থেই  
 ব্যবহৃত হইয়াছে সন্দেহ নাই ।



পুরোহিতগণ ! সেই সূর্য্য দেবতার  
 অর্চনা করহ করি নমস্কার তাঁর । ১  
 যাহার প্রভাবে আছে আকাশ দিবস,  
 এ বিশ্ব ভুবন, প্রাণিবর্গ যার বশ,  
 যাহার প্রভাবে আগ্নিত্য প্রবাহিত,  
 যাহার প্রভাবে সূর্য্য প্রতাহ উদিত ;  
 সেই সত্য-উক্তি (১) যেন সকল ঋষি  
 আমাকে করেন রক্ষা প্রদানি অতঃ । ২  
 যখন হে সূর্য্যদেব ! অগ্নে বেগবান্  
 রথযুড়ি আকাশেতে করহ প্রস্থান ;  
 দেব-শূত্র কোন জীব নিকটে তখন  
 আসিতে সাহস নাহি করে কদাচন ;  
 পশ্চাদে থাকেন তব প্রাচীন আকাশ (২),  
 উদিত জ্যোতিতে তুমি পাও পরকাশ । ৩

(১) মূলেও “সত্যোক্তিঃ” শব্দ আছে। ঋকের অর্থ এই যে সত্য-  
 বাদ হইতে আকাশ ও দিবস, বিশ্বভুবন ও প্রাণিবর্গ রক্ষা পাইতেছে।  
 জলপ্রবাহ ও সূর্য্যের উদয় হইতেছে, সেই সত্যবাদ অর্থাৎ সত্য কথা  
 বলি আমাকে সকল ঋষি রক্ষা করুন।

(২) য় রমেশ বাবু অর্থ করিয়াছেন  
 “জ্যোতিঃ”



যে জ্যোতি প্রভাবে তম করহ হরণ,  
 যে কিরণে সমুদিত এ বিশ্বভুবন,  
 আমাদের হর সব দরিদ্রতা তায় ;  
 দূর কর আমাদের রোগ সমুদায়,  
 দূর কর পাপ, দূর কর হঃস্বপন,  
 সূর্য্যদেব ! শ্রবণ করহ নিবেদন । ৪  
 বিশ্বভুবনের ত্রুত রক্ষা করিবারে  
 অকাতরে সূর্য্য ! তুমি প্রেরিত সংসারে ;  
 প্রাতে হোম হ'লে, তুমি উঠহ গগনে ;  
 আমরাও রত তব নাম উচ্চারণে ;  
 সূর্য্যদেব, কাম্য এই, দেবতা সকল  
 আমাদের কৃত যজ্ঞ করুন সফল । ৫  
 আকাশ পৃথিবী ইন্দ্র জলমরুৎগণ,  
 আমাদের শুভুন এ আহ্বান বচন ;  
 সূর্য্যের কুপায় যেন নাহি পড়ি হঃখে  
 দীর্ঘায়ু হইয়া যেন বাস করি সুখে ।  
 মিত্র সৎকারী সূর্য্য ! উদিত যেমন  
 হও তুমি দিনে দিনে, আমরা তেমন  
 সুপ্রশস্ত মনে আর প্রশস্ত নয়নে,  
 নীরোগ শরীরে যেন পুত্র পৌত্র সনে,



নিম্পাপ হইয়া পাই প্রত্যহ দর্শন,  
 চিরজীবী হয়ে করি স্বদবলোকন । ৭  
 মহৎ জ্যোতির তুমি করহ ধারণ  
 কিবা প্রভাযুক্ত দেব তুমি বিচক্ষণ !  
 অথময় হও তুমি নয়নে নয়নে ;  
 যখন উদয় হও বৃহৎ গগনে  
 লভিয়া আমরা সব সুদীর্ঘ জীবন  
 করি যেন তোমাকে প্রত্যহ দর্শন । ৮  
 তোমার যে কেতু সহ এবিধ ভুবন  
 বিকাশ হইয়া রাত্রি-তমসে মগন  
 হয়, হরিকেশ ! সেই শোভন কেতনে  
 উদ্ভিত হইও সূর্য্যদেব দিনে দিনে,  
 আমরাও কোন দোষে দোষী নাহি হই  
 লভিয়া দর্শন তার স্নেহে নিত্য রই । ৯  
 কিবা চক্ষু কিবা তানু, দিনের প্রকাশে  
 কিবা মূহু কিবা তীক্ষ্ণ তেজের বিকাশে ;  
 গৃহেতেই থাকি কিবা পথে পথে যাই  
 আমাদের মঙ্গল করহ সর্ব্বদাই ;  
 হে সূর্য্য ! জ্বলি চিত্র করহ প্রদান,  
 করিতেছি এজন্ত তোমার স্তবগান । ১০



হউক উভয়বিধ প্রাণীর মঙ্গল  
 সুখে থাক্ চতুষ্পদ দ্বিপদ সকল ;  
 করুক আহার পান যত জীবগণ,  
 হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ হউক, দেবগণ !  
 আমাদের সঙ্গে তারা থাকি নিরন্তর,  
 তোমাদের দত্ত সুখ লভুক বিস্তর । ১১  
 কথার অথবা মোরা মনের দ্বারায়  
 দেবতা হেলন যাহা করিয়াছি হার !  
 তাহাতে হয়েছে যেই পাপ উৎপাদন  
 করে যারা আমাদের অনিষ্ট চিন্তন,  
 তাদের স্বক্ষেতে সেই পাপের স্থাপন  
 করহ প্রার্থনা এই বিজ্ঞ দেবগণ ! ১২

৩৮ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । মুক্ষবান্ ইন্দ্র ঋষি  
 এইরূপে আমাদের হে ইন্দ্র বাহার  
 হয় যশোলাভ, চলে প্রহারে প্রহার  
 চীৎকার করহ তুমি বীরমদে হার,  
 বশ্টন করহ জিত গাভী-উগহার ;—



শত্রু'গরে হয় দীপ্ত বাণ-বরিষণ  
 হতবুদ্ধি হয় লোক করিয়া দর্শন । ১  
 ধনধাত্তে গোসমূহে আমাদের গৃহ  
 পরিপূর্ণ কর ইচ্ছ করিছি প্রার্থনা ;  
 অন্নী হলে তুমি ধেন পাই তব স্নেহ ,  
 আমাদের প্রতি কর এ হেন করুণা,  
 আমরা সকলে করি কামনা যে ধন  
 আমাদের সেই ধন কর বিতরণ । ২  
 দাস কিস্বা আৰ্য্য(১) হ'ক ওহে পুরুষ্টুত !  
 দেবে ভক্তি-শ্রুত যারা যুদ্ধ ইচ্ছা করে,  
 আমাদের সঙ্গে ইচ্ছ! হ'ক পরাক্রিত  
 আমাদের দ্বারা তারা অক্লেশে সমরে ;  
 এই কর দয়া করে, করিতে নিধন  
 পারি ধেন সংগ্রামে এ হেন শত্রুজন । ৩  
 বহুলোকে হব্য দেয়, দেয় অন্ন লোকে,  
 সংগ্রামে লভেন যিনি ভাল ভাল ধন,  
 রণেন্নাত শ্রুতকীর্ত্তি সে ইচ্ছ নেতাকে

---

(১) মূলে "দাস আৰ্য্যোবা" আছে। এখানে দাস ও আৰ্য্য দুটি বর্ণের লোকের কথা বলা হইয়াছে এবং উভয়কেই "অদেবঃ" শব্দ দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে।



করিতেছি অস্ত্র মোরা হেথা অবাহন ;  
লাভ করিবারে তাঁর অক্ষয় আশ্রয়,  
অভিমুখী করিবারে এই বজ্রালয় । ৪

৮১ স্তোত্র ।

বিশ্বকর্মা দেবতা । বিশ্বকর্মা ঋষি(১) ।

এ বিশ্ব ভুবনময়                      যজ্ঞে বসিলেন ষিনি  
আমাদের পিতা হোতা ঋষি সনাতন ;  
বাসনা হ'লে উদয়                      ধন কামনার তিনি,  
প্রথম আগত সর্বের করি আচ্ছাদন  
পরাগত সর্বমাকৈ পশিলা তখন । ১

---

(১) ১০ম মণ্ডলের অমেক স্তোত্র পরে রচিত হইয়াছে ; অস্ত্রান্ত্র মণ্ডলের স্তোত্রগুলির স্থায় এগুলি তত প্রাচীন নহে । অস্ত্রান্ত্র মণ্ডল মধ্যে ও এক ঈশ্বরের অনুভব দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহা এই ১০ম মণ্ডলেই বেশি পরিষ্কৃত হইয়াছে । ৮১।৮২ স্তোত্রে প্রকৃতির বিভিন্ন কার্যগুলিতে এক মাত্র নিরন্তর ঈশ্বরের অনুভব দেখা যায় । এই নিরন্তরকে প্রথমতঃ "বিশ্বকর্মা" নাম দেওয়া হইয়াছিল । সারণ এই ৮১ স্তোত্রে ১ম ঋকে প্রায়ের পর নূতন সৃষ্টির উল্লেখ করিয়াছেন । প্রায় প্রকৃতি



কি ছিল আশ্রয় স্থান কোথা হ'তে কিপ্রকার

বিশ্বকর্মা বিশ্বকর্মা আরম্ভ করিলা ?

ভূমি উৎপাদন করি আকাশ প্রকাণ্ডাকার

তাহার উপরে কোথা হ'তে বিস্তারিলা ? ২

সকল দিকেই আঁখি সর্ব দিকে মুখ তাঁর

সকল দিকেতে বাহু সর্বত্র চরণ,

ছই বাহু বহু পক্ষ সঞ্চালিয়া বারংবার

করিলা সে এক দেব দ্ব্যপৃথ্বী সৃজন। ৩

যা হ'তে গঠিত হ'ল আকাশ পৃথিবী দুই

কিবা সেই বৃক্ষ আর কিবা সেই বন ? -

জিজ্ঞাস মনীষিগণ ! নিজ মনে প্রশ্ন এই

ধরেন দাঁড়ারে কিসে এবিষভূবন ? ৪

যজ্ঞ-ভাগ-গ্রাহীদেব ! বল হে বিশ্বকর্মন্

উত্তমমধ্যমাত্মম আছে বত স্থান ;

পুষ্পং করহ যজ্ঞ হবি করি সমর্পণ,

স্বকীয় ভদ্র কর পুষ্টির বিধান। ৫

কিবা স্বর্গে কিমর্ত্যোতে ভূমি দেব বিশ্বকর্মা

নিজে নিজে যজ্ঞ করি বৃদ্ধি কর কার ;

---

পৌরাণিক গল্প ঋগ্বেদের সময়ে জানা ছিল না। “প্রকৃতির কাব্যের  
জ্ঞতি হইতেই প্রকৃতির ঈশ্বরের অনুভব এই ঋগ্বেদের ধর্ম।” (রমেশ)



চারিদিকে যত লোক সকলেই মোহধর্ম্মা ;—  
 হউন প্রেরক ইন্দ্র আমা সবা কাম্য (২) । ৬  
 এই বজ্রে অস্ত্র মোরা রক্ষা পাইবার আশে  
 ডাকিতেছি বাচস্পতি বিশ্বকর্মা দেবে,  
 সকল কলাপ তিনি, তিনিই যুক্ত মানসে,  
 আমাদিগে পালন সেবিয়া যজ্ঞ সবে । ৭

৮৩ হুক্ত ।

মনু্য দেবতা । মনু্য ঋষি ।

ওহে মনু্য দেব ! বজ্র ! সামক ! তোমার  
 বিধিমত পরিচর্যা করে যেই জন,  
 সর্ববিধ বল তেজ করে সে ধারণ ;  
 আমরা তোমাকে লাভ করিয়া সহায় ;  
 —তুমি বল, বল রূপ, বলের আধার—  
 দাস আর্ঘ্য যুদ্ধে(১) যেন হ'তে পারি পার । ১

(২) আমাদিগকে বুদ্ধি প্রেরণ করুন ।

(১) এই মন্ত্রে “সহায় দাস আর্ঘ্য” শব্দের ব্যবহার আছে।  
 রমেশ বাবু অর্থ করিয়াছেন, দাস ও আর্ঘ্য জাতি উভয়ের সঙ্গে যুদ্ধ  
 করিতে পারণ হই। কিন্তু দাস ও আর্ঘ্য কি এ সময়ে দুটি জাতি  
 না দুটি বর্ণ? এরূপে জাতি শব্দের উল্লেখ নাই।



মন্থ্য ইন্দ্র, জাতবেদা, মন্থ্যই দেবতা,  
 মন্থ্যই বরুণদেব, মন্থ্য নিজে হোতা ;  
 সকল মানুষী বিশ্ করে তোমা শুভ  
 হে মন্তো ! তপস সহ(২) রক্ষ আমা সব । ২  
 এম মন্তো ! ধারণ করিয়া মহাকায়  
 তপসের সহ শত্রু বধ সমুদায় ;  
 অমিত্রহা বৃত্রহা তুমিই বধ দন্থা,  
 আমাদিগে দান কর সর্ববিধবন্থ । ৩  
 হেমন্তো ! তোমার তেজ কে পারে সহিতে  
 তুমি ত স্বহস্তে দীপ্ত, তুমি জয়কারী ;  
 তুমি বলবান্ দ্রষ্টা চতুর্দিক হ'তে,  
 আমাদের মৈত্রীগণে কর তেজোধারী । ৪  
 প্রচেতঃ ! অভাগা আমি তব ক্রতু হ'তে  
 দূরগত হইরাছি, তুমি বলবান্ ;  
 অক্রতু বশতঃ লজ্জা হতেছে মনেতে,  
 স্বেচ্ছায় এসহ বল করিবারে দান । ৫  
 অস্ত্রগণ সহ, বিশ্বধারী, বজ্রধর,  
 এসেছি নিকটে মন্তো ! হও অহুকুণ ;

(২) “জ্ঞার্থ্য আমার পিতার সহিত” (রমেশ)



বুদ্ধি পাও, আমাকে আত্মীয় জ্ঞান কর,  
 তাহ'লে করিতে পারি দম্যকে নিশ্চরুল । ৬  
 এস কাছে দক্ষিণতঃ কর অবস্থান  
 তা হ'লে বধিতে পারি বহু শক্রপ্রাণ(৩) ;  
 প্রাণপ্রদ মধু এবে করিতেছি হোম  
 তুমি আমি গোপনে তা পিয়িব প্রথম । ৭

৯৩ সূক্ত ।

বিশ্বদেব দেবতা । তাম্র ঋষি ।  
 হে ভাষাপৃথিবি ! উভে হও বিস্তারিত,  
 যোষা প্রায় মহতীমূর্তিতে এস গৃহে ;  
 শত্রু হ'তে রক্ষ সেই কার্যো সুবিদিত,  
 এই কার্যো রক্ষ যদা তাপে তহু দহে । ১  
 দীর্ঘকাল অতিশাস্ত করি অধ্যয়ন  
 যে করে উৎকৃষ্ট দ্রব্যে দেব-আরাধনা,  
 প্রত্যেক যজ্ঞেতে তাঁর যত দেবগণ  
 যথাবিধি পরিচর্যা প্রাপ্ত হন মানা । ২

---

(৩) ক্রোধই শত্রু বিজয়ের একটি প্রধান সাধন । শত্রুদিগের  
 সহিত যুদ্ধ উপলক্ষে এই সূক্তে সেই ক্রোধকে দেবরূপে স্তব করা হই-  
 রাহে ।



যত দেখ সকলের প্রভু দেবতারা,  
 দেবতাগণের দান অতি মহনীয় ;  
 সকল প্রকারে বলী সকলে তাঁহারা,  
 সকল যজ্ঞেতে তাঁরা সকলে যজ্ঞিয় । ৩  
 অর্য্যমা, সৰ্ব্বত্রগামী বরুণ ও মিত্র,  
 জুথ লাভ করে লোক যে রুদ্রের স্তবে,  
 মরুদগণ, উষা, ভগ, আর সেই রুদ্র,  
 পুষ্টিদাতা তাঁরা, রাজা অমৃতের সবে । ৪  
 একত্রে জলের সহ বসেন যখন  
 অহিবুধা, সূর্য্য চন্দ্র একত্র হইয়া  
 বসিয়া করেন ধন বর্ষণ তখন ;  
 দিব্যরাজ জলরূপ, উভয়ে মিলিয়া । ৫  
 মিত্র ও বরুণ শুভস্পতি অশ্বিদ্বয়  
 তেজ দ্বারা আমাদিগে করুন পালন ;  
 তাঁহাদের মহাধন যেই প্রাপ্ত হয়,  
 অতিক্রমে মরুদদুরিত সেই জন । ৬  
 রুদ্রগণ, অশ্বিদ্বয়, দেবতা সকল,  
 রথস্পতি ভগ, ঋতু, ঋতুক্ষা ও বাজ  
 সকলে মিলিয়া আমাদের সন্মগল  
 করুন শুনি এ স্তব দেবতা সমাজ । ৭



ইন্দ্রে ঋভু বৃদ্ধিশীল,                      ইন্দ্র ! তুমি গতি শীল  
 আরোহিলে হরি, যজ্ঞ-কর্তা সুধ পায়,  
 অসামান্য সোম য়ার                      যজ্ঞানুষ্ঠান তাঁহার  
 মানব অতীত, তাহা অজ্ঞরূপ হয় ! ৮  
 হে দেব সবিতা হেন                      কর, লজ্জা নাই যেন  
 পাই মোরা, ধনাটোর গৃহে তুমি স্তত ।  
 ইন্দ্র আমাদের বল,                      ৫থচক্রে সমুজ্জল  
 যুড়িলা পবন যেন আসিতে ত্বরিত । ৯  
 আমাদের পুত্রগণে                      দাও অন্ন, বিশ্বজনে  
 হয় যেন তাহা অতি পর্যাপ্ত বলদ ;  
 হে জ্যোতিপ্ৰপৎস্বী দেব !                      সে অগ্নে দ্রবিণ লতি  
 পাবে যেন তারা সবে তরিতে বিপদ । ১০  
 করিবারে আগমন                      মোদের কাছে যখন  
 চাও হে তখন যজ্ঞে রক্ষিও স্তোতায়,  
 থাকুন যেখানে স্তোতা                      রক্ষ তাঁকে ধনদাতা  
 স্নেহ করে যে তোমাকে জানহ তাহার । ১১  
 মম এ বিস্তৃত স্তুতি                      দীপ্তি সহ সূর্য্যো গতি  
 করিতেছে মাহুষের শ্রীবৃদ্ধি কারণ ;  
 অশ্ব আকর্ষণে যথা                      রথ গড়ে স্বপ্না, তথা  
 এই সব স্তোত্র আমি                      ৫৮ ৫৮ । ১২



যাঁদের নিকটে ধন করিতেছি আকিঞ্চন

তাঁদের নিকটে—স্বর্ণ স্তব সমুদায়

করিতেছি পুনঃ পুনঃ, যুদ্ধে যথা সৈন্তগণ

অগ্রসর হয় কিম্বা ঘটি চক্র প্রায়(১)। ১৩

হৃশীমে ও পৃথুবানে অম্বর রামে(২) ও বেণে

বলিয়াছি আমি এই ধনিগণে সব ;

অশ্বযুক্ত পঞ্চশত রথে চড়ি যায় বত

দেবগণ, তাঁদের বর্ণনায়ুক্ত স্তব। ১৪

সপ্ত ও সপ্তাশ্রিত্যেথা করিলা প্রার্থন,

ভাস্ক, পার্থ্য, মাধব সম্ভ্রতি তিন জন ॥ ১৫

(১) একখানি চক্রের পরিধিতে অনেকগুলি ঘটি সংযোজিত থাকে, কূপের মধ্যে সেই চক্র ঘূর্ণিত হইয়া ক্রমান্বয়ে সেই ঘটিগুলিকে জলে পূর্ণ করে। ইহাকে ঘটিচক্র কহে। \* \* আমি ইহা উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ও রাজস্থানে দেখিয়াছি। রমেশ

(২) এখানে রামকে অম্বর বলা হইয়াছে। শ্লোকটির ভাবে বুঝা যায় রাম একজন ধনবান্ ব্যক্তি ছিলেন।



৯৫ সূক্ত ।

পুরুরবা ও উর্ব্বশী দেবতা । তাঁহারাই  
ঋষি (১) ।

পুরুরবার উক্তি—

হে ঘোরকারিণি জায়ে ক্ষণ হেথা স্থির হয়ে  
থাক পরস্পর মোরা বলিব বচন ।

প্রকাশি হুয়ের মন যদি না বলি এখন  
ভবিষ্যতে সুখকর হবে না কখন ॥ ১

উর্ব্বশীর উক্তি—

আলাপে সহ তোমার কি ফল হবে আমার  
অগ্রিয়া উবার ছায় চলিয়া এসেছি(২) ।

(১) এই সূক্তে পুরুরবা ও উর্ব্বশীর একটি বৈদিক উপাখ্যান পাওয়া যায়। পুরুরবা অপ্সরা উর্ব্বশীর সহিত কিছু কাল সহবাস করিয়া ছাড়িয়া যাইতেছেন। পুরুরবার আদি অর্থ সূর্য্য, উর্ব্বশীর আদি অর্থ উষা। সূর্য্যোদয়ে উষা আর থাকেনা—ইহাই ইহার অন্তর্নিহিত অর্থ।

(২) "তবাহং প্রাক্রমিষমুখসামগ্রিয়েব" । মূলে এইরূপ আছে। অহং তু ইদানীং ত্বং সকালং প্রাক্রমিষং অতিক্রান্তবত্যস্মি । অতিক্রমে দৃষ্টান্তঃ উবসামগ্রিয়েব । বহনামুখনাং মধ্যেহপ্যাগ্রেভবা পূর্বেষাঃ প্রাক্রম্যেৎ যথাহমপীতি । সায়ণ । এই উপমা দ্বারা কবি যেন পুরুরবা ও উর্ব্বশীর আদি অর্থ যে যথা ক্রমে সূর্য্য ও উষা ইহা জ্ঞাত ছিলেন।



পুরুষবা ! গৃহে যাও মম আশা ছেড়ে দাও

বাতের মতন আমি দুশ্রাপ্যা হয়েছি । ২

পুরুষবার উক্তি ।

ইষুধি হইতে ইষু জয়ার্থে না সরে আস্ত

বুদ্ধে গিয়া শতগাভী নারিনু আনিতে ।

রাজকার্য্য বীরশূত্র শোভাশূত্র, যত সৈন্ত

রণে শব্দ করা, তারা না পারে চিন্তিতে ॥ ৩

উর্কশীর উক্তি ।

দিতে অন্ন অভিলাষী ঋগুরকে সে উর্কশী

হইতেন, যদি উষে ! অংতি-গৃহ হ'তে(১) ।

পতি-গৃহে(২) য'ইতেন দিবারাত্রি রহিতেন

রমণ স্নেহেতে মগ্না পতির সহিতে ॥ ৪

প্রতিদিন বারজয় করিতে রমণ আমার

সপত্নী ছিল না, আশা করিতে পূরণ ।

তাই তব গৃহে আমি আসিলাম রাজা তুমি

হলে পুরুষবা মম স্নেহের কারণ ॥ ৫

(১) অংতি-গৃহ—ভোজন-গৃহ ।

(২) পতিগৃহ—পতির শয়ন-গৃহ ।



পুরুরবার উক্তি ।

সুজুগি, আপি ও শ্রেণি হৃদে চক্ষু ও গ্রাণ্থিনী

সুন্ন ও চরণা যত অরুণ-বরণা ।

বেশ ভূষা করি আর আলিরা গৃহে আমার

আসিত না, আসে যথা গাত্তী শকমানা ॥ ৬

করিলে জন্মগ্রহণ আসিলেন দেবীগণ

স্বগূর্ত্তা (১) সরিতো সবে কৈলা সর্ষজ্জিত ।

দহ্যবধে পুরুরব ! তোমা তদা দেব সব

মহারণে পাঠাতে করিলা উৎসাহিত (২) ॥ ৭

(১) স্বগূর্ত্তা—“স্বয়ং গামিষ্ঠঃ” সায়ণ । নিজ ক্ষমতায় যাহারা গমন করে (রমেশ ।)

(২) স্বর্ধ্যরূপ ইন্দ্রই দহ্যরূপ অন্ধকারকে হনন করেন ।

That Pururavas is an appropriate name of a solar hero requires hardly any proof. Pururavas meant \* \* \* endowed with much light, for though rava is generally used of sound yet the root ru which means originally to cry is also applied to color in the sense of a loud or crying color i. e. red Sanscrit ravi means sun. Besides Pururavas calls himself Vasistha ( ১৭২৮ ) which as we know, is a name of the sun ; and if he is called Aida ( ১৮২৮ ), the son of Ida, the same name is elsewhere given ( Rigveda III, 29, 3 ) to Agni the fire. Max Muller's selected essays.



পুরুষবার উক্তি ।

মানুষ হয়ে যখন                      সেবিতে অপ্সরাগণ

সমুত্তত পুরুষ ! শরীর ত্যজিয়া ।

মৃগী যথা চলে যায়                      রথ-অশ্ব যথা ধায়,

অমানুষী তারা সবে গেল পলাইয়া ॥ ৮

হইয়ে মর্ত্য যখন                      করিতে কথোপকথন

স্পর্শোত্তত পুরুষা অমৃতা সকলে,

শত্নু না দেখাইল                      তারা অদর্শন হ'ল

ক্রীড়াশীল অশ্ব যথা কোথা যায় চলে (৩) । ৯

পতন্তী বিদ্যাহতী                      যে উর্বশী রূপবতী

আমার সঞ্চয় কাম্য করিলা পূরণ ।

জন্মিল গর্ত্তে তাঁহার                      মনোজ্ঞ পুত্র আমার

প্রদান করুন তাঁকে সুদীর্ঘ জীবন ॥ ১০

I therefore accept the common Indian explanation by which the name ( Urvasi ) is derived from Uru wide \* \* a root. and as to pervade and thus compare Uru-asi with another frequent epithet of dawn Uruki Ibid.

(৩) এই মন্ত্ৰের সংস্কৃতভাংশের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় “ম” এই একাক্ষর শব্দ তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—সমুচ্চয়ার্থে, অভাবার্থে এবং তুল্যার্থে ।



উর্কশীর উক্তি ।

পৃথিবী পালন তরে জন্মাইলে এ প্রকারে

পুত্র মম গর্তে, বীৰ্য্য করিলে নিহিত ।

জেনেই সর্বদা তোমা বলিতাম (৪) শুনিলে না

ভোক্তা হয়ে কেন কর বাক্যের ব্যয়িত ॥ ১১

পুরুষবার উক্তি ।

কবেই বা স্নু জাত ইচ্ছিবে আমার তাত

কাঁদিলে না তদা জানে যদি বা আমার ।

একমনা দম্পতীকে বিযুক্ত হার করে কে

সম্প্রতি স্থগুর-গৃহ দেখে জলে যায় (৫) ॥ ১২

উর্কশীর উক্তি ।

মম প্রত্যুত্তর এই পুত্র তব কাছে বাই

কাঁদিলে না করিলে না অশ্রুর পাতন ।

আমাতে জন্মালে যাকে তোমাকে পাঠাব তাকে

গৃহে যাও, মূর ! (৬) মোকে পাবে না কখন ॥ ১৩

(৪) বলিতাম যে তোমার নিকট থাকিব না । (রমেশ)

(৫) “অর্থাৎ তোমার বিরহে সন্তাপ অসহ” (রমেশ) ।

(৬) মূলে “মূর” শব্দই আছে অর্থ মূঢ় ।



পুরুষবার উক্তি।

তোমার প্রণয়ী এবে পতিত হউক তবে

দূর হতে দূর তরে করুক গমন।

নিঃশ্রুতির কোলে কিংবা শুইয়া থাকুক সে বা

বেগবান্ বৃকগণ করুক ভক্ষণ ॥ ১৪

উর্বশীর উক্তি।

ক'র না মৃত্যু-কামনা পড়িয়া ঘেয়ে ম'র না

অশিব বৃকেরা যেন না করে ভক্ষণ।

থাকে কি জৈগণ সখ্যতা বৃকের হৃদয় যথা

পুরুষবা! রমণীর হৃদয় তেমন ॥ ১৫

বিবিধ রূপে যখন করেছি আমি ভ্রমণ

চারি শরতের রাত্রি মানবে রয়েছে।

দিনে মাত্র একবার করিয়া ঘৃত আহার

পরিতৃপ্ত হয়ে গদা ভ্রমণ করেছি ॥ ১৬

অন্তরীক্ষ পুরণিত্রী রজসের সুনির্মিত্রী

উর্বশীকে আলিঙ্গন করিব বসিষ্ঠ (৭)।

(৭) মূল "উপশিক্ষামি উর্বশীং বসিষ্ঠঃ" আছে। "বসিষ্ঠঃ সমানানাং মধ্যেতিশয়েন বাসয়িতাহং উপশিক্ষামি বশং নয়ামি" সাগর। রমেশ বাবু উপশিক্ষামি অর্থে আলিঙ্গন করিয়াছেন। অর্থটি বোধ হয়, এই আমি বসিষ্ঠ (সুখ্য) অন্তরীক্ষ পুরণিত্রী ও রজসের নির্মিত্রী উর্বশীকে (উষাকে) বশে আনিব।



থাকে যেন কাছে তব                      স্নকৃতের ফল সব  
 যেও না, পেতেছি বড় হৃদয়েতে কষ্ট ॥ ১৭  
 হে ঐল ! এ দেবতারা                      এইত বলেন তাঁরা  
 মৃত্যুবন্ধ তুমিই এমতে যথা হও ।  
 দেবগণে হোমদ্রব্যো                      তোমার প্রজারা সবে  
 ষড়্ভিবে, হ্লাদিত স্বর্গ তুমিই করাও ॥ ১৮

১০২ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । মুদগল ঋষি ।

হে মুদগল যুদ্ধেতে যখন অসহায়  
 হর্বে রথ, রক্ষুন তখন ইন্দ্র তার ।  
 ধনার্থ এ খ্যাতিযুদ্ধে ওহে পুরুহুত !  
 আমাদিগে করহ দুর্কির্ষ ! সুরক্ষিত । ১  
 যখন মুদগলপত্নী                      রথে হয়ে আরোহিণী  
 সহস্র গাভীর জয় করিলা সাধন ।  
 করিল পবন তাঁর বস্ত্র উদ্বহন ॥  
 সে সকল গাভী-জয়ে                      রথেতে সারথি হয়ে  
 ইন্দ্র সেনাস্বরূপিনী সময়ে তখন ।  
 শত্রু হ'তে গোবৃন্দে করিলা আনয়ন ॥ ২



হে ইন্দ্র ! জিহ্বাসারত শক্রগণ প্রতি  
 তোমার বজ্রের পাত হউক সংপ্রতি ।  
 যেবা হয় দাস যেবা আৰ্য্য মঘবন্ !  
 অপ্রকাশ্য রূপে কর তাহাকে হনন । ৩  
 উদকের হৃদ পান                      করি বৃষ জহুষণ  
 কুট বিদারিয়া শক্রদিকে ধাইতেছে ।  
 হইরে প্রবৃদ্ধ মুক                      যশ বাসনার বৃষ  
 আহারার্থে শক্রপ্রতি শূদ্র শাণিতেছে ॥ ৪  
 শব্দ করাইল তাকে              যাইয়া নিকটে লোকে  
 বৃদ্ধ মধ্যে করাইল প্রস্রাব তাহারে ।  
 হেন মতে গাভী শত                      সহস্র চৰ্কণ-রত  
 করিলেন জয় ঋষি মুদগল সমরে ॥ ৫  
 শক্র হিংসা ইচ্ছা করি                      রথেতে বৃষত ঘুড়ি  
 তাহাকে সারথী কেশী শব্দ করাইল ।  
 রথ লয়ে দ্রুতগতি                      চলিল সে বৃষপতি..  
 মৈত্ৰগণ মুদগালিনী পশ্চাদে চলিল ॥ ৬  
 বাঁধিলা প্রাধি ইহার                      সে বিধান ঋষি আর  
 রজ্জুতে সুন্দর গতি বৃষকে ঘুড়িলা ।  
 গাভীগণ-পতি তাকে                      রক্ষিলা ইন্দ্র বাহাকে  
 বেগে ককুদ্রানু তবে পথেতে চলিলা ॥ ৭



কপর্দী প্রতোদধারী দাক্ষ বাঁধি দিয়া দড়ী  
বিচরণ করিবারে লাগিলা তখন ।

বিস্তর লোকের ধন উদ্ধার করি তখন  
বহু গাভী ধরিয়া করিলা আনয়ন ॥ ৮

যুদ্ধের সীমার মাঝে দেখে যে শয়ান আছে  
ক্রোধণ বুঝে ইহা ছিল সখিভূত ।

মুদগল ইহার ইহার লে শত্রু মৈত্রীগণ দলে  
গো শত সহস্র ধ্বংস করিলা বিজিত ॥ ৯

দূর দেশেই বা কেবা দেখেছে অদ্ভুত হেন  
যুড়িছে যাহাকে তাকে করিছে স্থাপন ।

নাহি দেয় তৃণ জল রথধুরা বহে কেন,  
জামীকে জয়ের দিকে করিছে বহন ॥ ১০

ভিনি বিধবার ত্রায় পতিধন ক্ষমতার  
লইলেন, বর্ষিলেন বাণ মেঘপ্রায় ।

পাইয়ে লারখী হেন জয়লাভ করি যেন  
সুমঙ্গল অন্নলাভ হউক তাহার ॥ ১১

তুমি বিশ্বজগতের হে ঈশ্বর ! নয়ন,

চক্ষুস্থান চক্ষু তুমি জানে সর্বজন ;

বর্ষস্বিতা, রথে দুটি অশ্বকে বুড়িয়া,

মম যুদ্ধে যোগ দাও শত্রুমধ্যে গিয়া । ১২



১০৮ সূক্ত।

পণিগণ, সরমা দেবতা। তাহারাই ঋষি।

পণিগণের উক্তি।

কি জগৎ এসেছ হেথা                      ইহা অতি দূর পথ  
চাহিলে সরমে!    পাছে আসা নাহি যায়।  
কর রাত্রে আসিয়াছ                      কিবা তব মনোরথ  
উতরিলে নদী-জল করি কি উপায় ॥ ১

সরমার উক্তি।

ইন্দের হইয়ে দূতী                      প্রেরিত হয়েছি আমি  
তোমাদের পণিগণ নিধি ইচ্ছা করি।  
ভয় করি জল, পাছে                      পার হই অতিক্রমি,  
রক্ষিল আমায়, তাই আসিহু উত্তরি (১) ॥২

(১) উবা কর্তৃক প্রাতঃকালে আলোক উদ্ধারই সরমা কর্তৃক পাতী উদ্ধার রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

The bright cows, the rays of the sun or the rain clouds, for both go by the same name, have been taken by the powers of darkness, by the Night and her manifold progeny. Gods and men are anxious for their return; where are they to be found? They are hidden in a dark and strong stable, or scattered along the ends of



পণিগণের উক্তি ।

কিরূপ মে ঈন্দ্র তাঁকে      দেখায় বল কেমন

এলে দূর হ'তে ঘাঁর হয়ে তুমি দূতী ।

আম্বুন ভাবিব তাঁকে      আমরা মিত্র মতন

গো লয়ে মোদের তিনি হউন গোপতি ॥ ৩

দরমার উক্তি ।

৫ দশ হতে ঘাঁর      আসিয়াছি দূতী হয়ে

জিত হইবার নহে তিনি সর্বজয়ী ।

গভীর নিম্নগা সব      নাহি তাঁকে আচ্ছাদয়ে

হত হয়ে পণিগণ ! হবে ধরাশায়ী ॥ ৪

পণিগণের উক্তি ।

দিবালাক অন্ত হ'তে      আসিয়াছি হে স্তভগে

এ সব গাভীর মধ্যে ঘাছা ইচ্ছা দেই ।

the sky and the robbers will not restore them, At last in the farthest distance the first signs of the dawn appear ; she peers about and runs with the lightening quickness, it may be like a hound after a scent across the darkness of the sky. She is looking for something or following the night path she has found it ; she has heard the lowing of the cows \* \* Max Muller's Science of Language ( 1882 ) Vol II page 513.



বিনা যুদ্ধে কে সরমে ! দেয় বল ইহাদিগে,

তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ অস্ত্রের অধিপ মোরা হই ॥ ৫

সরমার উক্তি ।

এ বাক্য হে পণিগণ সৈনিকের বাক্য নয়

পাপতনু বাণযোগ্য নাহি হয় যেন ।

তোমাদের পক্ষা সব যেন না আক্রান্ত হয়

বৃহস্পতি দিবেন অস্ত্র, শঙ্কা হেন ॥ ৬

পণিদিগের উক্তি ।

আমাদের নিধি সব হে সরমে অজি গুপ্ত

গো অথ বস্তুতে ইহা পরিপূর্ণ আছে ।

রক্ষে তাহা পণিগণ রক্ষাকার্য্যে উপযুক্ত,

এসেছ শক্কেতে, আসা বৃথা হইয়াছে ॥ ৭

সরমার উক্তি ।

সোমে মত্ত হয়ে হেথা আসিবেন ঋষিগণ

অবস্থাদি অগ্নিরায় নবথা নন্দন ;

অংশ করি গাভীগণে লইবেন পণিগণ !

কোথায় এ গর্ভ বাক্য থাকিবে তখন ? ৮

পণিগণের উক্তি ।

দৈববলে প্রপীড়িত (২) হয়ে যদি হেথা গত

---

(২) মুলে “প্রবাধিতা মহসা দৈব্যেন” আছে । দৈব্যেন দৈব-



হইয়াছ, হে সরমে বলিতেছি তাই ।

তোমাকে ভগিনী বলি      ভাবিবে এ পণি যত

যেও না স্মৃতগে ! তোমা গাভী ভাল দেই ॥ ৯

জানিলা ভ্রাতৃত্ব কিম্বা      তোমাদের ভগিনীত্ব

ঘোর আগ্নিরসগণ ইন্দ্র তা জানেন ।

দূরে চলে যাও তবে,      করি আমি সুরক্ষিত

পণিগণ ! হেথায় তাঁহারা পাঠালেন ॥ ১০

দূরে যাও পণিগণ      কষ্ট পাইতেছে গাভী

উঠিয়া আসুক তারা সত্যের আশ্রয়ে ।

গৃহাস্থিতা তাহাদিগে      জানিলা যত মেধাবী

ঋষি, সোম, বৃহস্পতি আর অশ্বাচর্যে ॥ ১১

সধ্বন্ধিনা সহসা বলেন, প্রবাধিতা যথা তথা বলপুরং প্রাপ্য তত্রস্থিতা  
গা দৃষ্ট্বা পুনরাগচ্ছেতি তেন প্রপীড়িতা কমেবং চেদাজগংধ আগত  
বতাসি” সারণ । বলপুরে প্রবেশ পূর্বক তথায় থাকিয়া গো সমূহ  
দেখিয়া পুনর্বার আনিবে এতাদৃশ কঠিন কার্যের আদেশ দ্বারা যদি  
দেবগণ তোমাকে প্রপীড়িত করিয়া থাকেন ।



১২৫ সূক্ত।

পরমাত্মা দেবতা। বাক্ ঋষি।

রুদ্র বসুগণ সহ চরি আমি অহরহ  
 আদিত্যের সঙ্গে, বিশ্বদেব সঙ্গে থাকি ;  
 মিত্র ও বরুণ দ্বয়ে ইন্দ্র ও অগ্নি উভয়ে  
 অশ্বিদ্বয়ে ধারণ করিয়া আমি রাখি। ১  
 নিস্পীড়ন সমুদ্ভূত সোমরস মমাপ্তিত  
 তৃপ্তা পুষা ভগকে ধারণ আমি করি ;  
 আনি যজ্ঞ দ্রব্য সব সোম করি অভিষব  
 যে দেয় তাহাকে আমি দ্রবিল বিতরি। ২  
 আমি রাজ্য অধিষ্ঠারী, ধন উপস্থিত করি,  
 যজ্ঞিয় সবে মধ্যো অত্যা জ্ঞানবতী ;  
 আমাকে অনেক স্থানে স্থাপিলেন দেবগণে  
 বহুজীবগণ মধ্যে আমার বসতি। ৩  
 যে করে অবলোকন যে করে প্রাণ ধারণ  
 কথা শুনে কিম্বা অন্ন করে যে ভোজন,  
 আমার সাহায্যে তাহা হয় নিস্পাদন ;  
 যে নাহি মানে আমাকে, ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে থাকে,  
 হে বিদ্বন্ বলি বাহা করহ শ্রবণ,  
 শ্রদ্ধা-যোগ্য জনে মম এসব বচন। ৪



দেবতা মানব যাকে                      আশ্রয় লইয়া থাকে  
 তাঁহার বিষয় আমি করি উপদেশ,  
 আমি ইচ্ছা করি যাকে                      করিতে পারি তাহাকে  
 উগ্র, ব্রহ্মা, ঋষি কিম্বা মেধাবী বিশেষ । ৫  
 ব্রহ্মদেবী শত্রুগণে                      বধেন রুদ্ধ বধনে  
 আমি বিস্তারিয়া দেই ধনুক তাঁহার ;  
 লোকের হিতের তরে                      প্রবেশ করি সমরে  
 পশে আছি আমি মধ্যে পৃথিবী জ্বাবার । ৬  
 মস্তক এ পিতাকাশ                      অমা হ'তে সপ্রকাশ  
 আমারই স্থান হয় সমুদ্রের জল ;  
 তথা হতে ত্রিভুদনে                      পশি আমি সর্ব স্থানে  
 উন্নত দেহেতে স্পর্শি ছ্যালোক সকল । ৭  
 নির্মিতে বিশ্বভুবন                      বায়ুৎ প্রবহণ  
 করিতেছি আমিই ; মহিমা হেন মম,  
 স্বর্গ লোক অতিক্রমি                      প্রভাব দেখাই আমি  
 করে মম মহিমা পৃথিবী অতিক্রম (১) । ৮

(১) বাগ্দেরীকে এই সূক্তের ঋষি নির্দেশ করা হইয়াছে । কিন্তু  
 বাগ্দেরী যে এই সূক্তের বক্তৃতা বা ঋষি, সূক্তের মধ্যে তাহার কোন  
 প্রমাণ নাই । বাগ্দেরী এই সূক্তে আপনাকে সর্বনিয়ন্ত্রী বলিয়া  
 পরিচয় দিতেছেন ।



# সামবেদ সংহিতা ।(১)

ছন্দ আর্চিক ।

১ম প্রপাঠক ; ১ম অর্ধ ; ১ম দশতি ।

স্তুত হয়ে অগ্নে ! এস, হব্য খাও,

খাইবারে দেবগণে হব্য দাও,

হোতা হয়ে বস দর্ভ-আসনে । ১

নিখিল যজ্ঞের তুমি অগ্নে হোতা,

স্থাপিলেন তোমা যত্নে দেবতা, (২)

মানব লোকের হিতসাধনে ॥ ২

(১) Of the three later vedas, the Samveda is much the most closely connected with the Rigveda. Historically it is of little importance, for it hardly contains any independent matter, all its verses except seventy five being taken directly from the Rigveda. History of Sanskrit literature by Macdonel MA. PH. D. page 171.

(২) মূলে দেবেভিঃ আছে । দৈবৈঃ দেবনশীলৈঃ ঋত্বিগৃভিঃ সায়ণ ।



এই যজ্ঞে যিনি সুশোভন কৰ্ম্মা  
 বরি তাঁকে, তিনি দেবদূত-ধৰ্ম্মা,  
 তিনি বিশ্ববেদা হোতা অনল । ৩

স্তুত হয়ে তিনি ইচ্ছা করি ধন,  
 সমস্ত বৃত্তকে করুন নিধন,  
 আহুত সন্মিদ্ধ দেব উজ্জল ॥ ৪

আপনাকে স্তুত করি প্রিয়তম,  
 আপনি অতিথি প্রিয় মিত্র সম,  
 রথবৎ অগ্নে ধন-কারণ । ৫

অগ্নে আশ্বাদিগে দিয়ে বহুধন,  
 শত্রু সব হ'তে করহ রক্ষণ,  
 মর্ত্যলোক-দেষ্য কর বারণ ॥ ৬

ভাল করে স্তুতি বলিব তোমায়,  
 যাহা বা বলিব ইতর ভাষায়,  
 শুন এসে,সোমে হও বর্দ্ধিত । ৭

পরম দ্যলোক হইতে তোমায়,  
 আকর্ষণে বৎস স্তুতির দ্বারায়,  
 তুমি অগ্নে ! মম অভিলষিত ॥ ৮



বিশ্বের আধার, বিশ্বের বাহন,  
পুঙ্কর (২) হইতে করিলা মন্থন  
তোমাকে হে অগ্নে ! ঋষি অথর্ক্য । ৯

স্বর্গপ্রদ এই কশ্ম সম্পাদন,  
কর আমাদের রক্ষার কারণ,  
তুমি ভিন্ন দৃষ্ট দেবতা কেবা ॥ ১০

১ম প্রপাঠক ১ম অর্ক ; ২য় দশতি ।

কৃষ্টি সব (১) অগ্নে ! বল কামনা, ..  
নম নম শব্দে ডাকিছে তোমায়,  
অমিত্র বিনাশ করহ বলে । ১  
হব্যবাহ, বিশ্ববেদা, দেবদূত,  
তুমি যজ্ঞকারী, মৃত্যু-বহির্ভূত,  
বাড়াই (২) তোমাকে স্তব-কৌশলে ॥ ২

(২) মূলে “পুঙ্করাদি” আছে । “পুঙ্করে—পুঙ্করপর্ণে” । সায়ণ ।  
“মন্তক যেমন সমস্ত শরীরের আশ্রয় স্বরূপ তজ্জপ পুঙ্কর-পর্ণ প্রদেশও  
সমস্ত বিশ্বের আধার স্বরূপ ও সমস্ত বিশ্বের বাহন স্বরূপ ।” ব্রহ্মব্রত ।

(১) মূলে “কৃষ্টয়ঃ” আছে । “মন্তুযাঃ যজমানাঃ ।” সায়ণ ।

(২) মূলে “ঋতসে” আছে । “প্রসাধয়ামি বর্জয়ামি ।” সায়ণ ।



স্বস্ব-স্বরূপিণী হবিষ্কৃতা স্তুতি  
 তব কাছে করি গুণের বিস্তৃতি,  
 স্থির হয় গিয়া বায়ু-সমীপে । ৩  
 দিবারাত্র অগ্নে ! বুদ্ধি সহকারে,  
 নমস্কার করি প্রত্যহ তোমারে  
 আসিতেছি মোরা ভবদ্ উপে ॥ ৪  
 তায় (৩) পশ স্তুতি-বোধ্য ! বিশেষ বিশেষ  
 যজ্ঞ অনুষ্ঠান সাধিতে বিশেষে  
 তব জন্ত রুদ্র সুন্দর স্তোম । ৫  
 এস অগ্নে ! মরুদাগণের সহিত,  
 সেই চাক্র যজ্ঞে যাতে আমন্ত্রিত,  
 পান করাইতে তোমাকে সোম ॥ ৬  
 নমস্কারে তোমা বন্দিতে প্রবৃত্ত,  
 তাড়য়িতা যথা জম্ব বালযুক্ত,  
 তুমি অগ্নি সর্ব যজ্ঞাধিরাজ । ৭  
 ঔর্ক ভৃগু মত, অশ্ববান (৪) মত  
 অগ্নিদেবে হেথা করি সমাহত,  
 করেন সমুদ্রে যিনি বিরাজ ॥ ৮

(৩) মূলে “তৎবিবিড়্টি” আছে । “তদ্দেবযজ্ঞনং বিবিড়্টি  
 এবিশ” সায়ণ ।

(৪) “অশ্ববানঃ ভৃগুসম্বন্ধী কশ্চিদৃষিঃ” সায়ণ (ঋগ্বেদ ৪।৭।১)



অগ্নি উদ্দীপিত করি মনে মনে  
করিবেন মর্ত্য কৰ্ম্ম সযতনে,  
দীপ্ত করি অগ্নি ঋত্বিক দ্বারা । ৯  
প্রজলিত হ'লে ছালোকের' পরে,  
প্রাচীন রেতস্বী জ্যোতিষ্ক বাসরে,  
দেখে তারে তদা সমস্ত ধরা (৫) ॥ ১০

১ম প্রপাঠক , ১ম অর্ধ ; ৪র্থ দশতি !

অগ্নিদেবে স্তবে স্তবে বৃদ্ধি করিবারে  
যজ্ঞে যজ্ঞে প্রশংসহ তোমরা তাঁহারে ;  
তিনি জাতবেদা মিত্রবৎ হিতকারী,  
অমর,—প্রশংসা তাঁরে আমরাও করি । ১  
আমাদিগে এক বাক্যে (১) করহ পালন ;  
দুই বাক্যে কর অগ্নে পালন তেমন ;

---

(৫) এই ঋকে বৈশ্বানর নামক সূর্য্যরূপ অগ্নির কথা বলা হই-  
তেছে ; এই অগ্নি বাসর অর্থাৎ অহোরাত্র নিয়মিত করিয়া উদয় হইলে  
সকলে তাঁহাকে দেখিতে পায় ।

(১) মূলে “গীঃ” শব্দের ব্যবহার আছে । ব্রহ্মব্রত অর্থ করিয়া-  
ছেন, “বাণী ।” একটি বাণী দ্বারা, দুটি বাণী দ্বারা, তিনটি বাণী দ্বারা  
এবং চারিটি বাণী দ্বারা, স্তুত লইয়া অগ্নি ! তুমি আমাদিগকে পালন  
কর ।



তিন বাক্যে পালন করহ বাজ-পতি ।  
 চারিবাক্যে বসো (২) কর পালন তেমতি । ২  
 হে অগ্নে ! হে দেব ! মহা তেজেতে উজ্জ্বল  
 শোভিতেছ যুবতম ! শুক্রে নিরমল ;  
 সমিদ্ধ হইয়া ভরদ্বাজেতে পাবক !  
 জল হেন তেজে যাহা ধন বিধায়ক । ৩  
 হে স্বাহিত অগ্নিদেব ! তব সুরিগণ  
 প্রিয় পাত্র হউন এই করি নিবেদন ;  
 বহু জন গোধন যাহারা করে দান  
 হ'ক প্রিয় তব হেন দাতা ধনবান্ ॥ ৪  
 স্তবনীয় অগ্নি দেব ! তুমি বিশ্ণুপতি,  
 রক্ষঃ সস্তাপক, গৃহে কর সদা স্থিতি ;  
 দ্যলোক পালক, গৃহ নাহি কর ত্যাগ,  
 তেই গৃহপতে ! তুমি দেব মহাভাগ । ৫  
 উষার নিকট হ'তে হে অমর অগ্নে !  
 দাতার্য নিবাসোপেত আন চিত্র ধনে ;  
 উষার জাগ্রত হন যে যে দেবগণ,  
 অগ্ন তাহাদিগে হেথা কর আবহন । ৬



তুমি চিত্র ওহে বসো ! করহ প্রেরণ  
 রক্ষার সহিত আমাদিগে বহু ধন ;  
 এ ধনের নেতা তুমি, অপত্যোৎপাদনে,  
 আমাদিগে সমর্থ করহ তুমি অগ্নে ! ৭  
 তুমি ভ্রাতা, তুমি কবি, তুমি অগ্নি ঋত,  
 তুমি অগ্নি জগতের সর্বত্র বিস্তৃত,  
 সমিধান দীপ্তিমান্ ! তব বেধাগণ  
 মেধাবীরা তোমাকে সেবেন অনুক্ষণ । ৮  
 অন্ন বৃদ্ধি কর আর প্রশংসু যে ধন  
 পাবকাণ্ডে ! আমাদিগে কর আনয়ন ;  
 বহুজন স্পৃহনীয় ধন যশস্কর,  
 স্ত্রমার্গে আনিয়া উপমাতি ! (৩) দান কর ।  
 যিনি হোতা জনগণ-আনন্দ-বর্দ্ধন,  
 যিনি দেন জনগণে সর্ববিধ ধন ;  
 সেই এই অগ্নিতে হতেছে উপগত  
 মধুমৎ (৪) আত্মপাত্র (৫) স্তুত স্তোম যত । ১০

---

(৩) যিনি আজ্ঞাপাত্র (যুতপাত্র) আপন সমীপে রাখিয়া মাপিয়া  
 মাপিয়া আজ্য গ্রহণ করেন তাঁহাকে উপমাতি কহে । ব্রহ্মব্রত ।

(৪) মূলে “মধোন্ন” আছে । “মদকরস্তু সোমস্তেব” । সায়ণ ।

(৫) আত্মপাত্র প্রথম বা মুখ্যপাত্র ।



## ১ম প্রপাঠক, ২য় অর্ক, ৪র্থ দশতি ।

হে অপ্রতিহত গতি ! কর আহরণ  
 আমাদের জন্ত অগ্নি ! বলবান্ ধন ;  
 প্রশংস্ত ধনের সহ করহ সংযুক্ত,  
 আমাদের অন্তপথ কর দেব মুক্ত । ১  
 যদি বীর পুত্র জন্ম করিল গ্রহণ  
 সমিদ্ধ করিবে মর্ত্য আগুন তখন ;  
 ক্রমাগত হব্য বস্তু হবন করিবে,  
 দৈবী শর্ম্ম তাহা হ'তে সে মর্ত্য ভুঞ্জিবে (১) ।  
 তব শুক্রধুম দিবে হইয়ে আতত,  
 হইতেছে দীপ্ত অগ্নে ! মেঘে পরিণত ;  
 হে পাবক ! হ্রাতি আর স্ততির প্রভায়, (২)  
 শোভিতেছ তুমি যথা সূর্য্য শোভা পায় । ৩  
 যথা মিত্র তথা তুমি হে দেব অনল !  
 লাভ করিয়াছ শুক কাষ্ঠান্ন সকল ;

(১) কেহ কেহ মনে করেন, এই মন্ত্র হইতেই জাতকর্শ্মের বিধান হইয়াছে ।

(২) মূলে “কৃপা” শব্দ আছে । “স্তাতব্য্যভিমুখীকরণসমর্থয়া স্তত্যা ।” সাধারণ ।



তুমি বসো তুমি অগ্নি ! দেব বিচর্ষণে ! (৩)  
 বৃদ্ধি করি অন্ন, আছ পুষ্টি সম্বন্ধনে । ৪  
 বিশের অতিথি যিনি বহু লোকপ্রিয়,  
 যে অমর্ত্যে সর্ব মর্ত্য দ্রব্য হবনীয়  
 সান্নিধ্য করয়ে, সেই অগ্নি দেবতার  
 প্রাতঃকালে হেনরূপে স্তব করা যায় । ৫  
 যে বাহিষ্ঠ স্তব (৪) তাহা অগ্নি দেবতার,  
 দাও বিভাবসো ! বৃহদন্ন আপনার ;  
 তোমা হ'তে মহাধন উর্দ্ধদিকে ধায়,  
 আমরাও পাই অন্ন তোমার কৃপায় । ৬  
 বিশে বিশে অতিথি বহুললোক প্রিয়,  
 অনেচ্ছু তোমরা সবে অগ্নিকে অর্চহ ;  
 আমিও তাঁহাকে সেই গৃহহিতকরে  
 মননীয় স্তবে তুষি তোমাদের তরে । ৭  
 প্রকৃষ্ট স্ততির জন্ত মিত্রের সমান  
 মর্ত্যেরা যাঁহাকে দেয় পুরোভাগে স্থান ;

(৩) হে সর্ব দ্রষ্টা !

(৪) মূলে “বাহিষ্ঠং” আছে। “বোদ্ধৃতম স্তোত্রং” সাধারণ।

“অতি হব্য বাহক যে স্ততি ব্রহ্মব্রত ।”



তোমরা সে দীপ্তিমান্ অগ্নি দেবতার,  
 অর্চনা করহ বৃহদন্ন দিয়ে তাঁয় । ৮  
 ঋক্ষপুত্র ঋতর্কন্ রাজার নিমিত্ত  
 হতেছেন যিনি বৃহজ্জালায় বর্জিত,  
 যিনি বৃত্রহস্তা, জ্যেষ্ঠ, নরহিতকারী,  
 আসিব সে অগ্নি কাছে পূজার্থ তাঁহারি (৫) । ৯  
 পরধর্ম সহকারে (৬) অগ্নিদেব জাত,  
 সবৃত্ ঋষিক্‌সহ (৭) ভূমি যজ্ঞে স্থিত,  
 কশ্যপ যাঁহার পিতা মাতা শ্রদ্ধা দেবী,  
 যাঁহাকে করিলা স্তব হেন মনু কবি । ১০

(৫) “একদা গোপবন ঋষি ঋতর্কন্ রাজার নিকট উপস্থিত হন, উপস্থিত হইয়া দেখেন রাজা যজ্ঞে উপবিষ্ট আছেন । অগ্নিদেব মহান্ জ্বালা বিশিষ্ট হইয়া প্রবৃদ্ধ হইতেছেন । তখন তিনি অতি ভক্তি সহ-কারে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন—এই সেই মন্ত্র ।” ব্রহ্মব্রত ।

(৬) “মূলে “পরেণ ধর্ম্মণা ।” “পরেণ উৎকৃষ্টেন ধর্ম্মণা আধানাদি কর্ম্মণা ।” সাধারণ ।

(৭) মূলে “সবৃত্তিঃ সহ” আছে । “যজ্ঞে সহবর্ত্তন্তে ইতি সবৃত্তঃ ঋষিজঃ ঐতঃসহ ।” সাধারণ ।



ওয় প্রপাঠক ; ১ম অঙ্ক ; ওয় দশতি ।

অন্ন অভিলাষী হইয়ে আমরা  
তোমাদের মহা ইন্দ্রে ইন্দু দ্বারা,  
কুবির (১) মতন করি সিঞ্চন,  
শতক্রতু সেই ইন্দ্রই হন । ১  
আমাদের কাছে কর আগমন  
স্বর্গলোক হ'তে হে ইন্দ্র এখন  
শতবলে আর সহস্র বলে,  
অন্ন যেন পাই মোরা সকলে ॥ ২  
বৃত্রহন্তা জন্ম করিয়া গ্রহণ  
ইদু ধরি মায় করিলা প্রশ্ন  
কে হয় সামর্থ্যে মাতঃ বিশ্রুত ?  
কে উগ্রস্বভাব বলহ মাতঃ । ২  
প্রসারিত বাহু লোক রক্ষা জন্তে.  
সাধকের দাতা (২) লোকের পালনে,

(১) “কুবিঃ কৃষিঃ” সায়ণ ।

(২) মূলে “সাধঃ কৃণুন্তঃ” আছে । সাধঃ সাধকঃ ধনঃ কৃণুন্তঃ  
কুর্কন্তঃ প্রযচ্ছতঃ ।” সায়ণ । সাধকের দাতা অর্থাৎ সাধক ধনের  
দাতা ।



হেন ইন্দ্র দেবে স্তোতব্য অতি  
 আবাহন করি, করি মিনতি ॥ ৪  
 জ্ঞানি সবিশেষ মিত্র ও বরুণ (৩)  
 ঋজুমার্গে আমাদিগকে নিউন,  
 অত্র দেব সহ অর্ঘ্যমা প্রীত,  
 আমাদিগে তথা করুন নীত ॥ ৪  
 দূরেতেও যেন নিকট বর্তিনী  
 শোভেন অরুণ কিরণ শালিনী  
 যখন সে উষা বর্ণ-প্রভাস,  
 স্বীয় কান্তি হয় প্রস্ফুট তার ॥ ৫  
 মিত্র ও বরুণ স্নকর্ষা তোমরা  
 গব্যূতিকে (৪) আমাদেব ঘৃত দ্বারা  
 সুন্দর রূপেতে কর সিদ্ধিত ;  
 বাস স্থান কর মধু-আপ্নুত । ৬  
 বাক্য-জননী সে বায়ু দেবতারা,  
 স্বস্ব যজ্ঞে স্থিত হইয়া তাহারা,  
 ছড়াইয়া দেন সুন্দর পয়ঃ,  
 যাতার্থে অভিজ্ঞু (৫) গাভী-নিচয় ॥ ৭

(৩) “অহরভিমানী দেবঃ মিত্রঃ । বরুণঃ রাজ্যভিমানী ।” সায়ণ ।

(৪) “গব্যূতিং গবাং মার্গং, গোনিবাসস্থানং ।” সায়ণ ।

(৫) মূলে “বাক্য অভিজ্ঞু যাতবে” আছে । বাক্যঃ হবা রবো-



করিলেন বিষ্ণু ইহা পরিক্রম  
করিলেন ক্ষেপ পদ ত্রিরকম ;  
ইহার পাংশুল চরণে তাই,  
আবৃত হইল সকল ঠাই (৬) ॥ ৮

পেতাঃ" গাঃ। অভিজ্ঞু জ্যোতিষ্মখং যথা ভবতি তথা। যাতবে গন্তং  
প্রেরিতবন্তঃ। সাযণ।

(৬) ১ম মণ্ডল, ২২ সূক্ত, ১৭ ঋক্ ও ঠিক এই মন্ত্র। ১ম ভাপ  
বেদসংহিতায় ইহার পয়ারছন্দে অনুবাদ হইয়াছে। সেই অনুবাদ ও  
ভক্ত্য টীকা দ্রষ্টব্য।

সমাপ্ত















